INDEX

The 6th April, 1973.

The 9th April, 1973.

The 10th April, 1973.

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly
Assembled under the Provisions of the
Constitution of India.

Friday, April, 6, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Friday, the 6th April, 1973 at 12-30.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, 4 Ministers, Dy. Speaker, 3 Dy. Ministers and 48 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Sushil Ranjan Saha.

Shri Sushil Ranjan Saha :—Question No. 593.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 593, Sir.

QUESTION

১। অমরপুর টাউন এলাকায় মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য কোন শ্মশান আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে এ বিষয়ে সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কি ? এবং

৩। না থাকিলে উহার কারণ ?

ANSWER

১। ঐ শহরের নদীর নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থান শ্মশানভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

২। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে শ্মশানভূমি করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

সুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি অমরপুর শ্মশান করিবার জন্য স্থানীয় মহকুমা শাসক সহ পাবলিক থেকে টাকা উঠানো হয়েছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা উঠানোর কথা আমার জানা নেই. তবে সরকারের বিবেচনাধীনে আছে ঐখানে শ্মশান 'এর বন্দোবস্ত করতে পারি কি না ?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উনি যে বিবেচনাধীনের কথা বললেন, কতদিনের মধ্যে সেখানকার সরকার থেকে সেটা আশা করতে পারে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—এটা জনগণের সহযোগিতায় যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব তত তাড়াতাড়ি করা হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, উনি যে বললেন কোথাও কোথাও মৃতদেহ সংকার করা হয়, সেই জায়গায় মরা পুড়ানোর জন্য জনসাধারণের অসুবিধা আছে কি না ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরও একটু বিশদভাবে বলছি। ঐ লোকেরা যে হাসপাতালের পাশে মৃতদেহগুলি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে আসে, এটা কুকুর নিয়ে গিয়ে লোকের বাড়ীতে ফেলে এবং এটা সম্পর্কে কোন কমপ্লেন মহকুমা শাসকের কাছে লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে, সেজন্যই সরকার 'এর বিবেচনাধীন আছে সেটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে কোথাও কোথাও পুড়াবার ব্যবস্থা আছে, কোন্ কোন্ জায়গায় ব্যবস্থা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীডি, কে, চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যবস্থা কোথায় কোথায় আছে আমি বলিনি, আমি বলেছি সহরের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে শ্মশানভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫৬ স্যার।

QUESTION

১) বিশালগড় Agricultural Produce Market-টি কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা তার জন্য খরচ হয়েছে,

২) ইহা কি সত্য যে এই বাজারে যারা ষ্টল খুলছেন তাদের ১০০.০ টাকা করে অগ্রিম জমা দিতে হয়েছে ;

৩) ইহা কি সত্য যে অনেক ষ্টলই এখনই অচল হয়ে পড়েছে ;

৪) যদি (২) এবং (৩) সত্য হয় তার কারণ ?

ANSWER.

Bombay Agricultural produce Market Act, 1939 as extended to Tripura অনুযায়ী Tripura Agricultural produce Market Rules 1962 এর বলে এবং কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বিশালগড় Agricultural Produce Market স্থাপিত হইয়াছে। Marketing Services এর standard এর উন্নতি, বাজারের fair trading এর ব্যবস্থা এবং Market Practies, regularisation করা ইহার উদ্দেশ্য ঐ বাজার স্থাপন বাবং এ পর্য্যন্ত মোট ১,৩৮,৫৩৭.২৭ পঃ ব্যয় হয়েছে।

২) হ্যাঁ,

৩) না,

৪) (২) এর কারণ ঐ বাজার পরিচালনার জন্য যে কমিটি আছে সেই কমিটির সঙ্গে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী এক সভার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে ঐ বাজার yard-এ ব্যবসায়ীগণকে ষ্টলের জন্য মাসিক ভাড়া সত্বে Shed দেওয়া হইবে। তবে Market Committeeর নিকট ঐ বাবং কোন Fund এর ব্যবস্থা নাই বলিয়া Traders-দের নিকট হইতে ৭০০ টাকা Advance হিসাবে নেওয়া হইবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টাকা নেওয়া হইয়াছে এবং Stall তৈয়ার হইয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ইং পর্য্যন্ত ভাড়া বাবং মাসিক ২০ টাকা হিসাবে ৩৪০ টাকা কর্ত্তন হইযাছে এবং অবশিষ্ট ৩৬০ টাকা Market Committee-র কাছে security হিসাবে রহিয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে বাজারটা এটা কোন বছরে স্থাপিত হয়েছে ? ইয়ার। এটা কি সত্য ২৮/১/৬৩'এ আমাদের যিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই বাজারটা ওপেন করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছিনা স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটা ঠিক কিনা যে একজিকিউটিভ কমিটি— যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং যার মধ্যে একজন কৃষি দপ্তরের কর্ম্মকর্ত্তা থাকার কথা, সেই কমিটির কোন মিটিং হয় না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৫ জন মেম্বারের একটা নমিনেটেড কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার মধ্যে সাতজন কৃষক প্রতিনিধি দুইজন ব্যবসায়ী এবং দুইজন কো-অপারেটিভ সোসাইটির এবং চারজন সরকারের নমিনেটেড সদস্য আছেন তবে মিটিং কখন কখন হচ্ছে ঠিক সেই খবরটা এখানে আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা অবগত আছেন কি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এই বাজারটি গঠন করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে গেছে—এই কারণে যে বাজারের অধিকাংশ বড় বড় ব্যবসায়ী তারা সহযোগিতা করেনা এবং বাজারের দক্ষিণ

দিকে তারা বাজারটি সরিয়ে নিয়ে গেছেন এটা সত্যি কি না ? যে কারণে বাজারটি অচল হয়ে গেছে, ছোট ছোট দোকানদারদের দোকান ফেল পড়েছে, তারা সেখানে থাকতে পারছেনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজার সেখানে চলছে তবে উনি যে কথাটা বলেছেন জনসাধারণ সহযোগিতা করছেনা, জনগণ সহযোগিতা যদি না করে তাহলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, জনসাধারণ সহযোগিতা না করলে কোন জিনিষই চলবেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এইরকম আবেদন ছোট ছোট ষ্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে পেয়েছেন যে এই যে ভাড়া যে বকেয়া পড়ে গেছে তা তারা দিতে পারছেনা, এবং তারা আগাম যে টাকা জমা রেখেছেন, সেটা যাতে তাদের ব্যবসায়ে খাটাতে পারেন তার জন্য তাদের মুকুব দেওয়া হয়, এই মর্মে ষ্টল কীপারদের কাছ থেকে কোন আবেদন পেয়েছেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এইরকম আবেদন সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই রকম কোন আবেদন ছোট ছোট ষ্টল হোল্ডার যারা আছেন তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন, যাদের বকেয়া পড়ে রয়েছে, যারা ভাড়া দিতে অক্ষম এবং যে টাকা তারা জমা রেখেছেন সেইটা যাতে তাদের ব্যবসাতে খাটাইতে পারেন সেই জন্য তাদেরকে লগ্নি দেওয়া হয়, এই মর্মে কোন আবেদন ছোট ছোট ষ্টল কীপারদের কাছ থেকে পেয়েছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম আবেদন আছে কি না আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যদি এই রকম আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের অফিসে থাকে তাহলে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৯৫।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৯৫।

প্রশ্ন

১) এ রাজ্যে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এ পর্য্যন্ত কত অংশ জনকল্যাণমূলক কাজে এবং কত অংশ সরকারী কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১) চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পিরিয়ডে ১৯৭৩ সন পর্য্যন্ত ব্যয়ের ৮৩.৮৪ অংশ জন কল্যাণমূলক কাজে এবং ১৩.১৬ অংশ সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবত খরচ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কতটা বরাদ্দ ছিল এবং তার কত অংশ জনকল্যাণমূলক এবং কত অংশ সরকারী কর্মচারীর বেতনের খাতে ব্যয় করা হয়েছে?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে কত টাকা এবং কর্মচারীদের খাতে কত টাকা, আমি তার একটা হিসাব চাই।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি কত টাকা, এই পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে ১৯৭৩ সনের ফেবরুয়ারি পর্য্যন্ত জনকল্যাণমূলক খাতে মোট ১৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৮ শত টাকা এবং সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা বাবত মোট দুই কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত টাকা। যথাক্রমে শতকরা ৮৬·৮৪ অংশ এবং শতকরা ১৩·১৬ অংশ খরচ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি বলছি যদি মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের কাছে থাকে তবে তা লে করতে পারেন যে কোন বিভাগে কত টাকা এবং কিভাবে খরচ করা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ ভেরি ওয়াইড কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে যদি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের কাছে থাকে উনি লে করতে পারেন।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লে করে দেবো স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই ৩৪ কোটির মত যে টাকা সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় সব সুদ্ধ ২০ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে আর বাকী টাকাটার কি হলো?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাকী টাকাটা খরচ হবে বলে আমরা আশা রাখি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯০৮।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ৯০৮।

প্রশ্ন

১) এটা কি সত্য ধর্মনগর শহরের কোন কোন রাস্তার পাশে ড্রেইন-এর বন্দোবস্ত এবং ড্রেইন পরিস্কারের বন্দোবস্ত না থাকায় প্রায়ই রাস্তা চলাচলে জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উত্তর

১) ধর্মনগর শহরে কোন পৌরসংস্থা নেই। এই জন্য শহরের নর্দমাগুলি পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই এবং ঐ শহরের ড্রেনগুলি কাচা এবং সময় সময় রাস্তার কাজের সংগে সংগে নর্দমাগুলিও পি ডব্লিউ পরিষ্কার করেন। এ শহরে পৌরসংস্থা স্থাপনের জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— সাপলিমেন্টারী স্যার, পি ডব্লিউ মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করেন মাননীয় মন্ত্রী এই কথা বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে পোষ্ট অফিসের পাশ থেকে সিনেমাহলের দিকে রাস্তার ডান পার্শ্বের যে ড্রেন ধর্মনগরের বাজার এলাকার মধ্যে কুর্তি রোডের যে অংশ পড়েছে তার দুই পার্শ্বের ড্রেন সেইটা পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধের জন্য রাস্তায় চলাচলের অসুবিধা হয়। এছাড়া শহরের আরও বিভিন্ন অঞ্চলে জল নিকাশের কোন বন্দোবস্ত নেই যার ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধারণের দুর্ভোগ হয় সেইটা স্বাভাবিক কারণ আমরা যে সমস্ত এলাকায় বাস করি সেখানে এই রকমই হয়। তবে যখন নাকি পিডবলিউ রাস্তার মেইন্টেনেন্সের কাজ করেন, এ্যাষ্টিমেট হয়ে গেলে তারপরে এটাতে কাজ করতে পারা যায় তা না হলে সারা বৎসরে কাজ করা সম্ভব হয় না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপলিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি নেই সেই সমস্ত জায়গায় এই ড্রেন পরিষ্কার করার দায়িত্ব কোন ডিপার্টমেন্টের ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে পি ডবলিউ যখন মেইনটেনেন্স ওয়ার্ক করে বা রিপেয়ারিংএর কাজ করে তখন উনারা তার সঙ্গে সঙ্গে সেই টা করে নেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত ড্রেনগুলি মারকেটে আছে সেই সমস্ত ড্রেনগুলি পি ডবলিউ কবে পরিষ্কার করেছেন বা করেন কি না বা করবে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কবে করেছেন সেইটা আমার জানা নাই। তবে আমি বলছি যে যখনই রাস্তার মেইনটেনেনস, যখন না কি এ্যাসটিমেট করা হয়, যখন রাস্তার কাজ করা হয় তখন সেইটা মাঝে মাঝ করেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে যখন পিডবলিউ এ্যাসটিমেট করে যখন কাজ করে, ধর্মনগর একটা বড় শহর সেখানে বিরাট একটা বাজার সেখানে ড্রেন বহুদিন যাবত পরিষ্কার করা হচ্ছে না স্যার, কাজেই পিডবলিউ এ্যাসিটিমেট করলে তার উপরে কাজ করতে গেলে তখন পরিষ্কার করা হবে তাহলে জনজীবন এই ভাবে থাকবে এইটা সম্ভব না কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনজীবন এইভাবে থাকবে না সেইটা আমরা জানি তার জন্য পৌর সংস্থা করবার জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখছেন যাতে তাড়াতাড়ি করতে পারা যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাড়াতাড়ি করে হবে স্যার, এই দীর্ঘকাল যাবত ধর্ম্মনগরের এই ড্রেনগুলি পরিস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি মন্ত্রীমশায়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে এইটা কত দিনের মধ্যে সম্ভব হবে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুধু ড্রেন নয় তাছাড়া বহু অসুবিধা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে গুলি আমরা এখনও দূর করতে পারি নাই। আস্তে আস্তে দূর করা হবে, তার জন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ড্রেন পরিস্কার করা টা এইটা পি.ডবলিউর কাজ কি না? ড্রেন পরিস্কার করাটা পি. ডবলিউর কাজের অন্তর্ভুক্ত কি না? এই প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দেবেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তার ধারে যে ড্রেনগুলি আছে সেইগুলি যদি পি. ডবলিউর অ্যাক্যুভিশানের এরিয়ার মধ্যে পড়ে থ কে তবে সেইটা ঠিক রাখা পি. ডবলিউরই কাজ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে পি. ডবলিউ ড্রেন পরিস্কার করার জন্য কত টাকা খরচ করে? আমি জানি স্যার, পি ডবলিউ এক পয়সাও খরচ করে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনার চেয়ে অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরাতে আছি, আমরা জানি, দেখেছি পি ডবলিউ ড্রেনের কা করে। উনি না বললেই যদি সেইটা সত্য হয়ে যায় আমার বলার কিছু নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে পি. ডবলিউ. ডি. ড্রেইন পরিস্কার করবার জন্য বৎসরে কত টাকা খরচ করে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, অমরা তো দীর্ঘকাল থেকে দেখে আসছি যে পি. ডবলিউ ডি. থেকে ড্রেইন পরিস্কার করা হয়ে থাকে যার উনি যদি সেটা জানেন, তাহলে আমার কোন কোন বক্তব্য নেই।

শ্রীরাধা মোহন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগর শহর এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় রাস্তাঘাটের যে অবস্থা তারপরে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ড্রেইনগুলি পরিস্কার না করায় ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে যে কতটুকু অসুবিধা হচ্ছে, এটা তদন্ত করে দেখতে রাজি আছেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশন্যাল শহরগুলিতে এই রকমের দূরাবস্থা আছে এবং সেগুলি দূর করবার জন্য আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগরের জন সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলছে এবং রেল লাইনের দ্বারা সংযুক্ত হওয়াতে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই জনসংখ্যার চাপ সেখানে দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, অথচ সেখানকার রাস্তাঘাট এবং বাজারগুলি অত্যন্ত ছোট খাটো হওয়াতে জনসাধারণের পক্ষে ভীষণভাবে অসুবিধা হচ্ছে।

কাজেই এই সব অবস্থার কথা চিন্তা করে যে দূরবস্থার কথাগুলি এখানে বলা হল সেগুলি যাতে অবিলম্বে দূর করা হয় সে জন্য চেষ্টা করবেন কিনা, আমি মিউনিসিপ্যালিটির কথা এখানে বলছি না অন্য যে কোন ভাবে যাতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেদিকে নজর দিবেন কিনা, এটাই আমরা জানতে চাই ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এই রকমের দূরবস্থা যে দূর করা প্রযোজন, তা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে গুলি এক সংগে দূর করা সম্ভব নয় তবে একটা একটা করে দূর করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টকে এই ড্রেইন পরিস্কার করার ভার দেওয়া চলে কিনা এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি বলছি যে পি, ডবলউ, ডিপার্টমেন্ট থেকেই করা হবে। আর একটা কথা আমাদের বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবুকে জানাচ্ছি যে সেখানকার বাজারের উন্নতির জন্য অনেকবেশী মঞ্জুরী দেওয়া হয়ে গেছে।

শ্রীরাধা রমন দেবনাথ—ষ্টার কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১১

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ষ্টার কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১১ উত্তর

প্রশ্ন

১। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৭৩ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কতজনকে কৃষি দাদন দেওয়া হইয়াছে ?

২। ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ লোককে পঁচিশ টাকা হারে দাদন দেওয়া হইয়াছে ?

৩। সত্য হইলে এই পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সরকার চিন্তা করিতেছেন কিনা ?

উত্তর

৬০০ জনকে।

হ্যাঁ ২৫ টাকা হারে কৃষি দাদন দেওয়া হয়াছে।

পরিবার প্রতি উর্দ্ধে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাদন দেওয়া হয় প্রযোজন অনুসারে টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ২৫ টাকার বেশী দেওয়ার জন্য সরকারের বিবেচনার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে ২৫ টাকার বেশী প্রযোজন নেই বলে, তারা ২৫ টাকার বেশী নেয় নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেখানকার জনসাধারণের সংগে আলোচনা করেই এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে, যেটা দিলে চলে সেটাই তো দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে কৃষি দাদন টা শুধু ট্রাইবেলদের দেওয়া হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—হ্যাঁ, তা অবগত আছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেখানে মোট কত জন ট্রাইবেল আছে তার মধ্যে কতজন ভূমিহীন জুমিয়া আছে ?

মিঃ স্পীকার :—দীস ইজ নট রিলেটেড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তি—স্যার, কেন রিলেটেড হবে না, সেখানে ১০ হাজারের উপর ভূমি হীন ট্রাইবেল আছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৬০০ জনকে দেওয়া হয়েছে, আর তারাই আবার বলছে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, আমি তো বলেছি যে প্রয়োজন অনুসারে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়, দেওয়া হবে না এমন কথা তো বলা হয়নি, প্রয়োজন হলে সরকার সেটা আবার বিবেচনা করে দেখবে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩৭।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি পরে দেব।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪৫

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—Starred Question No. 945 Sir.

Question.

1) Whether the non-gazetted Asstt. Settlement Officers/Asstt. Survey Officers are included in the initial constitution of the Recruitment Rules for T. J. C. S.

2) If not, whether the Govt is considering to include the said post in the initial consitution of the Recruitment Rules for T. J. C. S.

3) If not the reasons therefor

Reply

1. No.

2. No.

3. According to Rule 18 of the Tripura T. J. C. S. Rules, 1969 the persons who at the commencement of these Rules (27-1-69) was holding any of the posts specified in schedule 1 or any other equivalant post declared as duty post carrying identical scale of pay on a regular basis is only eligible for appointment at the intitial constitution. The post scheduled 1 are indicate below. Addl. Sub-Divisional Officer (SDC) Sub. Dy. Collectors attached to D. M'S Office, Sub-Dy. Collectors attached to S. D. O's Office Sadar.

Sub-Dy. Magistrate (SDC) Sub-Treasury Officer (S. T. C.) Block Dev. Officers (S. D. C)

The post of non gazetted A. S. O. is not included in the said schedule and not of the same cadre.

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস—আমার প্রশ্ন যে নন-গেজেটেড এ, এস, ও,রা টি, জি, সি, এস এর ইনিশিয়াল কনষ্টিটিউশনে কেন ইনক্লুডেড হল না—এর উত্তর দিয়েছেন না। এখং কেন 'না' যখন সেম ডিউটিজ অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটিজ পালন করছে এ, এস, ও গেজেটেড অ্যাণ্ড নন-গেজেটেড? যখন গেজেটেড কে ইনক্লুডেড করা হল তখন নন-গেজেটেডকে কেন ইনক্লুডেড করা হল না?

শ্রী দবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—এর উত্তর বলছি স্যার। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে রয়ে গেছে কারা কারা ইনক্লুডেড হয়েছে এবং কারা ইনক্লুডেড হবার যোগ্য।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার ছিলেন এবং আর একজন বর্তমান মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ দাস মহাশয় যখন এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার ছিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মহাশয় যখন এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার ছিলেন তখন দুটো রিপোর্টে —একটা সিক্সথ এবং অপরটা এইটথ রিপোর্ট অব দি এষ্টিমেট কমিটি, তারা গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড এ, এস, ও,দের কেসটা থরোলী এক্জামিন করে তাঁরা এগ্রি করেছেন যে তাদের কেসে এনোমেলি আছে এবং দু'টোতে সেম ডিউটি অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটি বিধায় এনোমেলি দূর করে তাদের এটপার আনা উচিত নন-গেজেটেডদের গেজেটেড করে এবং যদি এস পার আনা হত এবং এনোমেলি দূর হত তাহলে আইডেনটিকাল পে স্কেল বলে যেখানে গেজেটেড এ, এস, ও'রা ইনিসিয়াল কনষ্টিটিউশানে ইনক্লুডেড তারাও সেটাতে ইনক্লুডেড হতে পারত। একই রিজনে টি, জে, এস, রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুযায়ী সেটা দূর হয়ে যেত। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা যেখানে স্বীকার করছেন যে তাদের রেসপনসিবিলিটি অ্যাণ্ড ডিউটিজ এক সুতরাং তাদের এনোমেলি দূর করে তাদের পে স্কেল শুড বি ব্রট এস পার উইথ দি গেজেটেড এ, এস, ও,।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টিমেট কমিটিতে যখন আমরা রিকমেণ্ডেশান দিয়েছিলাম তখন মাননীয় সদস্য নিজে বোধ হয় কেবিনেটে ছিলেন। আর একটা বলতে চাই যে নন্-গেজেটেড এ, এস, ও,দের ডিরেক্টর অব সেটেলমেণ্ট অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেট আপে অ্যাসিসট্যেন্ট সার্ভে অফিসার পদে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ, এস, ও, সার্ভে অফিসার এর স্থায়ী পদটি জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস এ ফীডার পোষ্ট হিসাবে দ্বিতীয় তপশীলভুক্ত করার সরকারের সিদ্ধান্ত আছে।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফীডার পোষ্ট যে আছে সেটা হচ্ছে ফীডার পোষ্টে অনেকগুলি পদ আছে। এর মধ্যে ফুড ইন্সপেক্টার থেকে আরম্ভ করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, অ্যাসিসট্যেন্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে আরম্ভ করে ৬।৭টা লোক আছে; তাদের সিনিয়রিটি এবং এক্সপিরিয়েন্স বিচার করে প্রমোশান পাওয়া অনেক দূরের কথা। অথচ আমার বক্তব্য এ, এস, ও (নন্-গেজেটেড) যেটা নাকি পাওয়া উচিত এবং সেই অ্যানোমেলি আগেই দূর করার জন্য কমিটি রিকমেণ্ড করেছিলেন সেটা তখন করা হয় নি, এখন করা হবে কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা আমি বলেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এ, এস, ও, গেজেটেড এবং এ, এস, ও, নন্-গেজেটেড এই হাউসে উত্তর পেয়েছি যে তাদের হচ্ছে সেম ডিউটিজ অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটিজ। তাদের কেন তা হলে একইভাবে ট্রিট করা হবে না, সেটাই হচ্ছে আমার জিজ্ঞাস্য এবং অ্যানোমেলি দূর করা হবে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন উনাদের নেওয়া হবে না, সেই তথ্য বুঝিয়ে বলতে হলে আরও অনেক কিছু জানা দরকার যেটা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাদের যে আমরা রিকগনিশান দিয়ে স্থায়ী পদে নিয়ে ফিডার পোষ্টে নেবার সিদ্ধান্ত করেছি সেটা জানিয়েছি সেটাই আমি বলতে পারি।

শ্রীসুনিল চন্দ্র দত্ত :—প্রশ্নটা ছিল টি, জে, সি, এস, পদে তারা অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা ? সেটার পরিষ্কার জবাব আমরা পাই নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, জি, সি, এস, পদের জন্যই এই সমস্ত প্রশ্ন উঠছে এবং বলেছি যে ফীডার পোষ্টে তারা যাতে স্থায়ী পদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি।

শ্রীসুনিল চন্দ্র দত্ত :—এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট সরকার বিবেচনা করে দেখেছেন কিনা ? মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল দাস মহাশয় দেখিয়েছেন এষ্টিমেট কমিটির দুটি রিপোর্টে এই রিকমেণ্ডেশান আছে। সেই রিকমেণ্ডেশান সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টকে সরকার যথেষ্ট সম্মান দেন এবং সেটা বিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—তাহলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করছেন যে এষ্টিমেট কমিটি এই রিকমেণ্ডেশান করেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যা হয়েছে বাস্তব কথাটা আমি বলেছি যে ওদের স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের ফীডার পোষ্টে দ্বিতীয় তপশীলে—

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আমার কথা হচ্ছে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান, সিক্স্থ এবং এটথ রিপোর্টে যে রিকমেণ্ডেশান দেখেছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট আমার কাছে নাই। কাজেই এটা না দেখে আমি বলতে পারব না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—স্যার, এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশানটা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলেন না, এটা কেমন কথা ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, প্রশ্নের মধ্যে কি এষ্টীমেট কমিটির কথা আছে ;

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—তা নাই।

মিঃ স্পীকার :—তা হলে নো সাচ কোয়েশ্চান এরাইজেস।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল দাস বলেছেন সেজন্য আমি বলছি এবং তার উত্তর দিতে গিয়ে গভর্ণমেন্ট সেটা বিবেচনা করেছেন কিনা সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্ন করেছেন মাননীয় সদস্য সেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। যদি এর মধ্যে কোন একটা আভাষ পেতাম তা হলে এর সংগে মিলিয়ে দেখতে পারতাম।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার, মাননীয় সদস্য বোধ হয় বলেছেন যে সরকারের এই সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে সরকার এষ্টীমেট কমিটির সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছেন কিনা? এই বোধ হয় সাপলিমেণ্টারী ছিল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার যখন একটা সিদ্ধান্ত নেন এষ্টিমেট কমিটি এবং আরও নানা কমিটির রিপোর্ট একসংগে বসে বিবেচনা করে সেটা করতে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এষ্টীমেট কমিটির যদি এখন কোন রিকমেণ্ডেশান থাকে তাহলে সরকার এই ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেবেন কিনা যে রুলসের কথা বলা হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান, আদার্স কমিটির রিকমেণ্ডেশান এবং আমাদের আদার্স কমিটীর রিকমেণ্ডেশান, সব মিলিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। একটার উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এষ্টিমেট কমিটি যেটা রিকমেণ্ডেশান করে তা কি তিনি মানতে চান না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টকে যথাযথ সম্মান দিয়ে থাকেন সরকার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলিনি। আমি বলেছি এষ্টিমেট কমিটির সিদ্ধান্ত, আদার্স কমিটির সিদ্ধান্ত সব সিদ্ধান্ত মিলিয়েই কোন একটা সিদ্ধান্ত করা হয়। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি এই কথাটা বলিনি .... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন আগে প্রশ্ন করতে দিন...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার মনে হচ্ছে জিনিষটা অনর্থক ঘোলা করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী এই কথাটা স্বীকার করছেন এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে কি আছে তিনি তা দেখেন নি। এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে কি আছে সেটি দেখে তিনি এই সম্পর্কে বিবেচনা করবে কি না সেটি এই হাউসে জানতে চাইছে। এটা পরিস্কার যে এষ্টিমেট কমিটীর রিপোর্টে বলা হয়েছে এটা আছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিস্কার বলতে পারছেন না। কেটিগোরিকেলী যে হ্যাঁ এটা আমরা অস্বীকার করছি সেই কথা উনি বলছেন না। কাজেই আমি উনার কাছে জানতে চাইছি যদি এই রিকমেণ্ডেশান থাকে তা হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণমেণ্টের যে বর্তমান সিদ্ধান্ত সেটিকে তিনি রিভাইজড করে বিবেচনা করতে রাজী আছেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই বলেছি এষ্টিমেট কমিটীর রিপোর্ট দেখি নাই। আমি এও বলেছি যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—সরকার যখন সিদ্ধান্ত নেন তখন সমস্ত কিছু চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই কথাই বলতে চান যে আপনি জানিয়েছেন এষ্টিমেট কমিটির যে রিকমেণ্ডেশান সেটাকে বাতিল করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বাতিল করার প্রশ্ন উঠে না। এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট নিশ্চয়ই আছে। গভর্ণমেণ্টকে সাজেশান দিয়েছে সেটি বাতিল করার প্রশ্ন আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এষ্টিমেট কমিটি রিকমেণ্ডেশান করে সাজেশান করে না...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এষ্টিমেট কমিটি রিকমেণ্ডেশান করে ঠিকই। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন সব কমিটির রিকমেণ্ডেশান পড়ে দেখতে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার এটা আমার কোয়েশ্চান ছিল না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এষ্টিমেট কমিটির কোন রিকমেণ্ডেশান যদি গভর্ণমেণ্ট নিতে অস্বীকার করেন বা অসুবিধা হয় তাহলে সেই সম্পর্কে এষ্টিমেট কমিটির কাছে এক্সপ্লেনেশান দিতে হয়। কেন এই রিকমেণ্ডেশানটা তারা এক্সেপ্ট করতে পারল না সেই রকম কোন কারণ তারা দেখিয়েছেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যাপার আমার জানা নাই। ... (গণ্ডগোল)......

শ্রীসুনীল দত্ত :—প্রেষ্টিজ অব দি এষ্টিমেট কমিটি ইজ ইনভলভড ; মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে কথা বলেছেন যদি এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান সরকারের গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় তাহলে সেটা কমিটিকে জানাতে হয় সেটা হচ্ছে কি না। আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মারফত জানাতে চাই এষ্টিমেট কমিটি যখন সিটিংয়ে বলে—ছাট কমিটি রিকমেণ্ডস দি ওপিনিয়ন অব দি এণ্টায়ার হাউস... (গণ্ডগোল)......

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এটা আমি আগেই বলেছি যে যথাযথ সম্মান সরকারকে দিতে হবে। সেটা জানিয়েছে কিনা এটা আমার জানা নাই—(গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—বিবেচনা করা হবে এই কথা আপনি বলেছেন ? এই যে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান গভর্ণমেণ্টকে মানতেই হবে এবং গভর্ণমেণ্ট যদি মানতে না পারে তাহলে এষ্টিমেট কমিটিকে জানাতে হবে.. (গণ্ডগোল)···

Shri Nripendra Chakraborty—Unless the Estimate Committee is satisfied with the explanation given by the Government, the Government is bound to abide by the recommendation... (interruption)...because Estimate Committee is legislature itself কাজেই লেজিসলেচার ভায়লেট করতে পারেন না (গণ্ডগোল) Unless

the Gover ment satisfy the Legislature— that these are the difficulties for which we cannot accept the recommendation এটা তারা জানিয়েছেন কি না…(গণ্ডগোল) দি কমিটি মাষ্ট বি সেটিসফায়েড…

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইট ইজ এন একসেপটেড ফ্যাক্ট যাট এষ্টিমেট কমিটির রিকমাণ্ডেশান এবং পি, এ, সি'র রিকমাণ্ডেশান যখন গভর্ণমেণ্ট এর কাছে আসে —গভর্ণমেণ্ট সেটির উপর কতটুকু এ্যাকশান নিতে পারবে বা নিতে পারবে না সেটি আবার ফিরিয়ে উনাদের জানাতে হয় এটা নিয়ম—এটা আমি জানি স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে কেন জানান হয়নি এই তাচ্ছিল্য হল কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পি, এ, সি, এবং এষ্টিমেট কমিটির যারা মেম্বার আছেন উনারাও বোধ হয় গভর্ণমেন্টের কাছে চাইতে পারেন যদি না এসে থাকে—আমার সেট জানা নাই এসেছে কি আসেনি ··((গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, পি, এ, সি, কমিটির মেম্বাররা কি বলছেন না বলেছেন তা আমরা এই হাউসে আলোচনা করছি না তারা চেয়েছেন কি চান নাই এটা এই হাউসে আমাদের বেশ আছে আলোচনা করতে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন পি, এ, সি, বা এষ্টিমেট কমিটি গভর্ণমেন্টের কাছে কি বলেছেন না বলেছেন সেটি এখন এখানে ···(গণ্ডগোল)···এই হাউস ইজ নট কনসার্ণ উইত যাট ··

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি সেটি গভর্ণমেন্ট জানিয়েছেন কি না জানায় নি সেটি আমার জানা নাই। যদি এষ্টিমেট কমিটি এবং পি, এ, সি, সেটি গভর্ণমেন্ট থেকে জানতে না পেরে থাকে উনারা জানাতে পারেন গভর্ণমেন্টের কাছে যে আমরা পাইনি.., গণ্ডগোল)..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তি :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,..(গণ্ডগোল)..

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ (গণ্ডগোল)..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে এই হাউস··· (গণ্ডগোল)··· মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে যখন হাউস একটা কোয়েশ্চান এনেছেন ডিমাণ্ড করে তখন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তখন এষ্টিমেট কমিটিকে এড্রেস করে কোন কথা বলতে পারেন না।....

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—উনি যখন এড্রেস করবেন তখন মেম্বার্সদের এড্রেস করে বলবেন যে কোন কমিটিই হউক না কেন হি উইল এড্রেস মেম্বার্স অব দি হাউস...

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস ··

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—দিস ইজ দি পয়েন্ট অব অর্ডার···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন রেফারেন্স এনেছে এষ্টিমেট কমিটির তখন আমি বললাম যে গভর্ণমেন্ট থেকে জানিয়েছে কিনা সেটি আমার জানা নাই একমাত্র ঐ মেম্বাররাই বলতে পারবেন দিয়েছে কি দেয় নি। আমার কাছে নাই আমি জানিয়েছি সেটি···

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—এষ্টিমেট কমিটি যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন সেটি গভার্ণমেন্ট মানতে বাধ্য এটা স্বীকার করেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যদি মানেন তাহলে বিবেচনা করতে হবে অথবা গভর্ণমেন্ট যদি এষ্টিমেট কমিটিকে সেটিসফায়েড করতে পারে তাহলে আমাদের জানাতে হবে...(গণ্ডগোল)···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এষ্টিমেট কমিটির যে পাওয়ার আছে সেটি আমরা মানি। আমি বলেছি এষ্টিমেট কমিটিকে জানিয়েছে কি না সেটি আমার কাছে নাই

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এষ্টিমেট কমিটির ফিফথ রিপোর্টে এই বিষয়টি উঠেছিল এবং রিকমেণ্ডেশান দেওয়া হয়েছিল তারপর সেটি এগজামিন করে দেখা হয় পরবর্তী এষ্টিমেট কমিটিতে এবং পরবর্তী এইটথ রিপোর্টেও সরকার সেটিসফায়েড করতে পারে নাই। সেই বিষয়ে ইনকোয়ারী করে তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান সরকার যদি বিবেচনা না করে তাহলে কি হবে না হবে সেটি নিয়ম অনুসারেই হবে··· (গণ্ডগোল) ..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নিয়ম কি—একটা কেবিনেট সাব কমিটি থাকে তারা এটা বিবেচনা করে দেখেন। এখানে তা আছে কিনা।

(একটু পরে)

মিঃ স্পীকার : প্রশ্নের উত্তর দিন...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধরী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটাতো আমি আগেই বলেছি যে গভর্ণমেন্টকে উনারা যে রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন এই ব্যাপারে এষ্টিমেট কমিটিকে কিছু জানিয়েছে কিনা সেটি আমার জানা নাই ..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার প্রশ্ন ছিল এখানে কোন সাব কমিটি আছে কি না কেবিনেটের···

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আমার মনে হচ্ছে উনাকে পরিষ্কার ভাবে কথাটা বুঝাতে পারছেন না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নিয়ম মতে বিভিন্ন কেবিনেট সাব কমিটি থাকে তারা এষ্টিমেট বা বিভিন্ন কমিটির রিকমেণ্ডেশানগুলি যেগুলি গভার্ণমেন্টের কাছে যায় সেগুলি সেই কমিটি বিবেচনা করে অফিসারদের বলে দেয় ঠিক তেমনই এখানে কোন সাব কমিটি আছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এইরকম কোন কমিটি নাই

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে জানাতে হলে কে এই রিকমেণ্ডেশানগুলি গভর্ণমেন্টের কাছে প্রসেড করে—কারা বিবেচনা করে—কমিটি না অফিসার ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কমিটির রিকমেণ্ডেশান যখন আসে তখন রেসপেকটীভ ডিপার্টমেন্টের যে সব অফিসার আছেন যারা ডিল করেন উনাদের থাকা স্বাভাবিক।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ;—মন্ত্রী সভার ফুল কেবিনেট দেখেন না যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে তারা দেখেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিকমেণ্ডেশান যখন নাকি ডীল করা হয়, তখন সেই ডিপার্টমেন্ট যখন ডীল করে তখন প্রয়োজন হলে মন্ত্রীদের সংগে নিশ্চয়ই আলাপ আলোচনা করে।

শ্রীসমীর বর্মণ :—সিক্সথ এবং এইটথ রিপোর্ট অব দি এষ্টিমেট কমিটি স্যার, তার রিপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে কমিউনিকেট করা হয় নি বলে তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে সেটা ডিপার্টমেন্টে যায়নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এইরকম অস্বীকার করার মত রিপ্লাই আমি দেইনি স্যার, যে অস্বীকার করা হয়েছে রিপোর্ট ডিপার্টমেন্টে যায়নি।

শ্রীসমীর বর্মণ : স্পেসিফিক্যালি বলুন স্যার। আমার বক্তব্য হচ্ছে রিপোর্ট ডিপার্ট-মেন্টে গিয়েছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি গোড়ার দিকে বলেছিলেন যে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান সরকার বিবেচনা করছেন। না পেয়ে থাকলে বিবেচনা করতে পারেন না।

শ্রীসমীর বর্মণ :—তিনি জানাবেন কি, কি বিবেচনা করছিলেন ? আমরা কি বুঝব স্যার সেটা বাতিল হয়ে গেছে। উনি কি বলতে চান বলুন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি একথা যে যখন নাকি একটা সিদ্ধান্তে সরকার যায়, যখন সমস্ত কমিটির, ইনক্লুডিং এসষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান এইগুলি বসে দেখে তারপর বিবেচনা করে। যদি এসষ্টিমেট কমিটি...

শ্রীসমীর বর্মণ :—এটা কি রিপ্লাই দিচ্ছেন স্যার ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা একটা অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন না এনে...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অধিকার ভঙ্গ করেছেন স্যার, আমরা অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন আনতে চাই না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যেভাবে জবাব দিচ্ছেন, তিনি অধিকার ভঙ্গের দায়ে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান যদি তাঁরা না মানেন, তবে তার উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে, তিনি নিজে সেটা স্বীকার করেছেন। আবার তিনি বলেছেন যে সেইরকম উপযুক্ত কারণ দেখানো হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। তিনি আবার বলেছেন এষ্টিমেট কমিটির সমস্ত রিকমেণ্ডেশান চিন্তা করেই, তার রিকমেণ্ডেশান মানেন নি। যদি গভর্ণমেণ্ট কোন কারণ না দেখিয়ে এষ্টিমেট কমিটির রিকমেণ্ডেশান না মেনে থাকেন, তাহলে হাউসের যে ডিগনিটি বা তার যে অধিকার, তিনি সেই অধিকার ভঙ্গ করেছেন। সেই জন্য আমি বলছি, আমি মন্ত্রীমহাশয়কে আবার অনুরোধ করব তিনি বলুন গভর্ণমেণ্ট এইরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি না যে কি কারণে তাঁরা এই সিদ্ধান্তটি মানতে পারেন নি সেই কৈফিয়ত তিনি এষ্টিমেট কমিটির কাছে দেবেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা গভর্ণমেণ্ট দিতে বাধ্য।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—এষ্টিমেট কমিটির যে সেন্টিমেন্ট, তার সংগে আমি একমত হয়ে এটা আমি বলতে চাই যে সেম ডিউটি এবং রেসপনসিবিলিটির জন্য এস, ও গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড পদ সৃষ্টি করা হয় এবং একই কাজ করে, অথচ তাদের বেতনের পার্থক্য রয়ে গেছে, সেই যে পার্থক্য সেটা দূর করার জন্য হাউসের সেন্টিমেন্ট এবং আগের হাউসের সেন্টিমেন্ট এই দুইটির সংগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যে সেন্টিমেন্ট সেটা মিলিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা পুন বিবেচনা করবেন কি না ? সেহেতু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যদি পুনর্বিবেচনা না করেন, তাহলে আমি জানতে চাই এই দুইটির মধ্যে ডিফারেন্স কি, ডিউটিজ এণ্ড রেসপনসিবিলিটিজ বোথ ফর গেজেটেড এণ্ড নন-গেজেটেড ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার দিস স্যুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আগেই হয়ে গেছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দুইটির মধ্যে ডিউটিজ এণ্ড রেসপনসিবিলিটিজ ব্যাপারে কি পার্থক্য সেটা আমি জানতে চাইছি, তার উত্তর হয় নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এসটিমেট কমিটি যা রিকমান্ডেশান করেছিলেন, সেটা কেন কার্যকরী করতে পারিনি সেটা এষ্টিমেট কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এখন সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা আমি এখানে প্রশ্নোত্তরে বললাম।

শ্রীসমীর বর্মন :— আগে বলেছেন যে এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট মানতে বাধ্য, এখন আবার বলছেন জানিয়ে দেওয়া হবে, মানলেন কি মানলেন না, এটা কি ধরণের উত্তর হল স্যার ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— না মানলেও পারা যায়, তবে কারণ দর্শানো দরকার। এক এক বার এক এক রকম প্রশ্ন করলে কি করে হবে. একটার সংগে আরেকটার মিল থাকতে হবে তো স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোন মন্ত্রী এইভাবে বলতে পারে না স্যার। যদি প্রশ্নে কোনরকম ভুল ত্রুটি থাকে, তাহলে আপনি বলবেন, মন্ত্রী কেন বলবেন এইভাবে প্রশ্ন করুন।

মিঃ স্পীকার :— এটা বলা যাবেনা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি আপনাকে বললাম স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আমার দিকে চেয়ে বলেননি তো।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১৩১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হইয়া আজ কয়েকমাস যাবত তাহা স্থগিত রহিয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ সেই কাজ পুনঃ আরম্ভ হইবে ও শেষ হইবে ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে, কাজ বন্ধ হয়ে যায় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন বছর এই টাকাটা বাজেটে ধরা হয়েছিল এবং কত টাকা এই পর্যান্ত খরচ হয়েছে, ঐ টাকার মধ্যে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই বাজারের উন্নয়নের জন্য সরকার ১,৬০,৯৬০ মঞ্জুর করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং এখন কার্য্য চলিতেছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ৭৩-৭৪ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে কত টাকা এই পর্যান্ত খরচ হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— The Hon'ble Members, the question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House, the answers of the starred and unstarred questions which are not answered orally.

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চান ছিল যে বিশালগড় ব্লকে কোন বি, ডি, সি, আছে কি ? যদি থেকেই থাকে তবে কোন কোন তারিখে এইটার মিটিং হয়েছে ? আর যদি না থাকে তাহলে কারণ কি ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা আপনি অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে আসুন আমি আলোচনা করবো।

মিঃ স্পীকার :— Now let us go to the next item of the business, Yesterday, i. e. on 5-4-73, Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A. in connection with the reply of the question No. 772 referring to Rule 370 of the Rules of procedures and Conduct of business in the Lok Sabha raised a point of order that if in answering to a question or during debate a Minister discloses the advice or opinion given to him by any Officer of the Govt or by any other person or authority, he shall ordinarilly lay the relevant document or parts of document containing that opinion or advice or a summary thereof on the Table.

I have consulted the rules of Lok Sabha referred to above as also the proceedings of the House pertaining to the above mentioned question. Nothing has come to my notice that the Minister disclosed or referred to any advice or opinion given to him by any Govt. Officer or any other authority in reply to the above mentioned question.

Therefore, I find nothing to be laid by the Minister in this context of the question.

Mr. Speaker :— I received calling attention notices from the following members Sri Sunil Ch. Dutta and Sri Nripendra Chakraborty M. L. A. on the subject,—বিগত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে বিলোনিয়ার রাজনগর গ্রামবাসী শ্রীচান মিঞা সর্দ্দার তার পিতামাতা ও পুত্রগণের প্রতি বি, এস, এফ-এর লোকদ্বারা অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে

The Hon'ble Member is not present in the House. So, the calling attention notice falls through.

The Calling attention notice of Sri Chakraborty, গত ৪-৪-৭৩ তারিখে একদল সমাজ বিরোধী বোমার আক্রমণে সদর টাকারজলাতে শ্রীযতীন্দ্র দেবনাথ নামক এক ব্যক্তি আহত হওয়া সম্পর্কে।

Mr. Speaker :— I have given consent to the motion of Sri Chakraborty. Now I would request the Hon'ble Minister of this Department to make a statement, if possible. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he may kindly gives a date when the calling attention notice will be in order to make a statement.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Next Monday, Sir.

Mr. Speaker :— The Hon'ble Minister will make a statement on next Monday, the 9th April, 1973.

Mr. Speaker :— There is one calling attention notice of Shri Kalipada Banarjee, of 4-4-73. I would request the Hon'ble Minister incharge of the Home Department to make a statement.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী উনার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশে ছিল—গত ৩১শে মার্চ্চ ('৭৩) শনিবার ধর্ম্মনগর শহরের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সমাজ বিরোধী কর্ত্তৃক কেরামত আলী মোল্লা নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে অকথ্য অত্যাচার ও মারপিট করা সম্পর্কে।

যে তথ্য আমি পেয়েছি তা বলছি—পদ্মবিল (ধর্ম্মনগর থানা) নিবাসী শ্রীকেরামত আলী মোল্লা (সাধারন কবিরাজ বলিয়া খ্যাত) গত ৩১-৩-৭৩ইং তারিখে দিবা আড়াই ঘটিকায় ধর্ম্মনগর থানায় আসিয়া এজাহার দেয় যে তাহাকে কতিপয় লোক তাহার মুখে চুন মাখিয়া তাহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া তাহাকে ধর্ম্মনগরের শহরের কয়েকটি রাস্তায় ঘোরায়. কিন্তু কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে তাহারা নিবৃত্ত হয়।

উক্ত এজাহার মূলে ধর্ম্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২/৫০৬/৩৫২/৩২৭ নং ধারা মূলে মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রী হয়। পুলিশ তৎক্ষণাত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ঐ দিনই (অর্থাৎ ৩১ তাং) নোয়াপাড়া (ধর্মনগর) নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীদীলিপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন। অন্য আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করিতেছেন। ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীঘোষ হাজতে ছিল—৪তাং জামিনে কোর্ট হইতে শ্রীঘোষ মুক্তি পায়। ঐ তারিখে

স্বপন নাথ নামক অন্য একজন আসামী কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীনাথও ঐ তারিখে কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়।

শ্রীমোল্লার আঘাত ৩১ তারিখই ডাক্তার পরীক্ষা করেন। ডাক্তারী মতে আঘাত সাধারণ।

পুলিশ তদন্ত কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে। সুষ্ঠুভাবে মেলা চন্দ্রমা পরিচালনার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কয়জনকে, আমার যে কথা ছিল সমাজ বিরোধী এর কয়জন ছিল? ৬ জনের নাম দিয়েছিল। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আর একজনকে অনুসন্ধান করছে। আর কয়জন আছে স্যার?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়জন যে ছিল সেটা আমার জানা নেই। তবে তদন্ত সূত্রে বলেছে যে আরও কয়জন আছে তাদেরকে খোঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি যে ধর্মনগর টাউনে এই ধরণের যে ঘটনা এইটা হামেশাই ঘটছে এবং ৩০-৩-৭৩ ইং তারিখে যাবেদা খাতুন বলে আর একজনের বাড়ীতে গিয়ে তাকে লাঠি দিয়ে পিঠিয়েছে? ১১-৩-৭৩ ইং তারিখে সেখানে একজনে রিক্সা শ্রমিক শ্রীহরেন্দ্র পালকে সেখানে সমাজ বিরোধী লোকেরা পিঠিয়েছে? এই ধরণের সমাজ বিরোধী-দের দ্বারা এবং পুলিশের সহায়তাই যে মারপিট হচ্ছে এই টাউনের মধ্যে, গোণ্ডাবাজী হচ্ছে সেইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াকেবহাল আছেন স্যার, সমাজ বিরোধীরা পুলিশের সহায়তায় করছে না অন্যান্য সমাজ বিরোধীদের সহায়তায় করছে, তাই যেখানে দরকার পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে, মেডিক্যাল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব সম্পর্কে। এর মধ্যে অবশ্য মেডিক্যাল কলেজ হয়নি, তবে প্রি-মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়েছে বলে আমরা শুনছি এবং সেটা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে বা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য বিভাগটা খুব বেশী অবহেলিত হচ্ছে এবং আমরা শুনেছি ভারতবর্ষকে যখন ওয়েল-ফেয়ার ষ্টেট করার জন্য নক্সা আঁকা হয়, তখন নেহেরুজী বলেছিলেন যে দেশের জনসাধারণ যাতে সহজে সুযোগ সুবিধা পান, সেজন্য রাষ্ট্র ৪টি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই ৪টি ব্যবস্থার মধ্যে এই জনস্বাস্থ্য হল একটি এবং জনস্বাস্থ্যের মাধ্যমে দেশের মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু আজকে যেটা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা ঘাটতি চলছে, যেমন আমাদের বাজেটে ঘাটতি বেঁচে থাকার মধ্যে ঘাটতি, প্রটিনের মধ্যে ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের বা স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ডাক্তার বা চিকিৎসক পাওয়ার মধ্যেও ঘাটতি এবং এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মুখে যত

কথা বলেন, সেই তুলনায় কাজ করেন না। তাই দেখছি তার কথায় এবং কাজের মধ্যেও ঘাটতি চলছে। এবং যেটা নাকি ভারতবর্ষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে হেল্থ এ্যাণ্ড প্লেনিং কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে প্রতি সাড়ে তিন হাজার লোকের জন্য একজন করে ডাক্তার থাকবে। কাজেই ১৯৭০ সনে তাদের সুপারিশ অনুসারে আমাদের দরকার ছিল মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৮ শত ডাক্তার এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখন পর্যন্ত ৭৪ হাজার ডাক্তারের ঘাটতি রয়েছে। তেমনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার হিসাব অনুপাতে এখন পর্যন্ত আমরা যে নাম্বারে এসে পৌঁছেছি, সেটা হচ্ছে প্রতি ১১ হাজার লোকের জন্য একজন ডাক্তার। অথচ এই স্বাস্থ্য দপ্তরটা গত বাজেট থেকে এখন পর্যন্ত যখনই আলোচনায় এসেছে, তখনই আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট মত ও প্রডাকটিভ এবং এটা শুধু আমরাই নয়, ট্রেজারী বেঞ্চের এবং বিরোধী বেঞ্চের মধ্যে এই বিষয়টা আলোচিত হয়েছে, অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী এই ব্যাপারে খুব বেশী রোমাঞ্চিত হয়নি। তিনি যেন অনেকটা কৃতজ্ঞের মতে বলে গিয়েছেন, এবং গর্ব করে বলে গিয়েছেন গত এক বছর যাবত, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এটা নাকি একটা উত্তম হাসপাতাল ইত্যাদি। কিন্তু এর পরেও দেখছি যে হাসপাতালে ডিমের বদলে আলু, আর হাসপাতালের এক ধরনের ডাক্তার যারা ননপ্রেকটিজং এ্যালাউন্স নিয়েও বছরে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছেন এবং হাসপাতালের ঔষধ বাজারে রেক করছেন, এই হাসপাতালগুলি এখন যেন মানুষের একটা মৃত্যুর ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেছে। এটাকে পরিষ্কার করে বলা যায়—গত ২৫ বছরের সমাজতন্ত্রের একটা গেলোটিন। অবশ্য এই হাসপাতালগুলিকে অনেক অনেক রকমের উপাধি দিয়েছেন—যেমন কেউ দিয়েছেন কবরখানা, কেউ দিয়েছেন গোরস্থান আবার কেউ জাহান্নাম বলেছেন। এই অবস্থার কথা বারবার বলেও ঠিক স্বাস্থ্য দপ্তরের বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যেটুকু সহানুভূতি পাওয়ার দরকার, সেটুকু আমরা পায়নি। আর এই বছরেও আমরা লক্ষ্য করছি যে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৯০টি চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে কোন ডাক্তার নাই, ২০ জনের ইন্টারভিউ নিয়ে ১০ জনকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা হচ্ছে। ত্রিপুরার যে সমস্ত ছেলেরা বাইরের কলেজগুলিতে মেডিক্যাল নিয়ে পড়াশুনা করছেন, বিশেষতঃ এবার আসামের ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করেছি অত্যন্ত দুরাবস্থা, সেখানকার ভাষা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা ফিরে এলো, তাদের জন্য আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যতটুকু সহানুভূতি দেখানোর দরকার তা তিনি দেখাননি। অবশ্য একজন মন্ত্রী গিয়েছিলেন, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি সেটা করতে পারেন নি, পরে অবশ্য শুনা গেল তিনি নাকি নেপালী কুকুরের বাচ্চা নিয়ে ত্রিপুরাতে ফিরে এসেছেন অর্থাৎ অবস্থাটা কি স্তরে গিয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে উপলব্ধি করতে পারছি। তারমধ্যেও আমরা শুনছি প্রি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হচ্ছে, এখানে অবশ্য মেডিক্যালের বাজেট আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ খোলার কোন বরাদ্দ নাই। আমাদের ভারতবর্ষে প্রচুর ডাক্তারের দরকার, অথচ আমরা দেখছি নাগপুরের একটা কলেজে ছেলেরা পড়তে গেলে যদি নগদে ২০ হাজার টাকা দেওয়া যায়, তাহলে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যায়। হায়দ্রাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ২০ হাজার টাকা নগদ দিয়ে, আমার যদি

মেরিট থাকে এবং আমি যদি ডাক্তারী পড়ার যোগ্যতা অর্জন করি তাহলে আমি সেখানে পড়তে পারি। আর যদি আমি ২০ হাজার টাকা না দিতে পারি তাহলে আমার ডাক্তারী পড়াও হবেনা। কাজেই হাসপাতালগুলি যখন ব্যবসা কেন্দ্র, যেখানে ডাক্তারা তৈরী হবে, সেখানে ক্রমশঃ একটা ক্যাপিট্যাল গড়ে উঠছে। অথচ আমাদের দেশে ডাক্তারের দরকার। আজকে সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা যদি আমরা বলি, তাহলে সেখানে ডাক্তারের কাছে রোগী আসেনা, রোগীদের কাছে ডাক্তার যায়। আমরা যদি উত্তর কোরিয়া দেখি, তাহলে দেখবো যে সেখানে প্রতি ৫০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তার আছে এবং চীনদেশে তারা গত ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ৯ লক্ষ ডাক্তারকে সর্ট কোর্স ট্রেনিং দিয়েছে এবং তারা ভ্রাম্যমান ডাক্তার হিসাবে দেশের সর্বত্র কাজ করে চলছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে যেখানে নাকি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ডাক্তার না থাকলেও কম্পাউণ্ডার চিকিৎসা করে এবং রোগীর প্রেসক্রিপশান করে দেয়, এই যে একটা লজ্জাজনক অবস্থা, সেখানে নিশ্চয় ৫ বছরের ডাক্তারী কোর্স থাকলে থাকুক, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দুই দেড় বছরের সর্ট কোর্স ট্রেনিং দিয়ে আমাদের ভ্রাম্যমান ডাক্তার তৈরী করা উচিত। এবং এই দিক দিয়ে এখন থেকে চেষ্টা করা উচিত। আমরা শুনেছি যে একজন প্রসূতির একটা বিশেষ অবস্থায় যখন ডাক্তার ডাকা হয়, তখন তাকে কম করে ১০০ টাকার কণ্ট্রাক্ট করে সেই প্রসূতিকে দেখতে যায় এবং সেখানে দেখা যায় যে শিশু গর্ভে প্রসূতির মৃত্যু হয়। এই গতকালও এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে প্রসূতি রুপা রায় বর্মণ এর মৃত্যু হয়েছে এবং এর জন্য হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। তাই বলছিলাম যে আমাদের হাসপাতালগুলিতে এই ধরণের একটা গুরুতর মৃত্যুর কারবার চলছে। কাজেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের ডাক্তারের যে ঘাটতি রয়েছে, সেটা পূরণ করবার জন্য আমাদের আরও বেশী ডাক্তারের দরকার আছে। এবং সেজন্যই সম্ভবতঃ আমাদের এখানে মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আনন্দ বাজার পত্রিকাতে মেডিক্যাল কলেজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আমরা শুনেছি যে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কয়েকজন ছোক্রা এবং কয়েকজন মেয়েকে একত্র করে, তাদেরকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী বলে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, এমন সুরমা অচ্যুত সরসী তীরে, এত সুন্দর মেডিক্যাল কলেজটি কোথায়, আমি তাদের কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ যেখানে মেডিক্যাল কলেজ নাই, যেখানে মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব কোন বিল্ডিং নাই, সেখানে পত্র-পত্রিকাতে মেডিক্যাল কলেজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং এজন্য প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যারা প্রি মেডিক্যাল কোর্সে ভর্ত্তি হয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তার কোন গ্যারান্টি নাই। আমরা দেখছি যে বেশ কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এবং সেখানে যারা পড়তো তাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। তেমনি ত্রিপুরাতে এই যে প্রি মেডিক্যাল কোর্সে যারা ভর্ত্তি হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে আমরা জানিনা। আমরা আরও শুনেছি যে ত্রিপুরাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খোলা হবে, খুব ভাল কথা, আবার এখন শুনেছি সেটা নাকি ব্যালোটিনে গিয়েছে, দিল্লী নাকি এই সম্পর্কে কোন রিকমেণ্ডেশান করতে রাজি

হয় নি। তাই এখানকার প্রি মেডিক্যাল কোর্সের কি হবে, আমি চিন্তা করে উঠতে পারছি না। তেমনি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য বিভাগের যে অবহেলা আমরা লক্ষ্য করছি এবং ওয়েল-ফেয়ার ষ্টেটের যে ৪টি সর্তের মধ্যে একটা ছিল বিনামূল্যে ষ্টেটের জনসাধারণকে চিকিৎসা দওয়ার কথা, সেখানেও রোগীকে বাজার থেকে ঔষধ কিনতে হয়, অথচ হাসপাতাল গুলির ঔষধ কিভাবে বাজারে বিক্রি হয়ে যায় তা ভাবতে পারা যায় না। তাছাড়া হাসপাতাল-গুলিতে আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্লাড পাওয়া যায় না। এমন কি রোগী ভর্ত্তি হতে গেলে, টাকা দিয়ে ভর্ত্তি হতে হয়, এটা তো একটা ওপেন সিক্রেট, এটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীও জানেন, আমরা সবাই জানি। তা সত্বেও ডাক্তার তৈরী করা হয় না। অথচ হাসপাতাল সম্বন্ধে বড় বড় কথা, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তম হাসপাতাল, ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম হাসপাতাল হয়তো কয়েকদিন পরে এটাকে এশিয়ার বৃহত্তম হাসপাতাল বলবেন কিনা, তাও অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপারে উদ্বেগ এত কম তাতে আমার পরিষ্কার মনে হয় এটার সবচেয়ে একটা ভাল উপমা হচ্ছে গণ্ডার। এবং আমি মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য তিনি আমাদিগকে কিছু দিতে পারুন বা না পারুন স্বাস্থ্য দপ্তরকে একটা উপহার দিয়েছেন এবং সেটা হল একটা গণ্ডার। শুনেছি গণ্ডারের চামড়া নাকি খুব পুরু। প্রসঙ্গত মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা গল্প মনে পড়ে গেল যে একটা ছোকরা ছেলে তার বাবার সংগে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিল এবং সে সেখানে একটা গণ্ডার দেখল। সে গণ্ডারের লেজে ধরে টান দিল। গণ্ডার তাতে কিছু অনুভব করেনি, কারণ তার সেন্স অর্গান খুব দুর্বল ছিল। শেষে সে গণ্ডারের কাছে গিয়ে কাতুকুতু দিল। তখন গণ্ডারটা দেখে বিরক্ত হল এবং বাচ্চা ছেলেটাকে ধাওয়া করল। সেই ছেলে দৌড়ে একটা গাছে উঠল। কিন্তু গণ্ডারটা গাছের নীচ থেকে আর সরেনা। একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল গণ্ডার তো আর গাছের নীচে থেকে সরেনা। চতুর্থ দিন গণ্ডারের সেই কাতুকুতুটা অনুভব হল এবং সে হু হু করে হেসে উঠল। সুতরাং ঘটনাটা হল এই যে গণ্ডারের চামড়া ভারী সেজন্য ছেলেটার কাতুকুতু অনুভব করতে তাকে চারদিন লেগেছিল। সেই খুশীতে গণ্ডারটা চারদিন পরে হাসল এবং আমাদেরও আজকে আমরা বলছি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার চাই, মেডিকালের উন্নতি চাই এবং অবশেষে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তর প্রি মেডিক্যাল কোর্স খুলছেন এবং এটা হল আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাতুকুতু। আমি জানি না স্বাস্থ্য দপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী কবে ঐ হাসি দিবেন এবং একটা মেডিক্যাল কলেজ হবে। তবে আমি খুশী হব যে তারা হয়ত একদিন হাসতে পারবেন।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন হচ্ছে—"টি, বি, রোগীদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দানে ব্যর্থতা।" মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে এবং খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ বছরের পর বছর লেগেই থাকে এবং খাদ্যসামগ্রীর জিনিষপত্রের মাঝে দিন দিন ভেজালের

পরিমাণ বেড়েই চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে রাজ্যে আজকে দিনের পর দিন রাজ্যে টি, বি, রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সরকার থেকে টি, বি. রোগীদের জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটা একমাত্র উপলক্ষ্য। কেন আমি এই কথা বলছি স্যার? টি, বি. রোগীদের কিছুদিন হাসপাতালে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার ফলে বাসানু নির্মুল হয় না এবং বাড়ীতে যাওয়ার পরে তার রোগ শেষ হয়েছে কিনা সেটা দেখা হয় না। টি, বি, রোগ অত্যন্ত সংক্রামক এবং এটা অত্যন্ত সিরিয়াস। এটা রাজ্য থেকে নির্মুল যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভাল মনে করি এবং টি, বি, রোগীর জন্য ভাল খাদ্য এবং ভাল পথ্য দেওয়া অত্যন্ত দরকার। কিন্তু বর্তমানে যা করা হচ্ছে সে হল কিছুদিন রেখে ছেড়ে দিয়ে তার সম্পর্কে কোন রকম তথ্য বা খোজ খবর নেওয়া হয় না, যার ফলে হাজার হাজার টাকা সেই টি, বি. রোগীদের জন্য ব্যয় করা হলেও জনসাধারণের স্বার্থে সেটা ব্যয় করা হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত কয়েক দিন আগে লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় মন্ত্রী মনসুর আলী মহোদয় বার বার এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ত্রিপুরার যা উন্নতি হয়েছে ভারতবর্ষে আর কোথাও সেটা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি এই কথা বলতে চাই যে আজ পর্যন্ত রাজ্যের কোন সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় এই কথাই বুঝা যায় যে রাজ্যের মানুষ যখন খেতে পায় না, খয়রাতি টেষ্ট রিলিফ দাদন ইত্যাদির জন্য সরকারের কাছে কাজের জন্য এবং খাদ্যের জন্য এলে পরে তাদের বি, এস, পি, দিয়ে লাঠি চার্জ করা হয়, এই দিক দিয়ে উন্নতি হয়েছে। হয়ত ভারতবর্ষে এই রকম উন্নতি আর কোথাও হয় নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই কথাই বলতে চাই যে প্রতিটি সাবডিভিশনে টি, বি, রোগীর চিকিৎসার জন্য কেন্দ্র খোলা দরকার এবং সেই টি, বি, রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে এবং তার চিকিৎসা হওয়ার পরেও এবং তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও অন্ততঃ পক্ষে রোগ সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর নেওয়া দরকার এবং যাতে সে বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন বাড়ীতে ভাল পথ্য খেয়ে সে রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে তার জন্য কিছু সাহায্যের একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮এর উপর আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছিলেন বীজধান ইত্যাদির ব্যাপারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা তো পাশ হয়ে গেছে; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলুন।

শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা :— তাহলে আমি আমার প্রস্তাব রাখছি যাতে প্রতিটি সাবডিভিশনে টি, বি, রোগীদের জন্য সেন্টার খোলা হয় এবং টি, বি, রোগীদের বাড়ীতে খবরাখবর নিয়ে খাদ্য ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং যত তাড়াতাড়ি টি, বি, রোগ রাজ্য থেকে নির্মুল করে দেওয়া যায় তার জন্য সরকার পক্ষ থেকে অত্যন্ত সচেষ্ট হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশান হচ্ছে—"হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা"। আজকে যদি আমরা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতালের দিকে লক্ষ্য দিই তাহলে আমরা

দেখি যে সেখানে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে সেইসব যন্ত্রপাতি হাসপাতালগুলিতে নাই। গ্রাম দেশেও যেসব হাসপাতাল আছে, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র সেইগুলিতে কোন কোন সময়ে মাইক্রোসকোপ, এক্সরে এইসব কিছু সেখানে নাই। এমন কি আমাদের বড় বড় যে হাসপাতালগুলি আছে সেই হাসপাতালগুলিতে এক্সরে প্লেট পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, এইসব আমরা দেখেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যন্ত্রপাতি দরকার। সুতরাং আমরা জানি এই যন্ত্রপাতির যুগে আমাদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের অনেক কিছু কাজ করতে হয়। যার ফলে আজকে যদি সেই যন্ত্রপাতি না থাকে সেগুলি আমরা প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি ছড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে আমরা যদি সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা কি দেখি। আমরা দেখি গ্রামদেশে মায়েরা ডেলিভারী কেইস নিয়ে আসছে কিন্তু সেই মায়েদের সেখানে বসে অপেক্ষা করার জন্য তার কোন ব্যবস্থা নাই। গতকাল মাননীয় সদস্য সমর বাবু বলেছেন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন আপনারা শুনেছেন। আমাদের জি, বি. এবং ভি, এম, হাসপাতালের কথা এই হাসপাতালগুলির মধ্যে যদি এই অবস্থা হয় প্রসূতি কেন্দ্রগুলির মধ্যে তাহলে সেই গ্রামে যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেগুলির কি অবস্থা হচ্ছে সেটি আমরা সহজেই বুঝতে পারি সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি গ্রামে হাসপাতালগুলির মধ্যে এক রকম লাল রংয়ের মিক্‌চার দেওয়া হয় সেটি আমার মনে হয় জলের সঙ্গে কিছু লাল রং মিশিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এইসব মিক্‌চার ছাড়া আর কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। আর কিছু কিছু যেমন নভালজিন, ক্যামাকুইন, কোটো-পাইরিন এই জাতীয় ঔষধ টেরামাইসিন সোডামাইসিন এই জাতীয় ঔষধ সেখানে পাওয়া যায় না। একমাত্র এইসব দিয়েই রোগীর চিকিৎসা করা হয়। সুতরাং যেসব ঔষধ আমাদের দরকার সেই ঔষধ যদি সেখানে না পাওয়া যায় তাহলে গ্রামে রোগীর কি অবস্থা সেটি যদি আমরা গিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারি। আমি আর একটি ঘটনা আপনি উল্লেখ করতে চাই। গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ ইং সাল জম্পুই জলাতে হরিমোহন দেববর্ম্মা উনি প্রধান ছিলেন ওখানকার। উনার অসুখের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি টাকারজলা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে। তখন আমরা এখান থেকে এম্বুলেন্স ব্যবস্থা করে নিয়ে দেখি উনি মারা গিয়াছেন। সুতরাং এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা না থাকাতে গ্রাম ত্রিপুরার সবার অসুবিধা হচ্ছে। কারণ কোন প্রয়োজন যদি লাগে ওখানকার যে ডাক্তার ইনচার্জ যিনি আছেন উনি যে কোন ব্যবস্থা করবেন সেটি সম্ভব নয়। হয়তো রোগীকে আমরা কাঁধে করে নিয়ে আসতে হবে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে নইলে সে মারা যাবে। তাছাড়া ভি, এম এবং জি. বি, হাসপাতালে আসার পরেও আমরা দেখছি সেইসব রোগীরা জায়গা পায় না—নানা অসুবিধায় তাদের ভুগতে হয়। এই রকম নানা উদাহরণ আছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা বলি হেলথ ইজ ওয়েলথ। স্বাস্থ্য বিভাগ জানেন স্বাস্থ্যই আমাদের একমাত্র সম্পদ। এটা আজকে যদি আমরা এক নজরে তাকাই দেখা যায় যে সবারই কেমন একটা

লিলিপুটের মত অবস্থা। স্বাস্থ্যের উদাহরণ এখানে একমাত্র কৃষি মন্ত্রী ছাড়া আর কারও স্বাস্থ্য ভাল দেখা যায় না। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দিকে যদি তাকাই উনার যে স্বাস্থ্য উনি এই ডিপার্টমেন্ট চালাতে পারবেন কি না সন্দেহ হচ্ছে। আজকে আমরা রোগীদের ঠিক মত ঔষধ দিতে পারছি না যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে পারছি না সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হবে এবং হেলথ ইজ ওয়েলথ এই কথাটা কাজে পরিণত করব এটা আমরা চিন্তা করতে পারছি না। এটা ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্র থেকে আশা করতে পারব কি না জানি না। হয়তো সেই আশা আমরা আরও ১০০ বছর পরে করলে হয়তো হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিভিন্ন স্থানে হাসপাতালে চিকিৎসকের স্বল্পতা, ঔষধপত্রের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতির স্বল্পতা রয়েছে এটা অনস্বীকার্য্য। আমরা জানি আমাদের ধর্মনগরে হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন দাবী দাওয়া বিভিন্ন সময় পেশ করা হয়েছে। টি, বি, ক্লিনিক চেষ্ট ক্লিনিক ইত্যাদির জন্য দাবী রাখা হয়েছে। আমি ডিমাণ্ডের উপর বলতে পারি সেখানে কোন দাবীই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় নি। উখানে একটা এক্সরে মেসিন গিয়েছে কিন্তু এক্সপার্ট নাই। এমন অবস্থা শুধু ধর্মনগরের নয় ত্রিপুরার বিভিন্ন চিকিৎসালয়ের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাই আমরা দেখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের উপর কাট মোশান এনেছি। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নীতি সম্পর্কে। আমি বাজেট এষ্টিমেটে দেখছি ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে ৪০,৫০০ টাকা ধরা হয়েছে এই স্কুল হেলথ সার্ভিসের জন্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই হেলথ সার্ভিস কোথায়? কি কাজ করছে.? স্কুলের সঙ্গে বহু দিন যুক্ত আছি সেই হেলথ সার্ভিসের অস্তিত্ব কোথায়? এটা ধর্মনগরের স্কুলগুলির জন্য নয় সারা ত্রিপুরায় কোথায় সেই হেলথ সার্ভিস? কি কাজটা তারা আজ পর্য্যন্ত করেছে? বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকা খরচ হচ্ছে কি ভাবে? যদি স্বার্থক ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই টাকা রাখা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সার্ভে রিপোর্ট—তাতে দেখছি বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অপুষ্টিজনিত খাদ্য খেয়ে নানা রোগে ভুগছে। পুষ্টিকর খাদ্য কেলোরী ইত্যাদি বইয়ের কথা মাত্র কারণ বেশীর ভাগ মানুষ যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটাচ্ছে সেখানে এই পুষ্টিকর খাদ্যের কল্পনা এই গরীব পরিবারের ছেলে মেয়েরা করতেও পারছে না। ত্রিপুরার অবস্থা আমরা দেখছি বনের আলু, কচু, কাঁচা কাঁঠাল সিদ্ধ এই খেয়ে মানুষ জীবন যাপন করছে। এর মধ্যে খাদ্যপ্রাণ আর কেলোরী—এই সম্পর্কে মন্ত্রীরা চিন্তা করতে পারেন। এটা মাছের লেজা খাওয়ার মত অবস্থা নয়। এই সম্পর্কে আমার একটা গল্প মনে পড়েছে। কোন এক দেশের মন্ত্রী কোন এক স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁকে খেতে দেওয়া হল বড় মাছের বড় লেজাটা। মন্ত্রী মহোদয় মাছের লেজাটা ধরে ধরে নাড়ছেন আর দেখছেন—মন্ত্রীরা লেজা খায় না। কারণ মন্ত্রীদের সাধারণত সিংহ ভাগ না পেলে তাদের পেট ভরবে কেন? এই অবস্থা যেখানে স্কুলের ঐ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপারেও এই সিংহ ভাগটা মন্ত্রীদের জন্য। সাধারণ গরীব মানুষের কাছে ছোট মাছের

লেজাও স্বপ্নে দেখতে পায় না। আজকে এই অবস্থা শুধু ত্রিপুরায় নয় এটা সারা ভারতবর্ষেই দেখতে পাচ্ছি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে আসে—প্রাইমারী ষ্টেজে আমরা কি দেখছি। সেই ছেলেরা ধীরে ধীরে স্কুল ছেড়ে হাই স্কুলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা কিশোর হচ্ছে তারপর ধীরে ধীরে তারা যৌবনের দ্বারপ্রান্তে তারা আসছে। সেই যৌবনের মধ্য দিয়ে তাদের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু আমরা কি দেখছি? স্বাস্থ্যোজ্জল চেহারা কয়টা আমরা দেখছি? স্কুল কলেজে কয়টা স্বাস্থ্যোজ্জল চেহারা আমরা দেখছি? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যখন আমরা দেখি প্রেয়ার লাইনে ছেলেরা গিয়েছে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পরল একটি ছেলে—খবর নিয়ে দেখা গেল গত রাত থেকে খেতে পাচ্ছে না সেই ছেলেটি। বাবা মা তাকে খেতে দিতে পারেনি। সাধারণ যে সব অসুখ ছেলেদের হচ্ছে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাইমারী ষ্টেজেই ছেলেরা চোখে চশমা দিচ্ছে। উপায় নেই। চোখের রোগ হামেশাই লেগে আছে। পেটের রোগে বহু ছেলে ভুগছে। বুকের অসুখ বহু ছেলের আছে। মাথাধরা সাইকোলোজিক্যাল ব্যাপার থাকলেও তাদের দৈহিক দুর্বলতা থাকলেও বহু ছেলের এই সব ঘটছে। একটা ছেলেকে আমি জানি সে টি, বি, রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সম্ভাবনা ছিল সেই ছেলেটির। সাঁতারে সে নাম করেছিল। গতবারও সেই ছেলেটি স্পোর্টসে—যেটি শিক্ষা মন্ত্রী ওপেন করেছিলেন। তাতেও সেই ছেলেটি অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর আর সেই ছেলেটি স্কুলে আসতে পারেনি। সে পরীক্ষাও দিতে পারেনি। সে টি, বি, রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এমন একটা অবস্থা আমরা আজকে শিক্ষা জগতে লক্ষ্য করতে পারছি। ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যু হার শতকরা ৪০ ভাগ। বেশীর ভাগই হচ্ছে অপুষ্টির জন্য। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ একটা সমীক্ষায় জানিয়েছেন আজ ভারতবর্ষে প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ১ জন রক্তহীনতায় ভুগছে। সাড়ে ছয় বছরের ৫ কোটি শিশুর প্রোটিন, ক্যেলোরীর অভাব রয়েছে। আবার স্কুল হেলথ সার্ভিস আছে। স্কুল হেলথ সার্ভিসে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে তারা কি কাজ করতে পেরেছেন? সুতরাং স্কুল হেলথ সার্ভিসকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। দুই একজন ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার, দুই একজন কর্মচারী রেখে দিলেই কাজ হয় না। অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে আরম্ভ করে কলেজ ষ্টেজ পর্যন্ত মেডিক্যাল চেকের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেটা করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডাক্তার নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশ পালিত হচ্ছে কি না, এবং পালিত যদি হয়ে থাকে, তাহলে ফল কি দাঁড়াচ্ছে, তা দেখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে ঔষধ এবং পথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরার সর্বত্র, সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে, স্কুল কলেজে স্কুল হেলথ সার্ভিস এক্সটেণ্ড করা হউক আমি বলছি। আমি বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করুন এবং গ্রহণ করে স্কুল হেলথ সার্ভিসকে কি ভাবে ঢেলে সাজানো যায়, কি করে সত্যিকারে কাজে লাগানো যায়, তার জন্য চিন্তা করুন। বাজেটে টাকা রাখলেই স্কুল হেলথ সার্ভিসের কাজ হচ্ছে তা চলবে না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৬—পাবলিক হেলথ, এর উপরে একটি কাট মোশান রেখেছি, সেই কাট মোশানটি হল—'ম্যালেরিয়া

নির্বোধ'-এর ব্যর্থতা। আমি ব্যর্থতা বলছি এই কারণে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা এখানে যে খরা পরিস্থিতি, সেই খরা পরিস্থিতিতে, ছেলে মেয়েরা জ্বরে ভুগছে, তার প্রতি কোন সরকারের দৃষ্টি নাই বা কোন রকম ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই যে হাজার হাজার টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার কেন এখানে রেখেছেন আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। শুধু যে পাহাড়ি অঞ্চল, তাহা নয়, সমগ্র টাউন অঞ্চলেও প্রায় একই অবস্থা। আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর, আমরা তো দেখি নাই এই ছামনু মাণিকপুর, গোবিন্দবাড়া, এইসব জায়গায় কোন ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করা হয়েছে? কাজেই কোথায় সেই টাকা খরচ করবেন সেটা আমরা বুঝতে পারি না। বছর বছর যে টাকাটা খরচ হচ্ছে, সেই টাকাটা কোথায় খরচ করা হচ্ছে আমরা জানতে চাই। ত্রিপুরার জনসাধারণের কল্যাণে সেই টাকা আসেনি। আজকে পল্লী গ্রামে মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে ভুগতে ভুগতে সমস্ত মানুষের জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের স্বাস্থ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, তারা কালো হয়ে গেছে। আমি একটা উদাহরণ দেই যে আমাদের উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে চাকমা, লুসাই তারা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং তারা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আজকে আপনারা যেয়ে দেখুন, সমস্ত গ্রামে, সমস্ত মানুষ কালো হয়ে গেছে এই রোগে ভুগতে ভুগতে। কাজেই সেটা প্রতিকার করার চেষ্টা সরকারের আছে বলে আমি মনে করি না। ছামনু টি, ডি, ব্লকের আণ্ডারে যে একজন ডাক্তার আছেন, সেখানে ৬০/৭০ হাজার মানুষ বাস করে, কাজেই তিনি সেখানকার সমস্ত গ্রামে যেয়ে সমস্ত মানুষকে দেখা সম্ভব হয় না। কাজেই আমি ম্যালেরিয়া সম্পর্কে এই মোশান এনেছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা। :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশান এখানে রাখছি—'অমরপুর সাব্রুম, বিলোনিয়া, খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাশহর মহকুমা শহরে জল সরবরাহের পরিকল্পনার অভাব সম্পর্কে।' মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি, সদস্যের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে আমরা এটা পরিষ্কার দেখছি যে গ্রাম দেশে, পার্বত্য অঞ্চলে, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাপারে কিভাবে ত্রিপুরা ব্যর্থ হয়েছে। সেটা আমি বিভিন্ন সদস্যদের বক্তব্য এর ভিতর দিয়ে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। মহকুমা শহরগুলিতে যে ব্যর্থতা সেটা বড়ই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। গ্রামদেশে চাষাভূষা থাকে, পাহাড়ে যে সমস্ত লোক থাকে, তারা না হয় ছড়ার জল খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সহরগুলিতে মহকুমা শহরগুলি জেলাগুলির প্রাণ কেন্দ্র এবং অনেক লোক সেখানে বাস করে এবং প্রশাসনের একটা কেন্দ্র, ঐ সমস্ত জায়গায় সরকার যে জলের ব্যবস্থা করেছেন সেটা দেখে আমরা নিরাশ না হয়ে পারিনা। আমি কয়েকটি শহর ব্যাপারে এখানে বলছি যেমন অমরপুরব্লক, সেখানে আমার কি দেখছি, এখনও সেই মহারাজার আমলে যে দীঘির জল খেয়ে থাকতো লোকে, সেইভাবে আজও থাকতে হয়। এই দীঘির পূর্ব পাড়ে দুইটি রিং ওয়েল ছিল, সেটা অনেক দিন আগে অকেজো হয়ে গেছে। তারপর সেখানে আবার টিউব ওয়েল বসান হয়; সেই দুইটি টিউব ওয়েলও অকেজো হয়ে আছে। তারপর আর কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত দেখি না। আমরা

খবর নিয়ে দেখেছি যে সেখানে বাজারে একটি এবং বোর্ডিং'এ একটি এই দুটি টিউব ওয়েল বসিয়েছে, তাছাড়া জনসাধারণ যারা আছে, তাদের সেই দাঘির জলের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এটা একটা মহকুমা টাউন সেখানে অনেক লোক বাস করে, সেখানে জলের যে অবস্থা, তা কি ভাবে বুঝাব তার ভাষা খুঁজে পাই না, একটা মর্মান্তিক অবস্থা। উদয়পুরে একই অবস্থা। মহারাজার আমলে যে দীঘির জল সেটা খেয়ে মানুষ বাঁচত, সেটাও এখন দূষিত হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তার উপর নির্ভর করে মানুষকে বাঁচতে হয়। মানুষকে আজকে সেই ঐতিহাসিক গোমতীর জল এবং সেই মহারাজার আমলের দীঘির জল এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমরা শুনেছি সেই টাউনে জল সরবরাহ'এর জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা সেখানে গিয়েছেন এবং সেখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, কিন্তু সেই অভিনয়ের শেষে জল সেখানে আর আসে নাই। সেখানে রিজার্ভ ট্যাংক আছে, তার উপর নির্ভর করে মানুষকে থাকতে হচ্ছে। সদর সোনামুড়া এবং ধর্মনগর'এ মুখ্যমন্ত্রী সেখানে নিজে যেয়ে উদ্বোধন করেছেন এবং সেখানে টেপ দেওয়া হয়েছে কয়েক জায়গাতে এবং সকাল বিকাল'এর মধ্যে শুধু আধ ঘণ্টার জন্য জল আসে, এরপর জল বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি জায়গাতে মাত্র জলের ব্যবস্থা করা হয়, তারও এই অবস্থা। তারপর স্কুলগুলিতে শত শত ছাত্র ছাত্রী যায়, এবং বাজারগুলি যেখানে লোক জমায়েত হয় এবং হাসপাতাল, যেখানে রোগীদের জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু এইসব জায়গাতে কোন জলের ব্যবস্থা নাই। চিন্তা করে দেখুন, ভেবে দেখুন হাসপাতালে যদি জলের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে রোগীদের কি অবস্থা হতে পারে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেখানে পুরানো দীঘি যেগুলি আছে, সেগুলি সংস্কার করার জন্য লোক আছে কিন্তু সেগুলির সংস্কারের কাজ কিভাবে করা হচ্ছে? দৈনিক দুই তিনজন দিন মজুর সেখানে কাজ করে সেই দীঘির সংস্কার করার জন্য এই হল তাদের জলের ব্যবস্থা।

সেই সংস্কারের কাজ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এই দুই তিন জন মজুর সেখানে কাজ করে এই দীর্ঘ দীঘি সংস্কারের জন্য। এইটা হল তাদের ব্যবস্থা, জলের জন্য কি ব্যবস্থা তারা করেছেন। আজকে জলের জন্য এই যে ব্যবস্থা সেইটা দেখলে আমরা নিরাশ হই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিশের খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। জল সরবরাহের ব্যাপারে তারা যে ব্যবস্থা করেছেন তার থেকে মানুষ হাহাকার করছে এবং তার জন্য মানুষ আন্দোলনের জন্য অগ্রসর হয়ে আসে সেইটাকে দমানোর জন্য সেই টাকা আজ পুলিশের খাতে খরচ হচ্ছে। সেই জন্য আজকে পুলিশ খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। কারণ ঠ্যাংগাতে হবে তো সেইজন্য পুলিশের প্রয়োজন। জলের প্রয়োজন সেইটা তারা অনুভব করেন না। মন্ত্রীরা চিন্তা করেন তারা কিভাবে আরামে থাকবেন এবং এইটা নিয়ে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে। সেই জন্য অ্যায়ার কণ্ডিশনের গাড়ীর তাদের প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য তারা ভাবতে পারেন কিন্তু পানীয় জলের জন্য যে তাদের টাকার প্রয়োজন সেইটা তারা অনুভব করেন না এবং ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা কেন্দ্রে ফেরত যায় এবং সেই টাকা দিয়েই গাড়ী কিনার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু জলের

জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেইটা তারা ভুলে যান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই কল নাউ ডঃ বি, দাস।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে ডিমাণ্ড নং ১১, ১০, ৩৩, ৩২ তার প্রতি আমার সমর্থন জানাই আর অপোজিট বেঞ্চ থেকে যে কাট মোশনগুলি এসেছে সেই সম্বন্ধে তারা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তার একটিও যুক্তিযুক্ত নয় এই কথা আমি বলতে চাই না। তবে আমি এই কথা বলতে চাই যে তারা কতকগুলি দোষত্রুটি দেখিয়েছেন ঠিক কিন্তু কি করলে সেইটা ভাল হবে সেই সম্পর্কে তার কনস্ট্রাকটিভ সাজেশান দেন নাই। শুধু এই কারণেই এই কাট মোশনগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না বরং তার আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য বুলু কুকী যে সমস্ত কথা বলেছেন যে সিজনেল ফ্রুট দিতে হবে, এইরকম কোন কথা নেই। ডাক্তাররা সেখানে প্রেসক্রিপশন দিবেন। সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সেখানে ডায়েট দেওয়া হবে। কাজেই ফ্রুট একটা দিতে হবে এবং সেইটা সিজনেল হতে হবে এইটার এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই ফ্রুট দেওয়া যেতে পারে যদি সেখানে ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন থাকে। কাজেই আমি একদম সেই কথাটাকে অস্বীকার করছি না সেখানে দিতে হবে। একটা ফ্রুট দিতে হবে সেইটা হলো বড় কথা। যদি ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন করেন। অম্পিতে ১৫ দিন যাবত খাদ্য দেওয়া হয় না। যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে সেইটা সত্যিই দুঃখের কারণ। রোগী সেখানে গেছে যাতে রোগের কষ্ট লাঘব হয়, সেইটা থেকে যাতে রিলিফ পায় তারজন্য তিনি সেখানে গেছেন। তা যদি না খাইয়ে রাখা হয় তবে এইটা সাংঘাতিক কথা। কাজেই সেখানে খোঁজ খবর নেওয়া একান্ত দরকার এই ধরণের ব্যবস্থা যাতে না হয় তারজন্য যেন লক্ষ্য রাখা হয়। ডিমের পরিবর্তে আলু, শানিনা সেইটা অতিরঞ্জিত কিনা। ডিম আর আলুর চেহারা একরকম হতে পারে কিন্তু রংটা একরকম নয় স্যার, ডিমটা যদি সিদ্ধ করা হয়, বা ভাজা করা হয়, তাহলে রংটা কিন্তু একরকম হয় না স্যার। কাজেই উনারা কি চেহারা দেখে বলছেন না ভিতরে টেষ্ট করে বলেছেন সেইটা কিন্তু আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্য সমরবাবু এখানে বলেছেন ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে সেখানে ব্লাড থাকে না। হ্যাঁ, বহুদিন যাবতই আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড থাকে না। ব্লাড রাখতে গেলে যেমন আমাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে এইটা সত্যি কথা। কিন্তু সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে যাতে আমরা ব্লাড পেতে পারি। এইটা সত্যি কথা ব্লাড যদি রাখি তাহলে ১৩ দিনের বেশী সে ব্লাড থাকছে না। তাছাড়া কারেন্টের আমাদের এখানে যে অবস্থা। কিন্তু ব্লাড রাখার জন্য সুব্যবস্থা করা হবেনা সেইটাতো ঠিক কথা নয়। এখন আমাদের পূর্ণরাজ্য আমাদের সবকিছু করে নিতে হবে। কাজেই অন্যান্য প্রদেশে কি করছে, সেখানে তারা ব্লাড কিভাবে রাখছেন সেখানে খোঁজ খবর নেন। সেলাইন ভি, এম, এবং জি, ভি, হাসপাতালে সেলাইন নেই। একটা পেশেন্ট গেলে, সেখানে সেলাইনটা ইমিডিয়েট দরকার। পেশেন্টের অ্যাটেনডেন্ট যিনি আছেন তাকে বলা হয় একটা স্লিপ লিখে দিয়ে বলা হয় আপনি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসুন। জি, জি,

হাসপাতাল আমরা কোথায় করেছি সেখানে সব সময় বাস সার্ভিস নেই, টেকসিও নেই অথচ সেখানে ইমিডিয়েটলি দরকার, ইমারজেনসি, কিন্তু তাকে আবার শহরে আসতে হলো। কাজেই সেলাইন থাকবে না সেইটা তো হতে পারে না স্যার, সেলাইন হাসপাতালে নেই সেইটা হতে পারে না। আমি নিজে জানি স্যার, এবং এইটা সত্যি কথা। আগে থেকে যাতে আমরা সেইটা রাখতে পারি সে ব্যবস্থা আমাদের রাখতে হবে। আমরা সেখানে ষ্টোর রাখছি কেন? কিসের জন্য? কাজেই আমরা সেলাইন রাখছি না কেন স্যার? গ্রাম ত্রিপুরায় ডিসপেনসারি এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে সেখানে ডাক্তার নেই মাননীয় সদস্য চৌধুরী বাবু বলেছেন। আরে মশাই ডাক্তার নেই সেইটা তো আমরা বুঝতে পারছি কোয়েশ্চান আওয়ারেই, কোয়েশ্চান যখন হয়েছে তখন আমরা বুঝতে পেরেছি, ডাক্তার নেই অনেক জায়গায়। কম্পাউণ্ডার নেই। ঘরও নাকি নেই। শুধু একটা সাইনবোর্ড আছে। সত্যি কি তাই স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যাতে সেই দিকে নজর দেন। গ্রাম ত্রিপুরার কথা যখন জেনারেল ডিসকাসন হয় আমি তুলে ধরেছিলাম। আমরা শহরে বাস করছি ত্রিপুরা রাজ্যে কত ন, মাত্র ১০ জন। ৯০ জন বাস করছি আমরা গ্রামে। কাজেই গ্রাম ত্রিপুরার কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না। গ্রাম ত্রিপুরার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজেই সেইক্ষেত্রে একটা সাইনবোর্ড থাকবে একটা ঘরও থাকবে না, কম্পাউণ্ডার এবং ডাক্তার আমরা দিতে পারছি না, যদি পাইনি বলি, তাহলে অবশ্য আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর উনারা যে কথাগুলি বলেছেন যে শিশিতে লাল লাল আর নীল জল, এইটা স্যার ঠিক নয়। এইটা একটু বাড়াবাড়ি। যে জন্য নাকি আমি উনাদের কাট মোশনগুলি সমর্থন করছি না। কাজেই একটু খোঁজ খবর নিয়ে এই কথাগুলি বলা বোধ হয় দরকার। কারণ একটা কথা বললে চলবে না যে আমরা অ্যাসেম্বলী হাউসে কথা বলছি, আমরা রিপ্রেজেনটেটিভ হিসাবে এখানে এসেছি। আমরা এখানে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি। কাজেই কিছু খোঁজ নিয়ে কথাটা বলাই বোধ হয় ভাল। আমি গ্রাম ত্রিপুরার কথা বলতে চাই যে শতকরা ৯০ জন বাস করছি গ্রামে। জেনারেল ডিসকাসনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি কথা রেখেছেন যে জি, ভি, হাসপাতালকে মেট্রোপলিটান হাসপাতালের সমকক্ষ করে তোলার জন্য রোগ নির্ণয়ক এবং প্রতিষেধক কাজের সম্প্রসারণ করা হবে। ভাল কথা বলেছেন। সেইটা অস্বীকার করি না। সেইটা করা দরকার। প্রপার ডায়াগনোসিস যাতে হয়, সত্যিকারের ডায়াগনোসিস যাতে হয়, সত্যিকারের চিকিৎসা যাতে হয় সেইটা করা দরকার এবং মেট্রোপলিটান হসপাতালের সমকক্ষ করে তোলা দরকার। কিন্তু গ্রামের প্রতি তাচ্ছিল্য যদি দেখাই, গ্রামের প্রতি যদি আমরা অবহেলা দেখাই তাহলে গ্রামের লোক, ত্রিপুরার জনসাধারণ তারা কি আমাদের ক্ষমা করবেন? প্রপার ডায়াগনোসিসের জন্য, প্রপার ট্রিটমেন্টের জন্য মেট্রোপলিটান হাসপাতাল করুন ভাল কথা। ওয়েলকাম। সেইটা আমরা অস্বীকার করবো না,

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার আর কতক্ষণ সময় লাগবে।

শ্রী বি. দাস:—আমার আরও ১৫ মিনিট সময়ের দরকার স্যার।

Mr. Dy. Speaker :—This is our recess time. The House stands adjourned till 3 P. M. The member speaking will have to floor.

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ১৭ এবং ৩৬ এর উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি গ্রাম ত্রিপুরার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে রাইমা বাজারে কেবল একটা সাইন বোর্ড আছে, কিন্তু কোন ডিস্পেনসারী ঘর নাই, এই সম্পর্কে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ খবর নিবেন। কারণ আমরা যদিও গ্রাম ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন লোক যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেতে পারে, সেজন্য ব্যবস্থা করেছি কিন্তু তাহলেও সাধারণ লোক যে একটু ঔষধ পাবে তার ব্যবস্থা এখন পর্যান্ত সব জায়গাতে হয় নি। আমরা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে বহু জায়গায়, বহু ডিস্‌-পেনসারীতে এবং বহু হেল্থ সেন্টারের কোন ডাক্তার নাই। আবার আমি এমন কতকগুলি ঘটনা জানি যে সেখানে ডাক্তার থাকলেও কম্পাউণ্ডার নাই এবং কম্পাউণ্ডার যদি না থাকে, তাহলে ঐসব ডিস্পেনসারীতে রোগীদের ঔষধপত্র দেবে কে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পাশে যে মাননীয় সদস্য বসে আছেন, আমি এখন তাঁর কথায় আসছি, সেটা হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ ডিস্পেনসারীতে গত ২॥ মাস যাবত কোন কম্পাউণ্ডার নাই এবং কম্পাউণ্ডার নাকি গত ২॥ মাস যাবত ছুটিতে আছেন। অথচ সেখানে আজ পর্যান্ত একজন কম্পাউণ্ডার দেওয়া হয় নি। ডাক্তার সেখানে প্রেক্টিশান করছেন বটে কিন্তু সেখানকার কম্পাউণ্ডারের ডিউটি করবে কে? ঔষধটা দেবে কে? কাজেই ঔষধ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আমরা ঔষধ পৌঁছিয়ে দেব এবং এটাকে যদি আমরা বাস্তবে রূপ দিতে যাই, যেখানে আমাদের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট প্রতি বছর এর জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছেন, কিন্তু মফঃস্বলে আজ পর্যান্ত আমরা সেই রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি নি। আমরা মেট্রো-পলিশান হাসপাতাল করছি, খুব ভাল কথা এবং সেখানে যাতে প্রপার ডায়গনিজ হয় সে ব্যবস্থা আমরা করব কিন্তু গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে যদি আমাদের ঔষধ পৌঁছিয়ে দিতে হয়, তাহলে আমার সাজেশান থাকবে, আমাদের যে সব আউটডোর ডিস্পেনসারি আছে, সেগুলির সংখ্যা আরও বাড়ানো হউক। আমাদের প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার বা ডিস্পেনসারীগুলি যদি ৫।৬ মাইলের মধ্যে থাকে তাহলে হয়তো গ্রাম ত্রিপুরার রোগীর কষ্ট লাঘব কিছুটা করতে পারব কিছু কিছু ঔষধপত্র দিয়ে। ঔষধ আমাদের প্রচুর ষ্টকে আছে, এটা আমরা জানি কিন্তু সেটাও আমরা ঠিক মত পাচ্ছি না, কাজেই একটা বাস্তব ব্যবস্থা করা হউক। গ্রাম ত্রিপুরার দিকে যদি আমাদের নজর দিতে হয় এবং ঘরে ঘরে যদি আমরা ঔষধ পৌঁছিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয় তাদের রোগ যন্ত্রণার কিছুটা কষ্ট লাঘব করতে পারব। কাজেই এদিকে যেন আমরা নজর দেই। একটু মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলে গিয়েছেন যে গ্রামের লোক এখন ডিসেন্টিতে ভুগছে। কারণ সেখানে খাওয়ার অভাব বিশেষ করে খরার জন্য সেখানে নাকি খাওয়ার অভাব হয়েছে। আমি উনার এই মন্তব্যের উত্তরে বলতে চাই যে এটা মেডি-ক্যাল সাইন্সের অ, আ, ক, খ। কারণ যখনই নাকি একটা রোগ হবে, তখন সেখানে ঐ রোগের বীজাণু রোগীর শরীরের ভিতরে ঢুকতে হবে। কাজেই রোগের বীজাণু সেখানে

ঢুকলে পরে তখন সে রোগ হবে নতুবা সেই রোগ হবে না। খাদ্যাভাবে হয়তো শরীরের রেজিস্টেন্স কমে যেতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু রোগের বীজাণু অবশ্যই সেখানে ঢুকতে হবে। কাজেই প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের ঐদিকে নজর দিতে হবে এটা আমি মাননীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে রোগের বীজাণু মানুষের শরীরে না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা যেন আগে থেকে করা হয়। তারপরে মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং বলেছেন যে শরীরের রেজিস্টেন্স হারিয়ে ফেলে রোগ হয়। শরীরের রেজিস্টেন্স হারিয়ে ফেললে সত্যি সত্যি রোগ হয়, এটা আমি অস্বীকার করছি না, তবে আমি বলব যে এটা একটা ফ্যাক্টার মাত্র। আসল কথা যেটা সেটা হচ্ছে রোগের বীজাণু সেখানে ঢুকতে হবে। তারপরে লেপ্রসী সম্পর্কে কোন সার্ভে করা হয় নি, এটা তিনি সোজাসুজি অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আমি জানি যে সার্ভে একটা করা হয়েছে তবে তার রিপোর্ট বেরিয়েছে কি? তারপরে সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি স্টেপ নিয়েছি? সমাজের মধ্যে লেপ্রসি পেসান্ট যারা আছেন, তাদের শরীর থেকে এই রোগের বীজাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে, কেন না, এটা একটা অত্যন্ত কন্টেজিয়াস ডিজীস। এর সম্বন্ধে আমরা কতটুকু কি করেছি, আমরা সেগ্রেশান ওয়ার্ক কিছু করেছি কিনা বা কোন একটা গ্রামকে আমরা এই ব্যাপারে সিক্রিগেট করে রেখেছি কিনা। কাজেই এর জন্য আমাদের সাজেশান থাকবে যদি সার্ভে করা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কত রোগী আছে এবং তাদের থেকে এই রোগের বীজাণু যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। তারপরে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মেডিক্যাল কলেজের জন্য টাকা বরাদ্দ নেই, এই কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছুটা ধান বাঁধতে শিবের গীত গেয়েছেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে সরকারকে কি করতে হবে বা কি করা উচিত সেই সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি, উনি হয়তো বলেছেন, কিন্তু আমি শুনিনি বা বুঝতে পারি নি। (বিরোধী পক্ষ থেকে - আপনি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন)—হ্যাঁ, অনেকটা তাই, অর্থাৎ আমি নিজে যেটা বুঝি, সেটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখে যাচ্ছি। তারপরে বলা হয়েছে যে টি, বি, রোগীদের ঠিক মত খাদ্য দেওয়া হয় না। এই কথাটা কতটুকু ঠিক, তা আমি জানি না। তবে আমরা এখানে যে কেস পাচ্ছি তাতে দেখছি যে রোগী প্রতি ৪ টাকা করে ডাইট দেওয়া হয় এবং তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেশাল ডাইট দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে এটা আমরা এই হাউসের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। কাজেই এই ক্ষেত্রে এটা সাফিসিয়েন্ট কিনা, এটা ডাক্তার বাবুরাই বুঝবেন। আমার প্রশ্ন এখানে নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা টি, বি, রোগীকে যদি বছর বছর টি, বি ওয়ার্ডে ফেলে রাখা হয়, তাহলে সেটা ঠিক কাজ করা হবে না। ওয়ার্ডে থাকবে সেই সমস্ত পেসান্ট, যাদের কেস পজিটিভ অর্থাৎ যাদের থুথুর সঙ্গে টি, বি, রোগের বীজাণু ছড়াবে, তারাই একমাত্র ওয়ার্ডে থাকবে। আর যেগুলি নিগেটিভ কেস, সেগুলির সাধারণ ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং এই সমস্ত পেসান্টকে অনেক সময়ে বাড়ী যেতে দেওয়া হয় এবং বাড়ী গিয়ে সে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ব্যবহার করতে পারে এবং যে কতগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য উপদেশ দেওয়া হয় সেগুলি তার মেনে চলতে হয়। কাজেই সমালোচনা করবার অধিকার তাদের আছে, এটা আমি অস্বীকার করছি না,

কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে যে কাট মোশান তারা এনেছেন, সেগুলি খুব একটা যুক্তি যুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না এবং সেজন্য আমি সেগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। এবার ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে আমাকে বলতে হয় আমাদের জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের কথা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের কথা অমৃত সমান। এর যে কত রকমের কার্ত্তন আছে সেগুলি যদি দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত বলা হয়, তাহলেও শেষ হবে না। আমি বিশেষ করে এখানে ভি, এম, হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের কথা তুলে ধরতে চাই। এই হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে আমি নিজে গিয়েছি এবং চিলড্রেন ওয়ার্ডে আমি নিজে গিয়েছি এবং দেখেছি যে বহু পেশান্ট মাটির মধ্যে শুয়ে আছে। সেখানে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে ঢুকে পিছন দিক দিয়ে কেবিনে যেতে হয় এবং তারই মধ্যে একটা ছোট পেসেজ আছে। সন্ধ্যার পর কেউ যদি সেখানে যান, তাহলে দেখবেন সেখানে যারা সুইপার আছে, তাদের বাচ্চাকাচ্চাগুলিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কতকগুলি ছেড়া ও নোংরা কম্বল জড়িয়ে রেখে। ফ্লোরের অবস্থাটা তাই। কাজেই একটা যেখানে নোংরা অবস্থায় পড়ে আছে ফ্লোর, যেখানে ডেলিভারী হওয়ার এভরি পসিবিলিটি যে কোন মূহূর্ত্তে, সেটা পরিষ্কার থাকবেনা সেটা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। আর সব চাইতে যে জিনিষটা আমরা চাইছি সেটা হচ্ছে ডাক্তার বাবুদের কাছ থেকে একটু দরদ। একটু দরদ দিয়ে যেন তাঁরা রোগীদের দেখেন এবং তাদের যত্ন করেন। খুব বেশী দিনের কথা নয়, গত ৪ঠা এপ্রিল বিকাল সাড়ে পাঁচটার একটা ঘটনা। সেই ঘটনাটা হল বিলোনীয়া থেকে একজন রোগী ভি, এম, হাসপাতালে এসেছিল। বিলোনীয়া হাসপাতালের ডাক্তারবাবু লিখে দিয়েছেন যে তাঁর ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়েছে। তার পায়ের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। কিন্তু সেই ভি, এম, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু কিছু করলেন না। তিনি বললেন যে তোমার আজকে কিছু করার নাই। কাল জি, বি, হাসপাতালে যাও। সেই রোগী আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে দেখলাম এবং সব ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল যে ডাক্তারবাবু বলেছেন কালকে জি, বি, যাওয়ার জন্য। আমি বললাম দেখি টিকেটটা। তাতে আমি দেখলাম যে বিলোনীয়া হাসপাতাল থেকে রেফার করেছে ভি, এম, হাসপাতালে। আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম যে ব্যাপারটা কি? আপনি তাকে কালকে জি, বি, হাসপাতালে যেতে বললেন অথচ তাকে রেফার করেছে বিলোনীয়া হাসপাতাল থেকে ধনুষ্টংকার বলে। তিনি বললেন যে আমি তো টিকিট দেখিনি। তার পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। সেজন্যই আমি বললাম জি, বি, হাসপাতালে যেতে। আমি বললাম চমৎকার, বিলোনীয়া থেকে রেফার করেছে, আপনি দেখেন নি টিকিট? তখন ডাক্তারবাবু বললেন টিকিট আছে যখন তখন তাকে আপনি পাঠিয়ে দিন, আমি তাকে অ্যাডমিশান দিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি না সেই রোগীর কি হয়েছে। কারণ লোক যখন আসে মফঃস্বল থেকে, অনেক কষ্ট নিয়ে আসে। তাকে যেন একটু দরদ দিয়ে দেখা হয়।

অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে কি হচ্ছে? আটটা গাড়ী পড়ে রয়েছে ভি, এম, হাসপাতালের সামনে। সেগুলি মেরামত হয় নি, পড়ে আছে। আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে

এসেছিলেন। তিনি বললেন তোমাদের হাসপাতালে কি একটা মোটর গ্যারেজ নাই? আমি বললাম হয়ত এইগুলি মেরামতের জন্য পড়ে আছে। আমি একটা কথা বানিয়ে বললাম। না হলে আমাদের স্টেটের ইজ্জত থাকে না। অ্যাম্বুলেন্স নাই। ডাক্তারবাবু অনেক দুঃখ করে বলেছিলেন যে একটিমাত্র অ্যাম্বুলেন্স আছে। তাতে মরাও নেওয়া হয়, রোগীও নেওয়া হয়, আবার নার্সরাও সেটা দিয়ে যায়। যখন রোগী অ্যাম্বুলেন্স চায় তখন তাকে বলা হয় ঠিক আছে, নাম লিখে রাখছি। আমি দেখছি ৩৫,০০০ টাকা ১৯৭২—৭৩ এ ছিল বাজেটে, কিন্তু ১৯৭৩—৭৪এ কোন টাকাই ধরা হয় নি। কাজেই আমার সাজেশান থাকবে যে অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়ানো হোক। আর আমাদের গ্যারেজ যেন একটা করা হয়। আর যদি মেরামতের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ওজন দরে এই গাড়ীগুলি বিক্রি করে দেওয়া হোক, তবুও আমাদের ইজ্জত থাকে। গ্রামে অ্যাম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা নাই যে সেখান থেকে রোগীকে হাসপাতালে পৌছিয়ে দিতে পারে। এখন তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট হোক। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স থাকুক। তাহলে রোগীরা রিলিফ পেতে পারে।

তারপর জি, বি, হাসপাতালের বাস সার্ভিস নিয়মিত নাই। এত ভীড় হয় রোগীর যে ডাক্তার বাবুরা পর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে পারেন না। রোগী দেখতে দেখতে প্রায় একটা দুইটা বেজে যায়। কাজেই ৩টার আগে কোন বাস পাচ্ছে না। কাজেই সেখানে যেন যাতায়াত ব্যবস্থাটা ঠিক রাখা হয়। জেনারেল ডিস্কাশনের সময় আমি বলেছিলাম যে আর, পি, এবং আর, এস, তারা ভি, এম, হাসপাতালে থাকে না। জি, বি, হাসপাতালে তারা আছে ঠিক কিন্তু হাসপাতালের কোয়ার্টারের বাইরে তাদের থাকতে হয়। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই তাদের কল দিয়ে আনতে গেলে যদি দেরী হয়ে যায় তার জন্য একটা জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভি, এম, হাসপাতালে তো থাকেই না। সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। আমার সর্বশেষ অনুরোধ রইল গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ যাতে ওষুধ পেতে পারে এই অনুরোধটুকু রাখুন এবং যে ডিমাণ্ড এসেছে তার সমর্থন করে এবং কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ডের সমর্থন করে আমি গভর্ণমেন্টকে বলতে চাই যে সব অভিযোগ এখানে এসেছে কাট মোশানের মাধ্যমে—যেহেতু বিরোধীদল বলেছেন সেজন্যই যদি সবগুলি নস্যাৎ করতে হয় তাহলে ঠিক হবে না। কারণ এখানে এমন সব কথা আছে যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমি মন্ত্রী মহাশয়কে এই আশ্বাস দিতে পারি যে সব কাট মোশান এখানে এসেছে আমরা সেগুলির বিরোধীতা করব রিজেক্টেড করব। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এই আশ্বাস চাইব ব্লাড ব্যাংকে রক্ত থাকতে হবে জি, বি, হাসপাতালে যে অব্যবস্থা চলছে সেই অব্যবস্থা দূর করতে হবে। কি অব্যবস্থা হাসপতালে হচ্ছে আমি তার একটি নিদর্শন এখানে রাখছি—patient died for negligence of Doctor. আগরতলার একটি কাগজ "ত্রিপুরা টাইমস" তাতে বেড়িয়েছে। এই সম্পর্কে যে ডাক্তারের কথা বলা হয়েছে তিনি কোন আপত্তি জানান নি বা ডিপাটমেন্ট বা গভর্ণমেন্ট কোন আপত্তি করেন নি। তাহলে বুঝতে হবে আমি পড়ে শুনাচ্ছি...

(Shri Kalipada Banerjee)

PATIENT DIED FOR NEGLIGENCE OF A DOCTOR

With much regret it is required to be brought to the notice of the authorities that on 20. 3.73 at about 2-30 P. M. a female patient namely Kakan Prava Bhowmik, wife of Shri Chintaharan Bhowmik. Advocate of Ramnagar Road No. 2, Agartala was sent to Emergency Block of the G. B. Hospital with complaint of serious pain in the chest with respiratory difficulty for immediate medical aid.

Doctor A. K. Home Choudhury, who is learnt to be in-charge of the Emergency Block by that time, was searched out in some other room by the daughter's son of the patient who is also an M. B B. S. Dr. He requested him begging of his immediate attendence to the patient in consideration of the serious condition of the patient. He took offence and after repeated requests he attended the patient and directed the Ward Boy to take the patient to the Female Ward on the 2nd Floor at the forthest corner without any emergency treatment.

The Ward Boy expressed his difficulty to take the trolly on the upstairs alone on account of the slippery character of his shoes whereupon all the relatives of the patient assisted the Ward Boy in taking the trolly to the upstairs, but the doctor was till then easing in the ground floor.

No doctor was available in the Female Ward when the duty-nurse though requested several times, did not take any measure as no direction was given to her by the doctor.

The relatives of the patient again approached the Dr. Home Choudhury in the ground floor and requested him to attend the patient in the Female Ward, but he stated that he had already given direction to the Duty Nurse over phone, which the Nurse denied.

Thus half an hour's time elapsed and the patient expired. Then the doctor came and pushed an injection on the dead body. এই হচ্ছে ঘটনা। এই যে ভদ্রমহিলা যিনি মারা গেলেন তিনি সম্পন্ন ঘরের মহিলা (গণ্ডগোল) হ্যাঁ, ২০-৩-১৯৭৩ ইং সেই ভদ্রমহিলা সম্পন্ন ঘরের এবং তিনি বুকে ব্যাথা যখন তিনি ফিল করছিলেন এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তখনই তাকে গাড়ীতে করে হাসপাতালে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে ইমারজেন্সিতে ডাক্তার কিছু করেন না। কোন ব্যবস্থা নিলেন না। তাকে বলা হল উপরে নিয়ে যান—করিডোরে—ট্রলি করে। ট্রলি চালাতে পারে না ওয়ার্ড বয়। কিছু করা হল না। তারপর ডেড বডির উপর ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। সেই ভদ্রমহিলার ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—সে কেঁদে ফেলেছে। আমাকে বলল—আমি কিছু চাই না, আমি অন্য কথা বলতে চাই না—আমার মত আর কেউ কেউ যেন তার মাকে না হারায়। আজকে চিন্তাহরণ বাবুর কাছে শুনেছি—সেই ভদ্রলোক তার টাকা আছে পয়সা আছে তার ছেলেকে বললেন

তোরা কিছুই করলি না। ভদ্রলোক অত্যন্ত সক্ড হয়েছেন এবং মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। এই সম্পর্কে আমি জানতে চাইব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলেন। এমন ঘটনা শুধু একটাই হচ্ছে না হামেশাই হচ্ছে। এই ভদ্র মহিলা আমি বলছি সম্পন্ন ঘরের তার টাকা পয়সা আছে তার যখন এই অবস্থা হল যখন একটা গরীব মানুষ যায় তার কি অবস্থা হবে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আমি জানি আমার সাবডিভিশনে একটি বাচ্চা ছেলেকে। মোটর গাড়ী চাপা পড়েছিল—রক্ত বন্ধ হয়নি। তাকে আনা হল জি, বি, হাসপাতালে। তার রক্তের দরকার। রক্ত নাই আমরা শুনেছি ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। ব্লাড ব্যাঙ্কে কেন রক্ত থাকবে না আমরা বুঝতে পারি না ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য টাকা পয়সা খরচের ব্যবস্থা আছে, অফিসারের ব্যবস্থা আছে, এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা আছে। নৃপেন্দ্রবাবু বলেছিলেন উনি রক্ত দেবেন। এখানে যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে রক্ত কিনা হউক। কেন কিনা হয় না। আমার এক ডাক্তারবন্ধু বলেছিলেন যে ১৩ দিন রাখতে হবে —১০ দিন রাখুন ১০ দিন রেখে মানুষকে দিন। আর একটি কথা আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি। গ্রামে ডাক্তার নাই। গ্রামের ডাক্তারখানায় ডাক্তার নাই। ডাক্তার কেন থাকে না? আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব আপনি বাইরে থেকে ডাক্তার আনুন। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার এনেছে। চেয়ে আনা হয়েছিল। আমরা দেখছি যে সহরের যেসব ডাক্তার যেতে চাইতেন না তখন গ্রামে তারা সুর সুর করে গিয়েছেন। ঠিক এমন অবস্থা হয়েছে জি, বি, হাসপাতালে। সেখানে মফঃস্বলের ডাক্তারদের রাখা হচ্ছে। মফস্বলের নাম করে দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড দি পোষ্টস। ৯৫ জন ডাক্তার নাই। গ্রামের ডাক্তারখানার জন্য ডাক্তার নাই। যেগুলি পুরাণো ডাক্তারখানা ১০ বছর ১৫ বছর পুরাণো সেইসব ডাক্তারখানার যে পোষ্টের এগেনষ্টে যে সব ডাক্তারা আছে তাদের জি, বি, হাসপাতালে রেখে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের লোক চিকিৎসা পাচ্ছে না। তাদের তাড়িয়ে দিন নইলে বলুন বাইরে থেকে ডাক্তার আনব। বাইরে থেকে ডাক্তার আনতেই হবে। গ্রামের লোকের প্রতি এত অবহেলা করাটা অন্যায় হবে। আর একটি কথা—আমি বেশী সময় নেব না। আমি এখানে দেখছি যে বাজেটে যে প্রভিশান আছে টি, বি, পেশেন্টদের— ডিসপ্লেসড টি, বি, পেশেন্টদের সাহায্য করবার জন্য ৭৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা আছে। এই সম্পর্কে আমি বলব টি, বি, রোগ যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে ডিসপ্লেসড যারা আছে তারা ছাড়া অন্য যারা আছে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। এটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যেন এইদিকে লক্ষ্য রাখেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। কিন্তু এইসব অব্যবস্থার প্রতিকার চাই. এই আশ্বাস চাই মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকারঃ—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের থেকে যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করছি। অর্থমন্ত্রী উনার ভাষণেও বলেছেন যে উত্তরাঞ্চলে একটি মানসিক হাসপাতাল এস দক্ষিণাঞ্চলে একটি টি, বি, হাসপাতাল করবেন। আমি মনে করি এটা সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এবং অন্যান্য প্রাথমিক সাবডিভিশন্যাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে

একসঙ্গে করার ব্যবস্থা করেছেন এমনএকটা আভাসও তিনি দিয়েছেন। সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি হেলথ'এর উপর বলতে গিয়ে আজকে জি, বি, হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্পর্কে যে আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি কিছু বলছি। আজকে জি, বি, হাসপাতালের যে রোগীর প্রেসার, সেই অনুপাতে সেখানে সীটের ব্যবস্থা নাই। আমি কয়েকবার জি, বি, হাসপাতালে গেছি, কঠিন কঠিন রোগী ফ্লোরে পড়ে আছে ডাক্তার বা কর্তৃপক্ষ সীট দিতে পারছেন না। এটার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, তিনটি ডিস্ট্রিকটে তিনটি যদি অনুরূপ হাসপাতাল করা হয়, গত সেশানে আমি বলেছি, আবারও আমি বলছি, তিনটি ডিস্ট্রিকটে অনুরূপ যাতে তিনটি হাসপাতাল করা হয়। নয়তো এই রোগীর প্রেসার কমানো যাবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাবডিভিশান হাসপাতালগুলিতে ষ্টেটিসকোপ দিয়ে রোগী পরীক্ষা করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। সেই আগের দিনে হাতুড়ি ডাক্তাররা ষ্টেটিস্কোপ দিয়ে যেমন পেটের অসুখ থেকে আরম্ভ করে সব চিকিৎসা করত, তেমনি সেই হাসপাতাল-গুলিতেও ষ্টেটিস্কোপ ছাড়া আর কোন রোগী দেখার ব্যবস্থা নাই। প্রতিটি সাবডিভিশনাল হাসপাতালে এক্সরে'র ব্যবস্থা করতে হবে রোগ নির্ণয়ের জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কঠিন কঠিন রোগী জি, বি, হাসপাতালে আনার জন্য, মফঃস্বল থেকে আমি ট্রাংকলের পর ট্রাংকল করেও এ্যাম্বুলেন্স যায় না। মাননীয় সদস্য বি, দাস বলেছেন ভি, এম, হাসপাতালে বোধ হয় এ্যাম্বুলেন্সের কারখানা। আমরাও দেখেছি ভি. এম. হাসপাতালে আট দশটি এ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু গ্রামাঞ্চল থেকে আমরা যখন এ্যাম্বুলেন্স চাই, তখন পাওয়া যায় না। কাজেই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব প্রতিটি সাবডিভিশানে যেন একাধিক এ্যাম্বুলেন্স'এর ব্যবস্থা করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে,ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়েছে বলে যে বলা হয়, তার প্রতিবাদে আমি বলব যে বর্ডারে সামান্য কিছু জায়গায় ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়েছিল, কিন্তু সাবডিভিশানগুলিতে বা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় ডি, ডি, টি স্প্রে করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাতে তিন দিক থেকে জালের বেড়ের মত ম্যালেরিয়া এক জায়গায় এনে জড় করা হয়েছে, সেখানে কি বোমা মেরে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যাবে? আমার কথা হল ডি, ডি, টি স্প্রে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র যেন একই হারে হয়, তার ব্যবস্থা যেন করা হয় এবং সেখানে ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে হবে। আর যারা সারভাইলেন্স ওয়ার্কার আছেন, আমি দেখছি যে সরকার থেকে একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যে যারা হাসপাতালে এ্যাটাচ ছিল, গ্রামে গিয়ে কাজ করার জন্য, সেটা ঠিকই খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। তবে গ্রামে গিয়ে সার্ভালাইন্সে ওয়ার্কাররা কি করবেন, তাদের কি ডিউটি, এমন কোন নির্দিষ্ট প্রগ্রাম নাই। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি যে ঘরের দরজায় একটি কাঠ দিয়ে একটা প্রগ্রাম লিখা থাকত, সেখানে সার্ভিলেন্স ওয়ার্কাররা লিখে আসত। এইটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গিয়ে তাকে কি ডিউটি করছে, সেটা দেখার মত কেউ নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং'এ হেলথ ভিজিটার আছে, তার ডিউটি ঠিকমত করছেন কি না আমরা জানিনা। আগরতলা কেন সারা ষ্টেটে নন-প্রেকটিসিং এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা সেখানে দেখছি

ডাক্তাররা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এক একজন ডাক্তারের বাড়ীতে একটি নার্সিং বেড থেকে সুরু করে সব কিছু ব্যবস্থা আছে। কেন আমরা তাহলে তাদের এই টাকা দিচ্ছি এটা নিবারণ করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর দশদার একটা ডিস্পেনসারীর কথা বলব। সেখানে সরকারী প্রচেষ্টায় একটা ঘর উঠেছে কিন্তু দেখা গেছে বড় বড় কর্তৃপক্ষও সেখানে গেছেন কিন্তু সেখানে একটা ভাড়া বাড়ীর মধ্যে ডিসপেন্সারী চালান হচ্ছে। তাহলে কেন সরকার টাকা খরচ করে ডিসপেন্সারী ঘর হল? এইসবের প্রতিকার যদি না হয়, বাজেটে টাকা ধরছি, খরচ করছি, কোথায় কি উপকার পাচ্ছে, সেটা দেখা দরকার এবং এইগুলির প্রতিকার হওয়া দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে সাজেশনগুলি এখানে রাখলাম আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা এইগুলি দেখবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার আরেকটা কথা আছে। বিরোধী দলের সদস্য, উনি একটা গল্প বলেছেন। গণ্ডারের গল্প। উনাদের বিপ্লবের যে নমুনা সেই সম্পর্কে আমি একটা গল্প বলব, উনাদের গল্প বলার সঙ্গে আমার সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল। গল্পটি হচ্ছে, এক রাজার একটি কন্যা ছিল, রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেছেন বিয়ে করবেন না। রাজার খুব বেশী ইচ্ছা রাজকন্যাকে বিয়ে দেবেন। রাজকন্যা রাজার প্রেসারে পড়ে স্বীকার করলেন এবং বললেন যে আমাকে বিয়ে দিতে পার তবে আমার তিনটি কথা আছে, সেগুলিকে ফুলফিল করতে যে পারবে, তার সংগে। রাজা বললেন ঠিক আছে, ঢাক ঢোল পেটানো হল, তারা আসল, কি কি কথা? তখন রাজকন্যা বললেন যে আমাদের গাধাসালে যে বুড়ো গাধাটা আছে, তাকে হাসাতে হবে, হাতীশালে যে বুড়ো হাতীটা আছে, তাকে কাঁদাতে হবে, আর ঘোড়াসালে যে বুড়ো ঘোড়াটা আছে, তাকে যে হাসাতে পারবে, তাকে আমি বিয়ে করব। বছরের পর বছর যায়, কেউ আর পারে না। কিছুদিন পরে এক রাখাল বালক আসল এবং বলল যে আমি সেটা পারব। তখন তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল, প্রথমে তাকে হাতীশালে নিয়ে যাওয়া হল, সে সেখানে গিয়ে হাতীর কানে কানে কি কথা বলল, সেই হাতী তখন কাঁদতে আরম্ভ করল, ঘোড়া সালে গিয়ে কি কথা বলল, সেই হাসল, আর গাধা সালে গিয়ে যখন কানে কানে সে কথা বলল তখন গাধা অট্টহাসি হাসল। তখন সকলে বলল কি ব্যাপার, তুমি কি কি কথা বললে? তখন সে বলল আমিতো অন্য কিছু বলি নাই, হাতীসালে গিয়ে শুধু বলেছি যে বুর্জোয়া শিক্ষা নিপাত যাক জ্যোতিবাবু বলছেন, কিন্তু তিনি সেই বুর্জোয়া শিক্ষা লণ্ডনে গিয়ে নিয়ে শিখে এসেছেন, এবং তাঁর ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লণ্ডন পাঠিয়েছেন, সেকথা শুনে হাতী ভাবল এতো অরাজকতার কথা, অত্যন্ত দুঃখের কথা, সেইজন্য সে কাঁদতে লাগল। ঘোড়া সালে গিয়ে ঘোড়াকে বললাম যে আমরা সমাজতন্ত্র আনব জ্যোতিবাবু বলছেন, সেটা কি করে হবে, এটাতো কোনদিন সম্ভব নয়। কারণ তিনি এয়ার কণ্ডিশান গাড়ীতে চড়ে, উপর নীচে ভাড়া, মাঝখানে থাকেন সমাজবাদ। সে কথা শুনে ঘোড়া একটু হাসল।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : —পয়েন্ট অব অর্ডার। এটাতো আর ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হচ্ছে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর জনঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গাধা সাপে গিয়ে তিনি বললেন যে আমরা বিপ্লব করব, সি, পি, এম বলেন আমরা বিপ্লব করব, একথা শুনে গাধা অট্টহাসি দিল। কারণ এই কিছুদিন আগে যারা আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, এদের সংগে আঁতাত করে, একটা নূতন দল করে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁদের মুখে বিপ্লবের কথা শুনে গাধা অট্টহাসি দিল। উনারা যে বিপ্লবের নাম নিয়ে গল্পের অবতারনা করেছেন, এই হচ্ছে তাদের বিপ্লবের নমুনা। কাজেই আজকে শ্লোগান দেওয়া যায়, বাস্তবে রূপায়ন করতে কঠিন ব্যাপারে। মাঠের বক্তৃতা এ্যাসেম্বলীতে দেওয়া সেটা ঠিক নয়। কাজেই সাজেসান দিন সরকার কিভাবে কাজ করলে ঠিকভাবে কাজ হয়, সেইভাবে সাজেশান দেওয়া উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে কাট মোশান রাখা হয়েছে, তার আমি বিরোধীতা করছি এবং আশা করব আমি যে সাজেশানগুলি এখানে দিয়েছি সরকার সেইগুলি ভেবে দেখবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — শ্রীমধুসুদন দাস।

শ্রীমধুসুদন দাসঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন, আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদল থেকে যে কাটমোশান এসেছে সেটা আমি বিরোধীতা করছি। আজকে পাবলিক হেলথের উপর বলতে গিয়ে পাবলিকের স্বার্থে আমাদের মেম্বারদের কিছু বলতে হবে। কিছু কিছু ঘটনা যে স্বাস্থ্য বিভাগে ঘটেনা তা নয়। ঘটনাগুলি যখন ঘটে, সেটা যতটা ঘটে, হাউসে ততটাই যদি বলা হয়, তাহলে আমার মনে হয় সুন্দর হয়। বিরোধী পক্ষ ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেন, যার ফলে সেইগুলি সাধারণ লোকের কাছে এবং হাউসের নিকট অসত্য বলে প্রমাণিত করেন। হাসপাতালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে, দুই একটি ঘটনার কথা আমরা জানি এবং হাসপাতাল ডিপার্টমেন্ট, সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে বিভাগ, সেই বিভাগের কাজ কর্ম সত্য সত্যই যদি জনতার স্বার্থের পরিপন্থি হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের হয়। আমি একটা ঘটনার কথা বলব, আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম, আমি নিজে গিয়েছিলাম এই ব্যাপারে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে, উনি আমাকে জবাব দিয়েছেন আমি কি নিজে যাব হাসপাতালে? অথচ রোগীর প্রাণান্ত, ধনুষ্টংকারের রোগী, প্রাণ তার যায় যায় অবস্থা। এ ঘটনা আমি মিনিষ্টারের নজরে নিয়ে এসেছি, মিনিষ্টার এ্যাকশান নিয়েছেন তাই আমার মনে হয়, আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, বা মন্ত্রীবৃন্দ যারা আছেন, জনস্বার্থের খাতিরে কাজ করতে চান, তাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের সরকারী কর্তাব্যক্তিরা যারা নাকি অহরহ রোগীদের দেখেন, তাদের মনোভাবের যদি পরিবর্তন না হয়, তারা যদি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী বলে রোগীদের মনে না করেন, তাহলে স্বাস্থ্য বিভাগের যে কেলেংকারী, সেটা থেকেই যাবে। হাসপাতালের এ্যাম্বুলেনসের অভাব সম্পর্কে আমি বিশিষ্ট একজন অফিসারের মুখে শুনেছি গাড়ী কিনবার মত যথেষ্ট টাকা আছে কিন্তু তারা গাড়ী কিনতে নারাজ। অথচ গাড়ীর অভাবে অনেক সময় অনেক জরুরী রোগী যারা নাকি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি না আসলে তাদের প্রাণ রক্ষা

পায় না। তারাই গাড়ীর অভাবে আসতে পারে না হয়তো রাস্তাতেই তার প্রাণ চলে যায়, রাস্তাতে প্রসবিনীর প্রসব হয়ে যায়। রাস্তাতে যে প্রসবিনীর প্রসব হয় সেই সম্পর্কে একটা ঘটনা আছে একবার একজন হাসপাতালে গিয়েছিল একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য প্রসূতী নারীর জন্য। কিন্তু হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স যেতে যেতে প্রসূতির সন্তান ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের নিকট রাস্তায় প্রসব হয়েছে তবুও হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের যতটা অভাব নয় হাসপাতালে ডাক্তারদের আচার আচরণে সেই অভাবটাকে আরও তীব্র করে তুলে সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। আমি সেই দিকে মন্ত্রীসভাকে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বাজেট সেই বাজেটের সমস্ত টাকা যাতে জনস্বার্থে নিয়োজিত হয় সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো এবং যে সব প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার যেখানে যেখানে আছে সেখানে অনেক সময়ে জলের জন্য রোগীকে ঔষধ দিতে পারে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ আমাদের মধুবন চুকলীতে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে সেখানে একজন রোগী যখন ঔষধের জন্য যায় যে জল আছে সেই জল দিয়েই তাকে ঔষধ দেওয়া হলো কিন্তু সেই জলে দেখা গেল কেঁচো রয়ে গেছে। যখন বললো স্যার, এইটাতে তো কেঁচো, কেঁচো, ডাক্তার বললেন কেঁচো ভিন্ন জল এখানে পাওয়া যাবে না। কেঁচো সহ নিয়ে যাও ভাল হয়ে যাবে। তারপরে ঐ ডাক্তার সম্পর্কে যখন আমরা বললাম মন্ত্রীমহাশয়কে তিনি অবশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তারপরে ফিল্টারের জন্য ডাইরেক্টরের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করার পর এক বৎসর পরে ৫ সের থেকে ৭ সের জল ধরে একটা ফিল্টার তিনি সেখানে পাঠিয়েছেন। কাজেই ঐ মফঃস্বলে যে বিভিন্ন প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারগুলি আছে সেই হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে শুধু ডাক্তারই নেই তা নয় জলেরও অভাব রয়ে গেছে যেই জল ভিন্ন আমাদের ডিপার্টমেন্টের মিক্‌সার তৈরী করাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার কাজেই যেখানে যেখানে প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারগুলি আছে সেইখানে পানীয় জলের যাতে সুব্যবস্থা হয় তাকে সেই জন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। এবং ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত : – মাননীয় স্পীকার স্যার, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের বাজেট বরাদ্দের সমর্থন করে আমি একটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করবো। সেইটা হচ্ছে ফারমাসিস্ট ট্রেনিং এর বিষয়। আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ঔষধের অনেক দোকান হয়েছে এবং বহু দোকান ডিসপেনসারি করতে হয় কিন্তু ভাল ফারমাসিষ্ট না থাকার জন্য সেইটা হচ্ছে না এবং ত্রিপুরার হসপিটালগুলির চেহারা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখছি যে এতে ভাল ফারমাসিষ্ট, সত্যিকারের যারা পাশ করা তার ফুল কোর্স নিয়ে পাশ করেছেন এমন কোন ফারমাসিষ্ট নেই। যারা আছেন তারা কোন ডাক্তারের অধীনে কিছুদিন কাজ করেছেন এই ধরণের একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে তারা পূর্ববংগ থেকে কোন অবস্থায় এখানে এসেছেন। আমরা যতটুকু জানি ত্রিপুরা

রাজ্যের অধিকাংশ ফারমাসিস্টই আজ পর্যন্ত যারা চাকুরী করেছেন তাদের অধিকাংশই হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে বা তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন হয়তো সেখানে কোন ডাক্তারের অধীনে কাজ করেছেন অথবা এখানে কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট পরবর্তী পর্য্যায়ে তারা এই সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করছেন। আজকে আমরা বলি যে যুবকদের চাকুরীর বা কর্মসংস্থানের অভাব হচ্ছে। কিন্তু এই যে একটা বিষয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যে ঔষধের দোকান ৩০০ এর উপরে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছেন সেই ধরণের ঔষধের দোকান ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কিন্তু সেখানে যারা কাজ করছেন তাদের কাহারও লাইসেন্স নেই। অনেকেরই লাইসেন্স নেই এমনি কাজ করছে। সরকার সেইদিকে লক্ষ্য করছেন না। কিন্তু আজকে দিন এসেছে এইগুলি দেখা উচিত। কারণ এতসব ঔষধ যেগুলি জীবন দায়িনী ঔষধ কিন্তু সেইগুলি যদি ভুলভাবে পরিবেশিত হয় তাহলে অনেক লোকের জীবন বিপন্ন হতে পারে এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে এবং এই ধরণের যে কত মৃত্যু আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ঘটছে তার খোঁজ খবরও অনেক ক্ষেত্রে আমরা রাখি না। তার একটা প্রধানতঃ কারণ এই ধরণের যারা সাপ্লাই দেন, বা তথাকথিত যারা লাইসেন্স হোল্ডার তারা আজকের দিনে আমি শুনেছি যে এখানে নাকি ১০ জন নিয়ে একটা ট্রেনিং আরম্ভ হয়েছে। কতটুকু আরম্ভ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে বলবেন কিন্তু আমি মনে করি যে তারা ৩০০ জন ছেলে নিয়ে ত্রিপুরারাজ্যে আরম্ভ করতে পারতেন। তাই আজকে এই যে একটা ট্রেনিংএর প্রস্তাব, যতটুকু জানি অনেক আগেই একটা প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু ২/৩ বছর এইটাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই বছর আগে যদি এইটা হতো তাহলে ইতিমধ্যে ৩০ জন ছাত্র ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা হলো না। আজকে দুই বছর পিছিয়ে গেছে। এখনও আমি জানি না কোন জায়গায় কিভাবে হচ্ছে যদি চলতে থাকে তো সেইটা ভাল কথা। কিন্তু আজকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখবো যে তারা অবিলম্বে ১০০ যুবককে নিয়ে এইটাকে ষ্টার্ট করুন যে দিন তারা পাশ করবে তার পরের দিনই তারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরী পাবে এবং সেইটা শুধু চাকুরীর দেওয়ার প্রয়োজনের জন্য নয় এইটা জরুরী জিনিস যেটা আজকে তথাকথিত যারা এখানে কাজ করছেন তাদের এইটা হবে এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে হাসপাতাল যেখানে নামমাত্র যারা কম্পাউণ্ডার তাদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে কিন্তু যে দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে আইনের দিক থেকে এই দায়িত্বের তারা উপযুক্ত নয়। আজ এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের প্রতি বলতে গেলে আমরা দৃষ্টিই দিচ্ছিনা। কাজেই একটি বিশেষ অনুরোধ করবো যে এই বাজেটের মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা রাখবেন যাতে অন্তত ত্রিপুরায় অবিলম্বে ৩০০ বা ১০০ কি ২০০ ছেলেকে নিয়ে একটা ট্রেনিং এর সেণ্টার করা যায়। কারণ আমার যতটুকু ধারণা বৎসরে যদি ২০০ ছেলে পাশ করে তাহলে ত্রিপুরাতে ২০০টি ছেলের কর্মসংস্থান হবে। এই একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। আজকে আমি এই বাজেটে লক্ষ্য করছি গত বছরের তুলনায় এই বাজেটে প্রায় ৮০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর আমাদের অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে এবার গ্রামাঞ্চলে ৩টি এ্যালোপ্যাথিক এবং ৫টি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী এবং ১টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হবে। তিনি আরও বলেছেন যে আমাদের জি,বি, হাসপাতালকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হাসপাতালে পরিণত করা হবে। এটা বিশেষ করে আমরা যারা গ্রামের অধিবাসী, আমাদের কাছে সত্যি একটা আশাব্যঞ্জক। কেন না, আমরা গ্রামের মানুষ, আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাই যে গ্রামের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপেক্ষিত। তার কারণ হচ্ছে যদিও গ্রামে কিছু কিছু ডিস্পেন্সারী আছে, তার অধিকাংশই কম্পাউণ্ডার দ্বারা পরিচালিত আবার অধিকাংশ গ্রামের মানুষ, সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত আছেন। তাই আজকে এই বাজেটের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে, যে গ্রাম এর মানুষকে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, সেজন্য আমরাও আশান্বিত। শুধু আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে যদিও আমাদের এই সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয় তবুও আমাদের গ্রামের মানুষ উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা যারা গ্রামের মানুষ সেখানে চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে হয়তো একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শহরের হাসপাতালগুলিতে সুযোগ নিতে যাই তখন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বিশেষভাবে সেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হই। মাননীয় স্পীকার স্যার, খুব বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র ১৫ দিন আগের একটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি, এই ঘটনাটা আমার গ্রামেই ঘটেছিল। এক ভদ্র মহিলা হঠাৎ একটা পেটের অসুখে আক্রান্ত হন, তার যখন শোচনীয় অবস্থা তখন বিশালগড় হাসপাতালে লোক পাঠিয়ে একটা এম্বুলেন্স পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম এবং সেখানে কোন এম্বুলেন্স না থাকায় আগরতলায় আসা হল এম্বুলেন্সের জন্য। কিন্তু আগরতলাতেও এম্বুলেন্স না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে সেই লোকটা যেহেতু আমি একজন এম, এল, এ, আছি, আমার কাছে আসে। আমি সমস্ত ঘটনা জেনে উপায়ান্তর না দেখে পি, এ, চীফ মিনিষ্টারকে অনুরোধ করলাম যে আমার গ্রামের এক ভদ্র মহিলা একটা বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তাকে যদি এক্ষুনি এম্বুলেন্সে করে আগরতলা শহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত না করা যায়, তাহলে হয়তো রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করেও কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কারণ আগরতলা শহরের এম্বুলেন্সের ব্যাপারে পি, এ, টু চীফ মিনিষ্টার কিছু করতে পারেন না, তাই তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে আমি কিছু করতে পারলাম না, আপনি রোগীকে নিয়ে অন্য গাড়ী দিয়ে বিশালগড় যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এভাবে সকাল বেলা থেকে চেষ্টা করতে করতে বিকাল প্রায় ৪টা নাগাদ রোগীকে জি, বি, হাসপাতালে নেওয়া হল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই রোগীকে শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো গেল না, রোগী চিকিৎসার কোন সুযোগ না পেয়ে মারা গেল। কাজেই এম্বুলেন্সের অভাব, এই কথাটা কতটুকু সত্য, তা আমি জানি না। তবে আমরা গ্রামের মানুষ হয়ে সেদিন এর অভাবটা উপলব্ধি করেছিলাম।

কারণ গ্রামের মানুষের যখন এম্বুলেন্সের প্রয়োজন হয় এবং এম্বুলেন্সের সাহায্য তারা যখন চায় তখন পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয় যে এম্বুলেন্স নেই, এম্বুলেন্স গাড়ীর অভাব আমরা দিতে পারব না, ইত্যাদি। ঠিক এমনি ভাবে আজকে গ্রামের মানুষ অনেক দুর্ভোগ ভোগছে। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব যে গ্রামের মানুষদের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন ডিস্‌পেন্সারী অথবা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে যেন এম্বুলেন্স ব্যবস্থা রাখা হয় এবং সেই সঙ্গে আগরতলায় যেসব হাসপাতাল আছে, সেগুলিতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে এম্বুলেন্স রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ একটা জিনিষ আমাদের দেখা দরকার, সেটা হচ্ছে গ্রামের মানুষ যদি হাসপাতালেও আসে, তাহলে তারা ঠিকঠিকভাবে তাদের রোগের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য রাখতে পারে না। কাজেই যারা এখানে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন, তাদের গ্রামের মানুষের প্রতি একটু দরদী হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর আমরা যারা গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি আছি আমাদের কাছে যখন গ্রামের মানুষগুলি আসে, তখন আমরা অনেক সময়ে তাদেরকে চিঠি লিখে পাঠাই, কিন্তু আমাদের সেই চিঠিগুলিও উপেক্ষিত হয়। কারণ আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে আমাদের চিঠিগুলির প্রাপ্তি খবর পর্যন্ত দেওয়া হয় না, তার উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেদিকে তিনি যেন নজর রাখেন। এতদিন যাবত গ্রামের মানুষগুলি নানাভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে এবং দিনের পর দিন তারা যদি এভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে, তাহলে আমরা যত সুন্দর বাজেটই রচনা করি না কেন, সেই বাজেট এর সুফল বা সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়ার থেকে গ্রামের মানুষ বঞ্চিত থেকে যাবে এবং এটা আমাদের সবার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এবার আমরা আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে মশার উপদ্রব। মনে হয় প্রতিটি গ্রামে এই মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে এবং এর কারণটা যে কি তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা তথ্য নিয়ে জেনেছি যে অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১১২টি ইউনিট এই মশার ঔষধ ছড়াত এখন সেটাকে কমিয়ে নাকি মাত্র ৪৬টি ইউনিট করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে সেই ইউনিটগুলি কমিয়ে ফেলার কি কারণ হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। তারপরে আমি আরও একটি অনুরোধ রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার এলাকা কমলাসার প্রায় ৩৬ বর্গ মাইল এবং তার মধ্যবর্ত্তী এলাকা হচ্ছে মধুপুর, এখানে প্রায় ১৫ হাজার লোক বসবাস করে এবং তারা মধুপুরে যাতে একটা ডিস্‌পেন্সারী হয় সেজন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কোন ডিস্‌পেন্সারী হয়নি। এই ১৫ হাজার অধিবাসীদের অধিকাংশ হচ্ছে উদ্বাস্তু, উপজাতি এবং তপশীল, তারা অসহায়ভাবে বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে এখানে একটা ডিস্‌পেন্সারী স্থাপন করবার জন্য। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বছরের মেডিক্যাল বাজেটে যে কতগুলি ডিস্‌পেন্সারী হওয়ার কথা বিভিন্ন জায়গাতে, সেগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটা যাতে এই মধুপুরে হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমঙ্কাবাই মগ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে সব ডিমাণ্ডের জন্য এখানে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। গত অধিবেশনেও আমি আমার এলাকা কমলপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে ২৫ বছর আগে যেখানে একটা ডিস্পেন্সারী ছিল, আজকে সেটা ১০ বেডের হাসপাতাল হয়েছে। এছাড়া সেখানে কয়েকটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার রয়েছে। আমি জানি সেখানকার হেল্থ সেন্টারগুলিতে ঔষধপত্র সবই আছে, তবে অন্য একটা কথা, যেটার কথা আমি চিন্তা না করে পারছি না, সেটা হচ্ছে কুলাই হেল্থ সেন্টারের ১৯৬৯ সনে ২ জন ডাক্তার ছিলেন এখন সেখানে ডাক্তার হয়ে গেছেন মাত্র একজন। এর কারণ আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেন না আমার মনে হচ্ছে ১৯৭০ ইং সনে আমি সেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে আসার পরই সেখানকার দুইজন ডাক্তারের জায়গাতে একজন হয়ে গেল এটা শুধু আমি নয় আমার এলাকার জনসাধারণেরও এই রকম একটা ধারণা হতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সংগে আলাপ করেছি, তিনি আমাকে বললেন যে সেখানে ডাক্তারদের থাকার কোয়াটার নেই, সেজন্য এমনট হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে ত্রিপুরা সরকারের মেডিক্যাল বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ আছে, তা দিয়ে কি ডাক্তারদের কোয়াটার তৈরী করা যায় না? না এর মধ্যে অন্য কিছু আছে। কাজেই এদিকটা চিন্তা করার জন্য, আমি মাননীয় সরকারকে অনুরোধ করব। তারপরে গত সপ্তাহে গিয়ে দেখি যে ডাক্তার আছেন, তিনিও চলে গেছেন উদয়পুরে এবং কম্পাউণ্ডার বাবু সেখানে রোগীদের প্রেসক্রিপশান করে নিজেই ঔষধ দিচ্ছেন। তারপরে দেখলাম সকাল বেলায় সেখানকার স্থানীয় লোক গোপাল দেবের ছেলে সাধারণ একটা অসুখ ভোগের পর তাকে নিয়ে আসা হল প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে বেলা ১০টা নাগাদ এক রকম মৃত অবস্থায়। আমাদের কম্পাউণ্ডার বাবু ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, তার বিশেষ অভিজ্ঞতাও আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ছেলেটিকে বাঁচানো গেল না। তাতে সেখানকার অনেক লোক দুঃখ করে বলেছেন যে যদি ডাক্তার বাবু থাকত, তাহলে হয়তো ছেলেটিকে বাঁচানো যেত। যেখানে ১৮/১৯ হাজার লোক আছে, সেখানে প্রতিদিনই ১০০/২০০ লোক আউট ডোরে হয় এবং ১৫/২০ জন ইনডোরে থাকে। কাজেই ঐ প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে যদি ২ জন ডাক্তার না দেওয়া হয় তাহলে সরকারী চিকিৎসার থেকে অনেক বঞ্চিত হবে বলে আমি মনে করি। তারপরে আর একটা বিষয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনা করেছি, সেটা হচ্ছে রাইমা কলোনীতে যে একটা ডিস্পেন্সারী করা হয়েছে, সেটা মাটিতে শুয়ে পড়েছে এবং সেখানে কোন ডাক্তার নাই এবং কোন ঔষধপত্র নাই। সেখানকার ডিস্পেন্সারী ঘরটার যে টিনগুলি রয়েছে, সেগুলি যদি আগরতলা শহরের পাশে-পাশে থাকতো, তাহলে হয়তো অনেকদিন আগেই চুরি হয়ে যেত, নেহাত ঐ এলাকার লোক বলেই সেগুলি এখন পর্য্যন্ত জায়গাতে রয়েছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব ঐ টিনগুলি দিয়ে যেন ডিস্পেন্সারী ঘরটি আবার ভাল করে তৈরী করা হয় অথবা অন্য কোথাও যদি কোন ডিস্পেন্সারী থেকে থাকে তাহলে সেই ডিস্পেন্সারী ঘরে যেন লাগানো হয় এই কারণে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কলেরার ইনজেকশান, বসন্তের টীকা দেওয়ার নির্দেশ সরকার

থেকে দেওয়া হয়েছে। জানি না অমরপুর মহকুমার ৮৮,০০০ লোক সংখ্যা যাদের মধ্যে কেবীর ভাগই পাহাড়ে কন্দরে বাস করে তাদের কাছে কলেরার টিকা বসন্তের টিকা পৌঁছে কিনা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে তদন্ত করলে দেখা যাবে কোন গ্রামে, কোন পঞ্চায়েত, কোন গ্রাম প্রধান থেকে দস্তখত নিয়ে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টাল লোককে পাঠানো হয়েছে তারা কাজ করছেন কিনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ নালীছড়া, গণ্ডারিয়া প্রভৃতি এলাকার উপজাতিদের একজনকেও ইনজেকশান বা টিকা দেওয়া হয়নি। তাই ঐ দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। বিশেষ করে আর একটা আমার বলার আছে যে আমাদের এখানে বিশেষ করে উপজাতি রিয়াং, গারো, মগ, কিছু কিছু পশ্চিমা ভীল, এরা ব্যাপকভাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। এই কুষ্ঠরোগের জন্য তারা হাহাকার করেছে। তাদের যে জীবন, তারাও তো মানুষ, তারাও তো ভোট দিয়েছে। তাদের প্রতি কি করণীয় আছে সরকারের জানিনা। গত দুই বৎসর পূর্বে শুনেছি বড়ি নাকি দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। যারা একটু ভাল তারা হাসপাতাল থেকে এনে ঔষধ খায়। যারা মোটে চলতে পারেনা এইরকম আজকে গ্রামে দেখছি তারা ঔষধ নিয়ে যেতে পারে না। তারা রাস্তা ঘাটে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, এইরকম প্রায়ই দেখা যায় আমবাসা থেকে কমলপুরের রাস্তায় হাজারে হাজারে। এই সমস্ত মানুষকে আমরা বলব কি পাপী? না পাপী নয়। এরাও আমাদের দেশের মানুষ তাদের ব্যাপারটা সরকারের বিবেচনার জন্য আমি বলছি। বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই যে কমলপুর একটা মহকুমা আছে, সেখানে এক্সরে যন্ত্র নাই। ছিল নাকি শুনেছি। কুলাই হাওড় আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মলমূত্র, কফ, রক্ত পরীক্ষা করার যন্ত্র নাই। আজকে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা আগরতলায় আসা সম্ভব নয়। সেখানে আঠার মুড়া, লংতরাই ডিঙ্গিয়ে আগরতলায় আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই প্রত্যেক মহকুমাতে এক্সরে যন্ত্র রাখা প্রত্যেক প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে একটা মলমূত্র, কফ, রক্ত পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি রাখা সরকারের একান্ত প্রয়োজন। কাজেই সরকারকে এই অনুরোধ করে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বাজেট অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে যে কয়টা ডিমাণ্ড এসেছে—ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬ ইত্যাদি, এর উপর আমি বক্তব্য রাখছি এবং ডিমাণ্ডগুলি আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহাশয় যে কথা বলেছেন তাতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে গণ্ডারের পরিচয় তিনি ভালভাবে জানেন, গণ্ডারের চাল চলন ইত্যাদির সঙ্গে তিনি জড়িত। এটা তিনি মুখে না বললেও আমরা বুঝতে পারি তিনি এইরকম বলবেন। কারণ গণ্ডার শুনেছি এক গুঁয়ে। তার বক্তৃতাও একমুখী। ২৫ বছরে কংগ্রেস সরকার কিছু করেনি সেটা তিনি অতি সহজভাবে বলে যান। কাজেই তার যে স্বভাব সেই স্বভাবের বলে একদিকে লক্ষ্য রেখে বলেন। এখানে দেখা যায় চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিরাট এক অংশ বর্ধিত হয়েছে এবং রোগ নিরাময় এবং রোগ নিরোধের কাজও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে অর্থ মন্ত্রীর বাজেট রয়েছে। পূর্বে

যেখানে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতে যোগ দেওয়ার আগে যেখানে মাত্র একটা হাসপাতাল ও একটা আয়ুর্বেদীয় ডিসপেনসারী ছিল মাত্র ১৭টি শয্যা ছিল সেখানে আজকে আমি ঠিক সংখ্যা না জানলেও মনে হয় ৮০০ এর উপরে হবে শয্যা সংখ্যা এবং হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী ১০৫ টার কম নয়। কাজেই ২৫ বছরে অগ্রগতি হয়নি এই কথাটি তিনি ঐ যে স্বভাবসুলভ যে কথা গণ্ডারের মত, যে সমস্ত কথার তিনি অভ্যস্থ ঠিক এই লাইনেই তিনি কথাগুলি বলেছেন। কাজেই ২৫ বছরে কিছু হয়নি এই কথা ঠিক নয়। শুধু বক্তৃতা দিয়ে সরকারকে কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় শুধু একটিমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া বক্তব্যের মূলগত আর কোন ভিত্তি নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটি বিষয় এখানে বলতে চাই। এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। এটা হচ্ছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অবস্থা যা আমি দেখছি সেটাই বলছি। জি, বি, হাসপাতালে আর শহরে হাসপাতালের মধ্যে এই কথা বাস্তব সত্য যে যারা কিছু সম্পদশালী এবং যারা কিছু বুঝে তারা কিছু সুযোগ বেশী নিচ্ছে। এটা সরকার যে করে দিচ্ছেন এই কথা আমি বলছি না। সব জায়গায় রাস্তা নাই যে সব জায়গা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে ত্রিপুরার যে ভৌগোলিক অবস্থান তাতে ত্রিপুরার যে সাধারণ মানুষের জীবনের দিকে যদি আমরা চাই সেই পর্যায়ের লোককে আমরা চিকিৎসার সুযোগ কতটুকু দিতে পেরেছি এটাই আমার প্রশ্ন। সেই দিক দিয়ে আমি লক্ষ্য রেখে একটা কথা বলব যে যারা পাহাড়ী আদিবাসী ভাই আছে যারা সিডিউলড কাষ্ট আছে, যারা পশ্চাদপদ বিশেষভাবে তাদের যে একটা অবহেলা সেটা আমি তুলে ধরছি। সেটা হচ্ছে গর্ভবতী মেয়েদের অসহায় অবস্থা। আজকে আমরা বিজ্ঞানে অনেক কিছু করেছি, আমরা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করছি। সেখানে এই যে নারী জাতি যারা ভাবী ভারতের পুরুষ এবং ভাবী ভারতের সৃষ্টির রক্ষক হবে, যারা ভাবী ভারতের নাগরিক হবে তাদের যারা গর্ভে ধরে আছে তাদের জন্য আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? সাধারণ মানুষ জানে না এই অবস্থায় কিভাবে চলতে হবে। চিকিৎসার যতই সুযোগ থাকুক না কেন সাধারণ মানুষ সেই সুযোগটা পায় না। এখনও বহু গর্ভবতী মারা যায়। ধাই ট্রেনিং এর সিস্টেম আছে, তবু কেন ধাই ট্রেনিং দেওয়া হয় না। অনেক ধাই নিযুক্ত ছিল। সেই ধাই নিয়ে আসা হয়েছে। অনেকে অনেক কথা বলেছেন বিরোধী পক্ষ এবং সপক্ষের। আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই যে এই যে অসহায় অবস্থা তার নিরসনের জন্য আমি আপনার মারফতে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখব যে সাধারণ মানুষের এই যে সুযোগটুকু তা যাতে বেশী দেওয়া যায় সেজন্য যেন তারা চেষ্টা করেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে গত নির্বাচনের পরে হাউসের মধ্যে এই প্রস্তাব যখন বর্তমান মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এনেছিলাম এবং আ ম এনেছিলাম কম্পাউণ্ডার ট্রেনিং এর জন্য। এর নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ফাইট করেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ সেই কম্পাউণ্ডার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছেন। কাজেই দীর্ঘ কয়েক বছর ফাইট করার পর যে জিনিষটা বর্তমান মন্ত্রীসভা গ্রহণ করেছেন এবং মেডিক্যাল স্কুলের ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য সরকারের সংগে আমিও গর্বিত। তবে আমি একটা কথা বলব যে বিরোধীদল যতই সমালোচনা করুক তাদের

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যাতে এই কথা না বলি যে আমরা যাই করি না কেন এখানে এসে সেটা সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করি এবং অধিক সংখ্যক গরীব যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায় সেটার ব্যবস্থা করা আমাদের দরকার। এটা আমার বক্তব্য। এই দিক দিয়ে আমি একটা আবেদন রাখব বিশেষ করে ধর্মনগরে চেষ্ট ক্লিনিক হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে আমি বার বার বলেছি। এখানে আমি দেখছি এক্সরে মেশিন আছে। একটা কেন চারটা মেশিন আছে অনেক জায়গায়। কিন্তু এক্সরে এক্সপার্ট নাই। না থাকার জন্য সব জায়গায় দেওয়া যায় না। আজকে আমি যতটুকু জানি ধর্মনগরে এক্সপার্ট নাই। কৈলাসহরে আছে সেখান থেকে যখন মাঝে মাঝে আসবে তখন এটা হবে। তাই আমি বলছি এক্সরে মেসিন যেসব জায়গায় আছে সেই সব জায়গায় এক্স'র এক্সপার্ট-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য ট্রেনিং দিয়ে লোক পাঠানো দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে একটু সময় দিন। মাননীয় স্পীকার আমি একটি জিনিষ এখানে তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা দেখছি একটি কাগজ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন ফার্মেসীগুলিতে; সেটি আমি তুলে ধরছি। সে আমার বলার কারণ আছে। No. F. I. (110)-MS/73—Government of Tripura from the Office of the Drug Licencsing Authority. Orderটা হচ্ছে যে within 15 days refrigerator প্রত্যেকটি দোকানে রাখতে হবে। কারণ হচ্ছে টিটেনাস এবং সেই জাতীয় এবং আদার লাইফ সেভিং ড্রাগস আছে which is required to be stored in the refrigerator. সত্যি এটা দরকার। এব কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু একটা কথা এই হাউসে বার বার ধর্মনগরের হাসপাতালের জন্য রেফ্রিজারেটার রাখার কথা বলার পরেও এখনও সেখানে কেন রেফ্রিজারেটার দেওয়া হচ্ছে না—এইসব ঔষধগুলি কিসে রাখা হয়। এর পরে অর্ডার সেই ডিপার্টমেন্ট দিতে পারেন। যে ডিপার্টমেন্ট নিজের হাসপাতালে রাখার প্রয়োজন মনে করে না। আমি তাই বলতে চাই এটা কি ঐ ফার্মেসীগুলিতে যাতে রেফ্রিজারেটার রাখা হয় এবং কোম্পানীগুলি যাতে রেফ্রিজারেটার বিক্রী করতে পারে তার জন্যই এই অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই ঔষধগুলি যদি রেফ্রিজারেটারে রাখার দরকার থাকে এই হাউসে ৪ বছর যাবত গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করতে হত না। তাই আমি অনুরোধ করব যে কথা এই ডিপার্টমেন্ট সার্কুলারের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে যে লাইফ সেভিং ড্রাগসগুলি যাতে রেফ্রিজারেটারে রাখা হয় তাহলে আমি দাবী করব যে ধর্মনগরের হাসপাতালে অনতিবিলম্বে এবং প্রত্যেকটি হাসপাতালে একটি করে রেফ্রিজারেটার দেওয়া হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটি কথা এখানে তুলে ধরছি সাধারণ মানুষ টি, বি রোগে কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আমি আগেও বলেছিলাম যে সার্ভে করা হউক ট্রাইবেলদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে টি, বি, রোগ কি ভাবে ছড়াচ্ছে। আজকে একটি টি, বি, রোগী ধর্মনগর থেকে ১২৫ মাইল দূরে আগরতলা এসে পরীক্ষা করিয়ে টি, বি, রোগের চিকিৎসা করান পসিবল নয়। ধর্মনগরের জন্য বাজেটে চেষ্ট ক্লিনিক ছিল মাননীয় মন্ত্রী

বলেছেন গভর্ণর ফিল করেছেন কিন্তু সেটি কি করে বাধা পরে গেল কি করে সেটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ধর্মনগরে টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক করা দরকার। আর একটি কথা টি, বি, রোগীদের কি ভাবে সাহায্য দেওয়া হয় যারা গরীব যাদের অভাব আছে তাদের সরকার থেকে এই টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সরকার থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয় সেটি রোগীদের পেতে এক বছর লেগে যায়। রোগী বাঁচলে তবেতো টাকা পাবে। টাকাটা কেন গভর্ণমেন্ট সেংশান করেছিল। এই জন্য যে রোগের যে ট্রিটমেন্ট দরকার রোগীর যে পথ্যের দরকার তার জন্য। যদি সেই টাকা চাওয়ার এক বছর পর দেওয়া হয় তাহলে এই বাজেটে টাকা ধরার সার্থকতা আছে কিনা ঐ রোগীর জন্য? তাই আমি বলব সেই টাকা তাদের মৃত্যুর পরে পেলে চলবে না সেই টাকা যাতে তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে পারে তার জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার জন্য অনুরোধ করব। আর একটি দেখছি বাস্তব কথা যে রোগীর অনুপাতে নার্স নাই। নার্সদের উপর দোষ দিলে চলবে না। দেখা যাচ্ছে সিট আছে ৩০ টা সেই জায়গায় রোগী আসে ১০০ জন। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এবং এর সঙ্গে আনএমপ্লয়মেন্টের প্রশ্নও জড়িত আছে সেটাও প্রশ্ন হবে। আর একটা প্রশ্ন ধাইয়ের কথা গ্রামে সাধারণ মায়েরা কিভাবে এই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয় শিক্ষিত ধাইয়ের অভাবে। অবাক কাণ্ড। কাজেই আমি সেই অসহায় মায়েদের কথা ভেবে আমি আমার কথাগুলি রাখছি এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে এই দাবীগুলি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। আর একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এটা অবশ্য আমার এলাকার কথা। আমার অঞ্চলে কদমতলায় একটি হাসপাতাল আছে। সেখান থেকে ১২ মাইল দূরে সাতচন্দ্রভোজন নগর সেখান থেকে ১০ মাইল দূরে ধর্মনগর। এই বিরাট এলাকায় কোন ডিসপেন্সারী নাই তাহলে এখানকার লোকগুলি কোথায় যাবে তারা কি করে চিকিৎসা পাবে। কাজেই এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ডিসপেন্সারী সত্বর করা হউক সমাজবাদের চিন্তায় সমবন্টন করার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই ভিত্তিতে এটা যেন বিবেচনা করা হয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী স্বাস্থ্যের উপর যে ডিমাণ্ড এনেছেন আমি সেই ডিমাণ্ডকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রাম ত্রিপুরার কথা প্রথমেই আমার মনে পরে। গ্রাম ত্রিপুরা আর যারা দরিদ্র জনসাধারণ আদিবাসী তাদের কথাও মনে পরে। তাদের চিকিৎসা—সেই চিকিৎসা আজকে আমরা কতটুকু করতে পেরেছি আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ কতটুকু করতে পেরেছে। দূর দুরান্তের অঞ্চলের যেখানে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নাই ডিস্পেন্সারী নাই যে সব এলাকাতে কোন মেডিকেল ইউনিট নাই সেখানকার জনসাধারণ-এর চিকিৎসার ব্যবস্থা

কি করে হয় সেটা যদি আমি ভাবি তাহলে তাদের দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়। আমি জানি ত্রিপুরার বহু অঞ্চল আছে যেখানে প্রাইমারী মেডিকেল ইউনিট নাই সেখানকার লোকের কি অবস্থা আমরা যদি ভাবি তাহলে দেখব নিশ্চয়ই সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমি জানি আমার যে এলাকা "লোঙ্গাই বিধানসভা এলাকা" ধর্ম্মনগরের একটা অংশ সেখান থেকে ১৮ মাইল দূরে খেদাছড়া সেখান থেকে ২২ মাইল দূরে সিংলু সেখানে কোনও মেডিকেল ইউনিট নাই। ডিস্‌পেন্‌সারী দূরের কথা একটা মেডিকেল ইউনিটও নাই। তাহলে ১৮ এবং ২২—৪০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি দুর্গম অঞ্চলে আদিবাসী যারা থাকে তাদের চিকিৎসা কি করে হয় সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়। সেজন্য আমি আজকে অনুরোধ রাখব অন্ততঃ খেদাছড়া অঞ্চলে একটা প্রাইমারী মেডিকেল ইউনিট অনতিবিলম্বে সেখানে করা হউক। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী করেছেন ধাইয়ের কথা। সত্যি দূর দূরান্ত অঞ্চলে যেখানে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নাই যেখানে ধাইয়ের ব্যবস্থা নাই সেখানে আমাদের মায়েদের ডেলিভারী কেইসে কি অবস্থা হয় তা ভাবলে চোখের জল পরে। এবং এই ধাই না থাকাতে বহু গর্ভবতী এই সময় প্রাণ হারাতে বাধ্য হচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব অন্ততঃ দূরবর্ত্তী অঞ্চলের গর্ভবতী মায়েদের জন্য ধাইয়ের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য দাবি রাখছি। আমার মাছমারা এলাকায় তিনটা মেডিকেল ইউনিট আছে। সেখানে একজন ডাক্তার। সেখানে রাস্তাঘাটের কোন সুবিধা নাই। পেচারথল প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার থেকে এই জায়গা ৯/১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান, সেখানে একজন ডাক্তার দেওয়া প্রয়োজন। আর ডাক্তার যদি না থাকে, তাহলে আমি বলব যে পেচারথল প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে যে দুইজন ডাক্তার আছে, সেই ডাক্তার থেকে একজন সপ্তাহে দুইবার করে এই মেডিক্যাল ইউনিটে গিয়ে যাতে নাকি প্রেসক্রিপশান দিয়ে আসে, সেই ব্যবস্থা করা হউক এবং একটা অর্ডার দেওয়া হউক। আমি এই যে দূরদূরান্তর গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা সরকার যাতে করতে পারেন, সেই প্রস্তাব সরকারের কাছে আমি রাখছি এবং ছামনু অঞ্চলে কোন রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা নাই, কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই, সেখানে আমি দেখেছি একটা সরকারী মেডিক্যাল ইউনিট আছে, সেখানে ঘর নাই। পাবলিক থেকে একটা ঘর বাঁশের খুঁটি দিয়ে আরম্ভ করেছে, আমি নিজে দেখে এসেছি, সেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে অনতিবিলম্বে যাতে নাকি একজন ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সেটা আমি সরকার এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। এইভাবে ত্রিপুরার দূরদূরান্তরে, গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়ের ভিতরে যেসব জনসাধারণ আছে, তাদের চিকিৎসার জন্য, সেই মা, বোনদের ডেলিভারী কেসের জন্য সুব্যবস্থা রাখা হউক, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি। আর যেখানে যেখানে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে, মেডিক্যাল ইউনিট আছে, ডিস্পেনসারী আছে, সেইগুলিকে উপযুক্ত ভাবে ঔষধের ব্যবস্থা সব সময় যাতে সেখানে ঔষধ থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি। এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫/১৬/৩৬ ১৭ এবং ২০, বিশেষ করে ১৫ নাম্বার যে ডিমাণ্ড সেটা দেখে আমি সত্যই খুশি হয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মতন ছোট্ট একটা রাজ্যে এই জি, বি. এবং ভি, এম, হাসপাতালের মত বিরাট হাসপাতাল গড়ে উঠেছে এবং তার জন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমি আরও খুশি হয়েছি যে বর্তমানে জি, বি, হাসপাতাল নাকি ইষ্টার্ণ জোনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির জন্য যে সমস্ত প্রকল্পগুলি নিচ্ছেন এবং তার যে ডিষ্ট্রিবিউশান করেছেন সেটা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এতে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় যে টাকা বহু টাকা আমরা খরচ করছি, জি, বি-তে বহু ডাক্তার আছে, বিভিন্ন মালটিপারপাস স্কীমে চিকিৎসা করা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে, এত সত্বেও কেন আজকে প্রশ্ন উঠেছে ত্রিপুরার মানুষ চিকিৎসিত হতে পারছে না। তারা পথ্য পাচ্ছে না, তারা ডাক্তার পাচ্ছে না তার একই বোধ হয় কারণ যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের ডাক্তাররা যেতে চান না। ডাক্তার পাওয়া যায় না, এটা যেমন সত্য, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তাররা যেতে চান না। এইজন্য সরকারকে হয়তো নূতন ভাবে চিন্তা করতে হবে যাতে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার দেওয়া যায়। কারণ গ্রামকে উপেক্ষা করে সহর বাঁচাতে পারে না। গ্রামকে উপেক্ষা করে সহরের মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে রাজ্য চলতে পারে না। এই যে সহরের আশেপাশে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে, এবং সেখানে সুন্দর সুন্দর বা নূতন নূতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার ডাক্তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নাই, তবে একটা কথা আমি বলতে চাই যে মালটিপারপাস চিকিৎসার জন্য গেলে পরে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের স্পেশালিষ্ট আছে, একজন রোগী সেখানে গেলে প্রথমে তার পেট টিপে দেখবে, তারপর বুকে দেখবে, নাক দেখবে, চোখ দেখবে, কান দেখবে, তারপর ঔষধ দেওয়া হয়। একদিকে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার নাই, অন্যদিকে আমরা দেখি উন্নত করতে যেয়ে এমনভাবে ডেরাইটাজ করা হয়েছে যে, তিন নম্বরে গেলে হয়তো বলবে পেট দেখাতে হবে, পেটের ডাক্তার হয়তো বলবে যে পেট দেখার দরকার নাই, তোমার কান দেখাতে হবে, হয়তো আরেকজন ডাক্তার বলল যে তোমার চোখ দেখাতে, মুখ দেখাতে হবে, এইভাবে জি, বি, হাসপাতালের ডাক্তারগুলি সেই কান, চোখ, মুখের মধ্যেই ঘুরাফেরা করছে, গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই, আর এখানেও যারা আসে, তারাও সুচিকিৎসিত হচ্ছে না। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার নাই, তারাও সুচিকিৎসার সুযোগ নিতে পারছে না। আরেকটা কথা আমি বলব। গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি আজকে ফটিকরায় প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি যে সেখানে আজকে দুই সপ্তাহ ধরে ঔষধ নাই, আমি জানিনা এই ব্যাপারে মিনিষ্টার কি বলবেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে সেখানে যাতে শীঘ্র ঔষধ যায়, সেই ব্যবস্থা করবেন। মেডিক্যাল সম্পর্কে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, সেগুলির উপর সরকার বেশী জোর দেবেন আমি আশা করি এবং জোর দিয়ে মানুষ যাতে সুচিকিৎসিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। আরেকটা ডিমাণ্ড আছে, ৩৬নং ডিমাণ্ড—কেপিটাল আউট লে' অন ইমপ্রুভমেণ্ট অব পাবলিক হেলথ। এখানে এক জায়গায় আছে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে ডিমাণ্ড এসেছে ৮০

লক্ষ টাকার, গত বছরে ছিল ২৫ লক্ষ টাকা এবং সেটা খরচ দেখানো হয়েছে। এই ব্যাপারে বলতে যেয়ে প্রথমে বলতে হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়, উনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন, গ্রামাঞ্চলে ত্রিপুরার মানুষের জলের কষ্ট দূরীভূত করতে। উনি বলেছেন, সরকার থেকে বলা হয়েছে গত বছরের ২৫ লক্ষ টাকা খ চ হয়ে গেছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটার কৈফিয়ত তিনি দিতে পারবেন কি? আমি বলছি না যে শহরে ওয়াটার সাপ্লাইর দরকার নাই, আমি লছি না যে ধর্মনগরে দরকার নাই, আমি বলছি না যে উদয়পুরে দ'কার নাই, সেনামুড়া দরকার নাই, সেখানেও দ কার আছে। কিন্তু শহরাঞ্চলে যেখানে ওয়াটার সাপ্লাই আছে, সেই পাইপে যদি ঘোলা জল থাকে, তাহলেও জল পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে জল যেখানে নাই সেখানে কি খাবে? তার প্রমাণ স্বরূপ আমি এই চলতি অধিবেশনে একটা প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর আমি পেয়েছি দেখুন যে ফটিকরায় গাঁওসভায় যেখানে আড়াই হাজার মানুষ সেখানে ১৪টি টিউব ওয়েল, ৯টি রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে, এবং ফুলডলি গাঁওসভা, সেখানে মানুষ হচ্ছে প্রায় চার হাজার, সেখানে ৭টি টিউবওয়েল এবং ৭টি রিংওয়েল আছে। এরপর কথা হচ্ছে সেখানে কয়টি অকেজো আছে? প্রায় ৫০ পারসেন্ট অকেজো। যেখানে চার হাজার লোক বাস করে যে গাঁওসভায়, সেই গাঁওসভার দূরত্ব প্রায় ৬ থেকে আট মাইল, সেখানে যদি তিনট রিংওয়েল, তিনটি টিউবওয়েল দেওয়া হয়, তাহলে সেই জল দিয়ে আহ্নিকওতো করা যাবে না, জল খাওয়া দূরের কথা, আহ্নিক করতে যে জল লাগে সেই জলওতো হবে না। তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে বলে যে বাহবা নেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে, জলের সমস্যা আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি এটা বাস্তব কথা নয়, এটা আমার কথা নয়, এটা সরকারের কথা। এটা শুধু কৈলাশহর বা ধর্মনগরের কথা নয়, যেখানে যাওয়া যায়, সেই পাহাড়ে যান বা বনে, জংগলে যান কোথায় মানুষ নাই, পাহাড়ে, জংগলে সর্বত্র মানুষ আছে। অথচ সেই দিকে লক্ষ্য নেই। আজকে টাউনে দেখা যায় হট ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার, ড্রিংকিং ওয়াটার এ রিফ্রিজারেটারের ওয়াটার কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সেখানে কাঁচা কোয়া অন্ততঃপক্ষে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যা দরকার সেইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে না। এই সরকার জনসাধারণকে একটা ধোকা দিয়ে চলছেন। এইটা কি বলা চলেনা জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে চলছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে পল্লী গ্রামাঞ্চলে আজকে শহরে যেমন করছেন, আরও করেন তাতে আপত্তি নেই কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একবার দেখান এই যে ৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এখানে, যেখানে হয়েছে সেই জায়গা বাদ দিয়ে যেখানে হয় নাই সেখানে করেন তাহলে হয়তো বুঝা যাবে যে আমরা যে সমাজতন্ত্রের কথা বলি, সমাজবাদের কথা বলি আমরা যখন পাই অন্যান্যরাও কিছু নেউক। যদি এইটা করা হয় তাহলে দেখবো যে এই মন্ত্রীসভা গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য কিছু করেছেন। অন্যথায় শুধু বাহবা নেওয়ার চেষ্টা করলে মানুষ সেটাকে সহ্য করবে কেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখছি যে ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে যে টাকা ধরা হয়েছে এই ব্যাপারের কথা বলতে যদি যাই তবে সরকারকে যে বলতেই হয়। ফেমিলি প্লেনিং এর বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি ফেমিলি প্লেনিংএর যে পদ্ধতিগুলি আছে সেইগুলিকে প্রসার করার জন্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসই অ্যাডভারটাইজমেন্টের দরকার। অ্যাডভারটাইজ ছাড়া কোন

জিনিস সাকসেসফুল হয় না। কাজেই অ্যাডভারটাইজমেন্টের যে সমস্ত জিনিসগুলি আছে এখন বা অ্যাডভারটাইজমেন্টের যে ধারাগুলি আছে, আমার মনে হয় ঐগুলিকে আরও আয়ত্ব করা দরকার। গ্রামাঞ্চলে বা বিভিন্ন টাউনে বা ছোট ছোট শহরেও এইগুলির জন্য কেন্দ্র খোলে প্রচার করা দরকার তাহলে হয়তো যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বা সরকার চান এইটা হতে পারে। শুধু বড় একটা হাসপাতালের সাইনবোর্ড টাংগাইয়া রাখলেই চলবে না। এইটা হতে পারে না। এইটা আরও ভালভাবে ছড়াতে হবে এবং এই ব্যাপারে বিশেষ করে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং যারা প্রতিনিধি আছেন তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। যাহাই হউক, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেই ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে, মোটামুটিভাবে সরকার যে পদ্ধতিগুলি নিয়েছেন সেই পদ্ধতিগুলি সমর্থন করছি এবং তারজন্য যে অনুমোদন চেয়েছেন সেইটা সম্পর্কে আমার সমর্থন আছে। তবে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কাট মোশানগুলি এখানে এনেছেন, এখন তো লাল বাতি জ্বলে গেছে সময় নেই, আলোচনা করতে পারছি না। বিশেষ করে অমরেন্দ্র বাবু যে কাট মোশনটা এনেছেন স্কুলের ছেলেমেয়ে-দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেখানে কি করা হচ্ছে। আমি তো দেখছি বিশেষ করে এ্যাডুকেশন ডিপার্ট-মেন্টে আমি তো আজ প্রায় ১০ বছর যাবত আছি, আমার চোখে পড়ে নাই যে কোন ডাক্তার ছেলে বা মেয়েদের স্কুলে পরীক্ষা করার জন্য গেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি আজকে পূর্ণরাজ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু পূর্ণরাজ্য হয়েছে সেইহেতু যখনই একটা হেড আমরা দেখি তখনই হেডটা আমরা বসিয়ে দেই। আজকে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি, পূর্ণরাজ্য হওয়ার সংগে সংগে আমরা ভাবি যেহেতু পূর্ণরাজ্য হয়েছে সেইহেতু এইটা আমাদের করতেই হবে এবং আমরা সেখানে টাকা বসিয়ে দিলাম। আমাদের এখন আই, এ, এস অফিসার না হলে চলবে না। সেইট করতে গিয়া, এইটা করলে ভাল হবে কি খারাপ হবে সেইটা চিন্তা করেন না। কাজেই একটা জিনিসের জন্য টাকা বরাদ্দ করলাম তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই টাকার পরিবর্তে কি আসবে সেই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। কাজেই সর-কারকে অনুরোধ করবো যে অন্ততঃপক্ষে স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যেন বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে সেখানে বেশী টাকা বরাদ্দ করে স্কুলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য এবং ভিটামিন খাদ্য বা ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা হলে আমাদের সরকারের যে ইচ্ছা বা পরি-কল্পনা বা আগ্রহ সেইটা পূরণ হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I request the Hon'ble Minister In-charge, to give reply.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান এখানে রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুষ্ঠুভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা এইটা হলো আমাদের পরিকল্পনা এবং আমাদের সরকার সেই পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করে চলছেন। এখানে অ্যাসেম্বলিতে অনেক কথাই হয়েছে যে গ্রাম এবং টাউনকে আমরা পৃথকভাবে দেখছি। কিন্তু তা ঠিক নয়। গ্রাম

এবং টাউনকে সম চক্ষেই দেখছি। গ্রাম এবং টাউনকে আমরা পৃথকভাবে ভাবছি না এবং সেই ভাবেই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামের লোক দরিদ্র এবং তাদের অভাব অভিযোগ আছে সেইটা ঠিক কথা। সেইজন্য সেখানে ডাক্তার দিতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে। আমরা চেষ্টা করছি, আমরা যাতে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার দিতে পারি এবং সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অভিযোগ এসেছে যে ডাক্তাররা তাদের কাজে অবহেলা করছেন। আমাদের রাষ্ট্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা, এইটা হলো প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার থেকে যদি কোন ডাক্তার বঞ্চিত করে সেইটা হবে ক্রাইম সুতরাং ঐ দিক দিয়ে আমাদের সরকার দৃষ্টি দিবে এবং আমি সেই দিকেই কাজ করে যাবো, আশা করি। এখানে কোন কোন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে আমি একবার বলেছিলাম নাকি জি. বি. হাসপাতালকে যে এইটা বেষ্ট হসপিটাল বলেছিলাম। সেই কথাকে তারা বিদ্রুপাত্মক মনে করেছেন। আমি বলবো যে বলতে পরেছিলাম যেহেতু আমি এই বিভাগের মন্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন আগে গত ২৭শে ডিসেম্বর যে তামিলনাড়ু থেকে যে এম, এল. এ টিম এসেছিল তারা জি, বি. এবং ভি, এম হাসপাতালে ভিজিট করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা কি বলেছেন,— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা পত্রিকা মারফতে পত্রিকা পড়ে বলেছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরা পত্রিকার একটা অংশ আমি এখানে উল্লেখ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তামিলনাড়ু বিধানসভার একটা টিম এখানে এসেছিল এবং তারা আমাদের এই জি, বি, এবং ভি এম হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন এবং হাসপাতাল পরিদর্শনের পর তারা পত্রিকার কাছে যে মন্তব্য করেছেন, সেইটি পত্রিকাতে উঠেছে এবং তারা সেখানে বলেছেন যে ত্রিপুরার মত একটা ক্ষুদ্র এবং অনগ্রসর রাজ্য এমন সুব্যবস্থাযুক্ত সুন্দর ও আধুনিক হাসপাতাল তারা আশাই করতে পারেন নি। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা সমালোচনা করতে পারেন কারণ তারা ত্রিপুরার উন্নতিকে অন্য চোখে দেখেন। কিন্তু যে তামিলনাড়ু বিধানসভার প্রতিনিধিদের একটা টিম এখানে এসে হাসপাতাল পরিদর্শনের পর যে মন্তব্য করেছেন, সেটা হচ্ছে—তারা এমন সুব্যবস্থা আশা করতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে হাসপাতালগুলি যেন একটা নরকবিশেষ এবং তারা এটাকে নরকের চোখে দেখেন বলেই তাদের পক্ষে এই ধরণের কথাবার্তা বলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রতিনিধি দল এটাকে ভাল চোখে দেখে গিয়েছেন এবং এটার উন্নতি কামনা করে গিয়েছেন। এমন কি কিছুদিন আগে, বম্বে টাটা মেমোরিয়েলের যে এক্সপার্ট এখানে এসেছিলেন, তিনিও আমাদের জি, বি, হাসপাতালটি ভিজিট করেছেন এবং তার ভিজিট করার পর তিনি যে রিমার্কস পাশ করে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমাদের এই হাসপাতালে যে মেডিসিন দেওয়া হয়, যে পথ্য দেওয়া হয় এবং তার জন্য যে পরিমাণ এষ্টিমেট আছে তা অনেক বড় বড় রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও নাই। তিনি নিজে ইণ্ডিয়ার মধ্যে একজন বেষ্ট এক্সপার্ট ফর ক্যানসার ডিসীজ। মাননীয় স্পীকার স্যার, তার রিকমাণ্ডেশানের পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যেটা কোন দিন কল্পনা করতে পারিনি, এখন এখানে ক্যানসার ওয়ার্ড হচ্ছে।

অথচ আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কোন দিন ক্যানসার ওয়ার্ডের কথা এই এ্যাসেম্বলীতে বলেন নাই। কিন্তু ঐ এক্সপার্টের রিপোর্ট অনুযায়ী এবং তার রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা এখানে ক্যানসার ওয়ার্ড করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি এবং প্লেনিং কমিশন তার মঞ্জুরীও দিয়েছেন। তাই আমি বলছি যে আমরা ক্যানসার ওয়ার্ড এখানে করব এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি এবং সেজন্য টাকাও বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই যে ক্যানসার রোগ, এটা আজেকের দিনে একটা ভয়াবহ রোগ, মানুষ এই রোগের নাম শুনলে আতংকিত হয়।...আজকে সেই ক্যানসার ওয়ার্ড আমাদের ত্রিপুরাতে খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেন যে গত ২৫ বছরে ত্রিপুরাতে কিছু করা হয় নি। তারা যদি কেউ নূতন এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমার কিছু বলার নাই, তবে যারা পুরাণো আছেন, তারা ত্রিপুরাতে আগে কি ছিল, সেটার কথা চিন্তা করেন না, কেন? তখন এখানে কতটা হাসপাতাল ছিল, আর এখন কতটা হয়েছে, সে কথা তারা চিন্তা করেন না, কেন? তবে তারা সবসময়ে একটা উল্টো চিন্তা করে থাকেন, কেননা, তারা তো আর এখানে বসবাস করেন না, তাদের মন সবসময়ে চীনের দিকে থাকে। এই কিছুক্ষণ আগেও তারা চীনের কথা বলে গিয়েছেন, তারা বলেছেন যে চীনেও ডাক্তারের অভাব আছে আমি যে রিপোর্ট এখানে পড়েছিলাম, তাতেও দেখা গেছে যে সর্ট কোর্স ট্রেনিং দিয়ে তারা ডাক্তার আমদানী করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে এক্সপার্ট ডাক্তার বা এম, বি, বি, এস ডাক্তার না পাওয়া গেলে, সর্ট কোর্সে ডাক্তার তৈরী করেন না, কেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগে আমাদের অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশান যেটা আছে, তাদের একটা স্কীম করার কথা ছিল। কিন্তু আমি বলতে চাই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কি এটা চিন্তা করে দেখেছেন যে এই রকম একটা সর্ট কোর্সের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে ডাক্তার তৈরী করলে অনেক আনারী ডাক্তার সৃষ্টি করা হবে এবং তাহলে পরে তাদের কু চিকিৎসার ফলে অনেক লোক মারা যাবে। কাজেই তাদের এত ধরণের প্রস্তাবকে আমাদের জনসাধারণ কোন দিনই সমর্থন করবে না। কিন্তু তা সত্বেও সেই জায়গাতে অনিল বাবু বলেছেন যে তিন মাসের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে ডাক্তার তৈরী করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হউক। কাজেই আমরা মনে করি এই ধরনে যদি চিকিৎসক তৈরী করা হয়, তাহলে দেশের মানুষ কু-চিকিৎসার ফলে মারা যাবে এবং এটা একটা মানুষ মারার কল তৈরী করা হবে। তাদের এই সব জানা সত্বেও তারা চাইবেন চীনে যেটা আছে, সেটা যেন এখানেও ঢুকানো হয়। কিন্তু আমরা তাদের এই নীতিতে বিশ্বাস করিনা। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জি, বি, হাসপাতালে মোট ৩০০টি বেড আছে, সেই জায়গাতে আমরা আরও ১০৪টি বেড বাড়াবার ব্যবস্থা করছি এবং আমাদের ভি, এম, হাসপাতালে মোট ১২৭টি বেড আছে সেই জায়গাতে বিশেষ করে আমরা চিলড্রেন ওয়ার্ডে আরও ২৫টি বেড বাড়াবার ব্যবস্থা করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের জি, বিতে ১২ জন স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আছেন। কিন্তু একটু আগে মাননীয় সদস্য সুবল বাবু বলেছেন যে এই সব স্পেশালিষ্টদের রাখার সঙ্গত কোন কারণ নাই। স্পেশালিষ্ট রাখার যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না, মানুষের বিভিন্ন ধরণের

রোগ হয়, এবং সেই সব রোগ সারাতে হলে আমাদের বিভিন্ন ধরণের রোগের স্পেশালিষ্ট রাখতেই হবে। কাজেই ঐ সব দিক চিন্তা করেই এখানে স্পেশালিষ্টদের রাখা হয়েছে এবং আমরা আরও পরিকল্পনা নিয়েছি যে অদূর ভবিষ্যতে ধর্মনগর এবং উদয়পুরে স্পেশালিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া ঐখানকার হাসপাতালগুলিতে এখন যেখানে ৩০টি বেড আছে, সেখানে আর ২০টি করে বেড বাড়াবার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ সেখানে মোট ৫০টি বেড হবে। তারপরে চিলড্রেন্স ওয়ার্ড সম্পর্কে আমি বলেছি যে আমাদের এখন ৪০টি বেড আছে, সেখানে আরও ৫০ বেড করা হবে এবং এটাকে একটা সেন্ট্রাল হেলথ ইন্‌ষ্টিটিউট হিসাবে গড়ে তোলা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে অপারেশন রুম বা লেবরেটরির অভাব আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। উনি যে কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই উনি যদি একটু ভাল করে বলেন, সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে উনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে অনেকে অনেক ভাষা জানেন কাজেই তারা হয়তো সেই সব ভাষা বুঝতে পারেন না। আমি কিন্তু এখানে বাংলা ভাষাতেই বলছিলাম, অন্য কোন ভাষায় বলছি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে একটা গ্যাস প্লেন্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ফর অক্সিজেন পার্পাস ফলে আগে যে সমস্ত সিরিয়াস অপারেশন এখানে হত না, এখন সেই সব সিরিয়াস অপারেশন করা সম্ভব হবে। তারপরে আমাদের এখানে এ্যাডিশন্যাল প্যাথোলজিক্যাল স্পেশাল ইকুইপমেন্টস এর অভাব আছে এবং আমরা এখন সেই ইকুইপমেন্টস যথেষ্ট পরিমাণে আনার ব্যবস্থা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের এখানে পারমেডিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। তাই আমি বলব যে আমরা বর্তমানে ৪০ জন ট্রেনিকে নিয়ে একটা কম্পাউণ্ডার ক্লাশ আরম্ভ করেছি। ভবিষ্যতে যাতে আরও বেশী করে কম্পাউণ্ডারের ট্রেনিং দেওয়া যায়, সে জন্য আমরা চিন্তা করে দেখব। তারপরে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সিনিয়ার নার্সের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি এবং আশা করি যে কিছু দিনের মধ্যেই আমরা সেটা করতে পারব। তারপরে আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে সিষ্টার নার্স আনার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়া আমাদের লেবরেটরী টেকনিশিয়ানের অভাব রয়েছে এবং শীঘ্রই আমরা ২০ জন লেবরেটরী টেকনিশিয়ানের ব্যবস্থা করছি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় মাক্রোস্কোপ আনারও চেষ্টা করছি এবং এর জন্য অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তারপরেও বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য বুলু কুকী যে একটা কাট মোশান এনেছেন—হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে পথ্য সরবরাহ সম্পর্কে দুর্নীতি—তার সম্পর্কে আমি বলব আমাদের হাসপাতালগুলিতে যে ডায়েট রোগীদের সাপ্লাই করা হয়, তাজন্য প্রয়োজনীয় টেণ্ডার কল করা হয়, টেণ্ডার ছাড়া কাউকে কোন কিছু সাপ্লাই দেওয়া হয় না। এই টেণ্ডারের ব্যাপারে আমাদের লো-পাসেজ কমিটি এবং হাই পাসেজ কমিটি আছে। ৫০ হাজার টাকার নীচে হলে লোপাসেজ কমিটি দেখ শুনা করে আর ৫০ হাজার টাকার উপরে হলে হাই পাসেজ কমিটিসেগুলি দেখাশুনা

এবং এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলে স্পেশাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড আর একটা আছে। সুতরাং এর মধ্যে কোন দুর্নীতির কারণ থাকতে পারে না। যে লয়েষ্ট হয় তাকেই দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লাড ব্যাঙ্ক সম্পর্কে বলেছেন সমরবাবু। ব্লাড ষ্টক এখানে রাখা হয় না। কারণ এখানে যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা আছে সেজন্যই এখানে ব্লাড ষ্টক রাখা সম্ভব হয় না। কারণ ব্লাড রাখতে গেলে সব সময়েই চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বিদ্যুৎ থাকতে হবে। যদি কারেন্ট ফ্লাকচুয়েট করে তাহলে ব্লাড নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ ব্লাড দেয় তাহলে এক বোতল ব্লাডের জন্য ১০ টাকা সরকার দিয়ে থাকেন এবং এক টাকা রিফ্রেশমেন্টের জন্য দেওয়া হয়। ব্লাডের বিভিন্ন রকমের গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপের ব্লাড যদি না লাগে তাহলে অনর্থক নষ্ট হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে বেডের সংখ্যা কম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরাতে এখন ৯৬৮টা বেড আছে এবং প্রতি ১,৪১৫ জনে একটা বেড আছে। অল ইণ্ডিয়াতে যে রেশিও আছে তার চেয়ে এখানে বেশী আছে। অল ইণ্ডিয়াতে আছে ৫০ পারসেন্ট পার থাউজেণ্ড পপুলেশান, আমাদের ত্রিপুরাতে আছে ৬৫ পারসেন্ট পার থাউজেণ্ড পপুলেশান। সুতরাং অল ইণ্ডিয়ার সংগে তাল রেখে আমরা চলছি। সুতরাং একথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আগামী ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমরা আরও বেড বর্দ্ধিত করব এবং মোট বেড গিয়ে দাঁড়াবে ১,৮৯৮ বেড। সুতরাং আমাদের এখানে যে বেড কম আছে এই কথা আমি স্বীকার করতে নারাজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেব কাট মোশান রেখেছেন যে হাসপাতালে যন্ত্রপাতির অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বৎসর আমরা ২০,২০,০০০ টাকার বাজেট ছিল, বর্তমান বছরে ২৪,৮৬,০০০ টাকার বাজেট করা হয়েছে। আমরা ঔষধপত্র এবং যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা রেখেছি। তবে এই কথা বলতে পারি যে তুলনামূলকভাবে ডায়েট আমাদের বেটার এবং মেডিসিন যে পরিমাণ দেওয়া হয় তাও কোন রাজ্যের চেয়ে কম দেওয়া হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন যে সেলাইন নাই। কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় সেলাইন নাই বলে উঠেছিল। আমি সংগে সংগে তদন্ত করেছি। ৭ই মার্চে যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি নর্ম্যাল সেলাইন যেটা পত্রিকাতে উঠেছে যে কোন সেলাইন নাই সেই জায়গাতে আমরা দেখেছি ১২,০০০ বোতল সেলাইন রয়ে গেছে।

(শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমি ৮ তারিখে কিনেছি)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৭ তারিখে এনকোয়েরী করেছি। নরম্যাল সেলাইন ১২,০০০ বোতল, রিঙ্গার্স সলিউশন ১০০ বোতল এবং সেনট্রাল ষ্টোরে আছে নর্ম্যাল সেলাইন ৪০০ বোতল। সুতরাং সেলাইনের অভাব আছে এই কথা মানতে আমি নারাজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আর একটা কাটমোশান আছে। তার বিরোধীতা করতে গিয়ে বলি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫৩ সনে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সেই সময়ের কর্ম্মসূচী যদি আমরা দেখি, সেই সময়ে প্রতি থাউজেণ্ড পপুলেশানে ছিল ২০০ ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত লোক। সেই জায়গাতে এখন দেখা যায় থাউজেণ্ডে চার জন। সুতরাং সেই কথা আমি মানতে রাজী নই। এই ম্যালেরিয়া স্কীমটা হল সেনট্রালি স্পনসর্ড

স্কীম। সেনট্রালী স্পনসর্ড ষ্টাফ নিয়োগ হয়ে থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭১ সনে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের মিনিষ্ট্রি অব হেল্‌থ আমাদের ষ্টাফ কমিয়ে দেয়। সেজন্য আমাদের ষ্টাফ কম নিতে হয়েছে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট ষ্টাফ কম নিতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা দেশ এবং আমাদের এই ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তৃতি দেখা যায়। সেজন্য বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোক এখানে আসে এবং তার থেকে ছড়ায়, সেজন্য বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্মিলিতভাবে মিটিং করে ডি, ডি, টি, স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তের দশ মাইলের মধ্যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করতে হবে। সেই অনুযায়ী ১০ মাইলের মধ্যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্মল পক্স সম্বন্ধে তারা কাটমোশান রেখেছেন। আমি বলব যে আগের কথা চিন্তা করে দেখুন স্মল পক্স কি পরিমাণ হত। সেই কথা চিন্তা করা দরকার। আজকে আমি যদি দেখি ১৯৭৩ ফেব্রুয়ারীতে স্মল পক্স ভ্যাকসিনেশান ইস্যু হয়েছে ৩৫,৩৫৮ এবং রি-ভ্যাকসিনেশান হয়েছে ১,০৭,৯৫৮। রোগী নাই একজনও এবং মৃত্যুও নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলেরার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত দেখা যায় ১০৩২,৯৮১টি দেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিন। রোগী নাই, মৃত্যুও নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২ সালে বসন্ত রোগে ৬ জন লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের মধ্যে একজনের। কিন্তু ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে আর কোন কেস হয় নাই এবং মরেও নাই। কলেরায় দেখা যায় ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত আমরা যে একটা ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স নিয়েছি তাতে দেখা যায় ১৯৭৩এ ৩ জন লোক কলেরা রোগাগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর আর দেখা যায় না এবং মৃত্যুর সংখ্যা নাই। সুতরাং তাদের যে কাটমোশন সেই কাটমোশন যুক্তিতে খাটে না। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সোনামুড়ার চণ্ডুলা, তৈচণ্ডুল এবং নির্ভয়পুরে বসন্ত আছে। তিনি কিছুদিন আগে একটা কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ দিয়েছিলেন সেই খবর পেয়ে আমি ডাক্তার পাঠিয়েছি। তদন্ত করে দেখা গেছে এই কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সুতরাং সেই জায়গাতে কোন স্মল পক্স নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, বি, রোগীকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। টি, বি, রোগী যারা উদ্বাস্তু আছে এবং যারা টি, বি, পেসেন্ট তাদের প্রত্যেককে ২০ টাকা করে দেওয়া হয় এবং তার ফ্যামিলির জন্য পাঁচ টাকা, মেম্বারের জন্য পাঁচ টাকা দেওয়া হয়। সেজন্য আমাদের ৭৫,০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া যারা ট্রাইবেল আছে তাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়ে থাকেন। সুতরাং এই টাকার ব্যবস্থা নাই সেটি ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হেল্‌থ অফিসারের কথা বলেছেন। হেল্‌থ স্কুল অফিসার নর্থে একজন আছেন সংগে একজন আছেন...

মিঃ স্পীকার :— স্কুল হেল্‌থ অফিসার...

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— তারা কাজ করে চলছেন। সুতরাং আমাদের সেই প্রভিশান নাই কি হচ্ছে না আমি মনে করি না। মেডিকেল কলেজের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের প্রি-মেডিকেল কোর্স ষ্টার্ট করেছি এবং মেডিকেল কলেজের জন্য একটা বোর্ড আছে এবং সেই বোর্ড ইন্সপেকশান করেছেন—এবং ইষ্টার্ণ রিজিওনে মণিপুরে

একটি করেছেন। আমাদের ত্রিপুরাতে মেডিকেল কলেজ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে পত্রালাপ চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা মেডিকেল কলেজ করতে আজকে ১০ কোটি টাকার দরকার। সুতরাং আমাদের সেই সামর্থ্য নাই। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সেংশান ছাড়া আমরা করতে পারব সেই সামর্থ্য নাই। সেজন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সংগে আলাপ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে সেদিন যথেষ্ট বলা হয়েছে এই জন্য মনে হয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আজকে কিছু বলতে সাহস পান নাই। এবং বলেন নাই কিছু। সুতরাং আমি আশা...

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ..

মিঃ স্পীকার :— কি বিষয়ে?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে সেদিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কথা বলেছেন কিন্তু হাসপাতালে রোগীদের বালিস আছে কি না .

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না……

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মশার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেও বলেছি যে ম্যালেরিয়া অয়েল পাওয়া যায়নি এবং আই, ও, সি,র সংগে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব এবং আমরা কাজ চালিয়ে যাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কুলাই বাজারে ডাক্তার—সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন। কুলাই বাজারে একজন ডাক্তার আছে—কোয়াটারের অভাব আছে সে জন্য দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি সত্বরই যাতে দেওয়া যেতে পারে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে ডাক্তারের আমাদের সর্ট আছে সুতরাং ডাক্তারের রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করছি এবং পরবর্তী সময়ে দিতে চেষ্টা করব। আর ধাই ট্রেনিং সম্পর্কে বলা হয়েছে আমরা একটা স্কীম নিয়েছি এবং আমরা আশা করি প্রতিটি ডিসপেনসারীতে একটি করে ধাই দিতে পারব। এক্সরে ট্রেনিংয়ের কথা বলা হয়েছে। আমরা কিছু দিন আগে বিভিন্ন স্টেটে লিখেছি এক্সরে ট্রেনিংয়ের জন্য সিট দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং পাঞ্জাব রাজী হয়েছে এবং আশা করি আমরা যদি সিট পাই তাহলে ট্রেনিংয়ের জন্য লোক পাঠাতে পারব। এবং প্রতিটি সাবডিভিশানে যেখানে যেখানে এক্সরে মেসিন আছে সেই সব হাসপাতালে টেকনিশিয়ান দিতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক্সরে মেসিন অমরপুর বিলোনীয়া এবং সাবরুমে দিতে পারি নাই। সে জন্য চেষ্টা করছি এবং আমি আশা করি আগামী আর্থিক বছরে আমরা দিতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এম্বুলেন্সের কথা বলা হয়েছে। খোয়াই ছাড়া আর সব সাবডিভিশানেই সেটা আমরা দিয়েছি। খোয়াই সাবডিভিশানের জন্য গিয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অর্ডার নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। (হাস্যধ্বনি) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভি. বি হাসপাতালের আর, এস, এবং আর, এস, পি,র কোয়াটারের কথা বলেছেন। আমি বলব আর, এস, এবং আর, পি,র জন্য জি, বি, হাসপাতালে কম্পাউণ্ডেই, কোয়াটার্স আছে এবং সেজন্য ডিরেকশানও

দেওয়া হয়েছে আমি আশা করি আর, এস, এবং আর পি, সেই কম্পাউণ্ডেই থাকবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এম্বুলেন্সের সর্টেজের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই জি. বি এবং ভি, এম, হাসপাতালের জন্য ৫টি এম্বুলেন্স আছে। সুতরাং এম্বুলেন্সের সর্টেজ নাই। তবে কোন কোন সময় আউট অব অর্ডার থাকে—মেসিনারী ব্যাপার—তখন সর্টেজ থাকা স্বাভাবিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ম্যেলেরিয়ার ব্লাড কালেকশানের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯৭০ইং সালে আমরা ১,১৯,৩৭৭ জনের ব্লাড কালেকশান করেছি, ১,১৪,৩৪৮ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে পজিটীভ পাওয়া যায় ৮,২৮৭ জনের ৯৮ পার্সেণ্ট এবং ৪,১০২ জনের চিকিৎসা হয়। ১৯৭১ সালে ১,২৩,০২২ জনের ব্লাড কালেকশান করা হয়। ১,০২,৬০৭ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং ২,০৭২ জনের ম্যালেরিয়া রোগের জার্ম পাওয়া যায় ৯৮ পার্সেণ্ট। ২,৫৫৬ জনের চিকিৎসা করা হয়। ১৯৭২ ইং সালে ১,০ ,৫৪১ জনের রক্ত নেওয়া হয় এবং ৮৬,৪৫১ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়, ৬,৩০৬ জনের ম্যালিরিয়ার জার্ম পাওয়া যায় ৯০ পার্সেণ্ট, ৫,৩৩৭ জনের চিকিৎসা করা হয়। সুতরাং ম্যালিরিয়া রোগীদের ব্লাড কালেকশান হয় না এই কথা ঠিক নয়। এবং পজিটীভ যাদের পাওয়া যায় তাদের চিকিৎসা হয় এই কথা ঠিক। সুতরাং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কথার কোন যুক্তি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লেপ্রসি সম্পর্কে বলা হয়েছে লেপ্রসীর সেম্পল সার্ভে হয়েছিল ১৯৫৯-৬১ সালে। তখন দেখা দিয়েছে ১,২৪৫ জনের লেপ্রসী আছে। একজন ডাক্তার আছে—মোবাইল ডিস্পেন্সারী আছে—চিকিৎসা হয়ে থাকে। এমন কি প্রত্যেকটী ডিস্পেন্সারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে লেপ্রসীর ঔষধ আছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে লেপ্রসীর ঔষধ নিতে পারে। সুতরাং আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন করে বিরোধী পক্ষের কাট মোশানকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand for Grant Nos. 15, 16, 36, 17 & 20 is over. Now I am putting the Cut Motion to vote first. There is one Cut Motion of Shri Bulu Kuki that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on হাসপাতালে রোগীদের পথ্য সরবরাহের নীতি :—

It was put to voice vote and lost.

There is one Cut Motion of Shri Samar Chowdhury that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড সংগ্রহে ব্যর্থতা

It was put to voice vote and lost.

There is one Cut Motion of Shri Bajuban Riyan that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালের বেড সংখ্যার অভাব পূরণ করার নীতি সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

There is one Cut Motion of Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব।

It was put to voice vote and lost.

There is one Cut Motion of Shri Manindra Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on টি. বি. রোগীদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দানে ব্যর্থতা।

It was put to voice vote and lost.

There is one Cut Motion of Shri Niranjan Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা।

It was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that the sum not exceeding Rs. 1,41,80,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 15 —Medical

It was put to voice vote and passed

Now there is a Cut Motion of Shri Amarendra Sarma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষানীতি সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motion of Shri Bajuban Riyan that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রতিশেধক ব্যবস্থায় ব্যর্থতা।

It was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motion of Shri Purna Mohan Tripura that the Demand be reduced to discuss on ম্যালিরিয়া নিরোধে ব্যার্থতা।

It was put to voice vote and lost.

Now I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 37,97,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1974 in respect of Demand No. 16—Public Health.

It was put to voice vote and passed.

There is a Cut Motion of Shri Sudhanwa Deb Barma that the Demand be reduced to discuss on অমরপুর, সাবরুম, বিলোনীয়া, খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাশহর মহকুমা শহরে জল সরবরাহের পরিকল্পনার অভাব সম্পর্কে।

It was put to voice vote and lost.

I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 96,38,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1973]), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand No. 17. Now I am putting the Demand to vote. Now question before the House that a sum not exceeding Rs.22,84,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 17—Family Planning.

It was put to voice vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand No. 20. I am putting the Demand to vote.....

Shri Jatindra Kumar Majumder : —স্যার ডিমাণ্ড নম্বর ২০ —কর্পোরেশান সম্পর্কে আলোচনা হবে না ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার এক সঙ্গে আলোচনার জন্য বলা হয়েছিল। সমস্ত ডিমাণ্ড এক সংগে মুভ করা হয়েছিল। সমস্ত কাট মোশান ....

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন কাট মোশান ছিল না উরা সুযোগ পায় নাই। মেডিকেল, পাবলিক হেলথ, ফেমিলি প্লানিং, ক্যাপিটেল আউট লে এগুলি একটার সংগে আর একটা জড়িত। কোপারেশানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই আলাদা ভাবে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমার কথা শুনুন। আমি পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি সমস্ত ডিমাণ্ড এক সংগে মুভ করা হয়েছে সবই এক সংগে হবে। তবে আপনি যদি বলতে চান আই মে এলাউ ইউ ফর ফাইভ মিনিটস ....

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু আপত্তি করছি। এখন ভোটের স্টেজে—আলোচনা কমপ্লিট হয়েছে উনি যদি এখন আলাদা ভাবে আলোচনা করতে চান তাহলে আমাদেরও বলতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার : না তা হবে না। তা আমি দেব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে এই ব্যাপারে যেহেতু একটা বিল আছে এবং সেই বিলটা যদি উঠে এবং যেহেতু আমাদের প্রচুর সুযোগ আছে তার উপর আলোচমা করার সেইজন্য আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে এর উপর কোন কাটমোশান দিইনি। তার মানে এই নয় যে আমাদের বক্তব্য নেই। যেহেতু বলার আরেকটি সুযোগ রয়েছে, সেখানে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—তিনি ন্যায় সংগত কথা বলেছেন। একটা বিল আছে, সেই বিল যখন আসবে তখন আলোচনা করা হবে।

Now I am putting the Demand for Grant No. 20 to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 20,02,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 20—Co-operation.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker : - Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant Nos. 11/12/33/32 together.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Demand No. 11—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,76,000/. [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of demand No. 11, Major Head 22—Jails.

Demand No. 12—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,06,33,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day on March, 1974 in respect of Demand No. 12—Major Head 23—Police.

Demand No. 33—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 90,21,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973/, be grantld to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1974 in respect of Demand No. 33, Major Head 70—Forest.

Demand No. 32—Mr. Speaker, Sir, on the recommedation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 26,70,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973/], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 32—Major Head 68 —Stationery and Printing.

Mr. Speaker :—Now I would request Shri Nripendra Chakraborty to start the discussion.

Shri Nripendra Chakraborty:—Mr Ajoy Biswas will start first then I will follow him

শ্রীঅজয় বিশ্বাসঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার—১২এর উপর দুইটি কাট মোশান আছে একটি হচ্ছে—

'হোমগার্ডদের চাকুরীর অনিশ্চয়তা ও ভাতা প্রভৃতি দানে পুলিশের তুলনায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা।' আরেকটি হচ্ছে—

'সাধারণ পুলিশদের বেতন ও ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানে উদাসীনতা।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্নোত্তরে বলেছেন এই হাউসে যে হোমগার্ড একটা স্বেচ্ছামূলক সংস্থা, সুতরাং তাদের বেতন দেওয়া প্রশ্ন নেই, এই উত্তর আমি পেয়েছিলাম। এই উত্তর আমরা পেয়েছিলাম। আমার আগে এই উত্তর যখন মাননীয় মন্ত্রী মশায় দেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত ১০ বছর ধরে এই হোমগার্ডরা তারা এই সরকারের যে প্রশাসন এই সরকারী প্রশাসনের আওতার মধ্যে তারা কাজ করছেন এবং আমরা জানি যে এই হোমগার্ড, পুলিশ যে যে কাজ করে সেই কাজ তাদেরকে দিয়েই করানো হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা তারা ডিউটি দিচ্ছে, এমন কি যে রাইফেল আছে সেইটা তাদের হেপাজতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা আইনের বিরাট বিরাট পাক করে রেখে দিয়েছেন যে দিক দিয়ে হাতি গড়ে যেতে পারে সেই পাক দিয়ে। তারা এই কথা বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবটা কি? আমরা দেখছি যে একজন হোমগার্ড তার বাড়ীর কাছে যদি পোষ্টিং হয়, সে দৈনিক তিন টাকা করে পায় মাসে ৯০ টাকা এবং সপ্তাহের যে ছুটি সেই ছুটির দিনে সে যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার বেতন কাটা যায়। ৯০ টাকা পায় না। যদি বাড়ী থেকে দূরে তাকে পোষ্টিং দেওয়া হয়, সেখানে দৈনিক ৪ টাকা হারে দেওয়া হয়। আজকে ১০ বছর কাজ করার পর একজন হোমগার্ড ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে ৯০ টাকা সে ঘরে নিয়ে যায়। চিন্তা করা যায়? আজকে আমরা দেখছি যে ঐ হোমগার্ডের ডিউটি সম্পর্কে যখন প্রশ্ন আসে আমরা দেখি যে থানা থেকে আরম্ভ করে থানার বাহিরে তাদেরকে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়। শুধু তাই নয়। যে সমস্ত বড় বাবুরা আছেন সেই সমস্ত বড় বাবুরা তাদেরকে কিভাবে খাটান আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথা শুনেছি সেই দাস যুগের কথা পুলিশের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যেও ঐ দাস যুগের ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। ঐ হোমগার্ডরা সে পুলিশ অফিসারদের বাড়ীতে যদি বাজার না করে দেয় পুলিশ অফিসারের গিন্নাদের কাপড় কেচে না দেয় তাহলে তারা বেতন পায় না, বেতন কাটা যায়। আজকে আমরা দেখছি যে আজকে ১০ বছর কাজ করার পর ৯০ টাকা করে তাদের বেতন পেতে হয় এবং কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রী, তার বাড়ী সাজাবার যে পর্দা তার খরচ হয়েছিল ১২০০ টাকা। চিন্তা করতে পারেন স্যার? একজন হোমগার্ড তার এক বছরের বেতন লাগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর পর্দার জন্য। আমরা দেখছি যে তাদের অভারটাইম বলে কিছু নেই, তাদেরকে ১০ বছর কাজ করার পরও নতুন পুলিশ অনেক

নেওয়া হয়েছে। নতুন পুলিশ দেওয়ার পর সেই হোমগার্ডরা সেই ৮/১০ বছর পুলিশের কাজ করা সত্বেও, পুলিশের সমস্ত ডিউটি করা সত্বেও তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। কেন সুযোগ দেওয়া হয় নি? কারণ পুলিশের চাকুরী পেতে গেলে ৩০০/৪০০ টাকা ঘোষ দিতে হয় সেই ৩০০/৪০০ টাকা ঘোষ দেওয়ার মত ক্ষমতা সেই হোমগার্ডদের নেই। এই জন্য তারা সমস্ত কাজ করা সত্বেও পুলিশের চাকুরী পায় না। আমরা দেখেছি য সেখানে হোমগার্ড যারা আছে, আমার সংগে একজন হোমগার্ডের কথা হলো যে মন্ত্রী বাহাদুররা যখন যায় আমরা সেলুট দিই কিন্তু আমরা ঘৃণাকরি এই মন্ত্রীদেরকে। কারণ আজকে ১০ বছর কাজ করার পরও যে মন্ত্রী বলতে পারে ওরা সরকারী কর্মচারী নয়। আমাদের ঘৃণা করতে শিখতে হবে। আজকে হোমগার্ডদের এই মন্তব্য, আজকে তারা এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হোমগার্ডরা ১০ বছর চাকুরী করার পরও এই দশায় তাদেরকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কোন হোমগার্ড যদি কোন ভুল করে তার জন্য তাদেরকে পানিশমেণ্ট দেওয়া হয়। হোমগার্ডের এই অবস্থায় আমি দাবী করছি য একজন হোমগার্ড তাকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যে বেতন পায় সেই বেতন তাকে দিতে হবে। এই ৯০ টাকা দিয়ে আজকে জিনিসের যে দাম তার দ্বারা একটা সংসার চালাতে পারে না। আইনে তারা অনেক কিছু দেখাতে পারেন কিন্তু বাস্তব সত্যটা কি? আজকে একজন হোমগার্ডের পরিবার অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমরা দাবী করছি যে পুলিশ, নতুন পুলিশ যখন নেওয়া হবে তখন তাদেরকে প্রথমে সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে প্রথমে অ্যাবর্জব করতে হবে আমরা দাবী করছি যে হোমগার্ডদিগকে আজকে পুলিশের মত সমান সুযোগ সেখানে দিতে হবে। হোমগার্ডদের যে লাঠি, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন হোমগার্ডকে সে বলেছিল যে এই লাঠি যদি কোন কারণে ভেংগে যায় তাহলে আমাদের থেকে ৫ টাকা করে জরিমানা কেটে নেওয়া হয়। এই রকম একটা অরাজকতা পুলিশের মধ্যে আজকে ২৫ বছর ধরে চলে আসছে। পুলিশের কথা যদি বলি সেই পুলিশ বাহিনীকে একটা চরম অবস্থার মধ্যে তাদেরকে রেখে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশরা সাবসিডি পাচ্ছে স্যার, সেই সাবসিডি দিয়ে অনেক কম পয়সা দিয়েতাদেরকে রেশন দেওয়া হচ্ছে সেই দাবী কতবার আমরা তুলেছিলাম। এখানে পুলিশে কি অপরাধ করেছে। পশ্চিমবংগের পুলিশের ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী সাবসিডি রেটে তাদেরকে কেন রেশন দেওয়া হচ্ছে না? আমরা দেখেছি এই যে পুলিশ কর্মচারী যারা আছে সই পুলিশ কর্মচারীরা সাবসিডাইজড রেটে রেশন পাওয়ার জন্য দাবী করছে। আমরা দেখেছি যে ঐ পুলিশ কর্মচারী যারা আছে তাদের হাউস রেন্ট নেই। একই সরকারের দুই রকম নিয়ম কিন্তু ঐ পুলিশ বাহিনী দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ঠেকানোর সময় তখন এতটুকু লজ্জা হয় না। আর এই পুলিশের দাবী পূরণ করার সময় দেখছি তাদের একই ক্যারেক্টার। ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে চরিত্র তারা দেখান ঐ পুলিশদের দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রেও ঐ একই চরিত্র একই ক্যারেক্টার। সেখানে সবাইকে হাউস রেন্ট দেওয়া হয় না। সেখানে মাত্র ৪০ পারসেন্টকে হাউস রেন্ট দেওয়া হয়। যারা বাড়ীতে থাকে, যারা বেরাকে থাকে তারা হাউস রেন্ট পায় না। এই ব্যবস্থা তাদের মধ্যে করে রেখে দিয়েছে।

আমি একজন পুলিশ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে আমাকে বলেছিল যে স্যার, আমাদের বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে দিয়ে কোন কাম হচ্ছে না, একজন পুলিশ অফিসার তাকে বলেছে। তোমাদের ২০০ লোককে যদি বলা হয় যে ২০০টা লাঠি ধর, ঐ মিছিল ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাবার জন্য তার মধ্যে মাত্র ৫০টা লাঠি উঠে এইটা হলো তোমাদের অপরাধ। আমরা জানি যে এই ত্রিপুরার পুলিশ কর্মচারী যারা আছে তাদের প্রধান অপরাধ হচ্ছে যে তারা ২০০ জনের মধ্যে ২০০টা লাঠি তুলতে পারে না। এই জন্য তাদের সমস্যা মিটানো হচ্ছে না। তাদের দাবী মিটানো হচ্ছে না। আমরা দেখছি যে তাদেরকে পারমানেন্ট করা হচ্ছে না ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। রিটায়ার করার সময়ে আমরা দেখছি তাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমরা দাবী করি যে সি, আর, পি, এবং ভি, এম পি, ওদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেই সুযোগ সুবিধা আজকে ত্রিপুরার পুলিশ কর্মচারীদিগকে দিতে হবে। তারা কথায় কথায় বলে যে ভারতবর্ষে না কি সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম গণতান্ত্রিক দেশ। এত বড় গণতান্ত্রিক দেশ হয় না। আমরা দেখছি যে পুলিশ কর্মচারীরা চিরকাল সমিতি করবার জন্য দাবী করছে। তাদের মধ্যে যে দুঃখ, তাদের মধ্যে যে দুর্দশা আছে সেই দুঃখ দুর্দশার সেইটা প্রকাশ করার সুযোগ তাদের নেই। তাদেরকে ইউনিয়ন করার অধিকার দিচ্ছে না। আজকে আমরা দেখছি যে পুলিশের মধ্যে নীচ তলার কর্মচারী যারা তাদের প্রতি একটা অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই শ্রীমদন ঘোষ, তার টি, বি হয়েছিল। টি, বি, হওয়ার পর সে সাত মাসের ছুটি নিয়ে হাসপাতালে থাকার পর ফিরে আসে এবং মেডিকেল সার্টি- ফিকেট নিয়ে জয়েন্ট করতে চায়। জয়েন্ট সে করলো ৬-১১-৭১ থেকে ৩-১-৭২ অবধি সে হাসপাতালে থাকার পর সে জয়েন্ট করলো। করে সে ৪-৩-৭২ থেকে তার জয়েনিং আকসেপ্ট করা হলো। কাজ করলো, সে বেতন পেল, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে গিয়ে তাকে বলা হল, তুমি আর বেতন পাবে না। সে কাজ করছে, বেতন পাচ্ছে, আর তাকে একটা নতুন অর্ডার দিয়ে ডিসেম্বর মাসে বলা হল যে তুমি আর বেতন পাবে না। তাই এই পিরিয়ডকে আর্ণড লীভ, কমিউটেড লীভ এবং উইদাউট লীভ করে দিয়ে সে পিটিশন পর্যান্ত করেনি কোন লীভের, তার চাকুরী করার পিরিয়ডটাকে লীভ করে দিলেন, এখন সে বেতন পাচ্ছে না, এই অবস্থা সেখানে চলছে। আমরা দেখেছি যে মদন ঘোষ ২০ বছর চাকুরী করেছে, আর আজকে তার পরিবার নিয়ে অনশনের মধ্যে দিন যাপন করছে, যদিও সেখানে কোন আইন নাই এবং কোন নিয়ম নাই, যা খুসী তাই করছে। তারপর সুখেন্দু চৌধুরী ৩০ বছর কাজ করেছে এবং কাজ করার পর তাকে প্রমোশন দেওয়া হল এ, এস, আইর পোষ্টে, তার কাছে গিয়ে নর্থের যিনি এস, পি, তিনি বললেন, সেই থানায় ডিউটিতে আছে, এই কাউ লিফটিং হচ্ছে তুমি জান ? তার অপরাধটা কি ? না সে গরু পাচারের খবর ঠিকমত দিতে পারেনি। কারণ নর্থে তিনি যখন ছিলেন, তার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ আছে যে তিনি সেই কাউ লিফটিং এর সংগে জড়িত ছিলেন। ভাল ভাল গরু পেলে তিনি নিজের শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে এক কথায় কনষ্টেবলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোন আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু সেখানে নাই।

আমরা দেখছি নর্থের এস, পি'র ঘটনাটা কি? এইরকম কোন ঘটনা কোনদিন শুনেছেন স্যার, মার্ডার কেসের আসামীকে এরেষ্ট করা হল এবং এরেষ্ট করার পর থানায় নিয়ে লক-আপে রাখা হল, সেখানে এস, পি, নিজে গিয়ে বলছে, তাকে ছেড়ে দাও, আমি তার সংগে আজকে রাত্রিরে খানাপিনা করব, মদ পান করব এবং মদ পান করে হৈ হল্লা করব, ঐ একদিনের জন্য তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ১৮-১ ৭৩ ইং তারিখে কনষ্টেবল ৩৩০৯ শচীন্দ্র বিশ্বাস দুইজন মার্ডার কেসের আসামী, নন-বেঙ্গলীকে তাদের নিয়ে গেল কৈলাশহরে এবং তাদেরকে লকআপে রাখা হল। ঠিক সন্ধ্যার সময় নর্থের এস, পি, এলেন এবং এসে বললেন তাকে ছেড়ে দিতে হবে, এস, পি, মশাই নিজে যখন বলছেন, তখন তো ওঁদের সমস্যা, তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, আমরা দেখলাম সেই কোচারের সংগে ছেড়ে দেওয়া হল এবং সেই নন-বেঙ্গলী আসামীকে নিয়ে সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রির দিকে তার সেই টিলাবাঙ্গা বাড়ীতে খানাপিনা হল, হৈ হল্লা করা হল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে খুনী আসামী এবং ডাকাতদের সঙ্গে তাদের একটা দহরম মহরম ভাব আছে। তেমনি আজকে এই প্রশাসনের এস, পি, এবং অন্যান্য বড় বড় অফিসারেরা ঐ সব খুনী আসামী এবং ডাকাতদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। আজকে আসলে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আজকে তারা হোম গার্ডদের এবং পুলিশ কর্মচারীদের উপর বেশী করে নির্যাতন চালাচ্ছে, সেজন্য আমি দাবী করব সমস্ত পুলিশ কর্মচারীদের এবং হোম গার্ডদের যে দাবী দাওয়া, তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলি অবিলম্বে দেওয়া হউক, এ বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—দ্যাট দি ডিমাণ্ড বি রিডিউসড বাই রুপি ওয়ান টু ডিসকাস অন—সি, আর, পি, প্রত্যাহার করে ও নতুন পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বাজেটে একটা মোটা টাকা পুলিশ এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে মোটা অংকটা হচ্ছে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, বি, এম, পি ইত্যাদির জন্য এবং নতুন ব্যাটেলিয়ন গঠনের জন্য। মাননীয় স্পীকার, সি, আর, পি, আমাদের রাজ্যে কেন আছে, এই প্রশ্নটা আমাদের আগে বুঝতে হবে এবং সরকারের কাছ থেকে আমাদের এর জবাবটা পেতে হবে। আমি দেখছি এ্যানুয়েল রিপোর্ট, যেটা লোক সভার কাছে হোম মিনিষ্ট্রি থেকে পেশ করা হয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে যে ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান নর্মাল। ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশন যদি নর্মাল হয় এবং আমি দেখেছি মিজো আক্রমণ সম্পর্কে যে সমস্ত পত্রিকাতে বেরিয়েছে এবং মন্ত্রী মশাই এখানে যা বললেন—তিনি বলেছেন যে এটা একটা রুটিন ওয়ার্ক, এমন আতংকিত হওয়ার মত কিছু নেই এবং আমি নিজেও মনে করি যে এটা হচ্ছে একটা এ্যাক্‌সজাগেরেটেড জিনিষ। তা যদি হয়, তাহলে আমাদের এখানে ১৮টী সি, আর, পি ইউনিট এর কি দরকার আছে সে কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। আর যদি এই কথা বলা হয় যে ত্রিপুরাতে ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্রাইমস কমাবার জন্য সি, আর, পি, বি, এস, এফ এবং বি, এম, পি, ইত্যাদি আনা হয়েছে, তাহলে আমি বলব যে তা মোটেই সত্য নয়। ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে আমাদের এত বি, এম, পি, সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ,

থাকা সত্ত্বেও। আমরা কি জানিনা যে ডাকাতি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমরা কি জানি না যে মার্ডার কেস দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমরা কি জানি না যে চুরি আজকে প্রত্যেকটা গ্রামের মধ্যে হচ্ছে, আমরা কি জানি না যে সমগ্র সীমান্ত এলাকা জুড়ে ক্যাটেল লিফটিং হচ্ছে, গরু পাচার হচ্ছে, পুলিশ কোন জায়গায় কাউকে ধরতে পারছে না। আমি এটা চেলেঞ্জ করে বলব যে মন্ত্রী মশাইর কোন তথ্য থাকে তো এখানে প্লেস করতে পারেন। কারণ এই সি, আর, পি আসার পর এবং পুলিশের খরচ বাড়াবার পর ক্রাইমসের সংখ্যা বাড়ছে কি কমছে, সেই তথ্য আমি এই হাউসের সামনে পেতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন এই সি, আর, পির এটসিটি সম্পর্কে কতগুলি ঘটনার কথা এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, যেগুলির কথা আগে অনেকবার এখানে বলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, সেই চিঠিতে দেখলাম যে বাঘবাসা নগাঁও এলাকায় দুইটি সি, আর, পি ক্যাম্প আছে এবং এই চিঠিতে বাঘবাসা সম্পর্কে একটা ভয়াবহ চিত্র দেওয়া হয়েছে। আমাকে যে চিঠি লেখা হয়েছে, সেই চিঠি আমার কাছে এখনও আছে, ইচ্ছা করলে আমি সেটা এখানে প্লেস করতে পারি যে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ঐ ক্যাম্পের মধ্যে অত্যাচার করা হয়েছে এবং রাত্রিরে সেইসব মেয়েদের কান্নাতে সমস্ত এলাকার মানুষকে আতংকিত করে তুলে। সেই ক্যাম্পের মধ্যে মেয়ে মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে এবং সেই ক্যাম্পের সামনে সকাল বেলায় ৩ বছরের একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে ২৮/১/৭১ ইং তারিখে এই সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পেশ করা হয়েছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১১/৭/৭২ ইং তারিখে চন্দ্রাবলী হালাম, তিনি আসলেন তার ৮ বছরের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাঘবাসাতে, সেখানে আসার পথে তাকে কিডন্যাপড করা হল। এই ঘটনার কথা পার্লামেন্ট সদস্য দশরথ দেব সরকারের দৃষ্টিতে এনেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন খুঁজ পাওয়া যায় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানকার যতীন্দ্র নাথ বলে একজনকে দিয়ে জোর করে কাজ করানো হয়েছে, অথচ তাকে পয়সা দেওয়া হয় নি। সে এটার প্রতিবাদ করলে পর তাকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে একজন দিন মজুর, তাকে মামলার মধ্যে ফেলে দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। তারপরে মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি এখানে গণ্ডাছড়ার একটা ঘটনার কথা বলতে চাই। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি এই হাউসের কোন কোন সদস্য আরও সি, আর, পির দাবী করছে। আমি তাদেরকে বলতে চাই য, সি, আর, পি শুধু আমাদেরকে পিঠাবে না, আপনাদেরকেও পিঠাবে। আপনারা কি মনে করেছেন যে বিলে নীয়াতে যাদেরকে পিঠানো হল তারা সবাই মার্কসবাদী? গণ্ডাচড়াতে কি হয়েছে? সেখানে ক্ষিতিশ দাস, তিনি যুব কংগ্রেসের সদস্যও একটা সাধারণ কুকুরের ব্যাপারে নিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ঐখানকার ক্যাম্পের মধ্যে, বলা হল যে তোমাকে খুন করা হবে। যিনি এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, সেখানকার গাঁওপ্রধান এর প্রতিবাদ করেছেন, আজকে সেই এলাকায় থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে

এবং সেখানকার ও, সি, সি, আর, পি এবং সেখানকার বি, ডি, ও একজোট হয়ে সেখানে একটা কোটারীর সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে বলব যে রাইমা শর্মা আগরতলাতে নয়, রাইমা শর্মা হচ্ছে একটা দুর্গম এলাকা এবং সেখানে যদি আমরা একটা কোটারী সৃষ্টি করতে এলাউ করি, তাহলে সেখানকার একজন ও, সি, একজন বি, ডি, ও এবং সি, আর, পি ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জে আছে তারা সময়তে আলাপ আলোচনা করে এই ধরণের একটা রাজত্ব কায়েম করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে একজন স্বামীর চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন যে আমার স্ত্রী স্নান করতে নদীতে গিয়েছে, এমতাবস্থায় তাকে ঐখানকার সি, আর, পি'রা তাদের ক্যাম্পে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, আমি এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েছি, আমাকে সি, আর, পি'রা ক্যাম্পের মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েছি, আমাকে সি, আর, পিরা ক্যাম্পের মধ্যে এনে পিটিয়েছে এবং আমার সমর্থনে যারা এসেছিল তাদেরও। এই ঘটনা হচ্ছে ২৮ | ৩ | ৭৩ ইং তারিখে। ও, সি, এর কাছে গেছেন। ও, সি, বলেছে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস দেখতে চাই কোথায় কি করেছে। অর্থাৎ ও, সি, এর সামনে তাকে বেইজ্জত করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর এই চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছে, সি, এম, এর কাছেও পাঠিয়েছে। আমি জানি না তার তদন্ত করা হয়েছে কি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একমাত্র সি, আর, পি সম্পর্কে যে চিঠি দিয়েছি এবং অন্যান্য পুলিশ সম্পর্কে যে চিঠী দিয়েছি ইন্সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশের কাছে আমার মনে হয় ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। আমি জানি না কি বিচার হয়েছে। সি, আর, পি, এক মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে ধাওয়া করেছে। মাষ্টার মহাশয় প্রতিবাদ করতে গিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখছি বি, এস, এফ, নাইন্টি একটা ক্যাম্প গকুলনগরে আছে। তারা পাহারা দিচ্ছেন, কোথায়? কামথানা, বক্সনগর, কলমথানা, এই সমস্ত থানায় তারা পাহারা দিচ্ছেন। এদের যিনি ডেপুটি কমাণ্ডেন্ট আছেন এস, চৌহান এবং তার সাকরেদ অ্যাসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট, তার নাম হচ্ছে চতুর্বেদী। এরা কি করছে? এরা ব্ল্যাক মার্কেট করার জন্য একটা চেইন তৈরী করেছে। তাদের লোক ছাড়া আর কেউ ব্ল্যাক মার্কেট করতে পারবে না এবং ব্রদেল খুলেছে। বাংলাদেশ থেকে মেয়ে আনা হয়। কোন্ বাড়ীতে আনা হয় তাও আমি জানি। তাদের ব্রদেল হচ্ছে একটা আগরতলা শহরের সামনে বাধারঘাটে, আর একটা হচ্ছে আমার অফিসের কাছাকাছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চান, আমি তথ্য দিতে পারি। এই ধরণের ঘটনা ঘটছে এবং এই ভদ্রলোক যে সমস্ত কাজ করান, পয়সা দেন না। আপনি জানেন যে অনেক কাজই করতে হয় এই সমস্ত ক্যাম্পে দিন মজুরীতে এবং এদের ওখানে এক ভদ্রলোক কাজ করতেন, এদেরই ডিপার্টমেন্টের এস, ডি, ও বাসুদেব মুখার্জী। তাকে তাড়ানো হয়েছিল। এই যে ভদ্রলোক, সে চৌহান সাহেবের কুকাপশানের প্রতিবাদ করেছিল। সে জন্য তাকে তাড়ানো হয়েছে এবং এই এলাকাতে তারা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজারে একদিন পাইকারী হারে সমস্ত মানুষের মালপত্র তছনছ করে দেওয়া হয়। যাকেই দেখছে তাকেই বলছে এই সমস্ত তোমাদের চোরাকারবারের

জিনিষ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আই, জি, কে লিখেছিলাম যে বর্ডারের মানুষ তারা কি বাঁচবে না ? তারা কি জিনিষপত্র কিনবে না ? বামুটিয়া বর্ডারে রক্তাক্ত অবস্থায় মানুষ আমাকে দেখাল যে আমাদের পিটিয়ে শেষ করে দিয়েছি। অপরাধ কি ? না, মামুটিয়া বাজারে আমি জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা নাকি ব্ল্যাক মার্কেট করছেন। আমার ব্যবসায়ী যারা তাদের আমি বলেছিলাম যে পারমিট দিন যাতে তারা ব্যবসা করতে পারে। আপনি কি চান যে সমগ্র এলাকায় মানুষ জিনিষ পাবে না ? আমি জানি যে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করার জন্য আপনি করেন নি। আমি তো জানি যে আপনাদের ক্যাম্পে বরাদ্দ আছে। বি, এস, এফ, ক্যাম্পে কত টাকা দিতে হবে মাসিক বরাদ্দ আছে। তারা এসে আমাদের কাছে বলে, কি করব দেখুন আমাদের দিতে হয় ৫০ টাকা ১০০ টাকা, ২০০ টাকা মাসিক বরাদ্দ এবং তা যারা দেয় না তাদের সমস্ত জিনিস তছনছ করা হয়। মিঃ ফনী ব্রহ্ম প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে বে-ইজ্জত করা হয়েছে এবং তিনি তার প্রতিবাদ সমস্ত জায়গায় জানিয়েছেন, আমাদেরও জানিয়েছেন। আমরা জানি না সেই বি, এস, এর কি করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এরপর যে ঘটনাটা ঘটেছে সোনামুড়া নির্ভয়পুর এলাকায় সেটা আরও ভয়াবহ। মঞ্জুলিকা বোস এক ভদ্রলোকের স্ত্রী। তার ঘরে বি, এস, এফ'রা যায়। ভদ্রলোক গ্রামের ছেলেদের বললেন যে আমাদের তো আর বাঁচবার উপায় নাই, তোমরা যা কিছু একটা কর। গ্রামের ছেলেরা শুধু প্রতিবাদ করেছিল, কোন মারপিট নয় তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল, ক্যাম্পে মারপিট করা হল। তারপর সমস্ত গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে বি, এস, এফ, বিচার করল যে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তারপর তাদের মাথা মুণ্ডন করা হল। এই হচ্ছে নির্ভয়পুরের ক্যাম্পে যে অত্যাচার তারা করেছেন ৮, ৩, ৭৩ তারিখে হাবিলদার রামানন্দ এবং ছোট সাহেব যারা নাকি নায়ক। সেখানে মেয়েরা বেরুতে পারে না। সেখানে লুঠের রাজত্ব চলছে এবং গ্রামের যুবকরা প্রতিবাদ করলে তাঁদের সেখানে ধরে নিয়ে বেঁধে নিয়ে পেটায়। এই রাজত্ব তারা কায়েম করেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কিরকম জায়গায় এই ক্যাম্পগুলি হয়। মানুষের বাড়ীর সামনে, মানুষের জমির উপর। আমাকে একটা চিঠি লিখেছে ধীরেশ দেববর্মা, পশ্চিম হাফলং থেকে। বলেছে আমরা জুমিয়া পুনর্বাসন করেছি, আমাদের জমিতে এখন বি, এস, এফ, ক্যাম্প বসেছে। পানিসাগর হালাম বস্তি, তারা ৫০/৬০ বছর যাবত আছে। এখন তাদের থাকবার উপায় নাই। সেই বস্তির চার পাশ ঘেরাও করে ক্যাম্প বসানো হয়েছে। বাগপাশা একটা ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা। সেখানে ক্যাম্প করা হয়েছে। কেন ? এখানে কি ল' অ্যাণ্ড অর্ডার। ল' অ্যাণ্ড অর্ডার যদি হয় সীমান্তে যাও। সীমান্তের বাইরে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার কোথায় আছে। বাগপাশাতে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার, আমার চম্পকনগরে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার। এই সমস্ত জায়গাতে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, ক্যাম্প করতে হবে মানুষকে নির্যাতন করার জন্য, জুলুমবাজী করার জন্য এই জিনিষটা চলছে। আমি দেখছি গুণ্ডাদের কোনরকম দমন এই সরকার করে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৪. ৪, ৭৩ তারিখে কি ঘটনা ঘটেছে ? রাণীর বাজার থেকে একদল গুণ্ডা তারা টি, আর, টি, ২২৪ এটাতে চড়লে এবং তারা গিয়ে উপস্থিত হল টাকারজলাতে। টাকার-

জলাতে কার বাড়ীতে উপস্থিত হল ? সেখানকার তহশীলদারের অফিসে। গ্রামের লোকদের ডাকল। ডেকে বলল তহশীলদার বাবু যাকে যাকে লগ্নী করেছে এক পয়সা যদি মার যায় তাহলে তোমাদের পিটের চামড়া রাখব না। তারা প্রতিবাদ করলেন। তাদের উপর বোমা ফেলা হল এবং সেই বোমাতে একজন আহত হল। গ্রামের লোকেরা উত্তেজিত হল। সেখানকার গ্রামের লোকেরা বোমা, অস্ত্রশস্ত্র সহ পুলিশে হ্যাণ্ড অভার করল। আমি জানি না কি বিচার হয়েছে। এই রাণীর বাজারের মধ্যে যে গ্যাং অপারেট করছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, দুই দিন আগে দেখেছি ড্রাইভারকে ধরে পিটেছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৪।৫।৬ টা করে কেস আছে। কোন প্রতিকার নাই। সেই সমস্ত গুণ্ডার কোন দমন নাই। ঠিক তেমনি আর একটা গ্যাং অপারেট করছে বিলোনীয়াতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলোনীয়াতে যে গ্যাংটা অপারেট করছে তাদের বিরুদ্ধে রিক্সা সাইকেল চুরির কেস আছে। থেফট কেস ওয়ারেন্ট হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষীরোদগোপাল মার্ডার কেস আছে। কোর্ট কেস। ওয়ারেন্ট হয়েছে। জামিনে আছে। সেইসমস্ত গুণ্ডারা যখন দেখা যায় ছাত্রদের ধরে পেটায়, রিক্সা শ্রমিক রাজারাম নাথকে ধরে পেটায় তখন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা রামনাথকে ধরে পিটায় দাঁড়িয়ে দেখে কিছু করে না এবং অভিযোগও নেয় না। তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি নাই। সমস্ত বিলোনীয়ার মানুষকে অত্যাচারে জর্জরিত করছে। হাস-পাতালের নার্সদের বেইজ্জতী করছে ডাক্তারদের অপমান করছেন। কিন্তু দে মাষ্ট বি এলাউড টু অপারেট। এখানে ল এণ্ড অর্ডার থাকবে না গুণ্ডার রাজত্ব হবে এটা আমি জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নাম বলতে পারি যদি হাউস চায় সেই গুণ্ডা কারা যাদের এই সরকার প্রটেক্শান দিচ্ছে আমি নাম বলতে পারি যদি এই হাউস চায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যারা রুলিং পার্টির তাদের আমি একটু বুঝিয়ে দিতে চাই গুণ্ডা একবার যদি তৈরী করেন তাহলে তারা শুধু আমাদের পেটাবেন না উদেরও পিটাবেন। পশ্চিমবংগে দেখছেন না আমাদের পেটাবার জন্য গুণ্ডা তৈরী করা হয়েছিল নক্সাল তৈরী করা হয়েছিল আজকে কাকে পেটাচ্ছে ? আমাদের অপরাধ আছে আবার কংগ্রেসের ভিতর যাদের সংগে একটু মনোমালিন্য হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যাও তাদের বাড়ীতে তোমাদের বোমা পিস্তল নিয়ে যাও পট করে মেরে দিয়ে আস। এটা আমার বানানো কথা নয় রোজ হচ্ছে। কাজেই একবার যদি গুণ্ডা তৈরী করেন একবার যদি বলা হয় পুলিশকে গুণ্ডাকে পালন করবে তাহলে সেই গুণ্ডা শুধু আমাদের ছোবল মারবে না আপনাদেরও বিপদ আছে এই কথাটা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিশ্বাস বলেছেন এই যে সি. আর. পি., বি. এস. পি., বি. এস. এফ. ইত্যাদি আনা হয়েছে—কেন বাইরে থেকে এত লোক আনা হচ্ছে। যদি ল এণ্ড অর্ডারের প্রশ্নই হয় তাহলে আমাদের এখানে রিক্রুইট-মেণ্ট হতে পারে না ? মাননীয় স্পীকার স্যার, রিক্রুইমেণ্ট আমাদের এখানেই হতে পারে। আমাদের এখানকার বেকার ছেলেরা পুলিশের কাজ করতে পারে না পুলিশের ট্রেনিং নিতে পারে না এই রকম আমার মনে হয় খুব কমই আছে। পায় না এই কথাও নয়। যারা আসছে তারা খুব একটা মার্শাল রেইসের লোক সেই কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা বৃটিশ আমলের

কথা। বাংগালীরাও এখন সেনাবাহিনীতে কম কৃতিত্ব দেখান নি। কাজেই কি কারণে নেওয়া হচ্ছে না? কি কারণে বাইরে থেকে আজকে ইউনিট আমাদের আনতে হয় বাইরে থেকে ১৮টা ইউনিট আনতে হয়। যে ইউনিট আনার সময় হাইকোর্ট আপত্তি করেছিলেন আপনারা জানেন যে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের ইউনিট কেন ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাজে ইন্টারফেয়ার করবে। আজকে দেখছি আমাদের খাদ্যের দাবি এখানেও সি. আর. পি. আনা হচ্ছে বি. এম. পি. আনা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে আছে কৈলাশহরের রবীন্দ্র মালাকারকে যখন বি. এম. পি. হত্যা করেছিল এবং কমলপুরে ছাত্র আন্দোলনের একটি লোককে বি. এম. পি. হত্যা করেছিল। কমলপুরের হত্যা কাণ্ড সম্পর্কে একটি জুডিশিয়েল ইনকোয়ারী হয়েছিল। সেই রিপোর্ট আমরা এখনও পাইনি। যখন ১৯৬৬ইং সালে আগরতলা সহরে পুলিশের নারকীয় কাণ্ড– তিনটি ছেলেকে রাজ পথে হত্যা করা হয়েছিল তারও রিপোর্ট পাইনি। তখন বলা হয়েছিল—আমাদের কাঠগড়ায় নেওয়া হয়েছিল আমরা বলেছিলাম কাঠগড়ায় আমরা নই কাঠগড়ায় তোমরাই যাবে। সেই কথা প্রমান হয়েছে ছাপছেন না কেন? আজও কেন প্রকাশ করছেন না? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেন নি বুঝলাম। কিন্তু এখনো নব মুখ্যমন্ত্রী তিনি অনেক বেশী গণতন্ত্রের কথা বলছেন। তিনি কেন প্রকাশ করছেন না দুটো রিপোর্ট? যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায় আমরা রাজী আছি যদি আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ দিয়ে প্রমানিত হয়ে থাকে আর যদি আমরা দেখি যে এই সরকারকে নরঘাতক বলে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে—যদি আমরা দেখি যে বি. এম. পি'কে অন্যায়ভাবে কমলপুরে নেওয়া হয়েছে বলে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে তাহলে আমরা বুঝব যে সেদিন যে কাজ করেছিলেন আজ তার চেয়ে বেশী সেই কাজ করেছিলেন বলে সেই রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে না। স্যার, সি. আর. পি. বা বি. এম পি যদি আনা হয় আর যদি আমাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে দমন করার জন্যই আনতে হয় তাহলে আমার বুঝতে হবে সি. আর. পি কে এই কাজের জন্যই আনা হয়েছে। নর্মাল পুলিশের যে ডিউটি পুলিশের সেই নর্মাল ডিউটি এই সি. আর পি., বি. এম. পি., বি. এস. এফ. দিয়ে করানো হচ্ছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স নামেই তো বুঝা যায় এটা বর্ডারের জন্য। এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে আমাকে কেন পিটানো হবে? আমি খাদ্যের আন্দোলন করছি বলে? এই কথাই আমার বুঝতে হবে এবং এই জন্যই আমি বলছিলাম আমাদের ছেলেদের দেওয়া হয় না। এবং যা কিছু নেওয়া হয় ঘুষ দুর্নীতি টপে চরম আকারে হচ্ছে। আমার কাছে লিখেছেন একজন যে আর্মড পুলিশের মধ্যে প্রতাপ সি বলে একজন আছেন—এ্যাডজুটেন্ট আরও কয়েকজন আছে অবনী চক্রবর্ত্তী, হাবিলদার—প্রমোশনের জন্য ২১৮ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদের দিতে হয়। স্যার, আমাকে জানিয়েছেন কেন? ওদের কোন সংগঠন নেই ওদের কোন বক্তব্য রাখার কোন জায়গা নেই; কাজেই বেনামী চিঠি দিতে হয় বেনামী চিঠি দিয়ে জানাতে হয় যে আমরা মরে গেলাম। এবং সেখানে আরও লিখেছেন আর একজন পুলিশ অফিসারের কথা আমি চিনিনা শ্রীউষা ভৌমিক তারও কিছু অংশ আছে। প্রমোশনও আমরা পাব না আমরা ভর্তিও হতে পারব না এবং একজন কনষ্টেবল-এর কাজের জন্য ১০০ টাকা থেকে ৩০০

টাকা এই টাকা না দিয়ে ভর্তি হতে পারবে না। পুলিশ এমন একটি দপ্তর—অন্য দপ্তর সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারেন কারণ মানুষের চোখের সামনে তারা কাজ করছে। যে কোন দপ্তরে মানুষ যায় মানুষের সংগে যোগাযোগ আছে মানুষ বুঝতে পারে মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু পুলিশের ওখানে তো বেয়নেট। কাজেই ওখানে প্রতিবাদ উঠতে পারে না। ওখানে ওরা যা চেয়েছে তাই মেনে নিতে হবে। সেজন্যই তারা আজকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পুলিশ দপ্তরের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে আমরা যারা গরীব পুলিশ নীচের অফিসার আমরা সেখানে কোন বিচার পাই না। এটা ওরা বলেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা এখনও বলছেন যে কমিউনিষ্টদের দমন করার জন্য নাকি আরও সি, আর, পি,র দরকার। (গণ্ডগোল) হ্যাঁ, মেম্বার বলেছেন আমাদের আরও সি, আর, পি, দরকার তোমাদের আন্দোলনকে দমন করবার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি আমার কথা বলছি না। মাননীয় স্পীকার আপনারা টেণ্ডুলকারের গান্ধীজীর জীবনী পড়েছেন। ২ নম্বর ভলিউমে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি মন্তব্য আছে। কার সম্পর্কে করেছেন? আপনারা জানেন বৃটিশ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলে একটি মামলা করেছিলাম। গান্ধীজী যে মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "It seems to me that the motive behind this prosecution is not to kill communism, it is to strike terror. One thing is certain terrorism like plague is lost its terror for the public." গান্ধীজী জীবিত। তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি জীবিত অগণিত মানুষের মধ্যে যে তোমরা যারা কমিউষ্টকে হত্যা করার জন্য এই টেরার ক্রীয়েট করতে চাইছ—টেরার ইজ লষ্ট ইটস টেরর ফর দি পাবলিক। দ্বিতীয় ঐ একই ভলিউমে ১০২ পৃষ্ঠায় গান্ধীজী লিখেছেন "One must speak the truth under shower of bullets, one must ban together in the face of baynets. No cost is too great for purchasing fundamental rights. And on these—there can be no compromise, no parele, no conferences." গান্ধীজী বলেছেন কার সম্পর্কে? বৃটিশ পুলিশ ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস ডিফেণ্ড—স্যার, গান্ধীজী আমাকে শিখিয়েছেন আমার জীবন গান্ধীজীর শিক্ষা থেকেই সুরু করেছি। কি শিখিয়েছেন—ফেইস দি বুলেটস—বেন টুগেদার। একত্রে দল বাঁধ—ফেইস দি বায়নেটস। ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস ডিফেণ্ডেড হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু আমাদের জন্য বলছি না আমি ওদের জন্য বলছি যারা গান্ধীজীর নাম করে এখানে এসেছেন। আমাদের সংগে আসুন সি, আর, পি, মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস কেড়ে নিচ্ছে বি, এম, পি, মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস কেড়ে নিচ্ছে। আসুন আমাদের সংগে। লেট আস ফেইস টুগেদার দি বুলেটস। আসুন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই বুলেটের সামনে দাঁড়াই। আমি সেই আহ্বান রাখছি। আজকে ভারতবর্ষে সর্বত্র এই ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস কেড়ে নিচ্ছে। স্যার, হাই কোর্টে বিনা বিচারে আটক সম্পর্কে মামলা উঠেছিল। আমার এই রাজ্যের মধ্যে বিনা বিচারে আটক আছে। মামলা উঠতেই ভারতের এডভোকেট জেনারেল তিনি বলেছিলেন আইনটা এ্যামেণ্ডেড হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ ফিনিস ইউর স্পীচ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আই উইল ফিনিস ইট উইদিন টু মিনিটস। কি করেছে সেখানে সুপ্রিম কোর্টে মামলা······(গণ্ডগোল) ·····মিসা বে-আইনী। যদি মিসা বে-আইনী হয়ে থাকে তাহলে ছাত্রদের যাদের আটক করা হয়েছিল সমস্ত বে-আইনী বলে তাদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের যাতে আটক রাখা হয় তাদের যাতে ছেড়ে দেওয়া না হয় সেজন্য সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টকে-- সুপ্রিম কোর্টের জাজদের প্রিজুডিস করার জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চেষ্টা করছেন। চিন্তা করতে পারেন—আমরা কেন বলি সেমি-ফেসিষ্ট রাজত্ব। সেমি-ফেসিষ্ট এরা। এখানে গণতন্ত্রের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। এই জন্যই আমার বন্ধুদের বলি যারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান সেমি-ফেসিষ্ট আক্রমণ থেকে আমার দেশের অগণিত মানুষকে রক্ষা করতে চান যারা দেখতে চান যে খাদ্য চাইলে লাঠি পেটা করবে না যারা এই কথা বুঝতে চান খাদ্যের জন্য আন্দোলন করার অধিকার আছে দাবি করার অধিকার আছে সত্যাগ্রহ করার অধিকার মিটিং মিছিল করার অধিকার আছে—সি, আর, পি দিয়ে তাদের দমন করা যাবে না। তারা আসুন আমাদের সংগে। তারা আসুন আর নাই আসুন যাদের প্রতিনিধি হয়ে আমরা এখানে এসেছি তারাই আমাদের সংগে আসবে। আমি জানি আমরা ভিতরে যে কথা বলছি বাইরেও সেই কথাই বলব। বাইরে অগণিত মানুষ আমাদের সংগে বুলেট এবং বেয়নেটকে মোকাবেলার জন্য এবং এই সেমি-ফেসিষ্ট সরকারকে পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত সংকল্পবদ্ধ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য ফেসিষ্ট বলেছেন—ফেসিষ্ট শব্দটা আন-পার্লামেন্টারী···

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— ফেসিষ্ট কেউ বলে নি সেমি-ফেসিষ্ট বলেছি···

মিঃ স্পীকার :—সেমি-ফেসিষ্ট বলেছেন ··

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির নেতৃত্বে কয়েক হাজার শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র খাদ্য, বেকারদের কাজ অথবা বেকারদের ভাতা ইত্যাদি দাবি নিয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে ডেপুটেশান দিতে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব উনি তাদের সংগে দেখা করে আলাপ আলোচনা করবেন···

(ভয়েস—কোন্ সময় দেখা করবেন ?)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—একটা সময় দিন হাজার হাজার মানুষ এসেছে···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—উনারা চিঠি দিয়েছেন ৬টার পর আসবেন আমরা অপেক্ষা করছি যে কোন সময় আসতে পারেন···

Shri Nripendra Chakraborty :—Thank you...

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Monday the 9th April, 1973.

Annexure "A"

STARRED QUESTION NO. 957

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার পানিসাগর ব্লকের এলাকায় গত ১৯৭২ ইং নভেম্বর থেকে ১৯৭৩ইং সনের ফেব্রুয়ারী (২৮.২।৭৩) পর্যন্ত কত টাকার টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে ?

উত্তর

১) মোট ২,১৬,২৯১·০৩ টাকা খরচ হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 938

By Shri Jaduprasanna Battacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত ভূমিহীন কলোনীর অধিবাসী যাহারা দীর্ঘদিন যাবত খাস জমি দখল আবাদ করিয়া বসবাস করিতেছে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তাহারা খোয়াইর এস, ডি, ও,র নিকট কোন আবেদন করিয়াছে কিনা ?

ক) পূর্ব রামচন্দ্রঘাট ভূমিহীন কলোনী

খ) ধলাবিল ভূমিহীন কলোনী

গ) চেবরী ট্রাইবেল ভূমিহীন কলোনী

ঘ) গণকি ভূমিহীন কলোনী

২) আবেদন করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) দরখাস্তটি তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION No. 1157.
By Shri A. Wazid

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় জেলাস্তরের Head Office (বিভিন্ন Deptt.) গুলির কোনটা কোন্ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে ;

২) ইহা কি সত্য যে জেলায় Head Office গুলির ঠিকানা না জানার জন্য জেলা-বাসীগণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন ;

৩) সরকার উক্ত অফিসগুলির ঠিকানা দিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিবেন কি ?

উত্তর

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন বিভাগের জিলাস্তরে দপ্তরসমূহ নিম্নলিখিত সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে :—

কৈলাশহর—১) পঞ্চায়েত ডাইরেক্টরেট

২) এম্পলয়মেন্ট ডাইরেক্টরেট

৩) উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের দপ্তর

৪) ডি, এম, এর সদর দপ্তর।

অন্যান্য বিভাগের জেলাস্তরে কোন কার্য্যালয় নাই।

২) এমন কোন সংবাদ সরকারের নিকট নাই।

৩) প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং দেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION No. 1179.
By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর বিভাগে মাছুলীবাজার উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) উক্ত বাজার উন্নয়নের জন্য কয়েক জন স্থানীয় লোক জমি দান করিয়াছে কিনা ;

৩) ইহা কি সত্য যে জায়গার অভাবে উক্ত এলাকার জনসাধারণ বাজার দিন খুব অসুবিধা ভোগ করে ?

উত্তর

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) হাঁ।

৩) বাজারটির বর্ত্তমান স্থান যথেষ্ট নহে বলিয়া স্থানীয় কতিপয় লোক সংলগ্ন ১ কাণি ৫ গণ্ডা জমি বাজারের জন্য দান করিয়াছেন। উক্ত জমির দখল এখনও নেওয়া হয় নাই। উক্ত জমিকে বাজারের জন্য ব্যবহারযোগ্য করিয়া প্রথমে তৈরী করিতে হইবে।

STARRED QUESTION NO. 1174
By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ধুমাছড়া বাজার গত এপ্রিল মাসে পুড়িয়া গিয়াছে ?

২) দোকান মালিকগণ গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট টিন পাওয়ার দরখাস্ত করিয়া এখন পর্যান্ত টিন পায় নাই—ইহা কি সত্য।

৩) উক্ত বাজারের দোকান মালিকগণ সরকার হইতে ঋণ পাইয়েছ কিনা।

উত্তর

১) না, কিন্তু ১৬—৫—৭০ ইং তারিখে অগ্নি লাগার ফলে বাজারের একাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল।

২) ২০ বাণ্ডেল টিনের জন্য মাত্র একটি আবেদন পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু Quota এর অভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই।

৩) না, কারণ কেহ আবেদন করেন নাই।

STARRED QUESTION NO. 813
By Shri Naresh Ch. Roy.

Will the hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগের কাঞ্চনমালা বাজারে একটি তহশীল অফিস ও একটি V. L. W. সেন্টার খোলার প্রয়োজন সেখানকার জনসাধারণ সরকারের নিকট কোন আবেদন করিয়াছিল কি না ?

২। করিয়া থাকিলে এই বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন আবেদন পাওয়া দৃষ্ট হয় না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1289
By Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে এ যাবৎ শিল্প বিভাগের মারফতে কতটি Power loom ক্রয় করা হয়েছে ?

২। উহার মধ্যে কতটিতে কাজ হচ্ছে ?

৩। বেসরকারী মালিকানায় কতটি Power loom দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ২৪টি।

২। কাজ হচ্ছে না।

৩। ১০টি।

STARRED QUESTION NO. 1304
By Shri Manindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কল্যানপুর বাজার উন্নয়নের জন্য উক্ত বাজার ব্যবসায়ীগণের পক্ষ হইতে কোন আবেদন করা হইয়াছিল কি ? এবং

২। যদি সত্য হয় তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই বাজারটি উন্নয়ন কল্পে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। না

২। সম্ভব হইলে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 1651
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বাজারে দোকান ঘরের ভাড়া কি বাকী পড়েছে, যদি পড়ে থাকে তবে ১৯৭৩ এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ?

২। খরা-দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ঐ বকেয়া ভাড়া মকুব করা হবে কি ?

উত্তর

১। হাঁ। ১১,৪৪৬ টাকা।

২। সরকারের এরকম কোন প্রস্তাব নাই।

STARRED QUESTION NO.953.
By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বন্দোবস্ত ও ভূমিলেখা বিভাগে সার্ভেয়ার, আমিন, কানুনগো এই সব ধরণের ফিল্ড ষ্টাফ্ আছে কি না ?

২। যদি না থাকে তবে এ্যাসিষ্টান্ট সার্ভে অফিসারের মহকুমাতে উক্ত সেট আপ-এ কাদের কাজ দেখা শুনা করেন ?

৩। উক্ত সেট আপ-এ সমস্ত ফিল্ড ষ্টাফ্ নিয়োগের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১) না।

২) এসিষ্টেন্ট সার্ভে অফিসারের পদগুলি maintenance of land records সম্পর্কে S.D.O.-দের সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে ;

৩ Directorate of Settlement & Land Recordsএর স্বাভাবিক কার্যাদির জন্য ঐ ধরণের ষ্টাফের কোন প্রয়োজন নাই বিধায় এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই। কিন্তু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত আরও কিছু কার্যের দায়িত্ব Directorate of Settlementএর উপর দেওয়া সম্পর্কে এক প্রস্তাব ও ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ ধরণের কিছু পদ সৃষ্টির বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1123
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১) ত্রিপুরায় আগত বিনিময়কারী উদ্বাস্তুদের বিনিময়কৃত জমির চুক্তিপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তা চালু হবে ?

৩) ইহা কি সত্য যে কিছু সংখ্যক বিনিময়কারী জমির রেজিষ্ট্রেশন পাইয়াছেন ?

ANSWER

১, ২ ও ৩—বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1120
By Maulana Abdul Latif.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য কৈলাশহর রাঙ্গামাটি রাস্তার জন্য ১৯৬৮ সালের গেজেট নটিফিকেশন অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তির ভূমি একুইজিশন করা হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নাই ?

২) সত্য হইলে আজ পর্যান্ত ঐ রাস্তায় কতজনের L. A. Case এর payment বাকী আছে ?

৩) বাকী লোকেরা উক্ত টাকা চলতি আর্থিক বৎসরে পাইবেন কি ?

ANSWER

১) হাঁা, যেসব ক্ষেত্রে দাবী সম্পর্কে বিরোধ আছে, কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই।

২) এই পর্যান্ত ২৫৩ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ৫১৮ জনকে দেওয়া বাকী আছে।

৩) দাবী সম্পর্কে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যান্ত কোন payment দেওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া এই সম্পর্কে কোন সময়সীমা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 1308
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Honble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

QUESTION

১) বিশালগড় সদর সাউথ ব্লক এলাকাধীন প্রমোদনগর মৌজায় সর্নক্ষয় ও তকতুরমার এলাকায় অচল R. C. C. Well গুলি মেরামত করার জন্য সরকার তরফ হইতে বিবেচনা করা হইবে কি ?

ANSWER

১) হাঁা।

STARRED QUESTION No. 1014
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Community Development Department be pleased to state—

QUESTION

১) সদর দক্ষিণ চড়িলাম তহশীলাধীন লাটিয়াছড়া জে. বি. স্কুলের সংলগ্ন নির্মিত অকেজো R. C C Well মেরামত করা হইয়াছে কি না ?

ANSWER

১) না।

STARRED QUESTION NO. 1240
By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'le Minister-in-charge of the Revenue Settlement Department be pleased so state—

QUESTION

১) সার্ভে সেটেলমেন্ট বিভাগে A D C-র কয়টি পদ বিগত কয়েক বৎসর যাবত খালি আছে কিনা ?

২) থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৩) এইভাবে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকার ফলে এই বিভাগের স্বাভাবিক কাজ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে কিনা ?

ANSWER

১) সার্ভে সেটেলমেন্ট বিভাগে A. D. C. নামে কোন post নাই।

২) এবং (৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1125
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১) গত ১৯৭১ ইং সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ে কমলাসাগর অঞ্চলে কতটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল ;

২) ঐই সাহায্যের হার কি ছিল ;

৩) ত্রিপুরার সর্বত্রই যুদ্ধক্ষতিগ্রস্থদের একই হারে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কি ?

ANSWER

১) ৫৮৭ পরিবার।

২) পরিবার প্রতি ১০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্যান্ত ঐ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩) এই সাহায্য G R. Fund হইতে দেওয়া হয় যাহার উর্দ্ধসীমা ১০০ টাকা পর্যান্ত নির্দিষ্ট আছে এবং ত্রিপুরার সর্বত্রই একই নীতিতে G. R. দেওয়া হয়।

STARRED QUESTION NO. 1205.
By—Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর বিভাগের অম্পিনগর বাজারের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কি কি পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

৩। না থাকিলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। সম্ভব হইলে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই বাজারটির উন্নয়নের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। কোন প্ল্যান এবং এষ্টিমেট এখনও তৈরী করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1236
By—Shri Ajit Ranjan Ghosh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর এস, ডি, ও অফিসের সাব রেজিস্টার পদটি কবে হতে ভেকেণ্ট আছে ?

২। উক্ত পদটিতে লোক Appointment না দেওয়ার কারণ কি ?

৩। পদটি ভেকেণ্ট থাকায় জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে, তাহা সরকার কি অবগত আছেন ?

উত্তর

১। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ ইং তাং হইতে পদটি শূন্য আছে ?

২। পদটি Gazetted ছিল, পরে উহাকে Non-Gazetted করা হয় এবং নতুনভাবে recruitment rules তৈরী করার পর এখনও D. P. C. কর্তৃক কোন নির্বাচন হয় নাই।

৩। অন্য কয়েকটি Sub-Division এর মত এখানেও Sub-Treasury Officer Sub-Registrar এর কাজ করিতেছেন। সুতরাং জনসাধারণের কোন অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নাই এবং অসুবিধা হইতেছে এমন কোন সংবাদ সরকারের কাছে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 1257

By—Shri Mongchalai Mog

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পরও অদ্যাবধি কোন কোন বাজারের চান্দিনা মহল জোতদারের হাতে রহিয়াছে।

২। যদি থাকিয়া থাকে তবে মধ্যস্বত্ব আইন হওয়া সত্বেও ঐ চান্দিয়ানা মহল সরকারী খাসে না আসার কারণ কি এবং

৩। কবে নাগাদ ত্রিপুরা রাজ্যের জোতের অন্তর্গত ঐ সকল চান্দিয়ানা মহল সরকারী খাসে আনা হবে ?

উত্তর

১। সরকারী কোন বাজারের যাহা চান্দিয়ানা মহাল বলিয়া পরিচিত তাহা কোন জোতের উপর অবস্থিত হইতে পারে না, কেবল মাত্র সরকারী জমির উপরই অবস্থিত হয়। জোতের উপর কোন চান্দিয়ানা মহাল নাই।

২। ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে কেবল মাত্র তালুকে অবস্থিত বাজারগুলিই সরকার vest করিয়াছে। জোতের উপর অবস্থিত বাজার Private বাজার বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহা সরকার vest করার কোন প্রশ্ন নাই। চা বাগানের তালুকান্তর্গত বাজার সমূহ এখনও সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ ঐ তালুক সংক্রান্ত জরীপ বন্দোবস্ত কার্য্য এখনও চুড়ান্ত হয় নাই।

৩। প্রশ্নের ১ নং ও ২ নং item এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1259

By—Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের মনুঘাট মৌজায় লম্বা বিলে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। এই ব্যাপারে পুনর্ব্বাসন প্রার্থীদের নিকট হইতে সরকার দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ? এবং

৩। পাইয়া থাকিলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। এই জাতীয় কোন পরিকল্পনা এখনও নাই।

২। হ্যাঁ, ২০ জনের নিকট হইতে একটি যৌথ আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

৩। পুনর্ব্বাসনের জন্য ঐ আবেদন পত্রটি বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1166
By—Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের গোলাবাড়ী হইতে মিলাতলী বাজার পর্যান্ত রাস্তায় এ বছর (১৯৭২-৭৩) যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ চলিতেছিল—তাহা কবে বন্ধ হইয়াছে?

২। বন্ধ হইবার কারণ কি?

৩। কবে পর্যান্ত পুনরায় কাজ চালু হইবে?

৪। উক্ত রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় কালভার্ট কবে পর্যান্ত রাস্তায় বসানো হইবে?

উত্তর

১। ১৯৭৩ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ক্র্যাশ স্কীমের কাজ উক্ত রাস্তায় বন্ধ হইয়াছে।

২। উক্ত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হইয়া গিয়াছিল।

৩। যেহেতু রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাই পুনরায় চালু করার প্রশ্ন উঠে না।

৪। কালভার্ট করার দরকার আছে কি না সেই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট আসে নাই।

STARRED QUESTION NO. 1005
By Shri Abhiram Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১) ১৯৭২-৭৩ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কয়টি টিউবওয়েল, রিংওয়েল জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিতে দেওয়া হইয়াছে?

২) ঐ সময়ের মধ্যে কয়টি অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত করা হইয়াছে?

৩) ১৯৭২-৭৩ইং ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত জিরানীয়া ব্লকে কয়টি deep tube-well বসানো হইয়াছে এবং কোন কোন জায়গায়?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জীরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিতে ১২৪টি টিউবওয়েল ও ১৯টী রিংওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

২) ঐ মাসের মধ্যে ১২৫টি অকেজো টিউবওয়েল ও ২৩টি রিংওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

৩) ১৯৭২-৭৩ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জীরানীয়া ব্লকে ৬টি deep tube-well বসানো হইয়াছে তাহাদের নাম ১) ওয়াখিনগর ২) ধূপছড়া ৩) রামচন্দ্রনগর ৪) বিনন্দ কোবরা ৫) নাগীছড়া ৬) গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনী—

STARRED QUESTION NO. 1332

By Shri . Radharaman Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে অফিসের কাজে এবং Dye House এর কাজের জন্য শিল্প বিভাগের Handloom Section এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিম্ন বর্ণিত ৪টি Bicycle ক্রয় করিয়াছিলেন।

১৯৬২-৬৩ইং সনে ১টা নং Dy-1918 (Hercules)

১৯৬৫-৬৬ইং সনে ১টা নং FN-2796 ,,

১৯৬৭-৬৮ইং সনে ২টা নং ১৬১১১৬ (Hind)

নং ১৬১১১৭ ,,

মোট—৪টা।

বর্তমানে ইহার একটিও stockএ নাই।

২) সত্য হইয়া থাকিলে বর্তমান সরকার ইহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ; দুইটি stockএ আছে, বাকী দুইটি stockএ নাই।

২) যে বাইসাইকেল দুইটি stock ভুক্ত নাই তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1329

By Shri Radha Raman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭০ইং সনে শিল্প দপ্তরের Boiler মেশিনের প্রায় ৯,০০০,০০ (নয় হাজার) টাকা মূল্যের একটি অংশ চুরি হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার এই চুরি যাওয়া মেশিন সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১) বয়লার মেশিনের প্রায় টাঃ ৮,৫০০ মূল্যের কতক যন্ত্রাংশ ১৯৭১ইং সনে চুরি হইয়াছে।

২) বিষয়টি সম্বন্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1124
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Deptt be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অফিস নির্মাণের জন্য কোন বৎসর স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল ?

২) স্থান নির্বাচন করা সত্বেও অফিস নির্মানের কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ ?

৩) একটি বাজারের মধ্যে অফিসের কাজ পরিচালনায় অসুবিধা হয়, ইহা সরকার স্বীকার করেন কি ?

উত্তর

১) বিশালগড় ব্লক অফিস নির্মাণের জন্য মুরাবাড়ীতে ১৯৬৮ইং সনে স্থান নির্বাচন করা চূড়ান্ত হয়।

২) স্থান নির্বাচন ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি করিতে বিশালগড় ব্লকের প্রথম পর্য্যায় কাল অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই। জেলা শাসককে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় Estimate তৈয়ার করিয়া P. D.Wতে পাঠাইতে বলা হইয়াছে।

৩) না।

STARRED QUESTION NO 1066
By Shri Abhiram Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গাঁওসভায় গোলাবাড়ী হইতে গিলাতলী বাজার পর্য্যন্ত ক্র্যাশ প্রোগ্রামে কাজ চালু আছে কিনা ?

২) ইহা কি সত্য বর্তমানে উক্ত প্রোগ্রামের কাজ বন্ধ হইয়াছে ? সত্য হইলে ইহার কারণ ?

৩) উক্ত রাস্তায় কাজ চালু না থাকলে কখন চালু করা হইবে ?

উত্তর

১) না।

২) হ্যাঁ, উক্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ায়।

৩) ঐ রাস্তার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় পুনঃ কাজ করার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1067

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কৃষ্ণপুর গাঁওসভার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়ায় সবগুলি রিংওয়েল মেরামত করা হইয়াছে সবটিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

২) উক্ত গাঁওসভার সাগা টীলার যে রিং ওয়েল দেওয়া হইয়াছিল জল না পাইয়াই Completion report দিয়া বিল নেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 1117

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Public Relations & Tourisms Department be pleaesed to state :—

প্রশ্ন

১) প্রচার বিভাগ থেকে নিজ মণ্ডপের জন্যে এই বছর শিশু উদ্যানে প্রদর্শনা মেলাতে মাটির পুতুল কিনার জন্য কোন টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল কি ?

২) দেওয়া হইয়া থাকিলে কি হারে প্রতি মাটির পুতুলের দাম দেওয়া হইয়াছিল ?

৩) কাহার নিকট হইতে এই মাটির পুতুল কেনা হইয়াছিল ?

উত্তর

১) কোন পুতুল কেনা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 1065
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) **Crash Water Supply Scheme এ কোন কোন স্থানে Deep Tube-well করা হইতেছে ?**

উত্তর

১) Crash Water Supply Scheme এ যে যে স্থানে Deep Tube-well করা হইতেছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল –

১) মোহনপুর— ১
২) সোনামুড়া— ২
৩) গান্ধিগ্রাম— ১
৪) দক্ষিণ চড়িলাম— ১
৫) বিশালগড়— ১
৬) গান্ধিস্কুল— ১
৭) আমতলী— ১
৮) বুদ্ধিনগর — ১
৯) যোগেন্দ্রনগর— ১
১০) কাতলামাড়া— ১
১১) উড়াবাড়ী – ১
১২) কামালঘাট— ১
১৩) বিশ্রামগঞ্জ— ১
১৪) বাগমা ১
১৫) চন্দ্রপুর— ১
১৬) সেকেরকোট— ১
১৭) মোহনপুর— ১
১৮) পূর্ব প্রতাপগড়— ১
১৯) বড়কাঠালিয়া— ১

UNSTARRED QUESTION NO.—1293
By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleaed to state.

প্রশ্ন

১) বিগত পাঁচ বৎসরে মোট কত জনকে Industry loon দেওয়া হয়েছে এবং

২) কে কে এ loon পেয়েছেন এবং কত টাকা করে তার হিসাব ?

উত্তর

১) বিগত পাঁচ বৎসরে (১৯৬৭-৬৮ হইতে ১৯৭১-৭২ সাল পর্য্যন্ত) ৩৪ জন ব্যক্তিকে পাঁচটি অংশিধারী সংস্থাকে এবং ১৫টি সমবায় সমিতিকে শিল্প ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২) ঋণ প্রাপকদের নাম এবং প্রত্যেকে কত টাকা করিয়া ঋণ পাইয়াছেন তাহা সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE.

Industrial loan paid under State Aid to Industries Rules/Rural Industries Project, North Tripura/Handloom Development Scheme.

Sl. No.	Name of Loanee	Amount
1.	Shri Lalit Mohan Banik, Banamalipur, Agartala.	Rs. 15,000/-
2.	Shri Bimal Behari Bhowmik, Badarghat, Arundhutinagar.	Rs. 1,500/-
3.	Shri Harekrishna Roy, Katlamara, Simna.	Rs. 2,000/-
4.	Shri Surendra Chandra Das, Joynagar, Agartala.	Rs 8,000/-
5.	Shri Jageswar Sarkar, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 30,000/-
6.	Shri Sudhangshu Mohan Dutta, Melarmath, Agartala.	Rs. 25,000/-
7.	Shri Abinash Gope, East Barjala, Nutannagar, Agartala.	Rs. 5,000/-
8.	Shri Sunil Kumar Das, Ramnagar, Agartala.	Rs. 3,000/-
9.	Shri Nityananda Ghatak, Ramnagar, Agartala.	Rs. 10,000/-
10.	Shri Sachindra Kr. Basu Barman, Sonamura, Tripura.	Rs. 7,500/-
11.	Shri A. M. Roy, Industrial Estate, Udaipur.	Rs. 20,000/-
12.	Shri Ramendra Narayan Roy, Motorstand, Agartala.	Rs. 10,000/-
13.	Shri Samar Ranjan Saha, Bordwali, Arundhutinagar, Agartala.	Rs. 10,000/-
14.	Shri Narayan Ch. Sutradhar, Dhasamighat, Agartala.	Rs. 1,000/-
15.	Shri Ratiranjan Bhowmik, Jirania, Tripura.	Rs. 2,000/-
16.	Shri Nepal Ch. Deb, Industrial Estate, Arundhutinagar.	Rs. 5,000/-
17.	Shri Ranjit Kr. Majumder, Krishnanagar, Agartala.	Rs. 5,000/-
18.	Shri Satish Ch. Saha, Town Pratapgarh, Agartala.	Rs. 5,000/-
19.	Shri Bhupendra Ch. Chakraborty, Ishan Chandrapur, Tripura.	Rs. 5,000/-

1	2	3
20.	Shri Sashi Mohan Saha, Sibnagar, Agartala.	Rs. 3,000/-
21.	Shri Ambika Singh, Dhaleswar, Agartala.	Rs. 5,000/-
22.	Shri Radhakrishna Deb Barma, Sidhai, Tripura.	Rs. 15,000/-
23.	Shri Kshirode Lal Roy, Motor Stand, Agartala.	Rs. 10,000/-
24.	Shri Monoranjan Roy Choudhury, Central Road, Agartala.	Rs. 5,000/-
25.	Shri Surendra Krishore Bhattacherjee, Hirapur, Udaipur.	Rs. 5,000/-
26.	Shri Pyari Mohan Bhakta Choudhuri, Hari Ganga Basak Road, Agartala.	Rs. 12,000/-
27.	Shri Jyotish Ch. Chakrabory, Hari Ganga Basak Road, Agartala.	Rs. 2,000/-
28.	Shri Haridas Choudhury, Old Post Office Road, Dharmanagar.	Rs. 15,000/-
29.	Shri Prafulla Bhattacherjee, Mohanpur, Tripura.	Rs. 1,000/-
30.	Shri Pachu Gopal Choudhury, Panichouki Bazar.	Rs. 2,000/-
31.	Shri Rakhes Ranjan Dutta Choudhury, Baligang.	Rs. 6,000/-
32.	Shri Dina Bandhu Singh, Kailashahar.	Rs. 5,000/-
33.	Shri Z. B. K. Rankhal, Ambasa, Kamalpur, Tripura.	Rs. 5,000/-
34.	Shri Jagadish Ch. Bhowmik, Central Road, Agartala.	Rs. 20,000/-
35.	M/S. Tripura Span Pipe Co., Arundhutinagar, Agartala.	Rs. 25,000/-
36.	M/S. Thirthamayee Alluminium Products, Netaji Subhash Road, Agartala.	Rs. 15,000/-
37.	M/S. Tripura Veneers, Arundhutinagar.	Rs. 15,000/-
38.	M/S. Badal Fruits Products Co., Industrial Estate, Arundhutinagar.	Rs. 25,000/-
39.	M/S. Tripura Glass Works, Industrial Estate, Agartala.	Rs. 41,000/-

1

40.	M/S. Taranagar Siban Silpa Samabay Samity.	Rs. 3,200/.
41.	M/S. Multi Industrial Co-op. Society Ltd,- Agartala	Rs. 30.000/-
42.	M/S. Tantubaya S. S. Ltd, Purba Pratapgarh.	Rs. 5,972/-
43.	M/S. Sarbamangal Tant S. S. S. Ltd., Mohanpur.	Rs. 16.000/-
44.	M/S. Jolaibari Tant Silpa S. S. Ltd,, Jolaibari.	Rs. 1,500/-
45.	M/S. Uttar Brajapur Tant-O-Ranjan Ltd., Bishalgharh.	Rs. 12,725/-
46.	M/S. Sachindranagar W. C. S. Ltd. Birendranagar.	Rs. 9 385/-
47.	M/S. Dudpatil T. S. S. Ltd., Ranirbazar.	Rs. 8,875/-
48.	M/S. Bhowliabasti Tant-O-Charka S. S. S. Ltd.	Rs. 5,000/-
49.	M/S. Radhanagar Manipuri Mahila S. S. Ltd., Agartala.	Rs. 2,000/-
50.	M/S. Abhoynagar Meiteiyoury S. S. S. Ltd. Abhoynagar.	Rs. 2,000/-
51.	M/S. Tripura Samabaya Nari Silpa Pratisthan Ltd., Krishnanagar.	Rs. 2,000/-
52.	M/S. Puratan Boarding Manipuri Mahila S. S. P. Ltd. Agartala.	Rs. 2,000/-
53.	M/S. Katuni Bayan Silpa Samabaya S. Ltd., Chakmaghat.	Rs. 4,000/-
54.	M/S. Purbanchal Tant-O-Ranjan S. Ltd. Ranirbazar.	Rs. 1,000/-

UNSTARRED QUESTION NO. 311

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া ব্লকে ১৯৭২ ইং ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ কয়টা নূতন টাউবওয়েল এবং রিং ওয়েল কোন্ কোন্ গাঁওসভায় দেওয়া হয়েছে এবং কয়টা অকেজো টাউবওয়েল ও রিং ওয়েল মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

১) সোনামূড়া ব্লকে গত ১লা এপ্রিল ১৯৭২ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত নূতন রিং ওয়েল ও টাউবওয়েল যাহা করা হইয়াছে এবং যতগুলি অকেজো টাউব-ওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত ও সংস্কার করা হইয়াছে তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব এতৎসহ দেওয়া গেল।

Sl. No.	Name of Gaon Sabha	No. of Ring-well constructed from 1st April, 1972 to 31st December, 1972.	No. of Ring-well repaired from 1.4.72. to 31.12.72	No. of tube-well sunk from 1.4.72 to 31.12.72.	No. of tube-well Re-sunk from 1.4.72. to 31.12.72.
1.	Khedabari	—	1	1	2
2.	Bejimara	—	—	1	4
3.	Melaghar	—	—	1	6
4.	Nalchar West	—	—	2	2
5.	Nalchar East	—	—	2	2
6.	Dhanpur	—	1	2	4
7.	Chandul	—	1	—	1
8.	Maheshpur	—	—	1	4
9.	Durlavnarayan	—	2	1	1
10.	Grantali	—	—	2	4
11.	Kulubari	1	—	2	1
12.	Bardwal	—	—	3	1
13.	Jumerdhepa	1	2	—	4
14.	Bagabasa	—	—	2	2
15.	Kalshimura	—	—	4	1
16.	N. C. Nagar	—	—	2	11
17.	Sovapur	1	2	3	6
18.	Chowmohani	—	2	2	3
19.	Aralia	—	—	2	—
20.	Valuarchar.	2	3	—	3
21.	Taksapara	1	2	2	3
22.	Telkajla	—	—	1	—
23.	Nidaya	—	—	2	1
24.	Paharpur	1	—	—	3
25.	Boxanagar	—	—	2	—
26	Chandighar	1	1	1	2
27.	Rudijala	1	—	2	2
28.	Birampur	—	—	1	—
29.	Rahimpur	—	—	3	2
30.	Kalamchoura	1	2	1	1
31.	Anandanagar	—	—	1	2
32.	Khashchoumohani	—	—	1	1
33.	Birendranagar	—	—	2	3
34.	Kathalia	—	—	2	—
35.	Matinagar	—	—	2	3
		10	19	56	85

UNSTARRED QUESTION NO. 841
By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত যে সমস্ত রাস্তা ১৯৭২ সালে টেষ্ট রিলিফ ও ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরী হইয়াছে সেই রাস্তাগুলি P. W. D. অধীনে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে সমস্ত রাস্তা আছে কেবল মাত্র সেইগুলি P. W. D.তে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে
টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে গ্রামে যে সমস্ত সংযোগ পথ তৈয়ার হয় তাহার মান সাধারণ মান থেকে নিচু বিধায় ঐ সব পথ P.W.D. কে হস্তান্তরিত করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনায় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 962
By Shri Manindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা তেলিয়ামুড়া ব্লকএর আওতায় পানীয় জলের জন্য ১৯৭২ ইং সালে কতটী টাউবওয়েল ও রিংওয়েল বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া ব্লকএ পানীয় জলের জন্য ১৯৭২ইং সালে ৩৫টী টাউব-ওয়েল এবং ৮টী রিং ওয়েল বসানো হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 960
By Shri Radha Raman Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের মোহনপুর ব্লকে ১৯৭২-৭৩ সালে কতগুলি টাউবওয়েল এবং রিংওয়েল বসানো হইয়াছে ?

২) এর মধ্যে কতগুলি চালু আছে ?

উত্তর

১) ৪৯টী টাউবওয়েল ও ৬টি রিংওয়েল বসানো হইয়াছে।

২) সমস্তগুলিই চালু আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 32
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State .—

প্রশ্ন

১) **আগরতলা শহরে গত ১০ বছরে যাদের খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও জমির পরিমান ; এবং**

২) **উহাদের মধ্যে সরকারী অফিসারের সংখ্যা কত ?**

উত্তর

১) আগরতলা শহরে গত ১০ বৎসরে যাদের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম ও জমির পরিমান এইরূপ (Names of allotee and areas of land allotted are as under).

	নাম	জমির পরিমাণ
১)	শ্রীবিধুভূষণ দে	০.০৫০ একর
২)	সেক্রেটারী বীরেন্দ্র ক্লাব	০.০৫৫ ,,
৩)	শ্রীশঙ্কর গাঙ্গুলী	০.১৮৩ ,,
৪)	শ্রীভারত চন্দ্র দে	০.১১৯ ,,
৫)	শ্রীমতী শান্তি প্রভা দেবী	০.১০৪ ,,
৬)	শ্রীহরিহর দাস	০.১৬৪ ,,
৭)	শ্রীমতী পুতুল রাণী দত্ত	০.১৬৫ ,,
৮)	শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য	০.০৮১ ,,
৯)	শ্রীমতী রেনুকা দেবী	০.১০৫ ,,
১০)	শ্রীকান্তি রঞ্জন ঘোষ রায়	০.১১৯ ,,
১১)	শ্রীপুলিন বিঙারী গুপ্ত	০.৫২০ ,,
১২)	শ্রীমতী নিরুপমা দত্ত	০.১৫৩ ,,
১৩)	শ্রীজিতেন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা	০.৬৯৫ ,,
১৪)	শ্রীযোগেশ চন্দ্র দে	০.০১৫ ,,
১৫)	শ্রীমতী হিরন পাল	০.১০৬ ,,
১৬)	,, আশালতা পাল	০.০৮৪ ,,
১৭)	,, সুশীলা কর	০.০৮৬ ,,
১৮)	,, দেববালা রায়	০.০৯৩ ,,
১৯)	,, সরোজনি দেবী	০.০৮৪ ,,
২০)	,, হেমলতা দেবী	০.০৯৭ ,,
২১)	,, উমা দেবী	০.১০৩ ,,

নাম	জমির পরিমাণ
২২) শ্রীমতী হরিদাসী আচার্য্য	০'২২২ -
২৩) „ বকুল রাণী দেবী	০'০৯৫ „
২৪) „ লাবণ্য প্রভা দেবী	০'১০৮ „
২৫) „ বিন্দুবাসিনী দেবী	০'১১০ „
২৬) শ্রীদুর্গেশ চন্দ্র দেব	০'০৮৪ „
২৭) ত্রিপুরা হোল সেল কনজিউমার কোঃ লিঃ মিঃ	০'১২২ „
২৮) ঐ	০'১২২ „
২৯) শ্রীবীরেন্দ্র কুমার সাহা	০'০৫৫ „
৩০) „ নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	০'১৮১ „
৩১) „ প্রফুল্ল কুমার দাস	০'১২০ „
৩২) „ সি, আর, পাল	০'০৭৫ „

২) ইহাদের মধ্যে ৪ জন সরকারী কর্মচারী আছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 314

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

1) Whether Tripura Bar Association recently demanded any reduction of Court Fee value in view of the poor economic condition of the people of Tripura and proposed to introduce new Court fees and stamps repeating the present Assam Court fees and Stamps Act.

2) If so, whether the Govt. is considering the matter ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশন কর্তৃক এই সম্পর্কে গৃহীত একটি প্রস্তাবের প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হওয়া দৃষ্ট হয়।

২) সরকারের এই সম্পর্কে কোন বিবেচনা করার প্রস্তাব নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 968

By Shri Manindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্লক আণ্ডারে কোন্ কোন্ গাঁওসভায় টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু আছে ?

২) এবং প্রত্যেক প্রজেক্টে কতজন শ্রমিক কাজ করেন ? প্রজেক্ট ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে নিম্নলিখিত গাঁওসভায় টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু আছে :—

ক) লক্ষ্মীপুর গাঁওসভা
খ) গোকুলনগর গাঁওসভা
গ) নুনাছড়া গাঁওসভা
ঘ) তেতৈয়া গাঁওসভা
ঙ) গঙ্গানগর গাঁওসভা
চ) কর্ণমুনিপাড়া গাঁওসভা
ছ) তৈছিংগ্রাম গাঁওসভা
জ) উত্তর পুলিনপুর গাঁওসভা
ঝ) কৃষ্ণপুর গাঁওসভা
ঞ) পশ্চিম করকরী গাঁওসভা
ট) ঘিলাতলী গাঁওসভা
ঠ) রাধারামছড়ি গাঁওসভা
ড) দুর্গাপুর গাঁওসভা
ঢ) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাঁওসভা
ণ) মধ্য কল্যাণপুর গাঁওসভা

২। প্রজেক্ট ভিত্তিক কতজন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করেন তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রজেক্টের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
ক) লক্ষ্মীপুর গাঁওসভা অধীন আসাম—আগরতলা রাস্তার ৩২/২ মাইল পোষ্ট হইতে ব্রজেন্দ্র দেববর্মাপাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ--	৩৫ জন
খ) উত্তর গোকুলনগর গাঁওসভা অধীন হরিমোহন দেববর্ম্মা পাড়ায় পাট ভিজানের জলাশয় নির্ম্মাণ—	৩৫ জন
গ) নুনাছড়া গাঁওসভা অধীন দাগ্রামবাড়ী হইতে কালীচরণ বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ—	৩০ জন
ঘ) তেতৈয়া গাঁওসভা অধীন গঙ্গানগর এলাকায় রামপ্রসাদপাড়া হইতে রকদা রিয়াং পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ—	৩০ জন
ঙ) গঙ্গানগর গাঁওসভা অধীন আসাম—আগরতলা রাস্তার ১৬ মাইল পোষ্ট হইতে উলেমছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ—	৩০ জন

প্রজেক্টের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
চ) কর্ণমনি গাঁওসভা অধীন গঙ্গানীর এলাকায় বুধজয়পাড়ায় (বিশ্বরামপাড়া) মৎস্য চাষ ও পানীয় জলের জন্য লুঙ্গাতে খুনন ও বাঁধ নির্মাণ কার্য্য—	৪৫ জন
ছ) গঙ্গানগর গাঁওসভা অধীন নবকুমার পাড়াতে মৎস্য চাষ পানীয় জলের জন্য বাঁধ নির্মাণ—	২৫ জন
জ) তুইচিং গ্রাম গাঁওসভা অধীন উত্তর প্রমোদনগর খাল খুনন—	৬০ জন
ঝ) উত্তর পুলিনপুর গাঁওসভা অধীন মদনসুন্দর পাড়া হইতে তুক্ষি পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ—	৮৩ জন
ঞ) উত্তর পুলিনপুর গাঁওসভা অধীন তুক্ষি জমাদার-পাড়ার বাঁধ হইতে মোহর বাড়ী পর্য্যন্ত খাল খনন—	৭৫ জন
ট) কৃষ্ণপুর গাঁওসভা অধীন নয়নপুর হইতে বুলুছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ—	৮৫ জন
ঠ) সর্দু করকরী গাঁওসভা অধীন হাওয়াইবাড়ী হইতে চুড়ামনি রুপিনী জুনিয়র বেসিক স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ—	২৫ জন
ড) ঘিলাতলী গাঁওসভা অধীন চলিতাতলী উদ্বাস্তু কলোনীতে একটি পাট ভিজানের জলাশয় নির্মাণ—	২৫ জন
ঢ) দক্ষিণ পুলিনপুর গাঁওসভা অধীন তুইচাকমাতে তুইচিন্দ্রাই ছড়ার উপর বাঁধ নির্মাণ—	৪২ জন
ণ) দক্ষিণ পুলিনপুর গাঁওসভা অধীন পুরাণ হলদিবাড়ী হইতে তুইচিন্দ্রাই সিনিয়র বেসিক স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ—	৩৫ জন
ত) রাধারাম বাড়ী গাঁওসভা অধীন আসাম—আগরতলা রাস্তার ২৭ মাইল পোষ্ট হইতে রামকানাই পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ—	৫৫ জন
থ) দুর্গাপুর গাঁওসভা অধীন বড়ছড়া ভূমিহীন কলোনীতে ২টি পাট ভিজানের জলাশয় নির্মাণ	৩৫ জন
দ) তুইচিংগ্রাম গাঁওসভা অধীন দক্ষিণ প্রমোদনগরে ২টি পাট ভিজানের জলাশয় নির্মাণ—	২৮ জন
ধ) দক্ষিণ তুইচিংগ্রাম গাঁওসভা অধীন মঙ্গল দেববর্ম্মা বাড়ীর রবিচন্দ্র দেববর্মা পাড়ায় ২টি পাট ভিজানের জন্য জলাশয় নির্মাণ—	৩৫ জন

ন) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাঁওসভা অধীন আখড়াবাড়ী কলোনীতে রাখালচন্দ্র দাসের বাড়ীর নিকট পাট ভিজানের জন্য জলাশয় নির্মাণ— ৩৫ জন

প মধ্য কল্যাণপুর গাঁওসভা অধীন মধ্য কল্যাণপুর ভূমিহীন কলোনীতে পাট ভিজানের জন্য জলাশয় নির্মাণ -- ৫৫ জন

UNSTARRED QUESTION NO. 1260

By Shri Purna Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগের ছোট বারমছড়া বিপ্লব কলোনীতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। এই ব্যাপারে পুনর্বাসন প্রার্থীদের নিকট হইতে সরকার কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কি ? এবং

৩। পাইয়া থাকিলে কি ঐ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হাঁ, (বিপ্লব কলোনী বলিয়া কোন কলোনী সরকার স্থাপন করেন নাই) ;

২। হাঁ, ২৪ জন উপজাতি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ১টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

৩। এলটমেন্ট যোগ্য ভূমি পাওয়া গেলে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে এলটমেন্ট দেওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1162

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নামজারী ও ভূমি বন্দোবস্তের আইনগত ক্ষমতা জরিপ বিভাগ হইতে জিলা প্রশাসনের হাতে হস্তান্তর হবার পূর্ব পর্যন্ত কত নামজারী ও ভূমি বন্দোবস্তের আবেদন জমা ছিল তার সংখ্যা ;

২। জেলা প্রশাসনের হাতে এই কাজের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কতগুলি আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে ; তার সংখ্যা ;

৩। উক্ত কাজের জন্য জেলা প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী আছে কি না ?

উত্তর

১।
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

UNSTARRED QUESTION NO. 1043.
By **Samar Choudhury, M. L. A.**

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

1. The average annual earning of factory workers in Industries of Tripura from 1970-72. Year wise break up ?

ANSWER

1. The amounts of average annual earning of the factory workers in Industries of Tripura from 1970 to 1971 with year-wise break up are given in the annexure. The figures of 1972 are under collection by the Labour Department.

ANNEXYURE

Sl. No.	Industry.	Year.	Average annual earning of worker.
1	2	3	4
1.	Mfg. of Diary products.	1970	Rs. 1,420.43 paise
2.	Letter press Lithographic and book binding.	—do—	Rs.4,538 05 ,,
3.	Motor Vehicles.	—do—	Rs. 1,375.00 ,,
4.	Others (Public Sector).	—do—	Rs. 1.35.00 ,,
5.	Electricity light and power.	—do—	Rs. 2,493.06 ,,
6.	Cotton ginning and bailing.	—do—	Rs. 219.29 ,,
7.	Rice Mills.	—do—	Rs. 1,511.85 ,,
8.	Tea Factories	—do—	Rs. 641.32 ,,
9.	Cold Storage.	—do—	Rs. 2,332.02 ,,
10.	Saw Mills.	—do—	Rs. 2,202.75 ,,
11.	Matches.	—do—	Rs. 486.06 ,,
12.	Petroleum, Pumping filling and storage.	—do—	Rs. 4,950.00 ,,
13.	Others (Private Sector).	—do—	Rs. 8C0/- ,,
14.	General and Jobing Engineering.	—do—	Rs. 1,034.87 ,,
15.	Mfg. of Diary products.	1971	Rs. 1,759.00 ,,

16.	Printing and publishing of periodicals books, journals atlases, maps and sheet music directories, etc.	—do—	Rs 5,036.00 „
17.	Mfg. of wooden furniture and fixtures.	—do—	Rs. 743.50 „
18.	Mfg. of products of petroleum not elsewhere classified.	—do—	Rs. 1440.0 „
19.	Mfg. of hand tools and general hard-ware.	—do—	Rs. 1,397.00 „
20.	Generation and transmission of electric energy.	—do—	Rs. 1,907.00 „
21.	Cotton ginning, cleaning and bailing.	—do—	Rs. 94.03 „
22.	Canning and preservation of fruits and vegetables.	—do—	Rs. 787.(Seaonal)
23.	Grain Mill products.	—do—	Rs. 413.00 „
24.	Tea processing.	—do—	Rs. 810.85 „
25.	Mfg. of Ice.	—do—	Rs. 1,071.05 „
26.	Mfg. of Matches.	—do—	Rs. 302.04 „

UNSTARRED QUESTION NO. 1167
By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্লকের কৃষ্ণপুর গাঁওসভায় কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল (১৯৭২-৭৩) মেরামত করা হইয়াছে।

২) উক্ত গাঁওসভার সাহা টিলার রিংওয়েল মেরামতের পরও ভাঙ্গিয়া যাওয়ার খবর সরকার জানেন কি ?

৩) উক্ত গাঁওসভায় ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কয়টি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল ভাল অবস্থায় ছিল ?

উত্তর

১। ৭টি টিউবওয়েল পুনঃ খনন ও ৭টি টিউবওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

২) ইহা সত্য নহে। সাহা টিলার রিংওয়েলটি এখনও মেরামত করা হয় নাই। বস্তুতপক্ষে ঐ রিংওয়েলটিকে বিশেষ ভাবে মেরামত করার জন্য এষ্টিমেট তৈরী করা হইতেছে।

৩) ১৮টি টিউবওয়েল এবং ৭টি রিংওয়েল ভাল অবস্থায় ছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 216.

By Shri Bhadramani Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to State :—

১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কতটি নূতন রিংওয়েল ও টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

এখনো রিংওয়েল ও Tube Well বসানো হয় নাই ত্রিপুরায় এমন গ্রাম আছে কি? থাকিলে তাহার সংখ্যা কত?

১) ১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বসানো নূতন টিউবওয়েল ও রিংওয়েল এর মহকুমাভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

মহকুমার নাম	রিংওয়েল সংখ্যা	টিউবওয়েল সংখ্যা
১) উদয়পুর—	৪	৪২
২) সাব্রুম—	৮	৭৯
৩) অমরপুর—	৭	৪
৪) বিলোনীয়া—	৭	২১
৫) সদর—	৩৯	১৫২
৬) সোনামুড়া—	২	২৯
৭) খোয়াই—	১৩	৬৪
৮) ধর্মনগর—	২১	১৮
৯) কৈলাশহর—	৩২	২৬
১০) কমলপুর—	৩	১৮
	১৩৬	৪৭১

২) হ্যাঁ ৫৭২টী সেন্সাস গ্রাম।

UNSTARRED QUESTION NO. 276

By Shri Bidya Chandra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ও ১৯৭৩ ইং সনে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে মধ্য কল্যাণপুর পূর্ব্ব কল্যাণপুর, উত্তর পুলিনপুর কৃষ্ণবন, রামদয়াল মৌজা, দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট, আমড়া ও গয়ামণি মৌজার গাঁওসভাগুলি হইতে পানীয় জলের জন্য কতটি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল চাওয়া হইয়াছিল এবং গাঁওসভার কতটি দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১) ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সনে তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে মধ্য কল্যাণপুর, পূর্ব কল্যাণপুর, উত্তর পুলিনপুর কুঞ্জবন, রামদয়াল মৌজা, দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট আখড়া ও গয়ামণি মৌজার গাঁওসভাগুলি হইতে পানীয় জলের জন্য কোন রিংওয়েল ও টিউবওয়েল চাওয়া হইয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য সরকারের নিকট নাই। তবে উক্ত সনে উক্ত গাঁওসভাগুলির মধ্যে পূর্ব কল্যাণপুরে (কমলনগর) ৪টা টিউবওয়েল ও ৩টা রিংওয়েল, কুঞ্জবনে ১টা রিংওয়েল, রামদয়াল বাড়ীতে টা রিংওয়েল, দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাটে ১টা রিংওয়েল, গয়ামণি বাড়ীতে ১টা টীউবওয়েল ও উত্তর পুলিনপুরে ২টি টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 925.
By Sri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে গত ১৯৭২-৭৩ সালে কতটি টীউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

২) টিউবওয়েল বসানোর জন্য কাকে ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

১) ৭টী টীউবওয়েল ও ২টী ডিপ টীউবওয়েল বসানো হইয়াছে।

২) ৪টি টীউবওয়েল বসানোর জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম প্রধানদের ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছিল। তিনটী টীউবওয়েলের কাজ ডিপার্টমেন্ট নিজেই করিয়াছেন।

২টী ডিপ টীউবওয়েলের ঠিকাদারী আগরতলা সূর্য্য রোডের দিলীপ রঞ্জন সাহাকে নিম্নতম টেণ্ডার রেইটে যথারীতি টেণ্ডার ডাকিয়া বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 1317
By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকে ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত কয়টি টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল দেওয়া হইয়াছে ?

২। তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। জিরানীয়া ব্লকে ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ পর্যান্ত ২৭ টি টিউবওয়েল ও ২৬টি রিং ওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

২। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

বৎসর	টিউব ওয়ে	রিং ওয়েল
১৯৬৬—৬৭	২১	—
১৯৬৭—৬৮	৩৯	—
১৯৬৮—৬৯	১২	৫
১৯৬৯—৭০	৪০	৭
১৯৭০—৭১	৩৪	৭
১৯৭১—৭২	৬৪	৬
১৯৭২—৭৩	৬০	৬
(১৫ই মার্চ পর্যান্ত) মোট—	২৭০	২৬

UNSTARRED QUESTION NO 1265
By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরাতে ৩ হাজার ৩ শত ১২টী গ্রামকে "সমস্যা" গ্রাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

২। এই গ্রাম সমূহের কয়টিতে পানীয় জল সরবরাহের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর

১। এই রকম কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 24.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৮ মাসে পানীয় জলের জন্য কোন কোন মহকুমায় কতটী রিংওয়েল এবং টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২। এখনোও মোট কতটী Ring wells এবং Tube-wells অকেজো আছে তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসেব ?

উত্তর :

১। ও ২। —বিশদ বিবরণ সঙ্গে দেওয়া গেল।

মহকুমার নাম-		গাঁওসভার নাম	খনন করা টিউবওয়েলের সংখ্যা	তৈয়ারী রিংওয়েলের সংখ্যা	অকেজো টিউব-ওয়েলের সংখ্যা	অকেজো রিং-ওয়েলের সংখ্যা
সদর	১।	বিশালগড়	১২	১	১৪	৫
	২।	প্রতাপগড়	৫	৩	৭	৪
	৩।	আনন্দনগর	—	১	৬	১
	৪।	গোলাঘাটী			১	১
	৫।	লক্ষীবিল	৩	—	১	১
	৬।	পেনবাবজলা	১	—	১	১
	৭।	রাংগাপানীয়া	—	—	৪	১
	৮।	উত্তর চড়িলাম	—	—	৩	৪
	৯।	দক্ষিণ চড়িলাম	৩	—	১	২
	১০।	বাম নগর	১	—	৬	২
	১১।	কৃষ্ণকিশোর নগর	৩	—	৬	৩
	১২।	কমলা সাগর	১	—	২	৩
	১৩।	বড়জলা	৪		৪	২
	১৪।	আমতলা	—	—	২	২
	১৫।	অমরেন্দ্র নগর	—		৫	২
	১৬।	প্রভাপুর			৬	১
	১৭।	আনন্দনগর	৩	৪	৫	৩
	১৮।	বিক্রমনগর	৩	—	২	২
	১৯।	টাকারজলা	৩	—	১১	৬
	২০।	বাধারঘাট	৫	২	৮	২
	২১।	গকুলনগর	—	—	৬	২
	২২।	ঘনিয়া মুড়া	১	—	৮	২
	২৩।	মধুপুর	৬	১	৩	২
	২৪।	মধ্য ঘনিয়ামুড়া	—	—	৩	২
	২৫।	মধুবন	—	—	৩	২
	২৬।	জম্পুইজলা	৩	—	৩	৩
	২৭।	খয়েরপুর	৪	—	৪	—
	২৮।	মজলিশপুর	৫	—	৩	২
	২৯।	লক্ষীপুর	১০	—	৪	১
	৩০।	বেলবাড়ী	৩		২	—
	৩১।	পূর্ব দেবেন্দ্রনগর	২	—	৩	২
	৩২।	Jiranik Khala	২	—	২	১
	৩৩।	জয়ন্তনগর	১	—	—	১
	৩৪।	বঙ্কিমনগর	২	—	৩	
	৩৫।	বুদ্ধনগর	১	—	২	—
	৩৬।	মাধাত	২	—	১	২
	৩৭।	বড় বড়জলা	২	—	৩	৩

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৮।	শিবনগর	৭	—	—	৩
৩৯।	দীনবন্ধুনগর	২	—	৫	—
৪০।	পূর্ব্ব নোয়াগাঁও	১	—	৫	—
৪১।	ওকিনগর	৩	—	—	—
৪২।	চাম্পামুড়া	—	—	৩	১
৪৩।	মেখলি পাড়া	—	—	৩	২
৪৪।	রাধাকিশোরপুর	৪	—	২	২
৪৫।	তুলাকোনা	—	—	৪	১
৪৬।	রাধাপুর	—	—	৪	—
৪৭।	পাটনি	—	—	—	১
৪৮।	রামচন্দ্রনগর	—	—	৪	--
৪৯।	রগুদাসবাড়ী	—	—	২	—
৫০।	চম্পকনগর	২	—	২	—
৫১।	রাধামোহনপুর	—	—	১	১
৫২।	কাঁথিরাম	—	—	—	—
৫৩।	আশিগর	—	—	—	—
৫৪।	পশ্চিম বড়জলা	—	—	১	১
৫৫।	জয়নগর	১	—	২	২
৫৬।	ইন্দ্রনগর	৭	—	১	১
৫৭।	কুঞ্জবন	১	—	—	২
৫৮।	লঙ্কামুড়া	৫	—	১	৩
৫৯।	বড়জলা	৫	—	—	৬
৬০।	সিঙ্গারবিল	২	১	—	২
৬১।	নরসিঙ্গগড়	২	—	—	১
৬২।	গান্ধীগ্রাম	২	২	২	৩
৬৩।	কলকলিয়া	৬	১	২	৩
৬৪।	ফটিকছড়া	১	১	—	১
৬৫।	দেবেন্দ্রনগর	—	১	—	১
৬৬।	তারানগর	৫	১	—	—
৬৭।	সুরেন্দ্রনগর	১	১	—	—
৬৮।	কামুকছড়া	—	১	১	১
৬৯।	কালাছড়া	৩	১	—	—
৭০।	মনতলা	২	১	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	৭১। ঈশানপুর	১	—	—	—
	৭২। মেঘলিবণ্ড	১	—	—	—
	৭৩। পশ্চিম সিমনা	—	১	—	—
	৭৪। পূর্ব্ব সিমনা	—	১	—	—
	৭৫। লক্ষ্মীলুঙ্গা	—	—	—	১
	৭৬। বামুটীয়া	—	—	—	৩
	৭৭। বোধজংনগর	—	—	১	৪
	৭৮। মোহনপুর	—	—	—	১
	৭৯। বিজয়নগর	—	—	১	—
	৮০। বড় কাঁথাল	—	—	—	১
	৮১। ছনপুর	—	—	-	১
	৮২। তামাকড়ি	—	—	১	—
	৮৩। বৈকুণ্ঠপুর	—	—	—	২
	৮৪। সুবলসিং	—	—	—	১
	৮৫। বালুরবণ্ড	—	—	১	—
	মোট—	১৫৭	২৯	১৯৬	১২৪

খোয়াই	১। তেলিয়ামুড়া	১০	—	৭	৪
	২। কমলনগর	১	২	৫	৪
	৩। ঘিলাতলী	৩	১	৫	১
	৪। মোহরছড়া	৬	২	৪	১
	৫। কৃষ্ণপুর	২	—	২	৮
	৬। উত্তর পুলিনপুর	২	—	১	—
	৭। লক্ষ্মীপুর	১	—	৫	৩
	৮। গয়ামনিবাড়ী	১	—	—	—
	৯। দুর্গাপুর	১	—	৪	১
	১০। দ্বারিকাপুর	১	—	৩	১
	১১। রামদয়ালবাড়ী	১	১	—	—
	১২। সাউথপুলিনপুর	—	—	৪	৩
	১৩। সরদ্বকারকড়ি	—	—	২	২

১	২	৩	৪	৫	৬
১৪।	মধ্যকল্যাণপুর	—	—	৪	২
১৫।	কুঞ্জবন	—	—	৬	—
১৬।	উত্তর মহারাণীপুর	—	—	৪	২
১৭।	তেলিয়ামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	—	—	১	১
১৮।	গকুলনগর	—	—	২	৩
১৯।	তৈছিংগ্রাম	—	—	২	—
২০।	আখড়াবাড়ী	—	—	—	২
২১।	সাউথ মহারাণীপুর	—	—	৫	৫
২২।	ইষ্ট বাছাইবাড়ী	২	—	২	১
২৩।	ইষ্ট চাম্পাছড়া	৬	—	১	—
২৪।	ইষ্ট সিঙ্গিছড়া	৪	—	২	—
২৫।	ওয়েষ্ট চাম্পাছড়া	৬	—	১	—
২৬।	ওয়েষ্ট রাজনগর	৩	—	—	—
২৭।	ইষ্ট রাজনগর	২	—	—	—
২৮।	পশ্চিম রামচন্দ্র ঘাট	২	—	—	—
২৯।	গৌরাঙ্গনগর	২	১	—	১
৩০।	পাহাড়মুড়া	১	—	২	১
৩১।	উত্তর রামচন্দ্র ঘাট	৬	১	—	—
৩২।	বগাবিল	—	১	১	১
৩৩।	রতনপুর	২	—	১	৩
৩৪।	আশারামবাড়ী	—	১	—	—
৩৫।	উত্তর পদ্মবিল	—	১	—	—
৩৬।	বেহালবাড়ী	—	১	—	—
৩৭।	লক্ষীছড়া	—	—	১	—
৩৮।	শিকারীবাড়ী	—	—	১	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	৩৯) দক্ষিণ পদ্মবিল	—	—	৩	—
	৪০) বেলছড়া	—	—	১	—
	৪১) গাংকি	—	—	২	—
	৪২) সোনাতলা	—	—	৩	—
	৪৩) পূর্ব্বরামচন্দ্রঘাট	—	—	১	১
	মোট—	৬১	১২	৮৭	৫৩
সোনামুড়া	১) খেদাবাড়ী	১	১	২	২
	২) আড়ালিয়া	১	—	২	১
	৩) বেজিমারা	—	—	৪	—
	৪) শোভাপুর	—	—	২৪	৪
	৫) এন, সি, নগর	—	—	৪	—
	৬) টাকারজলা	—	—	২	১
	৭) গ্রামতলী	১	—	৫	২
	৮) মেলাঘর	—	১	৩	৪
	৯) চণ্ডীগড়	—	১	৩	৩
	১০) রুদিজলা	—	—	১	—
	১১) বাগাবাসা	—	—	২	১
	১২) ইষ্ট নলছড়	১	—	১	—
	১৩) পশ্চিম নলছড়	১	১	৯	—
	১৪) জুমারধেপা	—	—	৪	১
	১৫) ধনপুর	১	—	৩	৪
	১৬) ছনতুল	১	—	১	১
	১৭) পাহাড়পুর	—	—	৭	১
	১৮) (বিরামপুর যাত্রাপুর)	২	—	২	—
	১৯) মহেশপুর	—	—	৫	১
	২০) বিরেন্দ্রনগর	—	—	২	১
	২১) নিদয়া	২	—	৩	—
	২২) দুর্লভনারায়ণ	—	—	১	—
	২৩) খাস চৌমুহনী	—	—	৭	২
	২৪) চৌমুহনী	—	—	১	৩
	২৫) মতিনগর	—	—	১	১
	২৬) কুলুবাড়ী	১	—	১	—

	১	২	৩	৪	৫	৬
	২৭)	আনন্দনগর	—	—	১	১
	২৮)	কলমছড়া	—	—	১	—
	২৯)	রহিমছড়া	—	—	৩	১
	৩০)	বক্সনগর	—	—	১	৩
	৩১)	ভেলুয়ারচড়	—	—	৩	—
	৩২)	কলসীমুড়া	—	—	৩	—
	৩৩)	টাকাপাড়া	—	—	২	২
	৩৪)	কাঠালিয়া	—	—	২	৪
		মোট—	১২	৩	৮৬	৪৬

দক্ষিণ ত্রিপুরা

১	২	৩	৪	৫	৬
উদয়পুর	টাউন এরিয়া	৮	—	৩	১
	মাতারবাড়ী	৩	—	৪	—
	চন্দ্রপুর	৩	—	১	—
	মগপুষ্করিণী	২	—	২	২
	গর্জাছড়া	২	—	—	—
	গর্জী	১	১	২	১
	ধূপতলী	২	—	২	—
	মির্জা	২	১	৪	১
	রাণী	—	—	—	—
	কাকড়াবন	১	১	—	১
	শিলঘাটী	—	—	২	১
	আমতলী	—	—	২	১
	শালঘড়া	৪	—	৩	—
	জামজুড়ি	২	—	৬	১
	পালতানা	—	—	১	২
	গকুলপুর	—	—	৩	—
	খিলপাড়া	১	—	১	—
	বাগমা	৪	—	—	—
	বগাবাছা	২	—	২	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	খুপিলং	—	—	৩	—
	বাচিগাং	—	—	—	—
	পিত্রা	—	—	২	২
	দঃ ব্রজেন্দ্রনগর	—	—	২	—
	উঃ ব্রজেন্দ্রনগর	—	—	২	—
	চামারিয়া	—	—	—	—
	উঃ বড়মূড়া	—	—	১	—
	দঃ মহারাণী	১	—	—	—
	বৈশাবাড়ী	—	—	—	—
	ফুলকুমারী	১	—	২	১
	কিল্লা	—	—	৫	১
	মোট—	৩৯	—	৫৭	১৪
বিলোনীয়া	মধ্যপিলাক	—	—	১	৫
	কাঠালিছড়া	—	—	৩	১
	পূঃ পিলাক	—	—	৩	—
	জুলাইবাড়ী	—	—	১	১
	পতিছড়ি	—	—	১	—
	লাউগাং	—	—	১	১
	পূঃ বগাফা	—	—	৩	—
	মুহুরীপুর	—	—	৪	১
	পঃ পিলাক	—	—	১	১
	পঃ বগাফা	—	—	—	৪
	লক্ষীছড়া	—	—	—	২
	কৃষ্ণনগর	২	—	১	—
	ঋষ্যমুখ	২	—	৪	১
	মোতাই	১	—	৩	২
	শরসীমা	—	—	৫	২
	কলাবারিয়া	—	—	২	১

১	২	৩	৪	৫	৬
	আই, সি, নগর	—	—	২	—
	পাইথোলা	—	—	১	১
	পিপারিয়াখোলা	৩	—	৩	২
	বরপাঠারী	—	—	৪	—
	রাজনগর	১	—	২	৩
	রাঙ্গামুড়া	—	—	১	২
	কমলপুর	১	—	১	১
	সোনাইছড়ি	—	—	—	—
	শ্রীরামপুর	১	—	—	—
	বাসপাদুয়া	—	—	২	১
	বিলোনীয়া টাউন	১	—	১২	৩
		১২	—	৬৩	৩৪
সাবরুম	ধ্বজনগর	৭	১	২	—
	কৃষ্ণনগর	৬	—	—	২
	শ্রীনগর	—	—	—	—
	পঃ জলেফা	১	২	৩	৪
	পূঃ জলেফা	৪	—	৪	৪
	চ [illegible] ছড়া	১	১	১	৩
	সিন্দুক পাথর	৫	—	—	১
	মাগুরছড়া	৪	—	১	—
	গার্দ্দাং	১	—	—	১
	দঃ কালাপানিয়া	৪	—	—	—
	মনুবাজার	৭	—	—	৭
	গোয়াচান	১	—	—	৪
	ফুলছড়ি	১	—	১	১
	ভুরাতলী	৭	—	২	৩
	শিলাছড়ি	৪	—	২	২
	চালিতাবংকুল	১	—	..	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	মনুবংকুল	২	—	২	১
	সাবরুম টাউন	৭	—	১	১
	দউলবাড়ী	১০	১	১	—
	পূ: সাবরুম	—	১	২	—
	আমলিঘাট	—	১	১	—
	ঘোড়াকাপ্পা	—	২	৪	১
	হরিয়ানা	—	—	—	৩
	উ: তৈছামা	—	—	—	—
	সোনাইছড়ি	—	—	১	১
	ব্রজেন্দ্রনগর	৪	—	৬	৪
	লুধুয়া	—	—	১	—
	বৈষ্ণবপুর	—	—	২	৭
		৮৪	৯	৩৭	৪৫
অমরপুর	বীরগঞ্জ	২	—	২	—
	রামপুর	১	১	৪	১
	আর, পি, এ, সি,	১	—	—	১
	নুতনবাজার	১	—	৩	—
	লেবাছড়া	—	১	১	—
	উ: চেলাগাং	—	১	৪	৫
	লরেহা	—	১	৪	১
	জলাইয়া	—	—	১	—
	করবুক	—	—	৫	২
	ছনগাং	—	—	৩	—
	তৈদু	—	—	১	৩
	জাম্বুক	—	—	৪	১
	অম্পিনগর	—	—	৩	—
	সোনাছড়া	—	—	৩	৬
	মালবাসা	—	—	৩	১
	দুলুমা	—	—	১	—
	রাঙ্গামাটি	—	—	৭	২
	তৈছলাং	—	—	—	—
	তৈচাকমা	—	১	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	লক্ষীপুর	—	৪	—	—
	প: গঙ্গাছড়া	—	৪	—	—
	পুঃ গণ্ডাছড়া	—	১	—	—
	রাণীপুকুর	—	১	—	—
	রতননগর	—	৩	—	—
	জগবন্ধুপাড়া	—	৭	—	—
	বুলংবাসা	—	২	—	—
	রাইমা	৫	—	—	—
	পুঃ রাইমা	১	—	—	—
	পঃ রাইমা	১	—	৩	—
	পুঃ পুর্ব্বছড়া	—	১	—	—
	দলপতিপাড়া	—	১	—	—
	পঃ বাগমা	—	২	—	—
	প: পুর্ব্বছড়া	—	—	২	—
	মুক্তিছড়া	—	—	১	—
		১২	৩১	৫৫	২৩

উত্তর ত্রিপুরা

১	২	৩	৪	৫	৬
কৈলাসহর (ছামনু)	১) পূর্ব মসলি	১	১	৫	২
	২) দক্ষিণ দামছড়া	১	—	—	১
	৩) কাঞ্চনছড়া	২	—	—	১
	৪) পূর্ব্ব কাঞ্চনছড়া	১	—	—	—
	৫) ময়নামা	২	৩	১	১
	৬) নর্থ লংথরাই	১	—	—	—
	৭) ছৈলেংটা	১	১	—	—
	৮) নর্থ দামছড়া	১	—	১	১
	৯) দুর্গাছড়া	১	—	—	—
	১০) পশ্চিম মসলি	১	—	—	—
	১১) লালছড়া	২	—	৩	—
	১২) মনুঘাট	১	১	—	—
	১৩) মাণিকপুর	১	—	—	—
	১৪) পশ্চিম কাড়ালছড়া	—	১	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	১৫) ছামনু	—	—	১	—
	১৬) কাঠালছড়া	—	—	১	—
(কুমারঘাট)	১) শ্রীরামপুর	—	—	—	১
	২) কাঞ্চনবাড়ী	১	—	২	৩
	৩) সোনাইমনি	১	—	—	—
	৪) পশ্চিম রাঙাছড়া	১	—	১	১
	৫) দুধপুর	১	—	২	১
	৬) ইরানী	১	১	২	৩
	৭) মশাউলা	১	—	·	২
	৮) ফুলতলা	২	—	১	১
	৯) গোলধানপুর	১	—	২	১
	১০) বিলাসপুর	১	--	১	--
	১১) গোকুলনগর	১	—	২	১
	১২) পাবিযাছড়া	১	—	১	—
	১৩) কৃষ্ণনগর	—	—	১	—
	১৪) পূর্ব রাতাছড়া	১	—	·	১
	১৫) রাধানগর	১	—	১	১
	১৬) কুমারঘাট	১	—	—	১
	১৭) রাঙ্গাউটি	—	১	—	১
	১৮) কাউলিকুডা	—	—	১	—
	১৯) টিলাগাও	—	—	—	১
	২০) লক্ষীপুর	—	—	—	১
	২১) শ্রীনাথপুর	—	—	১	১
	২২) ফটিকরায়	—	—	২	২
	২৩) জারুলতলি	—	—	১	—
	২৪) ছনতৈল	—	—	—	১
	২৫) শামকরপুর	—	—	—	১
	২৬) বেতছড়া	—	—	২	২
	২৭) রাজকানদি	—	—	—	—
	২৮) ইদপপুর	—	--	—	—
	২৯) গনরিনগর	—	—	১	২
	৩০) কৈলাসহর টাউন	১	—	—	২
	মোট	৩২	৯	৪০	৩৪

১	২	৩	৪	৫		৬
		কমলপুর	—	২	—	—
		কুলাইহাউর	—	—	২	২
		মানিকভাণ্ডার	—	—	২	—
		নওগাও	—	—	২	৩
		বিলাসছড়া	—	—	২	২
		ছোট সরমা	—	—	৪	৫
		হালাহালি	—	—	২	—
		বামনছড়া	—	—	১	১
		দেবিছড়া	—	১	৪	—
		চালাহালি	—	—	৫	১
		লাম্বু	—	—	৩	—
		নগবংশী	—	—	৩	২
		দুরাই	—	—	.	—
		অপরেশকর	—	—	:	—
		বড়লুতমা	—	—	২	—
		আমারপা	—	১	৩	১
		মহারাণী	—	—	—	—
		গেলেমা	—	২	—	—
		কাচাছড়া	—	১	৪	২
		মিছরাই	—	—	১	—
		পশ্চিম দলুছড়া	—	—	১	—
		নালিছড়া	—	—	—	—
		কুলাই	—	—	৪	—
		লালছড়ি	১	১	৩	—
		কাঞ্চনপুর	—	—	২	২
		কাঠালবাড়ী	—	—	২	২
		হরিনছড়া	১	—	—	—
		কামালছড়া	—	১	১	—
		কানকাপ	—	—	১	১
		মোট	২	৯	৫৯	২৪

১	২	৩	৪	৪	৬
ধর্ম্মনগর (পানিসাগর)	রাজনগর	২	—	—	২
	ফুলবাড়ী	৩	—	১	২
	নদীয়াপুর	২	—	—	২
	বগবাসা	২	—	১	—
	শনিছড়া	২	—	৪	—
	নবীনছড়া	১	—	—	—
	পানিসাগর	২	—	১	—
	আমটিলা	১	—	—	২
	ডিওছড়া	১	—	—	—
	ধর্ম্মনগর	—	৮	২	৩
	জলাবাসা	—	১	—	—
	আপতথলাই	—	১	—	—
	রাধাপুর	—	৫	১	১
	কৃষ্ণপুর	—	৪	—	—
	দেওয়ানপাসা	—	২	১	—
	বিলথাই	—	১	—	—
	কদমতলা	—	৩	১	২
	তিলথাই	—	১	—	—
	পদ্মাবিল	—	১	১	—
	ডুপিরবণ্ড	—	১	—	—
	কামেশ্বর	—	—	১	১
	বার্ম্মাকাঞ্চি	—	—	৪	—
	কুর্টি	—	—	১	১
	ব্রজেন্দ্রনগর	—	—	১	৫
	কাকসিংগুল	—	—	—	১
	হাপলং	—	—	—	১
	রাগনা	—	—	—	১
		১৬	২৮	২০	২৪
ধর্মনগর (কাঞ্চনপুর)	লালজুরী	১	—	৪	—
	দক্ষিনমাছমারা	১	—	২	—
	কড়াইছড়া	১	—	—	—
	সাতনলা	১	—	—	—
	কাঞ্চনপুর	১	—	৩	—
	দাসদা	—	—	৪	—
	উত্তরমাছমারা	—	—	v	—
	তুইসামা	—	—	৩	—
	দামছড়া	—	—	২	—
	ধানিছড়া	—	—	২	—
	লামবাছড়া	—	—	৪	—
	খেদাছড়া	—	—	২	—
		৫	—	২৯	—
	সর্ব্বমোট	২১	১৮	৪৯	২৪

UNSTARRED QUESTION NOS. 1201 & 1306
By Shri Naresh Chandra Roy & Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ এর ১৫ইমার্চ পর্য্যন্ত বিশালগড় ব্লকের কোন গাঁওসভায় কয়টি নূতন Tubwell ও Ringwell করা হয়েছে এবং পুরাতন কয়টি সংস্কার করা হয়েছে।

২) ঐ সকল কাজের জন্য ঐ বৎসরে কত টাকা মঞ্জুরীকৃত ছিল এবং কতটাকা এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ এর এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ এর ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত বিশালগড় ব্লকে যতটি নূতন টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল করা হইয়াছে এবং পুরাতন টিউবওয়েল ও রিংওয়েল যতটি সংস্কার করা হইয়াছে তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব এতদসহ দেওয়া গেল।

২) ঐ সকল কাজের জন্য ২,৯৮,০০০ টাকার বরাদ্দ ছিল এবং তাহার মধ্যে ১৫ই মার্চ ১৯৭২-৭৩ ইং পর্যন্ত ১,৮৬,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে বাকী টাকার কাজ চলিতেছে

নূতন টিউবওয়েল ও রিংওয়েলর বসানোর ও তৈয়ারী করার এবং পুরাতন টিউবওয়েলের ও রিংওয়েলের মেরামতের গাঁওসভা ভিত্তিত হিসাব—

গাঁওসভার নাম	টিউবওয়েল নূতন বসানোর সংখ্যা	রিংওয়েল নূতন তৈয়ারী করার সংখ্যা	টিউবওয়েল মেরামতের সংখ্যা	রিংওয়েল মেরামতের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১) বিশালগড়	১২ টী	১ টী	১৪ টী	৫ টী
২) প্রতাপগড়	৫ ,,	৩ ,,	৭ ,,	৪ ,,
৩) আনন্দনগর	—	১ ,,	৬ ,,	১ ,,
৪) গোলাঘাটি	—	—	১ ,,	১ ,,
৫) লক্ষীবিল	৩ টী	—	১ ,,	২ ,,
৬) পেকুয়ারজলা	১ ,,	—	১ ,,	১ ,,
৭) রাঙ্গাপানীয়া	—	—	৪ ,,	২ ,,
৮) উত্তর চড়িলাম	—	—	৩ ,,	১ ,,
৯) দক্ষিণ চড়িলাম	৩ ,,	—	২ ,,	৪ ,,
১০) রামনগর	৪ ,,	—	১ ,,	২ ,,

১	২	৩	৪	৫	৬
১১)	কৃষ্ণকিশোর নগর	৩ টী	— টী	৬ টী	২ টী
১২)	কমলা সাগর	১ ,,	—	৬ ,,	৩ ,,
১৩)	বড়জলা	৪ ,,	—	২ ,,	৩ ,,
১৪)	আমতলি	—	—	৪ ,,	২ ,,
১৫)	অমরেন্দ্রনগর	—	—	২ ,,	২ ,,
১৬)	প্রভাপুর	—	—	৫ ,,	২ ,,
১৭)	আনন্দনগর	৬ টী	৪ টী	৬ ,,	১ ,,
১৮)	বিক্রম নগর	২ ,,	—	৫ ,,	৩ ,,
১৯)	টাকারজলা	০ ,,	—	২ ,,	২ ,,
২)	বাধারঘাট	৫ ,,	২ টী	১১ টী	৬ ,,
২১)	গকুলনগর	—	—	৮ ,,	২ ,,
২২)	ঘনিয়ামারা	১ টী	—	৬ ,,	২ ,,
২৩)	মধুপুর	৬ ,,	১ টী	৮ ,,	২ ,,
২৪)	মধ্যঘনিয়ামারা	—	—	৩ ,,	২ ,,
২৫)	মধুবন	—	—	৩ ,,	২ ,,
২৬)	জম্পুইজলা	৩ টী	—	৩ ,,	৩ ,,
		৫৯	১২	১২০	৬২

UN STARRED QUESTION NO. 823
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের বিশালগড় ব্লকে মোট কত জন কৃষককে ১০০ টাকা (একশত টাকা) করিয়া কৃষি ঋণ (দাদন লোন) দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) মোট ৪৩৫ জন কৃষককে সদর মহকুমার বিশালগড় ব্লকের অধীনে কৃষিঋণ (দাদন ঋণ) দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 822
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ এর ৫ই মার্চ পর্য্যন্ত কত টাকা খয়রাতি সাহায্য হইয়াছে ?

১) কৃষিঋণ— ১,৩৩,৬০০ টাকা
খয়রাতি সাহায্য— ২৩,৫৭০ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 818
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশানচন্দ্র-নগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকায় টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কি কি কাজ করা হইয়াছে? এবং ঐ কাজে মোট কত টাকা খরচ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। ১৫টি পাট ভিজাইবার জলাশয়, ১৩টি গ্রাম্য রাস্তা, ২টি প্লেনটেশান ও ৫টি সিজনেল বান্ধ টেষ্ট রিলিফের স্কীমে করান হইয়াছে এবং ঐ কাজে মোট ৪৫,১৭১·৪০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 821
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ এর ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কমলাসাগরে বিধান-সভা নির্বাচন কেন্দ্রে মোট কত টাকা কৃষিঋণ ও কত টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। কৃষিঋণ—১,১১,২৪৮ টাকা।

খয়রাতি সাহায্য—৩৩,৪৩০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 1189
By Shri Achaici Mog

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে বিলোনীয়াতে যে S. D. P. R. O. Office আছে, সেখান থেকে নির্দিষ্ট Programme করে সিনেমা ডকুমেন্টারী দেখানো হয় না, অথচ Programme মত Staff রা T. A. Bill করেন।

২। গত জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে বিলোনীয়াতে কোথায় কোথায় Documentary সিনেমা দেখান হয়েছে?

১। প্রশ্ন উঠে না।

২। বিলোনীয়া মহকুমায় জানুয়ারী ও ফেবরুয়ারী মাসে যেখানে ডকুমেন্টারী সিনেমা দেখানো হয়েছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

জানুয়ারী, ১৯৭৩ ইং	ফেবরুয়ারী, ১৯৭৩ ইং
দুর্গাপুর	আর্য্য আশ্রম
দেবীপুর	১ নং টীলা
বগাফা	পদ্মচেপা
শান্তিরবাজার	রাজনগর
বিলোনীয়া	বাইখোরা
কালমা	লক্ষীছড়া
মাইছড়া	বিলোনীয়া
রাজনগর	রাজনগর
বিলোনীয়া বি, কে, ইনষ্টিটিওট	
পশ্চিম হরিপুর	
কাশারি	

UNSTARRED QUESTION NO. 12
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ এলাকাকে "দুর্গম এলাকা" বলে সরকার ঘোষণা করিয়াছেন।

২। কোন কোন এলাকাকে কোন কোন সালে "দুর্গম এলাকা" ঘোষণা করা হইয়াছে ;

৩। "দুর্গম এলাকা" ঘোষণা করার পর ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের কি লাভ কি ক্ষতি হয় ?

উত্তর

১। সঙ্গায় তালিকা মতে।

২। ১৯৭১ ইং সনে এক মেমোরেণ্ডাম দ্বারা (১৯৭১ ইং সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের এফ ৭ (২) ফিন (জি) ৬৯ নং মেমোরেণ্ডাম দ্রষ্টব্য) ।

৩। সরকার কর্ত্তৃক দুর্গম বলিয়া ঘোষিত এলাকায় নিযুক্ত (Posted) কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত হারে "দুর্গম এলাকা ভাতা" নামে একটি বিশেষ ভাতা প্রদত্ত হয় : —

১ম শ্রেণী—বেতনের ২৫% তবে কমপক্ষে
মাসিক ৮০ টাকা ও উর্দ্ধে মাসিক ২৫০ টাকা

২য় শ্রেণী—বেতনের ২৫% তবে মাসিক
কমপক্ষে ১২০ টাকা ও উর্দ্ধে ১৬০ টাকা

৩য় শ্রেণী—বেতনের ২৫% তবে মাসিক
কমপক্ষে ৭০ টাকা ও উর্দ্ধে ৯০ টাকা

৪র্থ শ্রেণী—মাসিক ৩৫ টাকা (fixed)

UNSTARRED QUESTION NO. 1118

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। প্রচার বিভাগে কতটা গাড়ী আছে ?

২। প্রতি গাড়ী পিছু দুই বছরে কত টাকার Parts কিনা হইয়াছে ?

৩। প্রচার বিভাগের কোন নিজস্ব Workshop আছে কি ?

উত্তর

১। ১৬টি (তন্মধ্যে ১২টি জীপ, ২টি ভ্যান এবং ২টি ট্রাক)।

২। গাড়ীর নম্বর — পার্টস কিনার হিসাব

গাড়ীর নম্বর	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
	টাকা	টাকা
টি, আর, এ—৭০০	২,৩০৫·৯৮	১,৫৭৬·৮১
,, —৬৮৭	৩,২৭৭·৭২	২,৪৩৯·১৩
,, —৪৯৯	১,৩৪৭·৬০	২,৪০২·৪৫
,, —৮০০	২,২৮৫·১০	৪,০৬৪·১৫
,, —৩৪৬	৭,০৩৬·৬৫	৩,৮৬৬·৫৩
,, —১২০	৭,৭৪৮·১৯	৩,৭৯৫·২৭
,, —২৯৪	২,২০২·৭১	৩,০৯৩·৬৫
,, —৮০১	২,৮৬২·৬৭	১,৭৩৩·৪৭
,, —৬৮৫	২,০১১·৬৫	২,৬০৩·৮২
এ, এস, এ—৮৩২৮	...	১,৬৭৮·৭২
টি, আর, এ—১১৪৭	...	৮১০·৯৩
টি, আর, ভি—৩৬	১,৪৪৩·৬৭	২,১১৫·৯৫
টি, আর, এ—১২০৬	...	১,১৮২·৬১
টি, আর, ভি—৩	১,৬৮৯·০০	...

৩। দৈনন্দিন ছোটখাটো মেরামতী কাজের জন্য প্রচার বিভাগের একটি Workshop আছে।

UNSTARRED QUESTION NO: 1187
By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Wil the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমাতে কতটী পল্লীবেতার গোষ্ঠী আছে ও ঐ পল্লীবেতার গোষ্ঠীগুলির নাম কি কি ?

২। প্রতিটি পল্লীবেতার গোষ্ঠীতে রেডিও আছে কি ?

৩। যদি না থাকে কোন্ কোন্ পল্লীবেতার গোষ্ঠীতে নাই তার নাম কি কি ?

৪। যে যে পল্লীবেতার গোষ্ঠীতে রেডিও নাই, সেখানে না থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১। ৮৯টী পল্লীবেতার গোষ্ঠীর পৃথক তালিকা দেওয়া গেল।

২। না।

৩। যে যে পল্লীবেতার গোষ্ঠীতে রেডিও নাই তাহাদের নামের পৃথক তালিকা দেওয়া হইল।

৪। কলাবাড়ীয়া, পুষ্চরকবাড়ী, সুভাষ কলোনী, দক্ষিণ জুলাইবাড়ী, বড়পাথরী, নলুয়া এবং কুলাইবাড়ী পল্লীবেতার গোষ্ঠীতে Community Receiving Sets না থাকার কারণ দুই রকমের। প্রথম :— এই পল্লীবেতার গোষ্ঠীর কনভেনারগণ কার্যতঃ কনভেনারের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে এই পল্লীবেতার গোষ্ঠীগুলির জন্য নির্দিষ্ট রেডিও লাইসেন্স পুর্ণনবীকরণ করা হয় নাই। রেডিও লাইসেন্স ছাড়া রেডিও দেওয়া বা পরিচালনা করা বে-আইনী বিধায় সাময়িকভাবে ঐ গোষ্ঠীগুলির রেডিও সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তরুণ সংঘ, কলসী এবং মোতাই পল্লীবেতার গোষ্ঠীর রেডিও সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে কারণ লাইসেন্স ছাড়া রেডিও দেওয়া বা পরিচালনা বে আইনী।

Annexure 'A'

LIST OF RADIO RURAL FORUMS UNDER BELONIA SUB-DIVISION

Sl. No.	Name & address of the Radio Rural Forums	Name of Convenor
1	2	3
1.	Kalabaria (Binapani Club) R. R. F., P. O. Belonia, Tripura South.	Shri Binode Behari Debnath (since relinquished office).

1	2	3
2.	Rangamura Radio Rural Forum, P. O. Belonia, Tripura South, C/O. Netaji Subhas Sangha.	Shri Anil Chandra Dey.
3.	Betaga R. R. F., P. O. Lauganj, Tripura South.	Shri Nepal Chandra Mazumder.
4.	Muhuripur R. R. F., P. O. Muhuripur Tripura South,	Shri Satish Chandra Paul.
5.	Luxmicherra R. R. F., P. O. Baikora, Tripura South.	Shri Narendra Chandra Reang.
6.	Purba Charakbari R. R. F., P. O. Baikora, Tripura South.	Shri Rabindra Kumar Baidya. (since relinquished offiee)
7.	Baikora R. R. F., P. O Baikora, Tripura South.	Manik Lal Biswas.
8.	West Charakbari R. R. F., P. O. Baikora, Tripura South.	Rakhal Chandra Baidya.
9.	West Radhakishore Ganj, R. R. F., P. O. Kanchannagar, Tripura.	Shri Gopal Chandra Paul.
10.	Subhas Colony, R. R. F., P. O. Santirbazar, Tripura South.	Shri Rajmohan Mitra. (since relinqushed office).
11.	Madya Pilak Colony, R. R. F., P. O. Madya Pilak, Tripura South.	Shri Surya Sen.
12.	Netaji Chhatra Sangha, R. R. F., P. O. Hrishyamukh, Tripura South.	Shri S. C. Mazumder.
13.	Ramkrishna R. R. F., P. O. Sarashima, Vill. Belonia, Tripura.	Shri Rajmohan Baidya.
14.	Kusharghat R. R. F., P. O. Baikora, Tripura South.	Shri Himangshu Bimal Datta,
15.	Kathalia R. R. F., P O. Kathalia Tripura South.	Shri Joyram Reang.
16.	Manugangarai R. R. F. P. O. Kathalia, Tripura South.	Shri Manomohan Reang.
17.	South Jolaibari R R. F., P. O. Jolaibari, Tripura South.	Shri Subrata Choudhury. (since relinqushed office).
18.	Ramraibari R R. F., P. O. Madya Pilak, Tripura South.	Shri Jagadish Baidya.
19.	West Pilak R. R. F., P. O. Madya Pilak, Tripura South.	Shri Binode Behari Kar.
20.	Manu R. R. F, P. O. Mainpathar, Belonia, Tripura South.	Shri Sontu Ranjan Saha.

21.	Baidyajoy-para R.R.F. P.O. Mainpathar, Tripura South	Shri Baidyajoy Reang.
22.	Tarun Sangha, R.R.F. P.O. Laugang Bazar Tripura South.	Shri Basudev Das.
23.	92 Bn. B.S.F. R.R F. P.O. Santir-Bazar, Tripura South.	Shri Ramen Dasgupta.
24.	Debdaru R.R.F., P.O. Jolaibari. Tripura South.	Shri Khetra Mohan Sarker.
25.	Kakulia R. R F., P.O. Kakulia-Ghat. Tripura South.	Shri Ananta Kumar Debnath.
26.	Kalashi R R.F., P.O, Kalashi, Tripura South.	Shri Harish Guha.
27.	Kanchannagar R.R.F., P.O. Kanchannagar Tripura South	Shri Sudhir Ranjan Roy.
28.	Sidhinagar R.R.F., P.O Sidhi-nagar, Tripura South.	Shri Binod Bihari Debnath
29.	Ekinpur R.R.F., P O. Puran Rajbari, Tripura South	Shri Manindra Kumar Nath.
30.	Madhya Krishnagar R R F., P.O. Madhya Krishnagar, Tripura South.	Shri Dipak Datta.
31	Sonar Tilla R.R F., P.O. Laugang, Tripura South.	Shri Tushar Kanti Muhuri
32.	Debipur R.R.F, P O Kathalia, Tripura South.	Shri Uparam Reang.
33.	Rajnagar R.R.F., P.O. Rajnagar, Tripura South.	Shri Gopal Chandra Shil.
34.	Sripur R.R.F. P.O. Hrishyamukh. Tripura South.	Shri Kaliranjan Datta
35.	Barpathari R.R.F., P.O. Barpathari Tripura South.	Shri Anil Kumar Mazumder. (since relinquished office)
36.	Ishanchandranagar R R.F., P.O. Subhasnagar, Tripura South.	Shri Kalicharan Mazumder.
37.	Niharnagar R.R.F. P.O. Nihar-nagar, Tripura South.	Shri Birendra Kumar Debnath
38.	Debipur R.R.F., P.O. Hrishya-mukh. Tripura South.	Shri Rabindra Kumar Sen.

39. South Haripur R.R.F., P.O. Hrishyamukh, Tripura South.	Shri Atindra Kumar Sarker.
40. Krishnagar R.R.F., P.O. Hrishyamukh, Tripura South.	Shri Jadu Gopal Sen Choudhury.
41. Daorerkhil R.R F , P.O. Subhas-nagar, Tripura South.	Shri Manindra Kumar Paul.
42. Motai R.R.F., P.O. Motai, Tripura South.	Shri Santosh Chandra Mitra.
43. Nalua R.R.F., P.O. Hrishyamukh, Tripura South.	Shri Satyendra Mahajan. (since relinquished office)
44. Gajaria R.R F., P.O. Hrishyamukh Tripura South.	Shri Dhirendra Kumar Baidya.
45. Sonai Cheri R.R.F., P.O. Sonai-cheri Tripura South.	Shri Dipendra Kumar Roy
46. Bellamukh R.R F.. P.O Subhas-nagar, Tripura South	Shri Manik Dhar.
47. Pipiriakhola R.R.F., P.O. Bar-pathari, Tripura South	Shri Debabrata Datta.
48. South Bharat Chandra Nagar R.R F. P.O. Bharat Chandra Nagar, Tripura, South	Shri Sunil Kumar Roy.
49. Bas Padwa R R.F., P.O Motai, Tripura South.	Shri Joykumar Debnath.
50. Radhanagar R.R F. P.O Radha-nagar, Tripura South.	Shri Atul Debnath.
51. Azgar Rahman Pur R.R.F.. P.O. Radhanagar. Tripura South.	Shri Nepal Chandra Mitra.
52 Dimatali R. R. F., P. O. Sidhinagar, Tripura South.	Shri Krishna Chandra Shil.
53. Vivekananda R. R. F., P. O Radha-nagar, Tripura South.	Shri Haripada Datta.
54. Gabtali R. R. F., P. O. Sidhinagar, Tripura South.	Shri Kamal Chandra Das.
55. Durgapur R. R. F., P. O. Rajnagar, Tripura South.	Shri Nibaran Chandra Debnath.
56. Chittamara R. R. F., P. O. Paikhola, Tripura South.	Shri Kanai Lal Dasgupta.
57. Rajarambari R. R. F., P. O. Sarashima, Tripura South.	Shri Birendra Kumar Tripura.

58.	South Muhuripur R. R. F., P. O. Muhuripur, Tripura South.	Shri Arun Chandra Pataria.
59.	Birchandra Bazar R. R. F., P. O. Takmacherra, Belonia, Tripura South.	Shri Sadhan Narayan Bose.
60.	Kalma R. R. F., P. O. Baikora, Tripura South.	Shri Udai Reang.
61.	Ratanpur R. R. F., P. O. Muhuripur, Tripura South.	Shri Manomohan Tripura.
62.	East Bagafa R. R. F., P. O. Santirbazar, Tripura South.	Shri Jagabandhu Roy.
63.	Wongcherra R. R. F., P. O. Abhoyganj Bazar, Tripura South.	Shri Jatindra Kumar Sarker.
64.	Mahamaya R. R. F., P. O. South Krishnagar, Tripura South.	Shri Abani Kumar Choudhury.
65.	Jolaibari R. R. F., P. O. Jolaibari, Tripura South.	Shri Mohit Kumar Sarker. (since relinquished office)
66.	Manurmukh R. R F. P. O. South Bharat Chandra Nagar, Tripura South.	Shri Upendra Chandra Dey.
67.	Deswabandhu R. R. F., P. O. Sarashima, Tripura South.	Shri Haritosh Choudhury.
68.	Manirambari R. R. F., P. O. South Jolaibari, Tripura South.	Shri Tarini Kanta Sarkar.
69.	Kasari R. R. F., P. O. Barpathari, Tripura South.	Shri Rajmohan Bhowmik.

ANNEXURE—(B)

List of Radio Rural Forums where there is no Community Receiving Sets.

SL. NO.	NAME OF RADIO RURAL FORUMS.
1)	Kalabaria Radio Rural Forum, (Binapani Club), P. O. Belonia, Tripura South.
2)	Purba Charakbari Radio Rural Forum, P. O. Baikora, Tripura South.

3) Subhas Colony Radio Rural Forum,
P. O. Santirbazar, Tripura South.

4) South Jolaibari Radio Rural Forum,
P. O. Jolaibari, Tripura South.

5) Tarun Sangha Radio Rural Forum,
P.O. Laugang Bazar, Tripura South.

6) Kalashi Radio Rural Forum,
P O. Kalashi, Tripura South.

7) Barpathari Radio Rural Forum,
P. O. Barpathari, Tripura South.

8) Motai Radio Rural Forum,
P. O. Motai, Tripura South.

9) Nalua Radio Rural Forum,
P.O. Hrishyamukh, Tripura South.

10) Jolaibari Radio Rural Forum,
P. O. Jolaibari Tripura South.

UN-STARRED QUESTION NO. 1147
By Shri Abdul Wazid.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ভূমিতে পুনর্বাসন পাওযার জন্য এ যাবৎ ধর্ম্মনগর (পানিসাগর ব্লক) হইতে কতজন ভূমি-হীনের আবেদনপত্র এসেছে ?

২) উহাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিযাছেন ?

উত্তর

১) ৬৯৭টী আবেদনপত্র পাওয়া গিযাছে।

২) ২০টী ক্ষেত্রে বন্দোবস্তের প্রস্তাব চুড়ান্ত করা হইযাছে। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ভূমি বন্টনের জন্য প্রযোজনীয় কার্য্যানুষ্ঠান চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1119
By Shri Maulana Abdul Latif.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরা ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব আইনে যে সকল মধ্য স্বত্বাধিকারীর ভূমি সরকার নিজ হাতে নিয়েছে তাহারা সকলে এখনও ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নাই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 1323
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Honble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের থানাগুলিতে বিভাগীয় অফিসে ও দক্ষিণ জেলাশাসকের অফিসে মোট কতটা বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ ও নাম পরিবর্ত্তনের জন্য পেণ্ডিং আছে ?

২) উক্ত পেণ্ডিং কেইসগুলি কোন সনে কতটা দাখিল হইয়াছে ?

উত্তর

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউর জন্য পেণ্ডিং

	জেলা শাসকের অফিসে	মহকুমা শাসকের অফিসে	থানায় পেণ্ডিং
১৯৭২	×	×	×
১৯৭৩	১	২	×
বন্দুকের লাইসেন্সধারার নাম পরিবর্ত্তনের জন্য পেণ্ডিং			
১৯৭২	×	×	১
১৯৭৩	×	×	১

UNSTARRED QUESTION No. 1325
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ডুম্বুর মেলায় ১৯৭২ইং সনে মোট সরকারী খরচের পরিমাণ কত ;

২) উক্ত খরচের বিভাগীয় (Departmental) ভিত্তিক হিসাব ;

৩) Tribal welfare Department এর খরচের বিস্তৃত বিবরণ ?

উত্তর

১) ৪,৫০০·৮০ টাকা

২) টি. ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট— ৪,১০০·০০ টাকা
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাসাশকের অফিস— ১,০০০·০০ টাকা
পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট— ১,০০০·০০ টাকা

৩) Tribal welfare department এর খরচের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপ :—

ক)	তীর্থমুখ মেলায় টাইরোড নির্মানার্থে—	২০৪·০০ টাকা
খ)	তীর্থমুখ মেলায় বাঁশের তৈয়ারী পুল বাবত—	৯২৫·০০ ,,
গ)	বাঁচাই নির্মাণ বাবত—	১,৮৪০·০০ ,,
ঘ)	'পিট' লেবট্রিন নির্মাণ বাবত—	২২০·০০ ,,
ঙ)	তীর্থমুখ মেলায় জল সরবরাহ বাবত—	৩১১·০০ ,,
চ)	মেলায় সরকারী মালামাল আনা নেওয়া বাবত—	৩৫০·০০ ,,
ছ)	বিবিধ ব্যয়—	২৫০·০০ ,,
	মোট—	৪,১০০·০০ টাকা

UNSTARRED QUESTION No. 1268
By Shri Gurupada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৬৭-৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত Forest Reserve হইতে কত ভূমি মুক্ত করা হইয়াছে ?

২) Forest Reserve মুক্ত ভূমি এ পর্য্যন্ত কত পরিবারের মধ্যে বণ্টন সম্ভব হইয়াছে ,

৩) বিভাগ ভিত্তিক তার পূর্ণ বিবরণ ?

উত্তর

১) ১০, ৪৩ ১৭ হেক্টোর।

২ এবং ৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 9th April, 1973.

PRESENT

Hon'ble Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmick, in the Chair, 3 Ministers, 3 Deputy Ministers, Dy. Speaker and, 46 Members.

QUESTION.

Mr. Speaker :— To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question, Shri Jatindra Kr. Majumder, Shri Ajoy Biswas, and Shri Amarendra Sarma.

Shri Jatindra Kumar Majumder :— Question No. 338.

Shri Sailesh Some : – Question No. 338, Sir.

Question.

১। যে সমস্ত স্নাতক (গ্রেজুয়েট) শিক্ষক—শিক্ষিকাগণ শিক্ষাবিভাগে চাকুরীক্ষেত্রে রত আছেন তাহাদের সকলকে গ্রেজুয়েট স্কেল দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। এবং না দেওয়া হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

৩। যাহাদিগকে উক্ত স্কেল দেওয়া হয় নাই। পে কমিশন গঠন করার পূর্বে আমাদের স্কেল রেট্রস্পেকটীভ এফেক্ট দেওয়া হইবে কি ?

Answer.

১। না।

২। স্নাতক শিক্ষক/শিক্ষিকারা কোন হারে বেতন পাবে তাহা নির্ভর করে তাহারা কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে (প্রাইমারী/সেকেণ্ডারী) নিযুক্ত তাহার উপর।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী স্কুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে, বিভিন্ন স্কুলে গ্রেজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েটদের দেওয়া হয় তা কবে থেকে সুরু করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা আমি বুঝি নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা আপনি আবার করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— প্রাইমারী স্কুলে যে সব স্নাতক শিক্ষক আগে চাকুরী করতেন তাদেরকে এই স্কেল দেওয়া হচ্ছে কি এবং কবে থেকে এই স্কেল, গ্রেজুয়েট স্কেল স্নাতক শিক্ষকদের প্রাইমারী স্কুলে দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্নাতক শিক্ষকদের প্রাইমারী স্কুলে যখন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই তাদেরকে প্রাইমারী স্কুলে এই স্কেল দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে স্নাতক শিক্ষক তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা যারা যে সাবজেক্টের টিচার তাদেরকে প্রয়োজনে সেই সাবজেক্টের জন্য দেওয়া হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত স্নাতক শিক্ষকদের প্রাইমারী স্কুলে নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে দিয়ে হাইয়ার সেকেণ্ডারী এবং প্রাইমারী স্কুলে কাজ করানো হচ্ছে তাদের কেজ্যুয়েল আগে বিবেচনা করার কথা চিন্তা করবেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সেকেণ্ডারীর রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তাদের কেসগুলি বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু তাদেরকে দিয়ে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে কাজ করানো হচ্ছে সেইজন্য তাদেরকে স্কেল দেওয়া হোক। অন্যথায় অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করা হোক। তারা কেন প্রাইমারী স্কুলে থাকবে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক দিয়ে সেকেণ্ডারীতে কাজ করানো হয় এবং পরে প্রয়োজন হলে তাদেরকে হাইয়ার স্কেলে নিতে নেওয়া হবে। যখন প্রয়োজন হবে তখন সেকেণ্ডারীতে অ্যাবজর্ভ করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা, আমি মন্ত্রীকে প্রবোধ দিতে চাই এইবার যে শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে গভর্নমেন্টের পলিসি, আমার কথা হচ্ছে একটা চাকুরীর কথা তো নয় স্যার, এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যাপয়েনমেন্ট অথরিটি কে তারা যে একটা কমিটি করেছে সেই কমিটির মেম্বার কারা স্যার?

মিঃ স্পীকার :— আই ডু নট এলাউ দিস সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই ত্রিপুরাতে কত সংখ্যক, কতজন স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যারা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রায় ১৫০ জন।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব স্নাতক শিক্ষকদের প্রাইমারী ছেড়ে যাদেরকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে, জুনিয়র বেসিক স্কুলে এসব স্নাতকদের যাদেরকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে নেওয়া হয়েছে এবং কয়েক বৎসর যাবত যারা সিনিয়র বেসিক স্কুলে চাকুরী করছেন তারা কেন পান না? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিয়েছেন যে যারা হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে থাকেন তাদেরকে এই স্কেল দেওয়া হচ্ছে। সিনিয়র বেসিক স্কুলে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদেরকে কেন দেওয়া হচ্ছে না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিনিয়র বেসিক স্কুলের মধ্যেও ক্লাশ ১, থেকে ক্লাশ ৮ পর্যন্ত আছে। সুতরাং সেখানে জুনিয়র স্কুলের কিছু ক্লাশ আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিনিয়র বেসিক স্কুল হলো

প্রাইমারী স্কুলকে আপগ্রেড করে যেটা করা হয়. প্রাইমারী ষ্টেজ হচ্ছে আপ টু ক্লাশ ফাইভ। আর ৬, ৭, ৮ হচ্ছে সিনিয়র বেসিক স্কুল। সিনিয়র বেসিক স্কুল মিন্স সেকেণ্ডারী স্কুল। এইটা মন্ত্রী মহাশয় কি উত্তর দিচ্ছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেকেণ্ডারী ষ্টেজ কথাটা আলাদা কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুলের মধ্যে সব ক্লাশই আছে ক্লাশ ৮ পর্য্যন্ত।

শ্রীসুনীল দত্ত :— এইটা কি সত্য যে ত্রিপুরায় এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইতিপূর্ব্বে যেসব শিক্ষক, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন তাদেরকে হায়ার স্কেল দেওয়া হতো আর বি, এ পাশ যারা করেছেন তাদেরকে গ্রেজুয়েট স্কেল দেওয়া হতো সেইটা বন্ধ হলো কেন? যে নীতি প্রচলিত ছিল সেই নীতি বন্ধ হলো কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন একসময় ছিল যখন কোন কোয়ালিফায়েড শিক্ষক পাওয়া যেত না, তখন শিক্ষা দপ্তর থেকে তাদের কোয়ালিফিকেশন হাসিল করার জন্য ... দেওয়া হত এবং তারা যখন তাদের কোয়ালিফিকেশন হাসিল করত তখন সংগে সংগে তাদেরকে হায়ার স্কেল দেওয়া হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে কোয়ালিফায়েড টিচার্স অনেক পাওয়া গেছে এবং প্রাইভেট স্কুলগুলির মধ্যে অথবা সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলির মধ্যে তাদেরকে চাকরী দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। কাজেই বর্তমান সময়ে প্রাইমারী স্কুলগুলিতেও গ্রাজুয়েট টিচারদের প্রাইমারী স্কেলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐ ৪ জন শিক্ষকদের যখন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় এবং তারা যখন জয়েন করেন, তখন তারা যাতে প্রাইমারী টিচারদের স্কেল ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দাবী করতে না পারেন, সেজন্য কোন এগ্রিমেন্ট তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোন এগ্রিমেন্ট তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে আমার কিছু জানা নাই। তবে তাদেরকে প্রাইমারী টিচার্স হিসাবে ঐ সব প্রাইমারী স্কুলগুলিতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে কত জন গ্রেজুয়েট প্রাইমারী শিক্ষক আমাদের হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে ডেপুটেশনে আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ :—প্রাইমারীতে গ্রেজুয়েট টিচার্স যখন থাকবেন, তখন তারা প্রাইমারী টিচার্সদের স্কেল পাবেন, কিন্তু তারা যখন ডেপুটেশনে হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যায় তখন তারা যাতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কেল পেতে পারে, তা কন্সিডার করবেন কিনা, মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে যাদেরকে সেকেণ্ডারী স্কুলের টিচার্স হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। তাদেরকে সেকেণ্ডারী স্কুলের টিচার্সদের স্কেল দেওয়া হবে। অন্যদের বেলায় এটা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি যে গ্রেজুয়েট শিক্ষকদের বেলায় যেমন স্কেল দেওয়া হচ্ছে না তেমনি আবার ঐ গ্রেজুয়েট স্কেলে সম্মানিক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ সোম :—প্রাইমারী ষ্টেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষকের নিয়োগ বড় বেশী হয় নি। তবে যদি কোন ক্ষেত্রে করাও হয়ে থাকে, তাহলে যখনই সুযোগ আসবে, তখন তাদেরকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে নেওয়া হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—এটা কি মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন যে কোয়ালিফিকেশন বেসড স্কেল হওয়া প্রয়োজন এবং যে সব শিক্ষক গ্রেজুয়েট বা পোষ্ট গ্রেজুয়েট তারা প্রাইমারী ষ্টেজে থাকুন আর সেকেণ্ডারী ষ্টেজে থাকুন তাদেরকে সেই স্কেল দেওয়া প্রয়োজন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটার পুনর্বিনাস প্রয়োজন বলে এখানে পে কমিশন বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে আমাদের প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বা জুনিয়ার স্কুলগুলিতেও গ্রেজুয়েট শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—গ্রেজুয়েট শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আছে, এটা অস্বীকার করা যায় না, তবে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান ধরা আছে, তার নীচে হলে নিয়োগ করা হয় না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই যে শিক্ষক, যারা শিক্ষা দিবেন, তারা তাদের ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত হবেন, এটা কখনও হতে পারে না। আমরা ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়ি, যখন দেখেছি চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার জন্য ভাল শিক্ষক দেওয়া হত।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : স্কুলের গ্রেড অনুযায়ী বেতনক্রমটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এজন্য গ্রেজুয়েট যারা প্রাইমারীতে আছে, তাদেরকে প্রাইমারী স্কেল দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩ (ব্রকেটেড)

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩, স্যার,

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১৯-১২-৭২ এবং ৩১-১-৭৩ এ শিক্ষা দপ্তর ক্লাশ ওয়ান এবং ক্লাশ-টুর পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ সম্পর্কে কোন নির্দেশ জারী করেছিলেন কি?	হাঁ।
২) করে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ?	নির্দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :— ১৯-১২-৭২-এর নির্দেশে বলা হয়েছে— ১৯৭৩ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ কার্য্যক্রম অনুযায়ী বাংলা 'দীপালিকা—১ম ভাগ' ও অংক 'গণিত—১ম ভাগ' প্রথম শ্রেণীর জন্য এবং বাংলা 'দীপালিকা—২য় ভাগ' ও অংক 'গণিত—২য় ভাগ' দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রবর্তিত হইবে।

স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বর্তমান শিক্ষা বর্ষে উপরিউক্ত বহিগুলি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চালু করার জন্য অতি সত্বর নির্দেশ দিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৩১-১-৭৩ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংখ্যা জানাইতে বলা হইয়াছে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া জানানো হয়।

আর ৩১-১-৭৩ তারিখের নির্দেশে ১৯-১২-৭৩ তারিখের নির্দেশকে পালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলিকে ন্যাশানেলাইজড টেক্স্ট বুকস ছাড়া অন্য পাঠ্যপুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবর্তিত করিতে বিরত থাকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে বলা হয়।

৩) ঐ নির্দেশ কবে কিভাবে পালন করা হয়েছে?

১ম ও ২য় শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট তালিকা অনুযায়ী সরবরাহ করা হইয়াছে। অঙ্ক পাঠ্যপুস্তক দুইটি এপ্রিল ৭৩ এর মধ্যে সরবরাহ করা হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি যে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এ পর্যন্ত কতগুলি স্কুলে সরবরাহ করা হয়েছে আর কতগুলি সরবরাহ করা হয় নি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তিনটি বই এর কথা আমি বলেছি তার মধ্যে আমরা প্রতিটি সাব-ডিভিশনের ইন্সপেক্টরেট অব স্কুলের কাছে সেই সব বই পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পাঠিয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মোট যতগুলি ক্লাশ ওয়ান আছে, তার মধ্যে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কতগুলি বই গেছে জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—বাংলা প্রথম ভাগ ক্লাশ ওয়ানের জন্য গেছে—৭২,৭৬৬টি আর দ্বিতীয় ভাগ গেছে—৪৪,৫২২টি, মোট—১,১৭,২৮৮টি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে স্কুলের ছাত্রদের থেকে এই বই কেনার জন্য অগ্রিম টাকা আদায় করা হয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই তথ্য আমার কাছে জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই দুইটি বই এর দাম কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এটা আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই দুইটি বই এর যা দাম, অনেক স্কুলে তার চাইতে বেশী আদায় করা হয়েছে এবং এই রকম স্পেসিফিক অভিযোগ পেলে মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এমন কোন অভিযোগ নেই, তবে সেই রকম কোন অভিযোগ আসলে নিশ্চয় তদন্ত করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কাদের কাদের ক্ষেত্রে এই বইগুলি বিনা পয়সায় দেওয়া হয় এবং কাদের কাদের ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় দেওয়া হয় না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসদের কোন কোন ছাত্রকে এই সব বই বিনা পয়সায় দেওয়ার বিধান আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এই সম্পর্কে কোন নির্দেশ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর থেকে গিয়েছে কি এবং যদি গিয়ে থাকে, তাহলে পর অন্য গরীব অংশকে দেওয়া হবে না কেন, তার কারণটা তিনি দেখাতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—নির্দেশ কোন্ তারিখে কোন্টা দেওয়া হয়েছে, সেটা আমার জানা নেই। তবে গরীব ছাত্রদের কেন দেওয়া হবে না, তার কারণও আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না—অন্য ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—অন্য গরীব ছেলেদের বিনা পয়সায় দেওয়া হয় না এটা মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এখন একটা গরীব ছেলে হলেই যে ষ্টাইপেণ্ড পাবেন তাতো নয় ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা আছে এবং এই সব বিধি ব্যবস্থা থাকা সত্বেও মন্ত্রী মশাই কি করে ধরে নিলেন যে গরীব ছেলেরা ষ্টাইপেণ্ড পাবেন এবং ষ্টাইপেণ্ড পেতে হলে কি কি বিধি ব্যবস্থা আছে, তা কি মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, ষ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে কি কি বিধি ব্যবস্থা আছে তা এই প্রশ্নের প্রসংগে উঠে না—প্রশ্নটা ছিল সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইব্‌স ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গরীব ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদেরকে বিনা পয়সায় বই দেওয়া হবে না কেন ? তার উত্তরে আমি বলতে পারি যে এই পর্য্যন্ত তাদের জন্য কোন বিধি বিধান করা হয়নি, সুতরাং তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ধরনের কোন স্কীম করা হবে কিনা যে সমস্ত ছেলেরা গরীব তাদেরকে বিনা পয়সায় সরকার থেকে বই দেওয়া হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই ধরনের কোন স্কীম তৈরী করার পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত হাতে নেওয়া হয় নি, এটা প্রয়োজন মাফিক ভেবে দেখা হবে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্কীম তৈরীর এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা হাতে নাই। তবে সেটা প্রয়োজনবোধে ভেবে দেখা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বিনা পয়সায় এদের বই দেওয়ার জন্য ১০,০০০ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত একটা আবেদন নিয়ে এস, এফ, আই, পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে উত্থাপন করেছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমার কাছে উত্থাপন করা হয় নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যে একটা বই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে কি একটা অংকের বই এখনও দেওয়া হয় নাই এতদিন পর্যন্ত ক্লাশ হওয়ার পরেও না দেওয়ার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বইটা কয়েক মাস আগেই সরস্বতী প্রেসকে দেওয়া হয়েছিল কলকাতায় ছাপাবার জন্য সেখানে ধর্মঘট হওয়ার এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে ওরা নির্দিষ্ট সময়ে দতে পাবে নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই বইয়ের যতটা কপি দরকার তার চেয়ে বেশী কপি ছাপতে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এ বছর কত ছাত্র প্রমোশন পাবে না পাবে তার আগেই ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। এখন যে ছাত্র সংখ্যা আছে তার সংগে বইয়ের সংখ্যার মিল আছে কিনা বলতে পারি না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—প্রশ্ন ছিল যতগুলি ছাত্র ছিল তার চেয়ে বেশী বই ছাপানো হয়েছে না কম ছাপানো হয়েছে ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বইপত্রগুলি কোথা থেকে ছাপানো হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি বলছি কলকাতায় সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটের কারণে তারা বই ছাপাতে পারে নি। সেজন্য অন্য প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরাতে ছাপানোর কি অসুবিধা ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ত্রিপুরাতে স্বল্প সময়ে এত বই ছাপানোর কোন ব্যবস্থা নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বই সরকারের হাতে না এনে কি করে সার্কুলারদেয় যে এই বই ছাড়া আর কোন বই পাঠ্য হবে না। কেন এই রকম করা হল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি পূর্ব্বে বলেছি যে আগেই এই কাজে হাত দিয়েছিলাম এবং সেই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের প্রেসের সংগে যে কথা ছিল তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়ার কথা ছিল।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি গভর্ণমেন্ট প্রেসে কতগুলি লাইনো এবং মনোমেশিন পড়ে আছে, সেগুলি কাজে লাগানো যেত না কি?

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান। দিস ইজ মাই ডিসিশান।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই নির্দেশ জারী হওয়ার ফলে ত্রিপুরার ভাষাগত সংখ্যালঘু যারা তাদের ভাষায় যে পড়াশুনা, যেমন লুসাই ভাষা, সেটা কি এই নির্দ্দেশ জারী হওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে না এখনও আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেটা বন্ধ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। কারণ বেশী এই ভাষায় বই দেওয়ার জন্য আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এখানে বহু স্কুলে যারা নাকি বই একেবারেই পায়নি, গত তিন মাস পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের পড়াশুনার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত সিচুয়েশনটাই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমি বলেছি। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আমরা বই দিতে পারব। সুতরাং তাদের ক্ষতির কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে আমরা অবহিত এবং আমরা যে সারা বছরের যে কারিকুলাম থাকে যাতে সাফিসিয়েন্ট সময় হাতে থাকে এবং যাতে আমরা সেই কারিকুলামটা রিপিট করে পড়াতে পারি সেটা এই সময়ের মধ্যে মেক আপ করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছি

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা বলতে চান যে ত্রিপুরার কোন কোন স্কুলে দুটো ল্যাংগুয়েজে পড়াশুনা করা হচ্ছে? অর্থাৎ উপজাতি ভাষায় এবং বাংলা ভাষায়।

মিঃ স্পীকার :—অনরেবল মেম্বার, দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রশ্নটা হচ্ছে যে সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে যে কোন স্কুলে ক্লাশ ওয়ান এবং ক্লাশ টুতে কোন বই কিনতে পারবে না তার অর্থ কি এই যে অন্য ভাষায় যে স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই বইও কিনতে পারবে না, ঐ বাংলা বই তাদেরও পড়তে হবে যারা অন্য মাতৃভাষায় ক্লাশ ওয়ান এবং টুতে পড়ে থাকে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেটা মাইনরিটিজদের রাইট। সুতরাং সেটা এর আওতায় আসে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আগে যে বইগুলিতে মাতৃভাষায় পড়াশুনা হত সব বন্ধ হয়ে গেছে উনি সেটা এনকোয়ারী করে দেখবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাকে বলতে দেওয়া হয় তাহলে আমি এই কথাটাই বলতে চাই যে ভাষার পয়েন্টটা খুব টাচী পয়েন্ট। আমরা দেখেছি পাশের রাজ্যে তার জন্য কি হতে পারে। সুতরাং এই জিনিসটা থেকে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং মাইনরিটির অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা দিয়েছি অ্যাজ পার কনষ্টিটিউশান।

সুতরাং সেই অধিকার কোথায়ও লঙ্ঘিত হয় আমরা এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারব না। আর উনি যে কথা বলছেন, মাননীয় সদস্য যদি এমন কোন অবস্থা দেখা দেয় আমরা তার প্রতিকার করব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিলোনীয়া বগাফা আশ্রম হাই স্কুলে সেখানে ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টুতে থাটি পারসেন্ট ছাত্র উপজাতি ভাষায় কথা বলে তাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়নি কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত পারসেন্ট হলে বা কোন্ ধরণের স্কুলের মধ্যে প্রথম অবস্থায় দেওয়া হবে সেই নির্দেশ দেওয়া আছে। এই হিসাবে এই স্কুলটা হয়তো সেই পর্যায়ে পড়ে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত স্টার্ড অনরেব্‌ল প্রশ্ন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭৪।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : —মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭৪।

প্রশ্ন :	উত্তর :
১) ১৯৭২-৭৩ সনে আগরতলায় কতজন ছাত্রকে প্রি-মেডিকেল কোর্সে ভর্তি করা হইয়াছে,	১) ৬৫ জন।
২) আগামী শিক্ষা বৎসরে পাশ করার পর তাহারা কি আগরতলা সদ্য গঠিত মেডিকেল কলেজে পড়িবে অথবা তাহাদের জন্য বাহিরের মেডিকেল কলেজে সিট নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে?	২) আগরতলায় কোন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয় নাই। কাজেই তাদের এখানে পড়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—এর সঙ্গে আমার আর একটি প্রশ্ন রয়েছে তাহলে এই ছেলেদের কি হবে তারা কোথায় পড়বে এই ৬৫ জন ছেলের জন্য কোন সিট রিজার্ভের ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা? আর যদি না করে থাকেন তাহলে এখন থেকেই তাদের জন্য সিট পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যে সিট ত্রিপুরার জন্য বাইরের রাজ্যগুলির মধ্যে রিজার্ভ রয়েছে এবং প্রি-মেডিকেল কোর্সে যারা এবার পড়ছেন তারা পাশ করার পরে সরকার চেষ্টা করবেন সেই সিট পাওয়ার জন্য।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রি-মেডিকেলের জন্য ৬৫ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হল আমি কি জানতে পারি এই যে ৬৫ জনকে ভর্তি করা হল তাদের কোন নীতিতে ভর্তি করা হল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্র ভর্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হয় সেই ভিত্তিতে তাদের ভর্তি করা হয়েছে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি যে ৬৫ জন ছাত্র নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কতজন সিডিউল্ড কাস্ট এবং কতজন সিডিউল্ড ট্রাইব ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যে ছেলেরা যাদের প্রি-মেডিকেল কোর্সে নেওয়া হয়েছে এখন থেকেই যদি তাদের জন্য সিট রাখা না হয় তাহলে যখন পরীক্ষার পরে ফল বের হবে—পরীক্ষা দেওয়া এবং ফল বের হওয়া এর মধ্যে এক মাসও সময় থাকে না—তখন সিট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে সেজন্য এখন থেকেই তাদের সিট পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জন্য সিট রিজার্ভ আছে তাদের জন্য চেষ্টা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কতগুলি সিট রিজার্ভ আছে—৬৫টি সিট আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একেবারে নির্দিষ্ট—রিজিড কিছু নাই......

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমরা যতটুকু জানি ২০/২২টি সিট আছে। ৬৫ জনকে আমাদের পাঠাবার জন্য সিট আছে ? ঠিক কথা বলুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ৬৫ জন ছেলে আছে তাদের সবাই পাশ করবে এমন কোন কথা নয়। যারা পাশ করবে আমরা তাদের জন্য চেষ্টা করব। সিট আরও বাড়াবার জন্য .....(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার উত্তর উনারা বুঝতে পারেন নি বলছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সিট রিজার্ভ আছে ত্রিপুরার জন্য সেই সিটগুলি পূরণ করা হবে এর মধ্য থেকে এবং যদি প্রয়োজন হয় আরও বাড়ান হবে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— প্রি-মেডিকেল নাই এই কথাই কি বলতে চাইছেন আপনি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রি-মেডিকেল থাকলেও এটা কমপ্লিট করে এই ষ্টেজটা তারা পড়িয়ে তারপর তাদের কলেজে এডমিশান দেয় এবং সেজন্য এই ষ্টেজটা আমরা এখানেই কমপ্লিট করিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে কোন কোন মেডিকেল কলেজের সংে গসরকার যোগাযোগ করছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এজন্য সেইসব কলেজের সংগে যোগাযোগের প্রশ্ন আসে না—প্রি-মেডিকেল কোর্স—ইট ইজ এ প্রি-রিকুইজিট কণ্ডিশান।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এখানে ভর্ত্তি করা হয়েছে ৬৫ জন ছাত্রকে। প্রি-মেডিকেল যদি তারা সবাই পাশ করে আসে তাহলে তাদের মেডিকেল পড়ার দায় দায়িত্ব সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যদি সবাই পাশ করে সেটি হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদির প্রশ্ন তখন দেখা যাবে...

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা যদি সবাই পাশ করে তাহলে তাদের দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন কি না অথবা নেবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্ব্বেই বলেছি যারা পাশ করবে তাদের জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ত্রিপুরার জন্য ২২টি সিট আছে সরকার কি এই রকম ধারণাই করেন যে ২২ জন ছাত্রই পাশ করবে ? অন্যান্য কলেজে প্রি-মেডিকেল কোস আছে সেগুলি কলকাতা ইউনিভার্সিটির আণ্ডারে নয়। স্যার, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের কথা এই ছেলেরা পাশ করার পর ত্রিপুরার একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে ছেলেদের নিয়ে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হতে পারে না সেটি আমার জানা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। তার কারণ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পর অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হয় তারা সাইন্সে পাশ করলে ভর্তি হতে পারবে প্রি-মেডিকেল পাশ করলে ভর্তি হতে পারবে না এটা নয়। যেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ডিগ্রী কোর্সে যেমন পারে তেমনই প্রি-মেডিকেল কোস ও অনুমোদিত। সুতরাং তারা পাশ করলে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে না এই কথাটা বুঝলাম না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যেহেতু মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সম্ভাবনার কোন ইংগিত মন্ত্রী মহাশয় দিতে পারছেন না যে সব ছেলেরা পাশ করবে প্রি-মেডিকেল কোস তাদের দায়িত্ব নিয়ে অন্যান্য কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করবেন এই আশা করতে পারি কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা কোন কমিটমেন্ট করতে পারি না। আমরা আশা করছি সেটি সরকার চেষ্টা করবেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন সাধারণত ত্রিপুরায় যখন পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয় কলিকাতা সেকেণ্ডারী বোর্ডের রেজাল্ট যখন বের হয় তখন ভারতবর্ষের বাংলাদেশের বাইরের অন্যান্য সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলি—সমস্ত জায়গায়—সেজন্য সিট পাওয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তার জন্য পূর্বাহ্নেই যদি সিটের

ব্যবস্থা করে না রাখেন তাহলে সেই সব ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার অসুবিধা হবে। সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসুবিধা আছে এবং সেইসব অসুবিধা যাতে অতিক্রম করা যায় তার জন্যই সরকার চেষ্টা করে থাকে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ বানার্জী

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— প্রশ্ন নং ১১২

মিঃ স্পীকার :— ১১২

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রশ্ন নং ১১২

প্রশ্ন

১) বিভিন্ন স্কুলে কতজন সিনিয়র শিল্প শিক্ষক আছেন?

২) তাহাদের নিয়োগের জন্য কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস আছে কিনা?

৩) বর্তমান সিনিয়র শিল্প শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

৪) এদের কি কাজ করতে হয়?

উত্তর

১) সিনিয়র শিল্প শিক্ষক নামে কোন পদ স্কুল সমূহে নাই।

২, ৩ ও ৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— ক্র্যাফট্স টিচার্স বলে কোন নিয়োগপত্র আছে কি না এবং তারা যে সব স্কুলে কাজ করেন তাদের সংখ্যা কত সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ক্র্যাফট্ টিচার্স আছে তবে সিনিয়ার শিল্প শিক্ষক বা সিনিয়র ক্র্যাফট্ টিচার্স এই পদ নাই...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ক্র্যাফটস্ টিচার্সদের মধ্যে কয়টি স্কেল আছে এবং কত কত?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ক্র্যাফট্স্ টিচার্সদের মধ্যে দুইটি স্কেল প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে ১১৫-৭-২৪৫-৮-২২৫ এবং আর একটি হচ্ছে ১২৫-৩-১৪০-৪-১৬৫-৪-২০০

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্তমানে প্রথম স্কেলটির জন্য কি কোয়ালিফিকেশান লাগে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথম স্কেলটির জন্য যে কোয়ালিফিকেশান আছে—আগরতলা ক্র্যাফটস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অথবা কোন অনুমোদিত কলা এবং ক্র্যাফটস্ ইনষ্টিটিউট হইতে ৪ বছরের ডিপ্লোমা ম্যাট্রিদের জন্য আর একটি হচ্ছে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রাপ্তদের জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই কোয়ালিফিকেশান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন শ্রীচিত্ত রঞ্জন বণিক, ক্র্যাফট ইনষ্ট্রাক্টার, গন্দাং এস, বি, স্কুল, সাতচাঁদ—তাকে ফাষ্ট ক্লাস থাকা সত্ত্বেও এই স্কেল দেওয়া হয় না এবং এই রকম আরও বহু কেইস আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন কোন তথ্য আমার জানা নাই। ক্র্যাফটস্ টিচার্সদের প্রথম স্কেল পাওয়ার ন্যূনতম যে যোগ্যতার কথা বলা হয় তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি দ্বিতীয় স্কেল যেটি সেটি রিভাইজড স্কেল এবং এই স্কেল অনেক ক্র্যাফটস্ টিচার্স নিতে চান নি এবং খোয়াইতে যারা নিতে চাননি তাদের ৪ বছর যাবত ইনক্রিমেন্ট বন্ধ আছে এবং অনেককে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই স্কেল। অথচ তারা রিফিউজড করেছে এবং তার জন্য তাদের আবেদন আছে যে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং চীফ কমিশনারের কাছ থেকে চিঠি গিয়েছে যে এই বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন যদিও লম্বা হয়েছে বিষয়টি একই ঐ যে সেকেণ্ড স্কেলটা সেটি ক্র্যাফটস্ টিচার্সরা রিফিউজড করেছে এবং রিফিউজড করার পর উদের কিছু কিছু ভিকটিমাইজড হয়েছে তাদের ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে না কিন্তু কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নটি অত্যন্ত লম্বা। বহু প্রশ্ন করা হয়েছে। তবে প্রশ্নটার জবাব আমি দিচ্ছি। জবাব হচ্ছে এই নম্বর স্কেলে যে সমস্ত শিক্ষক আছে এই স্কেল সম্পর্কে তাদের অসন্তোষ বরাবরই আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন কি সরকার সিদ্ধান্ত কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমরা বিবেচনা করতে পারি কি না সেটি চিন্তা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই যে হায়ার স্কেলটা দেওয়া হয়েছে বলে বলেছেন, ক্র্যাফট টিচারদের, সেটা একজন নন-মেট্রিক যাকে অন্য জায়গায় দুই বছরের জন্য পাঠিয়ে ডিপ্লোমা আনা হয়েছিল, তাকে সেই স্কেলটা দেওয়া হয়েছে? আমি তার নামও দিচ্ছি—শ্রীঅরুণ কুমার ভট্টাচার্য, তিনি নন-মেট্রিক অথচ তিনি সেই হায়ার স্কেল পাচ্ছে না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে এইরকম কোন সংবাদ আমাদের কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তিনি এখনও চাকুরী করছেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার বলেছেন এইরকম কোন তথ্য উনার জানা নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— এখনতো জানলেন?

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই হাউসের সামনে আমি তথ্য রাখছি, অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য তিনি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন, যে সিনিয়র স্কেলের কথা তিনি বললেন সেটা তিনি পাচ্ছেন, সেটা দেখা হবে কি না ? তিনি নন-মেট্রিক।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি সেটা দেখব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ফাষ্ট ক্লাশ ডিগ্রি হোল্ডার বা ডিপ্লোমা হোল্ডার যারা আছেন, তাদের জন্য হায়ার স্কেল, সেকেণ্ড ক্লাশ বা পাশ কোর্সে যারা আছেন, তাদের জন্য লোয়ার স্কেল। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ফাষ্ট ক্লাশ ডিগ্রী হোল্ডার বা ডিপ্লোমা হোল্ডার আছে এবং অন্যান্যরা আছেন, তাদের সেম ডিউটিজ পারফরম করে কি না না ফাষ্ট ক্লাশ ডিগ্রিধারীদের জন্য অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা আছে কি না ? এইসব দুই শ্রেণীর উক্ত টিচারসরা একই ধরণের ডিউটি ডিসচার্জ করে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন তাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশানের ভিত্তিতে এবং সাধারণতঃ সেইভাবে স্কেলগুলি নির্দ্ধারিত করা হয়, এইজন্যই এই তারতম্য হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার, আপনি বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সিনিয়র ক্র্যাফট টিচার আছে। এই শিক্ষকরা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন স্কুলে শিক্ষকতা করছেন এবং তারা কতজন, তারা যে শিক্ষকতা করছেন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে আছে কি না কোন স্কুলে তারা শিক্ষা দিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর এই বিষয়ে জানা আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত ওরা হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুল এর মধ্যে তারা সেই শিক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং তাদের সংখ্যা যে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৩৫৫টি

শ্রীমধুসুদন দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ক্রাফট ইনষ্টিটিউশানের প্রিন্সিপালের নাম কি এবং বর্ত্তমানে বছরে কতজন ট্রেনিং সেখানে দিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্নের সংগে এটা যুক্ত নয়।

শ্রীমধুসুদন দাশ :— উনি বলেছেন আগরতলা ট্রেনিং সেণ্টারে, ক্রাফট ইনষ্টিটিউশানে ট্রেনিং নিচ্ছেন। তাহলে ক্রাফট ইনষ্টিটিউশানে ট্রেনিং যেটা আছে, তার প্রিন্সিপালের নাম থাকবেনা সেখানে - কতজন সেখানে ট্রেনিং নিচ্ছেন সেটা বলবেন না ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংখ্যা বললেন ক্রাফট টিচারের, এর মধ্যে হায়ার স্কেল কতজন পাচ্ছেন তিনি জানাতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কৃষ্ণসাধন নাথ, তিনি কোন ডিপ্লোমা না থাকা সত্ত্বেও হায়ার স্কেল পাচ্ছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইন্‌ডিভিজুয়েল কেস আমার জানা থাকার কথা নয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এটা আমি দেখব পূর্বেই বলেছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ক্রাফট টিচারস কোন স্কুলে কি কি কাজ করছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ক্রাফ. টীচাররা ক্রাফট শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীতাপস দে :— ক্রাফট টিচাররা ইতিহাস, ভূগোল পড়ান এটা সত্যি কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় স্কুলগুলির মধ্যে টিচার যখন অনুপস্থিত থাকেন, তখন সাধারণতঃ প্রভিশনাল রুটিন করা হয়, তাতে এইরকম হতে পারে।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— যে উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং এবং বিশেষ বেতন দেবার ব্যবস্থা ছিল, সরকার কি তদন্ত করে দেখেছেন শিক্ষা বিভাগ থেকে যে সরকারের সেই উদ্দেশ্যটা পরিপূরিত হচ্ছে কি না এবং যদি তদন্ত করে থাকেন, তাহলে তাদের অভিমত কি এবং যদি না করে থাকেন এই শিক্ষা ব্যবস্থা আর চলবে কি না, এই ধরণের যে ডিষ্টিংশান যে প্রথম শ্রেণীর হলে বেশী বেতন পাবে, সেটা আর দরকার আছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না এবং সেটা বন্ধ করবেন কি না বা করেছেন কি না বা করার পরিকল্পনা আছে কি না, দয়া করে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এইরকম কোন তদন্ত কমিটি হয়েছে বা তার রিপোর্ট পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার যে প্যাটার্ণ করা হয়-সেটা প্রায় সর্বভারতীয় রূপ দিচ্ছেন, সুতরাং সেই সম্পর্কে নূতন ভাবে চিন্তা হচ্ছে, সেই চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে ত্রিপুরাতেও চিন্তা করা হবে। আর হায়ার স্কেল যারা পাচ্ছেন, তাদের স্কেল কমানো সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, যারা হায়ার স্কেল পান সেখানে কমানো সম্ভব নয়, সুতরাং এটা আমরা করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩৫।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৯৩৫।

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে আমতলী সিনিয়র বেসিক (আগরতলা শহরের দক্ষিণ দিকে) স্কুলের একটি বিরাট অংশ আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন যাবত মেরামত হয় নি।

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

। স্কুলের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। কাজেই পোড়ে যাওয়া অংশটি মেরামত ক র প .য় জন নাই।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে স্কুলটা কবে পোড়া গিয়েছিল এবং সেই স্কুলের আসবাবপত্র টিনসহ স্কুলের জিনিষগুলি কি সমস্ত ভস্ম হয়ে গিয়েছিল না কি কিছু কাজের উপযুক্ত ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২১-৩-৭১ ইং তারিখে এক অগ্নি কাণ্ডের ফলে এই স্কুলটা পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়ার পর টিন কতখানি ছিল বা না ছিল সেই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে স্কুলটা মেরামত হয়ে গেছে, আমি জানি এখনও মেরামত হয় নাই। একটা স্ট্রেচুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেইটা ইনকোয়ার' করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনকোয়ারীর প্রশ্ন আসে না। আমি এই দিক দিয়ে যাইতে একটা দেখি সে স্কুলটার ট্রিপলার ফ্রেমগুলি আছে কিন্তু তার দেহাবাস স্থানে নেই। এইটা করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন হবে সেই জন্য স্কুলের যাতে কাজকর্ম্মের কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্য নতুন করে একটা ঘর তৈরী করা হবে।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে উনি আসতে একটা দেখেন শেষ করে তিনি গিয়েছিলেন এবং কবে সেইটা দেখে এসেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই সেশানের আগেও আমি গিয়েছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা স্কুল গৃহ পুড়ে গেল তার কি নষ্ট হলো বা না হলো. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তার কি এসেট আছে বা না আছে তিনি জানেন না। একটা স্কুল ঘর পুড়ে গেল সেই স্কুলের এসেট ছিল কি না ছিল সেইটা এ্যাডুকেশন ডিপার্টমেন্ট জানলেন না মন্ত্রী মহাশয় জানলেন না তার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানলেন না এই কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঠিক নয়। কথাটা হচ্ছে যে সমস্ত তথ্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে থাকবে এমন কোন কথা নয় এবং সেইটা নিয়ে তদন্ত করা হয়েছে, সদর ইন্সপেক্টার (ক) এইটা তদন্ত করেছেন এবং ক্ষতির পরিমাণ মনে হয় তিনি জানিয়েছেন।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইহা কি সত্য যে এই স্কুলের কিছু এসেট ছিল সেটা কাজের উপযুক্ত ছিল সেই এসেটগুলি অনেক ব্যক্তি আত্মসাৎ করেছে এবং এই সম্পর্কে সেখানকার যুবক এবং অন্যান্য অধিবাসিরা মাননীয় সরকারের নিকট জানিয়েছেন এবং তার কোন প্রতিকার সরকার করেছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারের পর একটা তদন্ত হয়েছিল তদন্তের ফলাফল আমার কাছে এখন নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯১৮ ।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯১৮ ।

প্রশ্ন

১। ক) ১৯৬১ সালের আর, ও, পি, রুল অনুসারে ত্রিপুরা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ক্লাশ ওয়ান, ক্লাস টু (গেজেটেড) এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের পে স্কেল রিভিশন না হওয়ার কারণ কি ?

খ) উক্ত কর্মচারীরা কি এখনও পুরাতন পে স্কেল অনুসারে ডি, পি, (ডিয়ারনেস পে) পাইতেছেন ? তাহাদের পে স্কেল বিভিশনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। আর, ও, প, রুল ১৯৬১ বলিয়া কোন রুল প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য আর, ও, প, রুল ১৯৬৭ ১-৪-৬৭ হইতে প্রচলন করা হইয়াছে। এ রুলে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু (গেজেটেড) ও ৩য় শ্রেণীর টিচিং পদের পে স্কেল সংশোধিত হয় নাই। কারণ উক্ত পদগুলির বেতন ক্রম পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হারে নহে।

খ হ্যাঁ বর্তমানে সংসব পদের বেতন হার সংশোধনের বিষয় সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পে স্কেল রিভিশন হয়েছে ত্রিপুরাতে ১৯৬৭ ইংরাজীতে এবং এইটার এ্যাফেক্ট দেওয়া হয়েছে ১৯৬৮ সন থেকে ঠিক সেই অনুযায়ী ওদেরও দাবী ছিল ১৯৬৮ ইং রিভিশনের জন্য সেইটা তখন করা হয় নাই। কেন হয় নাই তার ঠিক উত্তরটা আমি পাই নাই কেন করা হয় নাই এইটা আমার প্রশ্ন ছিল। এখানে বলেছেন পরীক্ষাধীন আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৬৮ সনে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রস্তাব গেছে পে স্কেল রিভিশন সম্পর্কিত এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে আমরা মনে করতে পারি যে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট যেটা জাষ্টিফাই মনে করছেন সেই জন্যই সেইটাকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রস্তাব করেছেন। এখন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে সেইটা বিবেচনাধীন নেই তারা সেইটা ফেরত দিয়েছেন ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কাছে কারণ ত্রিপুরা এখন ষ্টেইট হোড হওয়াতে ত্রিপুরা ষ্টেইটই এখন কম্পিটেন্ট। এখন যেহেতু এইটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের অনুমোদন প্রাপ্ত প্রস্তাব সেইটা এখন করতে অসুবিধা কোথায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা দীর্ঘ বক্তব্য হয়েছে। যেটুকু আমি বুঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে যে সময়ে আর, ও, পি রুল ১৯৬৩ ইং সনে এবং রেট্রসপেকটিভ এ্যাফেক্ট ১৯৬১ সন থেকে তখন একটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সেই সময়ে ত্রিপুরার পলিটেকনিকেল ইনষ্টিটিউশনের ক্লাশ ওয়ান, ক্লাশ টু গেজেটেড পোষ্ট এবং ক্লাশ ত্রি কর্মচারীর নাম তারা দেন নি। এর জন্য এদের ক্ষেত্রে একটা বিবেচিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে যখন এইটা সরকারের গোচরে আসে তখন সরকার সেইগুলির ক্লারিফিকেশান চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার তখন বলেন যে সেইগুলি সংশোধিত হওয়ার উপযুক্ত নহে। এবং যেহেতু ত্রিপুরার প্রায় সমস্ত বেতন ক্রমই প্রায় পশ্চিম বংগের বেতন ক্রমের সাথে মিল আছে সেই জন্য পশ্চিম বংগের সরকারকে এই সম্পর্কে লেখা হয়। পশ্চিম বংগ সরকার জানিয়েছেন যে এই পদগুলির ব্যাপারে তাদের নিজস্ব আলাদা কোন বিধান নেই। তার জন্য এই ব্যাপারটা পরবর্তী সময়ে তিনি যটা বলেছেন তা সত্য সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত দেন নাই এবং ত্রিপুরা এখন পূর্ণ রাজ্য হওয়ার অনেক পরে তারা বলেন যে যেহেতু ত্রিপুরা এখন পূর্ণ রাজ্য এখন তারা এইটার বিবেচনা করতে পারেন। এই জন্যই আমি বলছি যে এইটা পর ক্যাপান আছে, ত্রিপুরা সরকারের।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—সাপ্লিমেনটারি স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তার চিঠি এখানে আছে আমি পড়ছি -

Subject—Scales of pay of Lecturer in Engineering and Non-Engineering subjects

With reference to your letter No :.. .. ... dt September (10/13/8/63) on the above subject I am directed to say that it is an accepted policy of the Central Government that no discrimination shall be made in the same institution between teacher of Engineering and non-Engineering subjects in the matter of application of revised scale of pay Accordingly revised scale of pay of Rs 350—850/— has been sanctioned for Lecturers in Tripura Polytechnical Institution, Agartala, regardless of the subject they teach vide this Ministry letter No. .. ... dated. 17/11/62. সুতরাং সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত দেন নাই সেইটা তো আমরা বলতে পারি না। আমরা তো দেখি পরিস্কার চিঠি দেওয়া আছে, ত্রিপুরা গভার্ণমেন্টের কাছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেইটা সেনট্রাল গভার্ণমেন্টকে লেখা হয়েছিল কিন্তু সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট পরবর্তী সময়ে জানান যে এইটা ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করতে পারেন। এই জন্য এইটা ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কবে পর্য্যন্ত এই রিভিশনটা দেওয়া হবে? এই সমন্ধে আমাদেরকে কিছু আশ্বাস দিতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে যখন বলা হয় শীঘ্রই করা হবে তখন আর সেই সমন্ধে প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং আমরা যেহেতু বিবেচনাধীন রেখেছি কাজেই শীঘ্রই আমরা এইটার সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মাননীয় সদস্য যে চিঠিখানা এখানে পড়লেন, এটাকে আপনি ডিনাই করছেন কি, আর যদি ডিনাই না করেন তাহলে সেই চিঠি মূলে কি সিদ্ধান্ত সরকার নিচ্ছেন জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, এটাকে ডিনাই করবার কোন প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে কার্য্যকরী করা এবং এটা সরকার বিবেচনা করে দেখেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এই চিঠিটা আসার পর, সরকার তার ভিত্তিতে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটাই আমরা জানতে চাই?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে কি হার দেওয়া হবে, সেটাও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, কেন না, এই সব বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরন করে চলছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এই চিঠির মধ্যে তো কি হার দেওয়া হবে না দেওয়া হবে তার সব কিছু দেওয়া আছে, প্রশ্নটা হচ্ছে ইমপ্লিমেনটেশনের প্রশ্ন, সরকার এটা ইমপ্লিমেনটেশান করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আমরা জানতে চাই?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম:—স্যার, এই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যেটা আছে, সেটাই আমরা অনুসরণ করে আসছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটাতো পশ্চিমবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গকে অনুসরণ করার কথা নয়। যে চিঠি পাওয়া গেছে, সেই চিঠিমূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, সেটাই জানতে চাইছি?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, উত্তর বঙ্গ বলে কোন রাজ্য নাই, কাজেই তাকে অনুসরণ করার প্রশ্ন উঠে না। তবে পশ্চিমবঙ্গ বলে যে রাজ্য আছে, এই সব ব্যাপারে তারা যেটা করে আমরা এতদিন যাবত সেটাই অনুসরণ করে আসছি।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :—স্যার, মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কবে পর্য্যন্ত রিভিশান হবে, তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারেন নি। তিনি সাধারণভাবে বলে গিয়েছেন যে পে-কমিশন হবে এবং তারা সেটা চিন্তা করবে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে যেটা রিভাইজড হয়ে গেছে, সেটা এখানে না দেওয়ার ফলে নূতন করে পে-কমিশন হলে পর তারা তো শুধু স্কেল টু স্কেল রিভাইজড করবে, ফলে মধ্যখানে যে গেপটা রয়ে গেল, সেটা তারা পূরণ করতে পারবে না। কাজেই কর্ম্মচারীরা সেই দিক দিয়ে তাদের যে বেনিফিট পাওয়ার কথা সেটার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—স্যার, পে কমিশন কর্ম্মচারীদের স্বার্থ দেখবে না, এটা ঠিক নয়। তবে যে গেপটা থেকে যাবে সেটা হয়তো পূরণ করা সম্ভব হবে না এবং তাতে করে

কর্মচারীরা বেনিফিট পাবেন না, এটা আমরা অস্বীকার করছি না। তাই আমরা সব জিনিষটা বিচার বিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করছি।

Mr Speaker :—Question hour is over To-day there are 15 unstarred questions The Ministers may lay on the table of the House the replies of the unstarred questions and starred questions which were not replied orally

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, এখন তো জিরো আওয়ার। আমার একটা আবেদন আছে স্যার। আমরা লক্ষ করছি যে কোন দিন ১০টা থেকে ১৫টা কোয়েশ্চান থাকে আবার কোন দিন ১০টা থেকে ৫০টা কোয়েশ্চানও থাকে। কিন্তু কোন দিনই সবগুলি কোয়েশ্চানের উত্তর আমরা পাই না। কিছু দিন আগে আপনি বলেছিলেন এই ব্যাপারে সবাই যাতে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে, সে জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু এখন দেখছি যে আমরা যারা কোয়েশ্চান দিয়েছি, তার উত্তর ঠিক মত পাচ্ছি না, ফলে মেম্বার হিসাবে আমাদের যে রাইট সেটার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি কি করব, আপনারা এত সাপ্লিমেণ্টারী করেন যে অন্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান করেও তার উত্তর পাচ্ছি না তাতে কি আমাদের অধিকার কার্টেইল করা হচ্ছে না ?

Mr. Speaker :—There is one calling attention notice of Shri Nripendra Chakraborty of ... 4 73 to which the Hon ble Minister-in-charge agreed to make a statement to-day, the 9th April, 1973. I would call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Calling Attention notice given by Shri Nripendra Chakraborty—গত ৪/৪/৭৩ইং তারিখে একদিন সমাজ বিরোধীদের বোমার আক্রমণে সদর টাকারজলার শ্রীযতীন্দ্র দেবনাথ নামক এক ব্যক্তি আহত হওয়া সম্পর্কে।

গত ৪।৪।৭৩ইং তাং শ্রীরাম চরণ সাহার পুত্র শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা (সাং সম্পারায়, থানা জিরানিয়া) টাকারজলা আউট পোষ্টের ও, সি,র নিকট লিখিত অভিযোগ দাখিল করে (এই নালিশ জিরানিয়া থানার ও, সি, ৪।৪।৭৩ইং রাত ৯টায় প্রাপ্ত হয়, টাকারজলা ক্যাম্প হইতে উক্ত লিখিত নালিশগুলি জিরানিয়া থানায় প্রেরণ করেন এবং তথায় ৫।৪।৭৩ইং তারিখে জিরানিয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৮/১৪৯/৩২৩/৫০৬ ধারা মূলে ২(৪)৭৩নং মোকদ্দমা রেজেষ্টি হয়।

নালিশের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে রাণীর বাজার নিবাসী শ্রীআনন্দ দাসের পুত্র শ্রীগোপাল দাস একখানি ভাড়াটিয়া জীপ যোগে (৬২৪ সং টি, আর, টি) প্রায় ২৫ জন ছেলে নিয়ে সোমবার বাজারে আসিয়া তাহার (শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র সাহার) রেশন সপে তাহাকে মারিবে বলিয়া শাসায়। তাহারা তাহাকে হাত বোমা ও ছুরি দেখায়। শ্রীসাহা নিরুপায় হয়ে পেছনের দরজা

দিয়া পলায়ন করে, এই সময়ের মধ্যে চারি দিক দিয়া লোক জড় হইতেছে খবর পাইয়া তাহারা অনবরত হাত বোমা ছুড়িতে থাকে। এদিকে চারদিক থেকে লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে তাহাদের হাতে ছুরি, ডেগার ছিল। কয়েকটি ছেলে পালাইয়া যায়।

যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে জনতা ধরিয়া ফেলিয়াছিল জিরানিয়া পুলিশ খবর পাইয়া তথায় উপস্থিত হইযা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ নালিশ পাইয়া সংগে সংগে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে এবং ঐ রাত্রিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করেন।

১)	শ্রীগোপাল দাস	সাং রাণীর বাজার
২)	,, ফণী ঘোষ	কাশিপুর
৩)	,, অজিত রায়	রাণীর বাজার
৪)	,, প্রতাপ দাস	ঐ
৫)	,, বিজয় দাস	ঐ
৬)	,, মধুসুদন গোস্বামী	কোলাই
৭)	,, দিলীপ দাস	রাণীর বাজার
৮)	,, রাখাল চৌধুরী	ঐ
৯)	রাখাল সাহা	ঐ
১০)	,, স্বপন সাহা	ঐ

অপর দিকে রাণীর বাজার নিবাসী আনন্দ দাসের পুত্র শ্রীবঙ্কিমরঞ্জন দাস কতোয়ালী থানায় আসিয়া ১২শে চৈত্র (৪টা এ প্রিল) ১০—৩৫ মিনিটে (বুধবার) এজাহার দেয়। এজাহারটি যথারীতি জিরানিয়া থানায় প্রেরিত হয় এবং তথায় ন(৪)৭৩ নং মোকদ্দমা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০৭/৩৪৭ নং ধারা) রেজেষ্টি হয়।

জানা যায় যে শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা রেশন সপের সামনে হট্টগোলের সময় কেহ পটকা ছুড়ে, ফলে যতীন্দ্র দেবনাথ পায়ে সামান্য আঘাত পান। সামান্য আঘাত পাওয়ায় তিনি নাকি কোন চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেন নাই। শ্রীযতীন্দ্র দেবনাথ নাকি উল্লেখিত শ্রীসুরেন্দ্র সাহার শুভানুধ্যায়ী।

মকোদ্দমাটি তদন্তাধীন থাকায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে উক্ত গোপাল দাস, একজন তহশীলদার কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— হাঁ, তিনি একজন তহশীলদার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি টি, আর, টি—২০৪ এর মালিক কে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই গোপাল দাস, তিনি ঐখানে মহাজনী করেন এবং মহাজনীর টাকা আদায় করতে গিয়েই এই গুণ্ডার ভাড়াটে করেছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ ঘটনা যা ঘটেছে, সেজন্য তদন্ত হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যারা রাণীরবাজার গিয়েছিলেন, তারা একটা রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং এই ধরণের কয়েকটি ঘটনা বা গুণ্ডামীর সংগে জড়িত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা আমার জানা নেই যে তারা কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কিনা। সেখানে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে পুলিশ এর কাছে অভিযোগ এসেছে এবং পুলিশ সেই সম্পর্কে তদন্ত কার্য্যও চালাচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা এই ঘটনার সংগে জড়িত তাদের নামে পুলিশের কাছে আরও অনেক অভিযোগ আছে, এটা আপনি অবগত আছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছে তখন তারা অন্য কোন ঘটনার সংগে জড়িত কিনা সেটা তদন্তে বের হতে পারে। এই ধরণের কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সব সমাজ বিরোধীরা কোন একজন মন্ত্রীর আশ্রিত কিনা, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোন সমাজদ্রোহী বা সমাজবিরোধী কোন মন্ত্রীর আশ্রিত থাকে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি যে কয়েক দিন আগেও রাণীরবাজারে মোটর শ্রমিকদের এই সমাজবিরোধীদের দ্বারা মারা হয়েছিল ?

Mr. Speaker :— Hon'ble member, it is not related to your Calling attention Notice

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the following members—Shri Abdul Wazid, M. L. A and Shri Sunil Ch Dutta, M. L. A. on the subject— 'গতকল্য ৫/৪/৭৩ ইং রাত্রি ৯ ঘটিকায় রামনগরস্থিত দুইজন পুলিশ নুরমিঞা ও তার পুত্র খুরশীদ আলী এবং খুরশীদ আলীর বাড়ীতে চড়াও হওয়া এবং কতিপয় সমাজবিরোধী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং অমানুষিক মারপিট সম্পর্কে"। (২) বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর গ্রামে চাঁদমিঞা সর্দার নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির বাড়ীতে বিগত ২৮শে মার্চ তারিখে বি, এস, এফ, এর লোক কর্ত্তৃক অকথ্য নির্য্যাতনের ব্যাপারে"।

Mr. Speaker :—I have given consent to the motions of Shri Abdul Wazid and Shri Sunil Ch. Dutta. Now Hon'ble Minister may kindly make a statement on these two subjects to-day, if he likes. If he is not in a position to make a statement to-day he may kindly give me a date on which the notices will be shown on the order paper for statement.

Shri Debendra Kishore Choudhury —I shall make the statement on 11th April, 1973.

Mr Speaker —Hon'ble Minister will make the statements on the 11th April 1973

Next item in the List of Business is voting on Demands for grant 1973—74 To-day in the List of Business are the following demands namely Demand No 14—Education and Demand No 2 Land Revenue are to be disposed of Moreover, there are 4 Demands namely, Demand No 11-Jail, Demand No. 12—Police, / Demand No 33—Forest and Demand No. 32—Stationary and Printing being carried over from the List of Business of the 6th April, 1973 being taken first to-day on the 9th April, 1973 Members have received the List of Business along with the List of Demand to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the members

Mr Speaker —The Finance Minister will move the Demand standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister moved the Demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the Demands and Cut Motions Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote

Now I would request the Hon'ble Member Shri Anil Sarkar to discuss on his cut motion

Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, he is absent Shri Samar Choudhury will speak

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কিনা যদি কোন মেম্বার অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে অন্য মেম্বার তার কাটমোশানের উপর বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এ প্রশ্ন উঠে না। কারণ কাটমোশনের উপর বলছে না। ডিমাণ্ডের উপর বলছে।

মিঃ স্পীকার :—পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখবেন। ইট উইল নট স্পীক অন দি কাটমোশন অব শ্রী অনিল সরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ত্রিপুরার সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি, যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে' সারা ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে স্মাগলিং করছে আমি তা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। ওরা বর্ডারের সিকিউরিটি রক্ষা করবে, ত্রিপুরা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পাচার করতে ওরা সাহায্য করতে দেখা গেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি তাদের একজন প্রধানের নাম উল্লেখ করতে চাই। তিনি হচ্ছেন এস, চৌহান, ডিপুটি কমাণ্ডার। মাননীয়

স্পীকার, স্যার, উনার কথা আমাদের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী গতদিন উল্লেখ করেছিলেন। আমি তার সম্পর্কে আর একটু উল্লেখ করতে চাই। তার ক্যাম্পে রেডিও কাম টেপ রেকর্ডারটা যে আছে সেটা কোথা থেকে এল সেটা কি কিছু দেখা হয়েছে? ওটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, ওটা স্বাভাবিক ভাবে আসে নি। ওটা অস্বাভাবিকভাবে এসেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৩১৯ নম্বর সাদা রঙের একটা গাড়ী ৪ | ৪ | ১৯৭৩ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হয়ে কুমিল্লা চলে গেল। কেন গিয়েছিল? চৌহান সাহেব কোথায় গিয়েছিলেন, কি করতে গিয়াছিলেন? সমগ্র ত্রিপুরা বর্ডার অঞ্চলে শুনেছি বি, এস এফ, আর সি, আর, পি, মেয়ের ব্যবসা শুরু করেছেন। সত্যিই কি তাহলে তাই? আমরা জানতে চাই যে এইসব পুলিশ ফোর্স পরিচালনা করতে গিয়ে ত্রিপুরাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি চৌহান সাহেব সম্পর্কে আরও উল্লেখ করতে চাই। সি, আর, পি, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সব প্ল্যান এবং এস্টিমেট করা হয়েছিল চৌহান সাহেব সমস্ত অলটার করে দিয়েছেন। কি ভাবে অলটার করে দিলেন খোঁজ নেওয়া দরকার। হয়েছে কি তদন্ত? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি উত্তর দিতে পারবেন? আমি শুনেছি কোন কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে বন্দুক উপহার দেওয়া হয়। এই চৌহান সাহেব উপহার দিয়েছেন। আমি জানি না তদন্ত হয়েছে কিনা। এই সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর হবে কিনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমস্ত এস্টিমেট অলটার করে দিয়ে ফলস্ বিল সাবমিট করলেন। অডিট থেকে কি মতামত দিয়েছে? আজকে এইগুলি সম্পর্কে তদন্তের কোন রিপোর্ট কোন কিছুই প্রকাশ করা হয় না। সমস্তই গোপন করে রাখা হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের কথা বলছি স্মাগলিং চলছে একই হারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এস, ডি, ও,র কাছে একটা নয় দু'টা নয় কয়েক ডজন দরখাস্ত পরেছে আমি নিজে গিয়েছি ডেপুটেশানে গ্রামের লোককে সংগে নিয়ে। বক্সনগরের যে দোকানগুলি আমাদের কৃষি মন্ত্রীর কনষ্টিটিউয়েন্সী তিনি সেখানে ঘন ঘন যান—পরিদর্শনে যান বক্তৃতা শুনান। বক্সনগরের ছোট ছোট দোকানগুলির মালিকেরা বাইরে থেকে ডাল তেল লবণ আনে। আগরতলা থেকে বিশালগড় থেকে। শত শত টাকা লুট করছে ঐ সব দোকানদারদের কাছ থেকে যে সব বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, আছে সেই সব এলাকায় তারা সেই সব ছোট ছোট দোকানদার টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের টাকা লুঠ করছে। কোথায় সেখানে তো কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই হচ্ছে বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, তাদের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর ঠিক এইরকম ঘটনা এস, ডি, ও,র কাছে রিপ্রেজেনটেশান দেওয়া হয়েছে কমলনগর থেকে, তাদের শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু ফলে সেখানকার দোকানদারদের বি, এস, এফ, রা ধরে ধরে পিটালো। গত বিধান সভার সাধারণ নির্ব্বাচনের সেখানকার একজন প্রার্থী—অবশ্য তিনি হেরে গেছেন সেই নির্ব্বাচনে সেই ফণীভক্ত তাকে ধরে পিটানো হল। তিনি দরখাস্ত করেছিলেন এস, ডি, ওর কাছে। এস, ডি, ও, বললেন আমি কি করব আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন। এখানে কি কোন সিভিল প্রশাসন আছে? এখানে পুলিশী রাজত্ব করা হয়েছে এখানে মিলিটারী

রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি, আর একটি ঘটনার কথা বলছি। মহাদেব দাস, পিতা মৃত পুলক চন্দ্র দাস, সোনামুড়া গ্রাম বাড়ী। আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মনছুর আলী সাহেবের গ্রামে বাড়ী। তিনি মাছের ব্যবসা করেন। তিনি ৬জন লোক নিয়ে গত ৩০-১-৭৩ ইং তারিখে কুলবাড়ীর নীলকণ্ঠ সাহার পুকুর থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রী করতে গেলে বি, এস, এফ, রা তাকে আটক করে। চৌহান সাহেবের একজন প্রিয় শিষ্য চতুর্বেদী সাহেব। সেখানকার ক্যাম্পের ইনচার্জ। তাদের ধরে শ্রীমন্তপুর নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীমন্তপুর নিয়ে তাদের হাতে কোদাল দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল মাটি কাটতে যাও। এখানে কোন সাভিল এ্যাডমিনষ্ট্রেশান আছে। এখানকার এস, ডি, ও, তিনি কি পুলিশী প্রশাসন চালাচ্ছেন আমরা বুঝতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের দিয়ে সারাদিন মাটি কাটানো হল তাদের পিটানো হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৫০ কে, জি মাছ ছিল তাদের পরে ঐ মাছ তারা কাষ্টমসে নিয়ে ওজন দিয়ে দেখা গেল ৯০ কে, জি মাছ আছে বাকী মাছ উধাও হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বে-আইনী আটক করা হল সেজন্য এস, ডি, ওর, কাছে এরা দরখাস্ত করেছে সেজন্য কি তাদের ডিসমিস করা হয়েছে সেজন্য কি তাদের ডিসচার্জ করা হয়েছে না তারজন্য কোন ব্যবস্থা নাই কোন বিচার নাই। মাননীয় স্পীকার- আমি এখন আসছি ওভার লোডের কেইসে। গাড়ীগুলি ওভারলোড টানছে এবং তার জন্য আউট পোষ্ট তৈরি করা হয়েছে। সবাই মিলে ওভারলোড টানছে। মাননীয় মন্ত্রী কি জবাব দেবেন কটা গাড়ী ধরিয়েছেন। টি, আর, টি'সিতে ধর্মনগর থেকে এখানে আসার সময় মানুষ বাদুর ঝোলা হয়ে আসে। কেন সেখানে ওভারলোড ধরেন না। সেখানে তারা ওভারলোড ধরেন না। প্রাইভেট গাড়ীগুলি ওভারলোড টানছে সমস্ত গাড়ীগুলির সংগে পুলিশের আলাপ আছে একটা মাসিক চুক্তি আছে—রাস্তায় রাস্তায় গাড়ীগুলিকে আটক করা হচ্ছে টাকা কালেকশান হচ্ছে ঘুষ আদায় করা হচ্ছে পুলিশের হুকুম না মানলে ২০০ টাকা ৩০০ টাকা জরিমানা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কেন ওভারলোড টানছি। ড্রাইভারদের যে পয়সা দেওয়া হয় তাতে তাদের চলে না—এই ওভারলোডের পয়সা মালিকেরা পায় না। টি, আর, টি, সি'তে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছি মুড়ার ব্যবস্থা নয় নতর গুপেতে দিন তার উপর মানুষ বসবে তাতে তাদের সুবিধা হবে। কেন করতে হয় কেন তুলতে হয় মানুষের চাপে মানুষ বাধ্য হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কন্টিজেন্ট এমপ্লয়ীজ, এই ওয়ার্কার্স যাদের জন্য কোন নিয়ম কানুন নাই। সামান্য বেতনে চলছে সেই অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই রকম করছে, আমাদের তুলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এই প্রসঙ্গে আমাদের গণ আন্দোলনের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সরকার গত আন্দোলনের উপর আক্রমণ চালিয়েছে ! এই হাউসে গত কয়দিনের অধিবেশনে বার বার বি এস, এফ, এবং সি, আর, পির, অত্যাচার সম্পর্কে কমপ্লেন এসেছে। মাননীয় সদস্যরা কলিং এটেনশান উপস্থিত করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগরে নকশালদের প্রতিরোধ করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সেখানে সাপ্রেশান চলছে—গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুরের জনসাধারণ এর উপর অত্যাচার চলছে গ্রাম শুদ্ধ মানুষের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে চলছে। তাদের হ্যারাসমেণ্ট করা

হচ্ছে বিভিন্নভাবে তাদের উপর ওয়ারেণ্ট চলছে। মাননীয় স্পীকার সারা ত্রিপুরায় গত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী গণ সত্যাগ্রহ দেখলাম মোহনপুরে দেখলাম ধর্মনগরে দেখলাম বিলোনীয়ায় দেখলাম সোমুড়ার পুলিশী আক্রমণের নমুনা আমরা দেখলাম। মাননীয় মন্ত্রী বিশিষ্ট বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতায় রাখার জন্য এই পুলিশী রাজত্ব চালিয়েছে আর সেই পুলিশের সার্ভিসের জন্য আরও বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে। ডিমাণ্ড চাওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই সত্যাগ্রহের সময় গ্রামে গ্রামে ১৪৪ ধারা ঘোষণা করা হয়েছে এস, ডি, ও, অফিসে আর তার সংগে সংগে গ্রামে গ্রামে কারফিউ জারী করা হয়েছে এইভাবে পুলিশ আক্রমণ চালিয়ে পুলিশী শক্তিকে দিয়ে মানুষের আন্দোলন করার অধিকার মানুষের কথা বলার অধিকার মানুষের সত্যাগ্রহ করার অধিকার মানুষের মিটিং করার অধিকার মানুষের মিছিল করার অধিকার সমস্ত কিছু দমন করার জনা এই পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সহরগুলিতে গরীব দুস্থ রিক্সাওয়ালারা থাকে, তারা রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড'এর জন্য বারবার দাবী করে রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড পায় নাই, রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড নাই। তারপর রিক্সাওয়ালাদের উপর অবারিত অত্যাচার চলে। মাননীয় স্পীকার. স্যার আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই এখানে। গত ১৭ | ৩ | ৭৩ ইং রাত্রি অনুমান ১০ ঘটিকায় খগেন্দ্র পাল, ধর্মনগরে তিনি তার একটি রিক্সা চড়ে যাচ্ছিলেন। মহেন্দ্র শর্মা নামে একটি পুলিশ এবং তার দুইজন সঙ্গী মদ খেয়ে এসে দাবী করে বসল আমাদের নিতে হবে। রিক্সা ড্রাইভার তিনি আপত্তি করেছিলেন যে একজন বসে আছেন, তিনি বাড়ীতে যাচ্ছেন. কাজেই সেটা কি করে হয়। সেই অপরাধে তাকে সেখানে পেটানো হল, এবং অজ্ঞান করা হল, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, থানা থেকে ও,সি তাকে হাসপাতালে পাঠাল, তারপর দিনের পর দিন রিক্সা ইউনিয়ন, ও,সি, সেখানকার এস,ডি, ও'র কাছে বারবার দাবী করেছে, বারবার আবেদন জানিয়েছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত তার তদন্ত হয় নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৭ | ৩ | ৭৩ ইং তারিখে. ঘটনা আজ পর্যন্ত তার তদন্ত হয় নাই, এই হচ্ছে অবস্থা, এই হচ্ছে পুলিশের কারসাজি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বি, এস, এফ'এর একটি ক্যাম্প সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। এখানে গত :৬ই জানুয়ারী ১৯৭৩ ইং ধনপুর বি, এস, এফ ক্যাম্প. বর্ডার আউটপোষ্ট, আমাকে জানিয়েছে রগুহরি পাল, পিতা জয়ন্ত পাল, উপেন্দ্র পাল, পিতা যজ্ঞেশ্বর পাল, রতন দে, পিতা উমেশ দে। সুনাল পাল, পিতা দুর্যোধন পাল, হারাধন পাল, পিতা হরিমোহন পাল, চিত্তরঞ্জন নমঃ, পিতা ক্ষিরোদ নমঃ, শান্তিনগর গ্রামে তারা এদের সমস্তকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে বেলা ১১ টা কি সাড়ে এগারটার সময় এনে সমস্ত ক্যাম্পের যত রকম ড্রেন পরিষ্কার করার কাজ লাকড়ি চিড়ার কাজ, সমস্ত কাজ তাদের দিয়ে সারাদিন করিয়েছেন, তারপর ছেড়ে দিয়েছে যে লোকগুলি বন থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রী করে তাদের জিবীকা চালায়, তাদের এক পয়সাও মজুরী দেওয়া হয় নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরও একটা উল্লেখ করতে চাই তাদের ক্যাম্প থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বিনা মাসুলে, বিনা খরচে নিয়মিত তাদের লাকড়ি এনে পৌঁছাতে হবে আর না যদি পৌঁছাতে পারে, তাহলে তাদের চালান

করা হবে ব্ল্যাক করে বলে। যদি লোকগুলি লাকড়ী এবং কুমরী পাতা বিক্রি করে পেট চালায় তাদের উপর হুমকী চালানো হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে একজনকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। চারদিন পর এখানকার ক্যাম্প ইন্‌-চার্জকে জানালাম জানানোর পর, তিনি ওখানকার জনসাধারণকে ডেকে উল্টো ধমক দিলেন যে কে নালিশ করেছে, তাদের ঘাড়ের উপর কত বড় মাথা একদম শেষ করে ফেলব, এই রকম হুমকী দেওয়া হচ্ছে, এই হচ্ছে বি, এস, এফ'এর নমুনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মোহনপুর বি, ডি, ও অফিসে সেদিন খয়রাতি সাহায্যের জন্য, সত্যিই যারা অভাবী, বুভুক্ষু জনতা, খাবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল বি, ডি, ও অফিসে, তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়েছে, তাদের উপর মারপিট করা হল, তাদের মধ্যে দুইজনকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে, তাদেরকে আজ পর্যন্ত ছাড়া হয়নি। এই বুভুক্ষু লোকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় না, পুলিশ পেটা করে, আর কেস সাজানো হয়, এই মন্ত্রীদের সরকার, এই শাসক গোষ্ঠি কেস ম্যেনুফেকচার করেন, কেস তৈরী করেন এইভাবে যে তারা অফিসে আগুন লাগাতে এসেছিল, তারা অফিস ঘেরাও করতে এসেছিল এইভাবে ষড়যন্ত্র করেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গুণ্ডাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, শুধু তাই নয়, গুণ্ডাদের পেছনে কিছু মদৎ দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, সোনামুড়া আমার নিজের মহকুমা মেলাঘর বাজারে কয়েকজন গুণ্ডা আছে, বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের পাতাকাতলে বন্দে মাতরম বলে রাস্তায় হাঁটেন, এই রকম কয়েকজন গুণ্ডা একটি অফিসের সামনে বোমা ছুঁড়ল, বোমাবাজী করল, বাজারের শত শত মানুষ সেটা দেখল, শত শত মানুষ চিৎকার করে উঠল, শত শত মানুষ সাক্ষী দিল, তারপর লক্ষ্য করা হল তাদের এ্যারেষ্ট করা হল না,...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখন আপনি শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এক মিনিট স্যার।

কিছুই করা হল না এবং যে অফিসের উপর আক্রমণ করেছিল ছাত্র ফেডারেশন এবং যুব ফেডারেশান'এর অফিস, তাদের নামে উল্টে ওয়ারেন্ট বের করা হল তারা নাকি বোমাবাজী করেছে, এই হচ্ছে সরকার'এর কীর্তি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই পুলিশের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ-এর দাবী করেছেন এবং যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে পুলিশের জন্য, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করি। একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী পুলিশ বাজেটের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করে আমি প্রথমে বলব যে পুলিশ বাজেটের যে বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধিটা প্রায় গত বছরের বাজেটের তুলনায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার কারণ পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ এবং পুলিশকে শক্তিশালী করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, এটার প্রয়োজন আছে। ১৯৫১—৫২ সালে যে পুলিশ বাহিনী ছিল, তখনকার সময়ে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যে অবস্থা ছিল সেই অনুপাতে এখনকার লোকসংখ্যা তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাহিনী বাড়ানোর প্রয়োজন আছে।

বিরোধি দলের সদস্য এবং নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেছেন বিভিন্ন কাটমোশান আলোচনা প্রসঙ্গে যে এতে আপত্তি আছে এবং যে সব যুক্তি তিনি এখানে উত্থাপন করেছেন, যেমন নৃপেন বাবু বলেছেন এবং সমর চৌধুরী ও বললেন এখানে গুণ্ডামী বেড়েছে, চুরি বেড়েছে ডাকাতি বেড়েছে, ক্রাইম বেড়েছে, ক্রাইম বাড়লে পুলিশ বাড়বেনা' সেটা হতে পারেনা। ক্রাইম বাড়লে শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী দরকার। বি, এস, এফ সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কাজেই সি, আর, পি, বি, এস, এফ, 'এর আর প্রয়োজন নেই। তাঁর এই যুক্তি ক্রটিপূর্ণ, এইজন্যে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট স্মাগলিং চলছে এবং আজকে পত্র পত্রিকায় ও আমরা দেখেছি যে বাংলা দেশ সরকার বলেছেন সে ১৩২ জন লোককে হত্যা করা হয়েছে এক বছরের মধ্যে। আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন যাবত একটা কনস্পিরেসী চলছে এবং বাংলা দেশের মধ্যে একটা উগ্রপন্থী দলের হাতে মারত্মক অস্ত্র সস্ত্র রয়েছে যা তারা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পেয়েছিল, সেই সমস্ত বর্ডার দিয়ে যাতে আমাদের রাজ্যে বে-আইনিভাবে পাস করতে না পারে সেইজন্য সি, আর, পি, এবং বি, এস, পি, ও বি, এস, এফ দরকার। তবে তাদের সম্পর্কে যে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যিনি রয়েছেন, তাঁকে আমি অনুরোধ করব সেই সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য। বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি এসেছে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য তাদের উপর নজর রাখতে হবে, তারা যেন জনসাধারণের কোন ক্ষতি না করে। যদি কোন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অত্যাচারের অভিযোগ থাকে, তাহলে তাদের প্রতিবিধান এই সরকারকে করতে হবে। গত বছরের বাজেটে আমরা দেখেছিলাম আমাদের একটা পুলিশ ব্যাটেলিয়ান করার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, এবারেও আমরা দেখেছি এই ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছরে ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে, কেন হয়নি তাও আমরা জানিনা। তবে নূতন ব্যাটেলিয়ান গঠন সম্পর্কে কথা হচ্ছে যে হোম গার্ড সম্পর্কে যে কথা উঠেছে, তারা ১২/১৩ বছর কাজ করেও পার্মানেন্ট হয়নি। হোমগার্ডকে ত্রিপুরার বাহিরে পাঠিয়ে এক বছর বা দুই বছরের জন্য তাদের একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়, তারপর ৭/৮ বছর কাজ করেন, তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এটা অত্যন্ত অনুচিত। গত বছরের বাজেটে আমরা দেখেছিলাম আমাদের ত্রিপুরাতে পুলিশের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। এইবার দেখছি সেইটুকুই আছে। কেন পরিবর্তন হলো না আমি জানি না। তবে এই নতুন বেটেলিয়ান গঠনের ব্যাপারে আমার একটু বক্তব্য আছে যে হোমগার্ডদের সম্পর্কে যে কথা উঠেছে যে হোমগার্ডরা নাকি ৫/৭ বছর কাজ করার পর আজ তারা বেকার। হোমগার্ডদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাদেরকে ত্রিপুরার বাহিরে পাঠিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এক বছর ছয় মাস বা দুই বছর কাজ করেন তারপরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইটা অত্যন্ত অনুচিত ৭/৮ বছর হোমগার্ডের চাকুরী করার পর, যাদেরকে আমরা বাহিরে পাঠিয়ে ট্রেনিং দিয়ে এনেছি সরকারী খরচায় তাদেরকে চাকুরীতে না রাখার কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে

তদিয়ে দেখবার জন্য অনুরোধ করবো। এখানে নতুন যে বেটেলিয়ান গঠিত হবে সেই বেটেলিয়ানে সর্বাগ্রে এই হোমগার্ডদিগকে চাকুরী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো। আমাদের পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য চলতি বৎসরে আমাদের বাজেট বরাদ্দ ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবত আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের অফিসার বৃদ্ধি হয়েছে, সাবইন্‌সপেক্টর, ইন্‌সপেক্টর, ডি. এস. পি, এস, পি ইত্যাদি র‍্যাংকে। এস. পি পদ বৃদ্ধি করার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমাদের তিনটি ডিসিট্রক্ট হয়েছে। এস. পির সংখ্যা বাড়ানোর দরকার। কিন্তু অনুরূপভাবে কনস্টেবল এবং চৌকিদারের পদ সৃষ্টি করা হয় নি। অথচ এই চৌকিদার দিয়ে আমরা অনেক কাজ করাতে পারি। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া অন্য কোথাও নেই। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতেও এই যথাযথ রক্ষা করা হয় কি না আমি জানি না। বার্থ এবং ডেথ রেজিষ্টার। চৌকিদারদের সংখ্যা যদি আমরা বৃদ্ধি করে প্রতিটি থানায়, আউট পোষ্টে আমরা তাহলে বার্থ এবং ডেথ রেজিষ্টারটা মেইনটেইন করতে পারি এবং এইটা একটা ষ্টেটের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। কাজেই আমি অনুরোধ রাখবো উপরের দিকে অফিসার বৃদ্ধি না করে নীচের দিকে কনস্টেবল, চৌকিদার এই সব পদে লোক নিযুক্ত করা হোক। পুলিশ বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা যে বক্তব্য রেখেছেন এবং সেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সেই সম্পর্কে আমার কিছু বলা আছে। উনি এখানে নেই তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেছেন ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে গান্ধীজীর বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে গান্ধীজী আমাদেরকে এই শিখিয়েছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ বিশেষ করে কয়েক বৎসর পরে বামপন্থী বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টি বা সি, পি, এম, তাদের কাছ থেকে এই ধরণের প্রশংসনীয় উক্তি শুনিনি। ১৯৪২ সাল থেকে এইটা আরম্ভ হয়েছিল জাতীয় নেতা যারা ছিলেন যেমন গান্ধীজী তাদের সম্পর্কে তারা কটুক্তি করেছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে করেছেন, জহরলাল নেহেরু তাদের সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় নানাভাবে কটুক্তি করেছেন। এই প্রথম দীর্ঘদিন পর ১৯৪২ সালের পর, কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন প্রথম সারির নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী বিরোধী দলের নেতা তার মুখে গান্ধীজী সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ উক্তি শুনলাম। আমি সেইটার জন্য তাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। কারণ ১৯৪২ সনে যখন কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন করে, স্বাধীনতা সংগ্রাম করে তখন এই সংগ্রামকে এই কম্যুনিষ্ট পার্টি বিদ্রূপ করেছিল। অবশ্য নেতাজী সম্পর্কে উক্তি বিগত যুক্তফ্রন্ট মিনিষ্ট্রির আমলে পশ্চিমবঙ্গে তখন আবার সেখানে তারা নেপালী সম্পর্কে সমস্ত উক্তি তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তারা যে শিখেছেন এই যে উক্তি সেই উক্তির জন্য আমি নৃপেন্দ্রবাবুকে আবার ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন যে বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি অত্যাচার করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেও বলেছি যে সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ, আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারা যদি উৎপাত করে, উপদ্রব করে তাহলে আমাদের সরকার তার প্রতিকার করবেন। যদি তারা যেভাবে প্রতিকার করা

উচিত সেইভাবে প্রতিকার করার জন্য বলেন তাহলে আমি আশা করবো আমাদের সরকার নিশ্চয়ই তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। আমাদের দেশের জনসাধারণ যাতে নিরাপদে বাস করতে পারে তার জন্য একটি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীর জন্য ব্যয় ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ।

শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশের শান্তি রক্ষার জন্যই পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন আছে এবং আমার মনে হয় এই শান্তি রক্ষার জন্যই এখনি আমাদের দেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে পুলিশ বাহিনীকে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই পুলিশ বাহিনা গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই হাউসের সামনে একের পর এক মাননীয় সদস্যরা যেভাবে বলে যাচ্ছেন তাতে আমি মনে করি সেই আগেকার পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে আমরা যা বুঝতাম যে দেশের শান্তি রক্ষা করার জন্যই পুলিশ। কিন্তু আজকে আমার মনে হয় স্যার, ঠিক ঠিকভাবে সেই উদ্দেশ্য কার্যাকরী হচ্ছে না। কারণ কত দিনের বক্তৃত যে ৯০ বেটেলিয়ানের ভারপ্রাপ্ত যিনি ছিলেন সেই চৌহান মহাশয় উনার কুকীর্তির কথা একের পর এক শুনে যাচ্ছি। জানি না সত্য কি মিথ্যা। তবে যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনার মাধ্যমে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। তার কারণ বর্ডারে শান্তি রক্ষার জন্য তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, বদমাসী দমনের জন্য পুলিশ বাহিনাকে নিযুক্ত করা করা হয়, শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনাকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে শান্তি রক্ষার পরিবর্তে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা মনে করি যে এই বাহিনী রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা অনেক অভিযোগ শুনেছি যে বি, এস, এফ, বা কোন কোন বর্ডার সিকিউরিটি যারা বর্ডারে থাকেন তাদের দ্বারা অনেক সময় এমনকি নারী নর্যাতন পর্যান্ত হয়। তা অতি নিন্দনীয়। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারণ যাদেরকে রক্ষা করার জন্য রাখা হয় তারাই যদি ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কি দরকার এই পুলিশ বাহিনার। বাজেটে এত টাকা বরাদ্দ করার কি দরকার? তাই আমি আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করবো যে আপনারা একটু সজাগ হয়ে, সতর্ক হয়ে এর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন। এবং তদন্ত করুন এই সব অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা। যদি সত্য হয় আমি অনুরোধ রাখবো যে অনতিবিলম্বে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নিজেও দেখেছি এবং শুনেছি যে বর্তমানে বর্ডার এলাকায়, যেমন বিলোনীয়া বর্ডার এলাকায়, তার পাশেই বাংলাদেশ সেখান থেকে অস্ত্র পাচার হচ্ছে এবং এই অস্ত্র পাচার হচ্ছে তার খবর সেখানকার পুলিশের জানা আছে, সেখানে বড় বাবুর ভারপ্রাপ্ত যিনি তিনিও জানেন। কিন্তু আমি বলতে চাই কিছু দিন আগে বিলোনীয়াতে কিছু অস্ত্র ধরা পড়ে কিন্তু কাষ্টম অফিসার সেই অস্ত্র ধরার সম্পর্কে সেই অস্ত্রের মালিক সূত্র কে তা জানেন। কিন্তু মালিককে জানা সত্বেও সেই কাষ্টম অফিসার তার মালিকানা গোপন করে। তিনি বেনামী বলে সেইটা ঘোষণা করেন। সেই মালগুলি বেনামী

বলে ঘোষণা করেন। তাই আজকে আমি এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এই ব্যাপারে তদন্ত করা হোক, সেই অস্ত্রের মালিক কে? এবং এই অস্ত্র যে কিনছে তার সংগে যোগ আছে। তা না হলে কি করে বিদেশ থেকে এই অস্ত্র আনা হচ্ছে। তাই আমি এই হাউসে বলতে চাই যে যদি এই ভাবে সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র আসে তাহলে আমাদের দেশের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেবে এবং এই লক্ষণ মোটেই ভাল নয়। আমি দাবী রাখবো অনতিবিলম্বে প্রতিটি বর্ডার এলাকায় কড়া নজর দেওয়া হোক। কড়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। কারণ আমি নিজেও দেখেছি অনেক সময় বর্ডার এলাকায় অনেক কুকাজ হয় এবং অনেক অস্ত্র পাচার হচ্ছে। এতে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে মন্ত্রী মহাশয়ের হতে পারে। নিরীহ গ্রামবাসীর হতে পারে। এই নিয়ে রাজনীতি নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে আর একটা আবেদন রাখছি যে আমাদের যে হোমগার্ড ভাইয়েরা আছেন তাঁরা নাকি এখনও সেই ৯০ টাকা করে বেতন পান সত্যিই ৯০ টাকা বর্তমানে পায় বড়ই দুঃখের কথা। কারণ ৯০ টাকা দিয়ে একটা হোমগার্ড কি করে সংসার চালান তা কল্পনাই করা যায় না কারণ এটা যদি আমরা নিজেরা মন দিয়ে বিচার করি তাহলে আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি। এই ৯০ টাকা দিয়ে হোমগার্ড কি করে তার ছেলেমেয়েকে লালনপালন করবেন তাই আমি এই হাউসে দাবী রাখছি যে এই হোমগার্ডকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যে হারে বেতন পান সেই অনুসারে তাদেরকে দেওয়া হোক এবং হোমগার্ডের জন্য এবং সমস্ত পুলিশদের জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হোক এবং হাউসিং প্ল্যান যেটা আছে তাদেরকে সমানভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। আমি কোয়ার্টারের কথা এই জন্য বলছি যে তারা যে ৯০ টাকা পায় তা দিয়ে একটা পরিবার চলতে পারে না। যেহেতু তারা মাত্র ৯০ টাকা পান, এই ৯০ টাকা দিয়ে তাদের পরিবার প্রতিপালন করা আজকের দিনে মোটেই সম্ভব নয়, শুধু তাই নয় আজকের দিনে ৯০ টাকা খরচ করে একজন লোকও চলতে পারে না। কাজেই আমি এখানে দাবী রাখব, এই হোম গার্ডদের জন্য এবং পুলিশদের জন্য যেন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হয় আর তা না হলে পরে তাদেরকে হোম সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে আর একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে কয়দিন আগে কোন এম এল, এর প্রতি পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে, এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব এর জন্য একটা তদন্তের ব্যবস্থা করুন। আজকে যদি কোন জনপ্রতিনিধিকে এই ভাবে অপমান করা হয় বা তাকে অপদস্ত করা হয় তাহলে আমি সেখানে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হবে, ত্রিপুরার জনসাধারণ ভোট দিয়ে যাকে তাদের প্রতিনিধি করে এখানে পাঠিয়েছে, তার উপর কোন রকম হামলা হউক আর অপমান করা হউক বা তাকে লাঞ্ছিতই করা হউক, তাহলে আমরা এটা সহজেই ধরে নিতে পারি যে তাতে করে ত্রিপুরার জনসাধারণকে অপমান করা হয়েছে। সেজন্য আমি বলছি যে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করে দেখা হউক কোন জনপ্রতিনিধি লাঞ্ছিত বা অপমানিত হয়েছে কিনা। তারপরে আমি হোম গার্ডদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব তাদের যেন অন্ততঃ চতুর্থ

শ্রেণীর কর্মচারীর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, যেটা নাকি আমাদের পুলিশেরা ভোগ করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালিপদ বানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পুলিশের জন্য যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, এটা যদি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখব আমাদের নিজস্ব পুলিশ ছাড়াও এখানে সি, আর, পির জন্য এই বছরে ধরা হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা, বি, এম, পির জন্য ধরা হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা আর নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করবার জন্য ধরা হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। আমরা গত বছরের বাজেটের দেখেছি যে ত্রিপুরাতে একটা নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করা হবে, কিন্তু সেটা করা হয়নি এখানে দেখতে পারছি, যার জন্য এবারেও বলছেন আমরা নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গত বছরে নতুন ব্যাটেলিয়ন তৈরী করবার জন্য যে টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটা কেন খরচ করা গেল না। আর কেনই বা বাইর থেকে এত পুলিশ আনতে হল, তার কোন সঙ্গত কারণ সরকার আমাদের এই পর্য্যন্ত দেখাতে পারেন নি। অর্থাৎ বাইর থেকে এত পুলিশ আনার ব্যাপারে, তারা যে সমস্ত কারণ দেখিয়েছেন, তাতে আমরা সেটিসফাইড হতে পারিনি। আর এর সঙ্গে আর একটা কথা আমাদের বাধ্য হয়ে আলোচনা করতে হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ বা পুলিশ/কনস্টেব্যল যারা আছে, তারা কোন রেশন পায় না অথচ তারা বাহির থেকে যেসব পুলিশ এসেছে, তাদের সাথে দাঁড়িয়ে এক জায়গাতে ডিউটি দিয়ে যাচ্ছে। বাহির থেকে যেসব পুলিশ আনা হয়েছে, যেমন সি, আর, পি, বি, এম, পি, এমন কি বি, এস, এফ পর্য্যন্ত তাদের প্রয়োজনীয় রেশন পাচ্ছে, আর সরকারী রেশন খেয়েই তাদের ডিউটি করতে হচ্ছে। অথচ আমাদের ত্রিপুরার পুলিশের জন্য এই ব্যবস্থা নেই। আমি বলতে চাই, ত্রিপুরার পুলিশেরা কি কিছু না খেয়েই তাদের ডিউটি করছে কিনা? না তাদের খাওয়ার কোন দরকার নেই? বাহির থেকে যেসব পুলিশ আসছে, তাদের খাওয়ার টাকা, তাদেরকে এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়ী, যে পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে, তার সবটাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট থেকে যাচ্ছে। সুতরাং পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে কোন অসন্তোষ নেই, এটা ঠিক নয়। যেখানে তারা ষ্টেপ মাদারলি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক হলেও সেখানে কোন অসন্তোষ থাকবে না, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বাইর থেকে যারা আসছে আর এখানকার যারা আছে, তারা সবাই মিলে একই রকমের কাজ করছে, একই রকমের ডিউটি করে যাচ্ছে, অথচ বাইরের লোকেরা রেশন পাবে আমাদের এখানকার ছেলেরা রেশন পাবে না, এটা কোন মতেই ঠিক কাজ হতে পারে না। আমরা গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করে আসছি যে আমাদের পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ক্রমশ: ডিটরিয়েট করছে। আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন আরও সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ হবে এবং এটা হওয়া উচিতও ছিল, কিন্তু কার্য্যকারণে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তার কিছুই হচ্ছে না। এর কারণ কি? এটা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে আমরা জানতে পারব যে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টারের অনেকগুলি পোষ্ট আছে, সেগুলি ফিল্ড আপ করা হচ্ছে না। আমরা এও জানি যে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটা করে পুলিশ ক্যাম্প খোলার

কথা আছে, এবং সেই সব ক্যাম্পে একজন করে পুলিশ অফিসার রাখার দরকার আছে। কাজেই যেসব সাব-ইন্সপেক্টারের পোষ্ট ভেকান্ট আছে, সেগুলি যদি পূরণ করা হয় তাহলে ঐসব জায়গাতে তাদেরকে পোষ্টিং করা যায় আর তাতে করে আমাদের বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হয়ে যায়। তারপরে পুলিশ ওয়ারলেস সম্পর্কে বলতে গেলে, বলতে হয় যে এটাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রীদের টুর প্রগ্রাম থেকে আরম্ভ করে আই, জি, পি, এস, পি, ইত্যাদির টুর প্রোগ্রাম পর্যন্ত এই পুলিশ ওয়ারলেস থেকে করা হয়ে থাকে। এর জন্য টেলিগ্রাম করা হয় না। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টটা আছে এবং সরকার ইচ্ছা করলেই তার একটা বড় খদ্দের হতে পারে। কাজেই এই অবস্থায় যদি সরকার এই পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের সুযোগ গ্রহণ না করে, তাহলে এই ডিপার্টমেন্টও পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তেমন কোন উন্নতি করতে চাইবেন না। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষে এটা একটা অসুবিধাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই সরকারকে দেখতে হবে পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যাতে সব রকম সুযোগ সুবিধা পায়। তবে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে সরকার পুলিশ ওয়ারলেস ব্যবহার করবে না, এটা আমি বলছি না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য মামুলি কাজে এটাকে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি পুলিশ ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আর বিরোধী পক্ষের কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস : —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেই সম্পর্কে আমাকে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে। দেশের আইন শৃঙ্খলা বা ল এ্যাণ্ড অর্ডার রক্ষা করবার জন্য সরকার একটা পলিসি ঠিক করে এবং সেই পলিসি অনুযায়ী সরকারকে কাজ করতে হয়। আজকে আমরা যেটা চাইছি, সেটা হচ্ছে দেশের মধ্যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করব, আমরা চাইছি দেশের সাধারণ মানুষ তাদের যতরকমের সমস্যা থাকুক না কেন, মানসিক দিক দিয়ে তারা যেন শান্তিতে থাকতে পারে। তাই সেই মানুষগুলির নিরাপত্তার জন্য, মানুষগুলির সুখে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য প্রথমে যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে তাদের এমন একটা সরকারের সৃষ্টি করতে হবে, যে সরকার তাদের সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করবার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই কথা অস্বীকার করার কিছু নেই যে আমাদের সমাজের মধ্যে দুষ্ট লোক থাকবে না, চোর ডাকাত থাকবে না। আমরা সবাই ভাল লোক হয়ে যাব এমন কোন কথা নেই। আর তা যদি হত তাহলে পুলিশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, সি, আর, পি, কেন ? বি, এস, পি, কেন ? বন্দুক কেন ? আর লাঠি কেন ? —এই সব প্রশ্ন এখানে উঠত না। আমরা জানি যে চোরে কখনও ধর্মের কথা শুনে না। ......

Mr. Dy Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. of to-day. The member spea king will have the floor

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে পুলিশ জনসাধারণের কি কাজে লাগে, কেন তাদের জন্য আমাদের এত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে যে দেশের ভেতরে আমরা দেখেছি যে এক শ্রেণীর সমাজদ্রোহী আছে, চোর আছে, বিভিন্ন হঠকারী ব্যক্তি আছে, ডাকাত আছে যাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ তাদের সহজ সরল জীবন যাপন হতে বঞ্চিত হতে যায়, তখনি দরকার হয় একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থার। সেই কারণে আজকে পুলিশী ব্যবস্থা প্রয়োজন। হয়ত কথা উঠবে যে পুলিশী ব্যবস্থা হচ্ছে অযথা হয়রাণ করার জন্য, পুলিশ দিয়ে মিছামিছি লোককে পেটানো হচ্ছে, নির্দোষীদেরও হয়রানি হতে হচ্ছে। এর যৌক্তিকতা কিছু আছে। কিন্তু চোর না হলে চোরের কাছে কেউ যায় না। সং ব্যক্তি সং ব্যক্তির কাছেই যায় ওরা হয়ত সুযোগ নিতে চায়। আমি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি গত অ্যাসেম্বলীতেও বলেছিলাম ফটিকরায়ের ও, সি এর কথা। আমি দেখেছি সেই ও, সি নিজের পকেটকে ভারী করার জন্য লোকের মাধ্যমে মামলা রুজু করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই লোকগুলিকে কোন কোন দলের লোকেরা বলে কংগ্রেসী ছিল। কিন্তু সেই লোকগুলি তো কংগ্রেসী ছিল না। আমি দেখেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সমস্ত চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, কই বর্তমানে তো হয় না। তাহলে আমরা কি বুঝব যে পুলিশ বলতে সবাই চোর, পুলিশ বলতে সবাই লোককে পেটায়? না পেটায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা মনে পড়ে যায়। দেশে খরা এসেছে। সেই খরা থেকে কি দেশের একটা লোকও বাদ গিয়েছে, বন্যা যখন আসে তখন তার কবল থেকে একটা লোকও কি বাদ যায়? যেটা প্রয়োজন যদি অত্যাচার দমন করতে হয়, যারা চাঁদার নামে অত্যাচার করে, এই সমস্ত লোককে দমন করার প্রশ্ন এসে যায়। যখন সেটা একজন বা দুইজনের মধ্যে থাকে না অনেকের উপর দিয়ে যায় সেই ক্যালামিটির সময়ে যদি কেউ এর ভেতরে পড়ে যায় সেটা কি পুলিশের দোষ, সেটা কি এস, আর, পি, এর দোষ? বৃহত্তর কাজ করতে গিয়ে যদি পুলিশ ষ্টেপ নিতে হয় তাহলে কিছু করার নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একজন পুলিশের কাছে শুনেছিলাম যে স্যার, দেখুন, যখন ত্রিপুরা রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল, রাজাকে যখন টাকা দেওয়া হত তখন তাকে বলা হইত ভেট, আর যখন পার্টি নেতাকে টাকা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় চাঁদা, যদি কোন মন্ত্রীকে টাকা দেওয়া হয় তাহলে বলা হয় উপহার, আর পুলিশকে যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ঘুষ। এই শব্দটা কেন বল্লাম? এই ঘুষ শব্দটা কেন আসে? যারা বেআইনী ভাবে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, তাদের দলগত স্বার্থকে আদায় করে তাদের বেলায় এটা আসে। তাদের কাছে এটা আছে। কাজে কাজেই এখানে পুলিশী ব্যবস্থায় দেশটা একেবারে জলে যাচ্ছে এটা কোন কথা নয়। আর তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন আসে তারা বেতন কম পাচ্চে তাদের যা প্রয়োজন সেটি তারা পাচ্ছে না এটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু একটি কথা আমরা দেখছি পুলিশদের যে টাকা আগে পেত তার চেয়ে কি একেবারেই বাড়ান হয় নি? তাদের জন্য বিবেচনা কি একেবারে মোটেই করা হয় নি? তাদের প্রয়োজনের তুলনায়

কম হয়েছে সেটি আমরা স্বীকার করি। সেজন্য আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে এখনও আমি জানি অনেক ও, সি, আছেন যাদের ইনক্রুমেন্টও তাদের বন্ধ হয়ে আছে। এটা তাদের পাওনা—ইনক্রুমেন্ট তাও বন্ধ হয়েছে। এবং আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দিকটা একটু দেখবেন। কারণ ওদের কথা বলার অধিকার ছিল ওদেরও দাবি আছে যা আমরা করে থাকি বিচার বিবেচনার জন্য এটা তাদের ন্যায্য পাওনা তাদের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যদি আমাদের সরকার না দেখেন তাহলে হয়ত একটা দিকে অবিচার করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে সেটি নাকি পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে সি, আর, পি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিসের সত্যাগ্রহ। কি আন্দোলনটা হয়েছে যা বন্ধ হয়েছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কি পুলিশের বিরুদ্ধে না জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাই যদি হয়ে থাকে কতজন জনসাধারণ তাদের সমর্থন করেছিল। কতজন জনসাধারণ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। সেটা তো পুরানো হয়ে গিয়েছে। এই সংগে আমি আগেই বলেছি এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। যারা করেছিল তাদেরই বিরুদ্ধে সেটি গিয়েছে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ জানে যে যত কথাই হউক না কেন এই কয়টা বানানো দাবী বানানো বক্তব্য দিয়ে কখনও জনসাধারণের মন জয় করা যায় না যদি না সেই বক্তব্যের মধ্যে কোন প্রাণ না থাকে। শুধু রাজনীতি করার জন্য সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হয় না। এটা প্রমাণিত হয়েছে, ত্রিপুরার জনসাধারণ সেটি প্রমাণ করে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর একটি প্রস্তাব এসেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। ফরেষ্ট ডিপার্ট-মেন্ট সম্পর্কে আমি দেখেছি প্রচুর টাকা আমাদের খরচ হয়েছে। কোটি কোটি টাকা আমাদের খরচ হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের রিটার্ন আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমাদের এসেছে সেই প্রশ্নে বোধ হয় আমাদের ত্রিপুরা সরকার এখনও যেতে পারেন নি। টাকার তুলনায় আমরা কি রিটার্ন পাচ্ছি এটা আমরা পেয়েছি যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে, ট্রাইবেলদের জমি দখল করা হচ্ছে। যারা ৩০ বছর ৮০ বছর ৫০ ৬০ বছর ৭০ বছর যাবত আছে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই রিটার্ন আমাদের হয়েছে। ট্যাক্স বেড়ে গিয়েছে আর সাধারণ পরিবার আজকে উচ্ছেদ হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে চাই ঊনকোটি রেঞ্জের কথা সেখানকার ট্রাইবেল যারা তারা সেখানে কয়েক পুরুষ যাবত সেখানে বাস করছে। আমি পত্রিকায় ষ্টেটমেন্ট করেছিলাম। লালা ডালিং বাড়ী। তারা ৭০ বছর যাবত সেখানে আছে। কিন্তু দেখা গেল চট্ করে সেই এলাকা রিজার্ভ হয়ে গেল। ফরেষ্ট বাড়ালে বৃষ্টির সহায়ক হবে। কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হল কি রিটার্ন হল ? এমন কি একটা পরিবারের রান্নাঘরের ভিতরেও ফরেষ্ট করেছেন। কৈ কিছুই তো করতে পারলেন না বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অনেক কিছুই করেছেন এই ফরেষ্ট করে ঐ জুমিয়াদের তাড়ান হচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখি না। যেখানে অন্যায় করা হচ্ছে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তাতে ভাল বৃষ্টি হতে পারে না। সে জন্যই আমি বলেছিলাম আজকে

রয়ালটি বেড়েছে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার কতটুকু বেনিফিটেড হয়েছে। বেনিফিট হয়েছে ঐ গাছগুলি তারা রয়ালটি না দিয়ে অফিসারদের ঘুষ দিয়ে নিজেরাই চিবিয়ে নিচ্ছে। রয়ালটী ১০০ টাকা এটা নেওয়ার কোন দরকার নাই, বাবা—কনসার্নিং অফিসারের পকেটে ৫০ টাকা দিয়ে দিলাম—ব্যাস আমার ৫০ টাকা রয়ে গেল। রয়ালটি আসা বন্ধ হল। এটাই আমাদের লাভ হয়েছে। আপনারা একটু বেশী বুঝেন—দাম বাড়ালে লাভ বেশী হয় কি ভাবে করলে বেশী লাভ হয় সেদিকে চিন্তা করে রয়ালটী ধরবেন—অনর্থক এই ত্রিপুরার মানুষকে আর ভোগাবেন না। যদি ভোগাতে হয় তাহলে বুঝে শুনে ভোগাবেন আন্দাজে ভোগাবেন না। আমরা তো বেশী লেখাপড়া শিখে আসিনি আমাদেরও বুঝাতে পারবেন না। যাই করবেন ত্রিপুরার মানুষের ট্রাইবেলদের প্রতি লক্ষ্য রেখে করুন আপত্তি নাই। আজকে ত্রিপুরা সরকার ভূমিহীনদের ভূমি দিতে পারছেন না—৮২ মাইল যেখানে ল্যাণ্ডলেসদের রিহেবিলিটেশান দেওয়া হয়েছে সেখানে আপনারা রিজার্ভ ফরেষ্ট করছেন। কালাটীলাতে সেখানে কয়েক শত পরিবার বাস করছে ..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন ...

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— কাজে কাজেই আমি বলছি—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শেষ করছি। কাজে কাজেই আমি বলছি আপনারা এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে বহু টাকা খরচ করেছেন। যদি এই টাকার হিসাব আমরা চাই তাহলে আপনার ডিপার্টমেন্টের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে আমাদের বুঝাতে পারবেন। আমরা বেশী লেখাপড়া শিখে আসি নি কিন্তু আমাকে বুঝাতে পারবেন না যে এই টাকার রিটার্ণ কি? আমার কাছে নজির আছে নজির ছাড়া আমি কথা বলতে আসি নাই। কাজে কাজেই আপনারা যা করেছেন ভালই করেছেন নতুন করে আর নজির সৃষ্টি করবেন না। আর বেশী সময় নাই সময় থাকলে আমি আরও বলতাম। যাই হউক বিরোধী দলের যে কাট মোশান এসেছে আমার বক্তব্যের মাধ্যমে তার বিরোধীতা করছি এবং আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন আমি তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পুলিশ বাজেটে আমাদের টাকা কত? ডিমাণ্ড নাম্বার—১২, মেজর হেড—২৩, সেখানে টাকা রাখা হয়েছে ৪,০৬,৩৩,০০০ টাকা, তাকে আমি সমর্থন করছি। কেন করছি? করছি এই জন্য যে আজকে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হয়েছে। তার চতুর্দিকে মিজো, একদিকে সি, পি, এম, নকসাল, তাই আমি পুলিশ বাজেটকে সমর্থন করছি। এই রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের অধিকার দিয়েছে জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই। আজকে আমরা দেখি একদিকে চীন সিকিম আক্রমণ করছে, একদিকে চীন সি, পি, এম ওরা। ওঁরা বলেছেন যে পুলিশ ঘুষ খায় কাট মোশানও এনেছেন। কিন্তু পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছে কারা? পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছে ওরা। আসামী, দাগী যারা তারাই পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছে, সাধু লোক যারা, সৎ ব্যক্তি যারা, তারা কিন্তু পুলিশকে ঘুষ দেয় না। অতএব এই কারণেই আমি বলছি যে কাট মোশানের অর্থই হচ্ছে এই, পুলিশকে আক্রমণ করা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, আরও

পুলিশ দরকার। তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে একটি দল সৃষ্টি হয়েছে, ওরা খরা পরিস্থিতিকে নিয়ে কি করছেন জানেন? লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা দিচ্ছি, সরকার দিচ্ছেন, এই সি, পি, এম, দল, কমিউনিষ্ট দল তাদের সর্বনাশ করছে, তারা বলছে তোমরা আন্দোলনে নাম। অতএব এই কারণেই আমি বলছি যে এদের দিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখুন। আমার সরকার কি করছেন জানেন? গ্রামের দিকে নজর দিচ্ছেন। পুলিশের ঘর বাড়ী নাই, কেবল চাকুরী সৃষ্টি করছে। প্রমোশানের বেলায় কি হচ্ছে? তদ্বিরের জোরে প্রমোশান হয়ে যায়, যোগ্য ব্যক্তির প্রমোশান হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বিভাগে কি রকম ফাঁক দেখুন। পুলিশ ব্যাণ্ড আছে, বাজনা আছে সবকিছু আছে। আমার উদয়পুরে এবার স্বাধীনতা উৎসবের সময় ব্যানপার্টি চেয়েছিলাম, পাই নাই। সেটা আগরতলায় রয়ে গেছে। সুতরাং আমি বলব যে আমাদের তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে কাজেই আমাদের যে পুঁজিপাট্টা আছে, সেটা তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হউক, আমি পুলিশ মন্ত্রীর কাছে এই দাবী রাখছি। আর খালি চাকরী সৃষ্টি করছে স্যার, তাদের জন্য কোন বাড়ী ঘরের প্রভিশান এই বাজেটে নাই। আমার উদয়পুরের কথা বলব, এখন পর্যন্ত সেখানে পুলিশের জন্য একটা বাড়ীও হয় নাই। পুলিশ অফিসারের বাড়ী নাই, আর কনষ্টেবলের কথাতো উঠেই না। কোথায় খালি ঘর আছে, তার খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরাফেরা করে। কাজেই আমার কথা হচ্ছে আমার কনষ্টিটিয়েন্সীর যেটা সেটা সব ভাগ করে দেওয়া হউক। আমার এখানে আমি কি দেখছি, কনষ্টেবল থেকে আরম্ভ করে পুলিশ অফিসার পর্যন্ত তাদের জন্য কোন বাড়ী ঘর নাই। তাদের বাড়ী আগে দিতে হবে। অথচ এই বাজেটে কোন টাকা নাই। আমার প্রস্তাব হচ্ছে চৌকিদার, হোমগার্ড থেকে আরম্ভ করে পুলিশ অফিসার পর্যন্ত তাদের থাকার জায়গা চাই। তা না হলে পুলিশ বাজেটের সার্থকতা নাই। আর প্রমোশনের বেলায় আমরা কি দেখি? পুলিশ বিভাগে আর একটা ফাঁক কোথায় স্যার জানেন? সেটা হচ্ছে তাদের বুকের মাপ, হয় না, উচ্চতা হচ্ছে না। আমরা পাইতে পাই না, আমাদের ওজন কি করে হবে স্যার। অতএব এই কারণেই আমার প্রস্তাব হচ্ছে ত্রিপুরার নাগরিক যারা আছে, তাদের ৩০/৩১ ইঞ্চি বুক হলেই এবং চার ফুট, সাড়ে চার ফুট উচ্চতা হলেই তাদের নিতে হবে, এবং সকলের বেলায় সেটা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এইটা একটা প্রহসন, এইটা একটা ফাঁক। এই যে পুলিশ, পুলিশ বাজেট বাড়াতে হবে যদি আমরা ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে চাই। এই যে সি, পি, এমের গোষ্ঠি স্যার, এইটাকে বন্ধ করতে হলে পুলিশের দরকার। সি, আর, পি দিয়ে ঠ্যাংগাতে হবে। আরেকটা কথা হলো ওদের বাড়ী-ঘরদোর আছে কি না। আমরা পুলিশে চাকুরী করি স্যার, আমাদের বাড়ী দিতেন না এইটা কথা না। কাজেই কর্তৃপক্ষকে বিচার করতে হবে যে তার বাড়ী-ঘরদোর আছে কিনা। আগে বাড়ী তারপরে চাকুরী। আর চাকুরীর বেলায় এই যে মাপঝোক এই যে ফাঁকটা আছে তা বন্ধ করতে হবে স্যার। একটা কমিটি গঠন করতে হবে। ফরেষ্ট সম্বন্ধে আমি বলতে চাই স্যার, আগে যে ফরেস্ট ছিল, এখন নতুন মন্ত্রী হয়ে এইটা শেষ। আগের ফরেষ্ট মন্ত্রীই ভাল ছিল। আজকে ফরেস্টের ক্ষতি করছে কারা, এই মিনিস্টারগণ। কেন বলছি জানেন স্যার, আগে বলা হতো যে দেখছে বনে মানুষে ঝগড়া করলে চলবে না। ভগবান মানুষের বহু

আগে বন সৃষ্টি করেছেন তারপরে মানুষের সৃষ্টি। এই বনকে তোমরা ধ্বংস করো না। কিন্তু এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হাজার বছরের আগের গাছ কেটে ধ্বংস করছে। যার ফলে আজকে অনাবৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামের লোক এবং আদিবাসী তারা একটা গাছ কাটলে আর একটা গাছ তারা লাগায়। কিন্তু এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরার এই ফরেস্টকে ধ্বংস করছে। ভূমিহীন পরিবার যারা আছে বা আমার যদি একটা বাড়ী থাকে ৪টা কাঁঠাল গাছ লাগাবো, যাতে আমি খাবার পাই, যাতে আমি খেয়ে বাঁচতে পারি তাই আমি কাঁঠাল গাছ, আম গাছ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি লাগাই। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট কি করছে জানেন, সমস্ত গাছ কেটে, ১০ হাজার বছরের আগের গাছ কেটে এই বনকে ধ্বংস করছে। ঘটনাটা শুনেন স্যার, এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কি করছে, শালের মাশুল নাকি ১০, ১৮ টাকা এই কি ৯০ টাকা করে আমি জানিনা স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমাকে আর ১০ মিনিট সময় দিতে হবে স্যার। তাহলে হলো কি, এই অবস্থায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কি করছে জানেন। কোন মাশুল দিচ্ছে না। কাঠ বাজারে বেঁচা হয় ১৮ টাকা করে মাশুল দিতে হয় ১৮ টাকা। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো। ব্যাপারটা হলো এই ফাঁক। এইরকম অবস্থা সৃষ্টি করছে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। আমি আর একটা কথা বলি স্যার, নারীবাহিনী সৃষ্টি করলো এই কমিউনিষ্ট পার্টি, আমার এলাকায়। তারা কি করছিল জানেন তারা নারীবাহিনী সৃষ্টি করলো আর সমস্ত ভূমিহীন হয়ে গেল। এক বেটা গিয়ে বলে স্যার মেয়েলোক তো যায়গা। আমি বললাম আমি কি করবো? ... যায়? আমি কিছু করতে পারবো না। কে নারীবাহিনী সৃষ্টি করলো এই কমিউনিষ্ট পার্টি আমরা বললাম তোমরা কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস কর। তারপরে দেখি আর এইরকম করে না। তাহলে ধ্বংস করেছিল এই কমিউনিষ্ট পার্টি আর এখন ধ্বংস করছে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাই আমি বলছি এইটা রিজার্ভ করা হউক সেখানে যেন কেউ ঢুকতে না পারে। এইটার ফাঁক কোথায় জানেন? ফরেষ্টের যে লোক তারা বান্দর মারে না মানুষ মারতে পারে। ঐ লাকড়ী লইয়া বিধবা মেয়েলোক বাজারে যায়, তাকে বলে জরিমানা দেও, এই দেও, সেই দেও।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—হাঁ স্যার, শেষ করছি। ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই ছেঁচড়াটা ব্যাপার কুলা বানায়, উরা বানায়, আর এই পঁচা লাকড়ী আনে তারা হয়তো বাজারে বেচে আট আনা ফরেষ্টকে দেবে চার আনা তারা চাউল কিনবে কি দিয়ে? তারা বাজারে খাড়ি লইয়া যায় হয়তো বেঁচবে দুই টাকা, জরিমানা মাশুল দিল এক টাকা পাইবে কত স্যার। খাড়ি বানাইতে যে খরচ পড়ে তাতে কি তাদের পোষায়? তাই আমি বলছি ফরেষ্ট করতে হলে রিজার্ভ করতে হবে। এই গরীব মানুষের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলিয়ে রাখছে, বন্দুক লইয়া ঘুরে বান্দর মারে না, মানুষকে জুলুম করে। তাই আমি বলছি যে বন মুণি, ঋষির জায়গা, বন হলো মঙ্গল মানুষ বনকে ভালবাসে, গাছ লাগাতে ভালবাসে। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বনকে ধ্বংস করছে।

তাই আমি আপনার মাধ্যমে ফরেষ্ট মন্ত্রীকে বলবো যে ফরেষ্ট রিজার্ভ থাক। আমি দুইটা মনের কথা এই স্যার এই অ্যাসেম্বলীতে। স্যার, আমি বলছি যে ফরেষ্টের মধ্যে মানুষ কেন জায়গা পাবেনা ? আজকে শিক্ষা বিভাগই বলুন আর অন্যান্য বিভাগই বলুন তাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। তাই এই যেন অবস্থায় আমি প্রস্তাব রাখছি যে এটা রিজার্ভ হোক আর প্রটেক্টেড এরিয়া হউক জায়গার ব্যাপারে আসল মালীক হল, আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কোথাও যদি রিজার্ভ করতে হয়, তাহলে তাকে রেভি-নিউ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে.........

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আর কতক্ষণ বলবেন ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—স্যার, আর ৫ মিনিট সময় আমাকে দিন। এই যে গর্জি বাজার সেটা নাকি ফরেষ্টের জায়গাতে। কিন্তু আমি বলি একটা বাজার কি করে ফরেষ্টের ভিতর হতে পারে ? অথবা একটা হাসপাতাল অথবা একটা স্কুল কি করে ফরেষ্টের ভিতর হতে পারে ? আজকে যেখানে নাকি রাজার রাজত্ব চলে গেল কিম্বা জমিদারের জমিদারী চলে গেল, সেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কি করে আর একটা জমিদারী চালাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, এই ফরেষ্টের সম্পর্কে অনেক দুঃখের কথা আছে. সক্কাল আমি এগুলি এখানে না না বলে পারছি না। তাই বলছিলাম এই যে গর্জি বাজার, লাভটা হ'ল কি। সেখানে রেভি-নিউ দিচ্ছে না। আজকে সমাজতন্ত্র কায়েম করবার জন্য আমরা বাড়ীঘর দখল করে নিয়েছি, এবং দেশ থেকে গরীবী হটাও এই রকম অনেক বড় বড় কথা বলছি, আর এখানে কিনা দেখতে পারছি জমিদারী চালাচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। কাজেই আমি এইসব কথা বলে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে. সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি না বলে আমি নাকচ করে দিচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী সমীর বর্মন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, কাট মোশানগুলি যে এখনও মুভ করা হয়নি ?

M r Dy. Speaker :—Hon'ble member, all the cut motion sare taken as moved

শ্রীসমীর বর্মন :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি আর এই সঙ্গে বিরোধী দল কর্ত্তৃক যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অর্থমন্ত্রীকে আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেহেতু উনি উনার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের পুলিশ বিভাগের পুনর্বিন্যাস, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং ডেপুটেশনে আগত পুলিশ ব্যাটেলিয়নের স্থলে সম্ভব হলে নতুন পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গড়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজেই এইদিকে দৃষটি আকর্ষণ করে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহো-দয়ের দৃষটি আকর্ষণ করতে চাইছি। ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট আছে, তা যদি আমরা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে এখানে প্রায় ৫০ ভাগ ডেপুটেশনিষ্টস আছেন। আমাদের পূর্ণরাজ্য হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে আই, জি, পি

থেকে শুরু করে এ্যাডিশাগ্নাল আই, জি, পি, এস, পি, (সি,আই,ডি). এস,পি (ডি,আই,বি), এবং এস, পি ওয়েষ্ট পর্যন্ত প্রায় সবাই এখানে ডেপুটেশানে আছেন, এবং এর পরেও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আরও ৪ জন ডি, এস, পিকে পাঠানো হয়েছে, তারা হলেন—আর, এস, সাদাত. মিঃ রামচন্দ্রন এবং এস, ঝা ইত্যাদি। কিন্তু এতে হচ্ছে কি? আমাদের এখানে যারা প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য, তারা তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই এদিক দিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখতে পাই যে ত্রিপুরাতে সি,আর,পি আছে এক ব্যাটেলিয়ন, বি.এম,পি আছে এক ব্যাটেলিয়ন এবং বি,এস,এফ আছে ৪ ব্যাটেলিয়ন। এর মধ্যে একমাত্র বি,এস,এফ-এ ১০ থেকে ১৫ ভাগ এখানকার লোক আছে আর বাদ বাকী সবাই বাইরের লোক। আমরা বেকার সমস্যার কথা বলি মাননীয় স্পীকার স্যার, কিন্তু আজকে যদি এই সব ব্যাটেলিয়নগুলির পরিবর্তে আমাদের এখানকার লোক দিয়ে আমরা ব্যাটেলিয়ন করতে পারি, যেখানে নাকি এক ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ৮০০ লোক থাকে এবং যেখানে নাকি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, তাতে আমরা ৫ থেকে ৬ হাজার লোককে চাকুরী দিতে পারব যারা নাকি আমাদের এই ষ্টেটের লোক কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ জানাব। আর ডেপুটেশানে আমরা বাইরে থেকে যে সব লোক এনেছি, তার একটা কু-ফল হল তাদেরকে আমাদের ডেপুটেশান এ্যালাউন্স দিতে হয়। আজকে যেখানে আমাদের রেভিনিউ বলতে কিছু নাই, যেখানে আমাদের টাকা আনতে হয় কেন্দ্রের কাছ থেকে, সেখানে আমরা বাইরে থেকে ডেপুটেশানিষ্টস এনে তাদেরকে ডেপুটেশান এ্যালাউন্স দিচ্ছি এবং উপরন্তু বছরে একবার করে তাদের ফেমিলি সহ তাদের দেশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য ট্রেভেলিং এ্যালাউন্স দিচ্ছি। কাজেই মন্ত্রী পরিষদ যাতে এই দিকে গুরুত্ব সহকারে নজর দেন, সেজন্য আমি অনুরোধ জানাব। তাছাড়া আমাদের এখানকার যারা লোক্যাল বয়েস, যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছে, তাদের সংগে কি ভাবে ষ্টেপ মাদারলী ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে, অন্ততঃ আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে এবং সেজন্য আমি এটা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টিতে আনতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আদার ষ্টেট যেগুলি আছে, তার প্রত্যেকটিতে সাবসিডাইজড রেটে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করে তারা রেশন পায়। কিন্তু আমাদের এখানে বিশেষ করে ত্রিপুরা পুলিশে যারা আছে, তারা এর থেকে বঞ্চিত। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা একই সংগে এক জায়গাতে ঐ বহিরাগত পুলিশদের সংগে ডিউটি করে যাচ্ছে কিন্তু তারা কোন রেশন পাচ্ছে না আর অন্যদিকে যারা সি, আর. পি, যারা বি, এম, পি, এবং যারা বি, এস, এফ, তারা সাবসিডাইজড রেটে রেশন পাচ্ছে। কাজেই সেম রেসপনসিবিলিটী নিয়ে আমাদের ছেলেরা তাদের সংগে যে কাজ করছে, তাদেরকে আমরা যদি সাবসিডাইজড রেটে রেশন না দিতে পারি, তাহলে এটা কি আমাদের পক্ষে খুব যুক্তি সঙ্গত কাজ হবে? এদিকেও আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে তাদের পে-স্কেলে একটা এনামলী রয়েছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যাঁরা কাজ করে তারা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে পে পাবে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশদের যে বেতন হার, সেটা গতবারে রিভাইজড হয়ে গেছে। গত বাজেট সেশানে যখন আমরা এই এ্যানামলীর সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলাম, তখন অর্থ মন্ত্রী বলেছিলেন যে এর জন্য একটা পে কমিশন করা হচ্ছে এবং পে-কমিশন করে তাদের বেতন হারে যে এ্যানামলী আছে, সেগুলি দূর করা হবে। কিন্তু আজ এক বছর হয়ে গেল আমরা আর এক বাজেট পাশ করিয়ে দিলাম অথচ এখন পর্যান্ত তাদের সেই এ্যানামলীগুলি দূর করার ব্যাপারে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশের দোষারূপ আমরা সবাই করব—পুলিশ কোন কাজ করে না, পুলিশ এই করে, সেই করে, কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে পেট ভরে খেতে না দিতে পারি এবং অপজিশান থেকে যে বলা হয়েছে পুলিশ ঘুষ খায়, তাদের এই এ্যালিগেশানে যে কতটুকু সত্য আছে, তা আমার অবশ্য জানা নাই। যদি বা তারা ঘুষ খায় এবং এটা যদি আমরা বড় গলা করে বলি, তাহলে এটা আমাদের পক্ষে যেমন শোভা পায় না, ঠিক তেমনি অপজিশানেরও শোভা পায় না। কারণ তাদের পে-স্কেল যে এ্যানামলী রয়েছে, সেটা আমাদের আগে দূর করা উচিত, এবং এটা করা আমাদের দায়িত্ব। আজকে আমরা কার্পেটের উপর দিয়ে এ্যাসেম্বলীতে আসব এবং এখানে এসে বড় বড় সমাজতন্ত্রের কথা বলব, গরিবী হঠাবার কথা বলব, কিন্তু যারা দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, যারা গুণ্ডাবাজী এবং হামলাবাজী দমন করবে এবং যারা এই সব করতে গিয়ে নিজেদের জীবন পর্যান্ত বিপন্ন করবে, তাদের যদি আমরা পেট ভরে খেতে না দিতে পারি, তাহলে এটা তো কোন কাজের কথা হবে না, মাননীয় স্পীকার স্যার। তারপরে মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়ার্টার সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় এখানে আই, জি, পি. থেকে সুরু করে ডি, এস, পি পর্য্যন্ত যারা ডেপুটেশানে আছেন তাদের কোয়ার্টারের একটা সুবন্দোবস্ত আছে। তাদের শুধু কোয়ার্টারই নয়, ফোন আছে, গাড়ী আছে প্রায় সব কিছুই আছে। কিন্তু তাদের নীচের রেংকে যারা আছে, বিশেষ করে আমাদের এখানকার ছেলেরা যারা আছে ইনস্পেক্টার থেকে শুরু করে আপটু অর্ডিনারী পুলিশ কনেষ্টবল পর্যান্ত তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের ত্রিপুরাতে অনেকগুলি আউট পোষ্ট আছে, সেখানে ঐ সব আউট পোষ্টে যারা থাকবে তাদের একমডেশান তো দূরের কথা তাদের জন্য প্রস্রাব এবং পায়খানা করার মত কোন ব্যবস্থা নাই। তাদেরকে বাড়ী ভাড়া বাবতে তাদের বেসিক পে-এর টেন পার্সেন্ট করে দেওয়া হয়, এতে তারা কেউ হায়েষ্ট পঁচিশ টাকার বেশী পায়না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দুর্মূল্যের দিনে এই পরিমাণ টাকাতে কোন বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা, এটা আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বুঝতে পারবেন।

এ ছাড়া মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা জিনিষ বুঝতে পারলাম না সেটা হচ্ছে, আমি যেটুকু জানি আমাদের আগরতলাতে বি, ও, পি. এবং টাউন আউট পোষ্ট আছে এবং তার জন্য একটা প্লেন হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা নূতন বিল্ডিং তৈরী করা হবে যাতে সেখানে কোতোয়ালীর ষ্টাফ এবং সদরের আশেপাশের ষ্টাফ থাকতে পারে। কিন্তু সেটা কেন আজ পর্যান্ত হল না ? আজকে ৩/৪ বছর আগেই এটার স্যাঙশান হয়েছিল কিন্তু সেই কাজে আজ পর্য্যন্ত কেন হাত দেওয়া হল না এবং এবার বা কেন বাজেটে তার জন্য কোন প্রভিশান

রাখা হল না, তা আমি বুঝতে পারছি না। তাদেরকে আমরা মাহিনা দেব না, অথচ তাদেরকে আমরা রাত দিন ২৪ ঘণ্টা খাটাব, এখন আমরা যদি তাদের থাকার জন্য একটা সুব্যবস্থা করে না দিতে পারি, তাহলে আমরা আজকে কি করে দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলি? কি করে গরীবী হঠানোর কথা বলি? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অপজিশান বেঞ্চ থেকে এই পুলিশের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে যে পুলিশ কোন কাজ করে না পুলিশ ঘোষ নেয় ইত্যাদি। কিন্তু অপজিশান বেঞ্চ থেকে আমরা শুনতে পারলাম না যে ১৯৫০ সালে পুলিশের যে ষ্ট্রেন্থ ত্রিপুরা রাজ্যের মোট পপুলেশানের উপর ছিল, অধিকাংশ থানাগুলিতে এখন পর্যান্ত সেই ষ্ট্রেন্থ দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, অথচ আমাদের পপুলেশান বেড়ে গিয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এই আগরতলা কোতোয়ালী থেকে সুরু করে যে দিকে আমরা তাকাই দেখব যে ১৯৫০-৫২ তে ষ্ট্রেন্থ ছিল পুলিশের সেই পপুলেশানের উপর বেসিস করে যে ষ্ট্রেন্থ দেওয়া হয়েছিল সেই ষ্ট্রেন্থ এখনও কাজ করছে। কাজেই ওদের সম্বন্ধে সমালোচনা করা দূরে থাকুক ওদেরে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। সমালোচনা আমাদের শোভা পায় না কারণ পপুলেশান যেখানে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে সেখানে আমরা তাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা আমরা দিতে পারব না অথচ ওদের আমরা সমালোচনা করব সেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার দৃষ্টি আবও আমি আকর্ষণ করছি যে পুলিশ রেগুলার মুভমেন্ট করতে গেলে তাদের গাড়ী দরকার, তা দের ভ্যান দরকার, এমন কি ইউনিফর্ম পর্যন্ত তারা প্রপারলি পায় না। কাজেই এগুলির দিকে যাতে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ নজর দেন সেই দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা জিনিষ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে কিছু প্রমোশনের ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা হয় (রেড লাইট)। স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কিছু সাব ইন্সপেক্টার ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ওদের মধ্যে অনেকেই পাশ করেছেন। আমি বুঝতে পারছি না ইন্সপেক্টার পদের জন্য তারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই ফাইল এখনও পড়ে আছে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। ওদের এইগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত, নাকি এইগুলি ডেপুটেশানিষ্ট আনবেন বাইরে থেকে সেটা আমরা ভাবতে পারছি না। কারণ ত্রিপুরার এমনি ভাগ্য যে মণিপুর থেকে একজন অফিসার আনা হয়েছে, যে নাকি মণিপুরে ৩/৪ দিনের বেশী থাকতে পারে না সেই রকম একজন অফিসারকে এম, টি, ক্যাডারে আনা হয়েছে, উনি নাকি অ্যাডিশন্যাল এস. পি, হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই ইন্সপেক্টারের পদগুলিতে হাত দেওয়া হবে কিনা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে অন্ততঃ আমাদের এই এক বছর যাবত যে ফাইল পেণ্ডিং আছে সেদিকে নজর দিয়ে যারা ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনে পাশ করেছে, ন্যায্য দাবী যাদের তাদে তাদের কেসটা যেন বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আপনার আর একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল ওয়ারলেস ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। আমি যতদূর জানি এই ডিপার্টমেন্ট ১৯৫০ সালে সৃষ্টি

হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে কোন নিয়োগ নীতি কিংবা কোন প্রমোশনের নীতি আজ পর্যন্ত হয় নাই অথচ প্রায় ২০ বছর হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তার কোন সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি বা প্রমোশন কিভাবে হবে সেটা আইন করা হয় নাই। যদিও এই ডিপার্টমেন্টের জন্য একজন এস, পি, এর প্রভিশন রয়ে গেছে এবং পোষ্ট ক্রিয়েটেড হয়ে আছে, আজ পর্যন্ত সেখানে কোন লোককে এস, পি, পদে দেওয়া হয়নি। সেটাও হয়ত ডেপুটেশানিষ্টের জন্যই অপেক্ষা করছে। সেখানে একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট কাজ করছেন। উনারও আবার বেসিক ট্রেনিং নাই। মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যে বেসিক ট্রেনিং এর ঐ ভদ্রলোকের সেটাও নাই। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চারদিকে বর্ডারের কথা চিন্তা করে ওয়ারলেস ডিপার্টমেন্টের জন্য অন্তত যে একটা পোষ্ট ক্রিয়েট হয়ে রয়েছে সেখানে যেন একজন এস, পি, নেওয়া হয় এবং সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি যাতে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ গ্রহণ করতে পারেন সেই দিকে নজর দেন এবং যিনি অ্যাসিষ্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট হিসাবে আছেন উনার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নাই, কিন্তু এটা একটা ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট তার জন্য একটা লোকের কাজ করতে হলে যেটুকু মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সেটা থাকা দরকার সেটা ফেললে চলবে না। শুধু রাজার গবু মন্ত্রী দিয়ে রাজ্য চালালে চলবে না। কাজেই মিনিমাম বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন লোককে এই ওয়ারলেস ডিপার্টমেন্টে বসানো দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি শেষ বক্তব্য রাখছি, এটা দুঃখের ব্যাপার যে আমি সমস্ত ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে বললাম, এখন আমার কনস্টিটিউয়েন্সী সম্বন্ধে বলছি। আমার বিশালগড় অ্যাসেম্বলী কনস্টিটিউয়েন্সীতে ১৯৫০ সালে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন দুইজন। কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উন্নতি এমনি হয়েছে যে সেখানে ইনভেসটিগেটিং অফিসার বর্তমানে মাত্র একজন বিগত কয়েক বৎসর যাবত। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আর একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সেখানে নেওয়ার জন্য কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি। তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা জিনিষ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক স্যার যে আমার যে অ্যাসেম্বলী কনস্টিটিউয়েন্সী, এই বিশালগড় থানার অধীনে ১,১৫,০০০ লোকের বাস। যেটা সদর মহকুমার যে লোকের বাস সেই লোকের বাস আমার বিশালগড় ব্লকে। ১,১০,০০০ একটা থানায়। সেখানে একমাত্র ও, সি, ছাড়া উনার সাবর্ডিনেন্ট কোন অফিসার নাই। সেখানে বর্ডার হল বাংলাদেশের ৩০ মাইল। তার বাউণ্ডারী হল ৩২৮ স্কোয়ার মাইলস। সেটা বিরাট এরিয়া। সেখানে মাত্র ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার একজন। কখনও এস, পি, এসে ডাকেন উনাকে, নানা জায়গায় তাকে চলে যেতে হয়। দুই দিন তিন দিন দেরী হয়ে যায়। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে দাবী জানাব স্যার, সেখানে আর একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার পাঠানোর বন্দোবস্ত করুন। এতবড় একটা থানা সেখানে বাই দি বাই একটা কথা বলছি—বিশালগড় থানার ৬ | ৭ টা ফায়ার একসিডেন্ট হয়ে গেছে। ৬০ | ৭০ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে এবং একটা গাড়ীর অভাবে টাইমলী ফোন যদি নষ্ট থাকে স্যার, ফায়ার ব্রিগেডের সংগে যোগাযোগ করার উপায় নাই যার জন্য এত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। পুলিশের একটা গাড়ী নাই। ফায়ার ব্রিগেড তো দূরের

কথা। লোক সংখ্যার দিক দিয়েও আগরতলা পুলিশ ষ্টেশনের প্রায় সমকক্ষ। ১৯৫২ এর সে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আছে এখনও। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটাই সমগ্র ত্রিপুরার পরিস্থিতি। আর তাছাড়া সমগ্র ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমার শেষ বক্তব্য থাকবে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে যে বেকার সমস্যা সম্পর্কে আমরা বড় বড় কথা বলি। এই ব্যাধিটাকে এখান থেকে সরানো হোক। যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন সেটা করা হোক। সেটাকে কার্যকরী করে এখানে নতুন পিসিডেন্ট তৈরী করা হোক। আমাদের বেকার ছেলেদের আমরা চাকুরী দেব। বেকারী হঠাব বেকারী হঠাব করলে বেকারী হঠবে না। আমাদের কিছু করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার তারপর সুষ্ঠু বদলী নীতি আমাদের করতে হবে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর ডেপুটেশনিষ্ট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আজকে আমাদের কোন রেভেনিউ নাই, অথচ জনসাধারণ ট্যাক্স দিচ্ছে সেই ট্যাক্স থেকে গভর্ণমেন্ট টাকা আনছে। গভর্ণমেন্টের একজন অফিসার আমরা বাইরে থেকে হায়ার করে আনব, আমাদের উপর ট্যাক্স ইম্‌পোজড হবে সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে এমন কোন কথা নাই স্যার। আই, জি, পি, থেকে সুরু করে ডি, এস, পি, পর্যন্ত কয়জন ষ্টেটের ছেলে আছে? আমি সেদিকে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। একজন সামান্য ডি, এস, পি, পর্যন্ত অন্য জায়গা থেকে আনতে হবে, ওরা ইম্‌পোজ করে পাঠাবে এমন একজন লোক যে নাকি মনিপুরে তিন দিনও থাকতে পারল না। তারপর বড় কথা আমরা এখানে বাংলা ভাষা ভাষী লোক। যদিও সরকার সার্কুলার দিয়েছেন যে বাংলা ভাষা শিখতে হবে, কিন্তু কয়জন শিখেছে, আজ যদি কেউ সাবঅর্ডিনেন্ট অফিসার সম্বন্ধে কমপ্লেন করতে আই, জি, পি, বা ডি, এস, পি, এর কাছে' এস, পি, এর কাছে তাহলে তারা আমাদের কথা কিছু বুঝতে পারে না, বলে কিয়া বোলতা হায়, আর আমাদের লোকেরা বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে থাকে। এটা কি রকম কথা? আজকে যে বাংলা বুঝবে না তাকে ডেপুটেশনে আনবই এবং তাকে ডেপুটেশান অ্যালাউন্স দেব। সেই টাকা তারা তাদের বাড়ী ঘরে নিয়ে যাবে। অথচ আমার দেশের গরীব জনসাধারণ বিচার পাবে না। তারা বলবে কিয়া বোলতা হায় সমঝতা নেহি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের। এই বলে পুলিশের ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দল যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি এবং এইগুলি বিরোধীতার যোগ্য বলেই আমি বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার —শ্রী হংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী পুলিশ এবং ফরেষ্টের উপর যে ডিমাণ্ড এনেছেন সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করছি। আর বিরোধী

পক্ষের যে কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। ফরেষ্টের আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ ফরেষ্ট যদি না থাকে তাহলে কোন দেশই বাঁচতে পারে না। বৃষ্টির জন্য আমাদের ফরেষ্টের প্রয়োজন আছে। মানুষের বাঁচার জন্য ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য ফার্নিচার তৈরী করার জন্য মানুষের বাঁচার উপকরণের জন্য এই ফরেষ্টের প্রয়োজন আছে তবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ত্রিপুরার যে ফরেষ্ট এবং ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান তার কথা যদি আমাদের চিন্তা করতে হয় আঠার মুড়া, বড় মুড়া, লংথরাই, শাখান, এবং জম্পুই পাহাড় এই পর্বত শ্রেণীগুলিতে আমাদের ফরেষ্টের নিতান্ত প্রয়োজন। আজকে যদি সেই সব পাহাড়ের উপর বন না থাকে তাহলে সেই পাহাড়ের মাটিগুলি বৃষ্টির ফলে ধ্বসে পরবে এবং সমস্ত নদীগুলি বিলীন হয়ে যাবে সেজন্য তার প্রয়োজনে আমাদের আজকে ফরেষ্টের দরকার। বন্য পশু পাখী সংরক্ষণের জন্য আমাদের বনের প্রয়োজন আছে। বন আমাদের অতি প্রয়োজনীয়, বন আমাদের রাখতে হবে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব বন রক্ষা করতে গিয়ে বন তৈরী করতে গিয়ে আজকে আমাদের মানুষকে উচ্ছেদ যদি করতে চান সেখানে আমি বিরোধীতা করব। বিরোধীতা করব এই কারণে আমি সাব্রুম থেকে আরম্ভ করে ধর্মনগর পর্যন্ত যে সমস্ত আদিবাসী অঞ্চল বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলের কথা আমি জানি তারা আজকে ফরেষ্টের দরুন অনেক ক্ষেত্রে সেই অধিবাসীর বিপন্ন। আজকে আদিবাসীদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন এসেছে। বন রাখতে হলে আদিবাসীদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে। আজকে আমাদের সরকার সেই দিকে চিন্তা করেন না। এই যে বন যেখানে খুশী সেখানেই বন সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটি অন্যায় হবে। তার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি কয়েকটি এলাকার কথা। সাব্রুমের শীলাছড়ী অঞ্চল, উদয়পুরের গর্জি অঞ্চল অমরপুরের রাইমা শর্মা অঞ্চল, খোয়াইর গণ্ডাছড়া অঞ্চল কৈলা-সহরের ছামনু অঞ্চল, ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর দামছড়া অঞ্চল এবং পেচারথল চোরাইবাড়ি ফরেষ্ট অঞ্চলের কথা আমি বলব। সেখানে যে আদিবাসী অংশ ভূমিহীন আছে। তারা আজকে ৩০/৪০ বছর যাবত সেইসব এলাকায় জমি আবাদ করে বসবাস করছে। সেইসব জুমিয়া গণবসতির স্থানে আজকে ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজকে যদি আমাদের আদিবাসীদের উন্নয়ন বিভাগ তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রশ্ন উঠান তাহলে সেখানে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বাধার সৃষ্টি করে। আমি জানি আমার লোংগাই বিধানসভা এলাকা সেখানে আগারছড়াতে ৫২টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। কিন্তু সেখানে কি হয়েছে আজকে সেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সেই এলাকা উনকোটি রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করছে। আজকে তারা সেই জায়গাতে ৩০/৪০ বছর যাবত বসবাস করছে। সেখানে আজকে তাদের পুনর্বাসনের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমি বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইভাবে উজান মাছমারা, নাইজুলা এলাকা মাগুমছড়া এলাকা দামছড়া এলাকা খেদাছড়া অঞ্চল—দামছড়া রিজার্ভ অঞ্চল যেখানে একটি গাঁওসভা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মানুষের বসতি যুগ যুগ ধরে আছে সেখানে কি করে রিজার্ভ ফরেষ্ট সৃষ্টি

হয় সেটা আমি জানি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে অন্ততঃ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বন রক্ষা করতে গিয়ে রিজার্ভ রাখতে গিয়ে আজকে যদি মানুষ যেখানে ৩০/৪০ বছর যাবত বাস করছে তাদের যদি উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয় রিজার্ভের নাম দিয়ে তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তাই আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় ফরেষ্ট মন্ত্রীকে এবং সরকারকে অনুরোধ করব যেখানে যেখানে জন বসতি আছে সমতল জায়গা আছে সেইসব জায়গা যেন অনতিবিলম্বে রিজার্ভ মুক্ত করা হয় আমি এই প্রস্তাব রাখব। আমি আর একটি কথা বলব ফরেষ্ট সম্পর্কে। আমরা দেখছি বাংলাদেশ থেকে যখন শরণার্থী এসেছিল তখন ছন, বাঁশ ইত্যাদির উপর মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেটি এখনও রাখা হয়েছে সেটি কেন রাখা হয়েছে তা আমি বুঝি না। আজকে গাছের মাশুল ১৫।১৬ টাকা সেই মাশুল জনসাধারণ দিচ্ছে কি না আমি জানি না। এতে আমাদের কি লাভ হচ্ছে আমি জানি না। সেজন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মারফত অনুরোধ রাখব মাননীয় ফরেষ্ট মন্ত্রীর কাছে যেন সেই বর্ধিত মাশুল কমিয়ে পূর্বের মাশুল করা হয়। পূর্বের যে মাশুল ছিল তা করলে জনসাধারণও লাভবান হবেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাব রাখছি বাংলাদেশের শরণার্থী আগমনের সময় যে মাশুল বৃদ্ধি হয়েছিল সেই মাশুল কমিয়ে আবার পূর্বের মাশুল করা হউক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনেক জায়গাতে দেখেছি যে ফরেষ্টের রিজার্ভের জন্য আমাদের কৃষক যারা তাদের প্রয়োজন য গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত পায় না। আমি জানি ত্রিপুরাতে বহু জায়গা আছে যেখানে কৃষকদের গোচারণের ভূমির বন্দোবস্ত হয় না সরকার থেকে রাখা সম্ভব হয় না এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আপত্তি দিচ্ছে। এইগুলি আমাদের প্রয়োজন আজকে আমাদের কৃষির কাজের জন্য গরুর দরকার, গরু আমাদের পালন করতে হয়। এবং গরুর জন্য ঘাসের দরকার আছে। তাই আমি বলব যেখানে যেখানে কৃষকদের গোচারণ ভূমি নাই সেইসব জায়গায় ফরেষ্টে রিজার্ভের ভিতরে হলেও ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করে সেই সব জায়গায় গোচারণ ভূমির বন্দোবস্ত সরকার থেকে করা হউক। তাছাড়া আমি আর একটি কথা বলব আমাদের ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ফরেষ্ট ভিলেজার্স আছে ফরেষ্ট থেকে তাদের কিছু কিছু জমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ফরেষ্ট ভিলেজার্স হওয়াতে তারা অনেকেই সরকার থেকে যে কোন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা কৃষিঋণ পাচ্ছে না। পাচ্ছে না ল্যাণ্ড লেভেলিংয়ের টাকা। তার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে এইটুকু প্রস্তাব রাখছি, অন্যান্য কৃষকরা যেভাবে সরকার থেকে সুবিধা পাচ্ছে, ঠিক সেইভাবে ফরেষ্ট ভিলেজার্সদের কৃষির উন্নতির জন্য সাহায্য দেওয়া হউক এবং খরার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হউক এই প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রী অনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশানটা ছিল—'নতুন আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠন ও পুলিশ নবীকরণের বরাদ্দ হ্রাস করা সম্পর্কে'

প্রসঙ্গত আমি ইদানিং কালের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। গত ২৪।২।৭৩ ইং তারিখে বিলোনীয়া মনকর এর বাজারে সি, আর, পি'র অত্যাচার দোকানপাট লুট করেছে। তাদের অপরাধ? যারা ছোট ছোট দোকানদার, তাদের অপরাধ হচ্ছে সি. আর. পি. এর কাছে শবজী ইত্যাদি বিক্রী করে পয়সা চেয়েছিল, যেহেতু তারা সি, আর, পির লোক, অতএব তারা পয়সা দেবে না। তারা পয়সা চাইতে গেলে তারা ব্যারাক থেকে বেলট নিয়ে দৌড়ে এসেছিল এবং সেখানে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করল। এস, ডি, ও অফিস সেখানে ছিল, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করেনি. থানায় তারা গিয়েছিল কিন্তু প্রযোজনীয় ব্যবস্থা পায় নাই। যদিও বিলোনীয়া মহকুমার কোন সদস্য বলেছেন যে পুলিশ, সি. আর, পি থাকার কারণ হচ্ছে, কোন কোন সদস্য এর বাড়ীতে গ্র্যানেড ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত আমি বলতে চাই যে বিলোনীয়া শহরকে ঐ কালো বাজারী এবং স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য বানানোর জন্য পুলিশ, সি. আর, পি, দরকার। তবে শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে ওরাও রেহাই পাবেন না যেমন করে পান নাই রাইমা শর্মার জনৈক কংগ্রেস কর্মী। প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করতে চাই ২৫ বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে দিনের পর দিন আমাদের পুলিশ বাজেট বড় হচ্ছে। ১৯৫১ সালে দিল্লীর —কেন্দ্রীয় পুলিশ বাজেট এর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী টাকা. আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাজেট হচ্ছে ৪ কোটি টাকা। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় পুলিশের যে অবস্থা ছিল, আজকে ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই পর্যায়ে চলে গেছে। কাজেই অগ্রগতি যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশের বাজেটটাই ত্রিপুরায় মোটা হয়ে গেছে। আজকে এই ত্রিপুরার পুলিশ বাজেটের সংগে যদি আমি অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দের তুলনা করি তাহলে আমি দেখব যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোকের—যাদের জীবন জীবিকা বাড়া না বাড়া সাত্যিকারে যে কৃষির উপর নির্ভরশীল, যেখানে শতকরা ৭ ভাগ কৃষক, তাদের জন্য আমাদের বাজেটে মাথাপিছু খরচ ১০ টাকা আর এত বছরে খরা এবং দুর্ভিক্ষ যেখানে সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি ট্রেজারী বেঞ্চের জনৈক সদস্য লংগর খানা খোলার কথা মন্ত্রীকে বলেছেন, তার উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন লংগর খানা খুললে মানুষ ছোট হয়ে যাবে, অথচ তিনি তাঁর দলের যে সমস্যা, তাকেও কনভিন্স করাতে পারেন নি যার জন্য তিনি বলেছেন লংগরখানা খোলা হউক। আমরাও বলেছি যে যেখানে খাদ্যের জন্য সন্তান বিক্রী হয়, যেখানে গ্রাম খালি করে শহরে লোক আসে ভিক্ষা করতে, সেই দুর্ভিক্ষের দমনের জন্য দাদনের জন্য ফেমিন রিলিফের জন্য আমাদের খরচ হল মাথাপিছু ৫৯ পয়সা আর সেখানে পুলিশের জন্য খরচ হচ্ছে ২৫ টাকা। শুধু এটাই নয়, গোটা ভারতবর্ষের পুলিশ মিলিটারী, তাদের বাজেটের দিকে যদি আমরা লক্ষ করি, ১৯৭০ সাল থেকে লক্ষ করছি সমগ্র ভারত যেন ক্রমশঃ একটা ফৌজি রাজত্বের দিকে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে যেখানে কেন্দ্রীয় বাজেট ছিল ১ হাজার ১৭ কোটি টাকা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়, আজকে ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৭ শ' কোটি টাকা। দিনের পর দিন পুলিশ বাজেট বাড়ানো হচ্ছে। মাননীয় 'ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, এটা হয়, কখন হয়, ধন তন্ত্র যখন সংকটে পড়ে, তখন তার জন্য ফ্যাসিজিম এর দরকার হয়।

রাইমোহন দাস নামে জনৈক মহাজন থেকে ২০০ টাকা কর্জ নিয়েছিল জনৈক আদিবাসী, সেই টাকা সে ফেরত দিতে পারে নাই। সেই মাহাজন এস, আই'র সহযোগিতায় সেই আদিবাসীর গরুজোড়া নিয়ে গেল এবং বিক্রী করে ৬৫০ টাকা আদায় করে নিলেন এবং ১২/৫/৭৩ তারিখে রূপা মগকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়, কেম্পে নিয়ে যায় এবং তার কাছ থেকে ঘুষ চায়, শেষ পর্যন্ত সেই মগ বলে ঠিক আছে আমি ঘুষ দেব। তারপর সে সাবরুম চলে এসেছিল কারণ সে সেখানে থাকতে সাহস করেনি পুলিশের অত্যাচারে। সেখানকার এস, ডি, ও এবং আমাদের বিরোধী দলের নেতা সাহায্য করেছেন তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য। এই দুইটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই, যেখানে পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর বাদানুবাদ করতে গিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের কেউ কেউ বলেছেন যে গুণ্ডা দমনের জন্য এবং নানা অত্যাচার এবং সমাজ-বিরোধীদের দমন করার জন্য পুলিশ দরকার এবং পুলিশকে আরও শক্তিশালী করা দরকার, আর্মড পুলিশ গঠন করা দরকার এবং নবীকরণ এর দরকার। গত ২৫ বছর আমরা পুলিশের যে চেহারা দেখেছি, তাতে নবীকরণ-এর কিছু নাই, যদি দেখেন এই অবস্থা, ঘুঘু দেখলে যে আমরা কোথায় যাব সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। এই পুলিশ ব্যবহৃত হয়, এই পঁচিশ বছরে আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে, যেখানে শাসক গোষ্ঠির সংকট সেখানে তাদের সেফ গার্ড দেওয়ার জন্য পুলিশ যায়, কোন কারখানায় লক আউট হয়, তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই তাদের পক্ষে থানা পুলিশ যায় না, সি আর পি যায় না, শ্রমিকরা যদি বলে লক আউট খুলতে হবে, তাদের ঠেঙানোর জন্য পুলিশ যায়। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি বঁইখুড ভূমিহীন কৃষকরা যখন ভূমির জন্য লড়াই করল, তখন ভূমিহীন কৃষকদের পক্ষে পুলিশ, সি, আর, পি, গেলনা, উলটো তাদের নামে সেই পুলিশ ক্যাম্প থেকে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। তেমনি বিলোনীয়া শহরে আমরা কি দেখছি। অখিলবাবু নামে জনৈক বে-আইনি জমি রেখেছে, জমি চুরি করে রেখেছে, পুলিশ তার পক্ষেই গেল কিন্তু সেই জমি উদ্ধার করার জন্য কোন সাহায্য পুলিশ করেনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই জনগণের শান্তি রক্ষার জন্য, জনগণের স্বার্থে-পুলিশ ব্যবহৃত হয় না, দুর্নীতিরক্ষার জন্য আমরা এই ২৫ বছর দেখে এসেছি পুলিশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুলিশ হল শাসক গোষ্ঠির দরজার নাটবল্টু যেটা দিলে গরীব শ্রেণীকে, শ্রমিক শ্রেণীকে, সংগ্রামী মানুষকে আক্রমণ করা যায়, বিপর্যস্ত করা যায় তারই জন্য এই পুলিশ। আমরা গত ফেসিজম দুটো কায়দায় প্রকাশিত হয় একটা হলো তার মুখে রঙ পড়ানোর জন্য এবং আর একটা হল যারা সংগ্রামী তাদেরকে ট্যাংগানোর জন্য এবং এদেরকে ট্যাংগানোর জন্য পুলিশ, মিলিটারী এবং ফৌজী বাজেটকে শক্তিশালী করতে হয়। আজকে ভারতবর্ষে যে ফৌজী বাজেট প্রতি বছর আমরা যা লক্ষ্য করি সমস্ত বাজেটের এক তৃতীয়াংশ। যেখানে আমরা লক্ষ্য করি সমগ্র ফৌজী বাজেট, সামরিক বাজেটের যেখানে ৬০ টাকা মাথাপিছু খরচ করা হয় সেখানে শিক্ষাখাতে খরচ করা হয় মাত্র ০·৪০ পয়সা এবং অত্যন্ত লজ্জার কথা যে শিক্ষাখাতে একটা দেশের বাজেটে একটা পান বিড়ি সিগারেটের পয়সাও খরচ করা হয় না। অথচ ফৌজী বাজেট, সামরিক খাতে, পুলিশের খাতে অনেক বড় এই বাজেটের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করা হয়। কেন করা হয়, কারণ সংকট সেইটা ধনতন্ত্রের সংকট। আজকে গোটা

বিশ্বে ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ চলছে। যে সংকট যে বুর্জুয়া গণতন্ত্র সেইটা ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জন্ম হয়েছিল। সেই দিন সেই যৌবন নিয়ে তার সামন্ত তন্ত্র এবং পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করেছিল বুর্জুয়া গণতন্ত্র। আজকে ১৯০০ শতাব্দীর ৭০ দশকের মধ্যে সেই বুর্জুয়া গণতন্ত্রের জড়াজীর্ণ রুগ্ন অবস্থা, চক্ষু কর্ণহীন গলিত নগ্নদর্পতাকে এই বাজেটের সংগে তুলনা করা যায়। এই অবস্থায় আজকে দেশের শাসকগোষ্ঠী দেশের সামন্ত তন্ত্র এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সংগে আঁতাত করে। যখানে আমরা লক্ষ্য করেছি দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাদাম বিরোধীতা করেছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি সিংহলে যেটা করেছে বন্দর নায়ক, যেটা ইজরায়েল করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আজকে ভারতবর্ষে যেখানে নাকি ভারতের শাসক শ্রেণী সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলির সংগে আঁতাত করে গরিবী হটাও সমাজতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে অনিবার্যভাবে—মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে তো সময় দেওয়া হয়েছে। হাউসের বিজনেস আছে—

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের থেকে যে সময়ের কথা বলা হয়েছিল তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে যথেষ্ট সময় পাবে। সেই দিক থেকে আমরা যথেষ্ট সময় পেয়েছি কিনা জানি না। যাহাই হোক আমাদের এখান থেকে আর দুইজন বলবেন পুলিশ ডিমাণ্ড এবং জেনারেল ডিমাণ্ডের উপর। কাজেই সেই দিক থেকে যাতে আমরা অবশ্য বেশী সময় পাই সেইজন্য আবেদন রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :— কাজেই যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে আজকে ধনতন্ত্রের যেখানে বিশ্বজুড়া সংকট, বিশেষ করে আফ্রো-এশিয়া ও অনুন্নত দেশগুলিতে যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, সিংহল বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি প্রভৃতি যদি আমরা লক্ষ্য করি যে সেখানে জাতীয় শ্লোগানগুলি আসল অর্থ নষ্ট হয়ে যায় অত্যাচারে, নিপীড়নে। সেখানে ক্ষুধিত মানুষের, বিক্ষুব্ধ মানুষের বিক্ষোভ যখন দানা বাঁধে তখন ক্রমে ক্রমে সেই প্রচার করার যে বুলি, গরীবি হটানোর যে বুলি, সমাজতন্ত্র কায়েম করার যে বুলি, দেশের মানুষকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করার যে বুলি সেগুলি একটার পর একটা নেতা হয়ে যায়। ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করেছি গত ২৫ বছর যাবত এবং আজকে পুলিশী বাহিনী বলা হচ্ছে পুলিশী নবীকরণের কথা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলনের যে কাংগ্রেসের তার বিরুদ্ধে যে পুলিশ ছিল তা ব্যবহার করত, ইংরেজ যেভাবে পুলিশকে ব্যবহার করেছে যে কৌশলে তাদেরকে তৈরী করেছিল ইংরেজ চলে যাবার পর যখন আমার ভারতীয় ইংরেজরা ক্ষমতায় আসলো, আমরা লক্ষ্য করলাম যে গদিতে রাণী ভিক্টোরীয়া, রাণী এলিজাবেথের পরিবর্তে ভারতীয় শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার যে পুলিশ তাদের যে চরিত্র, তাদের যে জনগণের প্রতি আক্রোশ যেটা বিদেশের ২০০ বছর রাজত্বের মধ্যে দিয়ে যে ক্লেদাক্ত জীবন জনসংগ্রামকে দমন করবার জন্য তারা যে পুলিশ বাহিনী তৈরী করেছিল

ভারতে আমরা গত ২৫ বছর তাই দেখেছি। আজকে ভারতের সমাজতন্ত্রের ২২ বছর, ক্লাইমেক্সের প্রধান যখন ক্লাইমেক্স উঠেছে তখন আমরা লজ্জার সংগে স্মরণ করি। দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে, ইউনিভার্সিটির গার্লস স্কুলে মেয়েদের শীলতা হানির জন্য চেষ্টা চলছে। আমরা লক্ষ্য করি কল্যাণীতে যেখানে শহরের সবচেয়ে সুন্দরী ১৮ বছরের মেয়ে তাকে নিপীড়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ্য করি সুনারপুরে সেখানে শিক্ষক আন্দোলনের এক কর্মী বিমল চাটার্জীকে সেই গণ জবাই করলো। এই নিয়ে থানায় এজাহার করা হলো। কিন্তু গণাকে গ্রেপ্তার করে তারপরে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং স্থানীয় যুব কংগ্রেস থেকে তাকে মাল্যদান করলো। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরায় এখানে পুলিশের কাছে এজাহার দেওয়া হয় কিন্তু সেই এজাহার গ্রহণ করা হয় না। গোটা ভারতবর্ষে, এই একই অবস্থা। আজকে পুলিশকে বলা হচ্ছে যে তারা শান্তির প্রহরী, শান্তির অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু আজকে ওরা কোথায় দাঁড়িয়েছে। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের ভারতের লক্ষ্মী এশিয়ার মুক্তিসূর্য্যের চেহারা নগ্ন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে গণতন্ত্রের মুখোশ পরেন। যেটা নাকি স্টেলিং বলেছিলেন যে আজকে বিংশ শতাব্দীতে বুর্জুয়া গণতন্ত্রের সে মহিমা আজকে আর নেই। বুর্জুয়াদের হাতেই বুর্জুয়া গণতন্ত্রের পতাকা, ধুলায় লুণ্ঠিত। আজকে ভারতবর্ষে যে বুর্জুয়া গণতন্ত্র যেখানে ইক্যুয়ালিটি এবং ফ্রিটারনিটি এবং ফ্রিডমের কথা এবং জাষ্টিসের কথা বলা হয়েছিল, ফরাসী বিপ্লবের সেই বুর্জুয়া আজকে ভারতের কন্যাকুমারী থেকে হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান থেকে আসাম পর্য্যন্ত, আমরা দেখছি যে সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের ট্যাংক ওয়ালাদের হাতে আজকে গণতন্ত্রের পতাকা ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে। পুলিশ সেখানে আরমার্ড পুলিশ সেখানে আজকে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত। কাজেই আজকে পুলিশ নবীকরণ মানে কি, নবীকরণ মানেই হলো একে আরও সজ্জিত করে, একে আরও শক্তিশালী করে, একে আরও টাকা দিয়ে, শক্তিশালী করা হচ্ছে। অথচ আমার দেশের যারা মানুষ, আমার দেশের যারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ, যারা আজকে দুই টাকা টেস্ট রিলিফ জন্য বি. ডি ও অফিসে গিয়ে ধর্ণা দেয়, এস, ডি, ও,র অফিসে গিয়ে ঘেরাও করে তাদের জন্য এক পয়সা বাজেট করতে গিয়ে কত কৃপণতা। অথচ পুলিশের জন্য, সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেট বড় হয়। আমি যটা লক্ষ্য করেছি যে আজকে ভারতবর্ষে সেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেই সাইগণের মত শহর তৈরী করা হচ্ছে। আজকে ভারতের দুর্ভিক্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরা নেই। অথচ যদি বলা হয় যে ত্রিপুরা আজকে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, কি জন্য? মিছায় সবচেয়ে বেশী গ্রেপ্তার হয়েছে পশ্চিমবংগে এবং তারপরেই ত্রিপুরা। কাজেই এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী। এখানে একটা আহ্বানে ১০ হাজার সত্যাগ্রহের সামিল হতে পারে। গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহের কথা বলেছিলেন, আজকে যারা ভারতের নিপীড়িত মানুষ, আজকে যারা লাঞ্ছিত মানুষ, আজকে যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সত্যাগ্রহ করছে, আজকে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর যারা ইংরাজের পরিবর্তে ক্ষমতায় এলো তারাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মত কালো কোট, কাঁটা লাগা জুতো পায়ে দিয়ে এই গরীব মানুষের উপর দিয়ে যারা এই সত্যাগ্রহ তাদের মর্যাদা

উপর দিয়ে ...টে যাচ্ছে। ত্রিপুরায়ও আমরা লক্ষ্য করছি এইটা। কাজেই পুলিশী বাজেট বাড়ানোর অর্থ আজকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে পুলিশকে শক্তিশালী করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খতম করতে হবে এবং ভারতের আগামী দিনের যে লিবারেল ডেমোক্রেসী, আমরা নিশ্চয়ই কংগ্রেসাদের কাছে মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিশ্চয়ই প্রোলেটারিয়াম ডেমোক্রেসী আমরা চাই না, বুর্জুয়া ডেমোক্রেসী, লিবারেল ডেমোক্রেসীর কথা যেটা তিনি বলে গেছেন আজকে ভারতে সেইটা বন্ধ হয়ে গেছে, লিবারেল ডেমোক্রেসী কোথাও নেই কাজেই আজকে গণতন্ত্রকে হত্যা করে সেখানে আধা ফেসিজম দিয়ে সুরু করে, ফেসিজম আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি পুলিশী বাজেটে, সামরিক বাজেটের মধ্যে দিয়ে যেটা বড় হচ্ছে। তাই আজকে ভারতে আমরা পরিষ্কার শুনছি সেই ইন্দোনেশিয়ার পদধ্বনি শুনছি সেই কলিকাতা শহরে যেখানে আজকে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুনখারাপি, ছিনতাই, লুঠ এবং রাহাজান এবং নারীধর্ষণের সবচেয়ে বেশী ঘটনা ঘটছে কলিকাতাতেই। তখন আমরা লক্ষ্য করি, কলকাতার দিকে কলকাতা নগরীকে যেখানে কথা ছিল উদ্যান নগরী করা হবে, সিদ্ধার্থ এসে বলেছিলেন, আজকে শুনছি সেটা নাকি রেডলাইন সিটি হয়ে যাচ্ছে সাইকেলের মত। আজকে সেই কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশী অপরাধ এবং সবচেয়ে খুনখারাপি হচ্ছে এবং পুলিশ সেখানকার যে বে-সরকারী গুণ্ডা বাহিনী আছে, তাদেরকে সাহায্য করছে আর সেই ছায়া আজকে ত্রিপুরাতেও পড়ছে কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে বিনন্দ বিশ্বাস ঘুষ দিতে পারে নি, তাই তাকে খুন করা হয়েছে, কিন্তু সেজন্য কি কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? শাস্তি দেওয়া হয় নি। তারপরে ক্ষিরোদে পাল, দ, তাকে একটা মন্দিরের ভিতর খুন করা হয়েছে কিন্তু যারা তাকে খুন করেছে, তাদেরকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? না তা দেওয়া হয় নি। তারপরে হরিপদ মজুমদার, তাকেও খুন করা হল, থানা কাছে ছিল, খবর দেওয়া হল কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরলো না অথচ সেখানকার জনসাধারণ সেই খুনদের ধরে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিল। কিন্তু তাদেরকেও কোন শাস্তি দেওয়া হল না। কাজেই আমি যেটা বলেছিলাম বুর্জুয়া গণতন্ত্রের যে আদর্শ, লিবারেল ডেমোক্রেসীর কথা যেটা গান্ধীজী বলেছিলেন, সেটা আজকে বিপন্ন এবং সেটাকে বিপন্ন করতে গিয়ে আজকে এই শাসক গোষ্ঠী কোমর বাঁধছেন কাদেরকে দিয়ে, না তারা হল পুলিশ, মিলিটারী এবং সি, আর, পি। হিটলার যেটা করেছিলেন বেসরকারী যুবকদের নিয়ে একটা গুণ্ডা বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো যেটা করেছিলেন—কামি এবং কাফি ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে। তারা বলবে রেশনের দোকানে চাউল চাই আর তার সংগে সংগে বলবে কমিউনিষ্টদের জবাই কর, যেটা হিটলার করেছিলেন যে কাজ চাই এবং সেই সংগে সংগে বলেছিলেন কমিউনিষ্টদের জবাই কর। তেমনি আজকে ভারতবর্ষের মধ্যেও গরিবী হঠানোর শ্লোগান দিয়ে একটা বেসরকারী গ্রেণ্ড ষ্টার তৈরী করা হচ্ছে, যেটা নাকি পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় যে যারা বিরোধী, যারা সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন করেন, তারা হাজারে হাজারে তাদের বাড়ী ঘরে থাকতে পারেন না, তাদের মা বোনেরা বলাৎকার হয়, তাদের কেসগুলি ডিস্‌মিস হয়ে যায়, আর এই সব যারা করছে, তারা কারা, তারা হচ্ছে সেই ছাত্র-পরিষদ

কংগ্রেসেরই একটা দল। '৬৯ সালে যেটা শুরু হয়েছিল, আজকে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা যাবে লক্ষ্মী বোস বনাম সিদ্ধার্থ রায়। সেখানে সিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থক যারা তারা বলছে যে আমরা স্টেনগান দিয়ে তাদেরকে ফেস করেছি তেমনি আজকে যারা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে কথা বলবেন বা সিদ্ধার্থ রায়ের ইমেজকে ম্লান করতে চাইছেন, তাদেরকেও আমরা ঠিক একইভাবে স্টেন গান দিয়ে ফেস করব, বাকুড়াতে এক প্রকাশ্য জনসভাতে এই কথা বলেছিলেন। কাজেই এই দিক থেকে আমরা খুব পরিষ্কার। আজকে ওরা বলছে এম, এলদের বাড়ীতে গ্রেনেড থাকে, অতএব পুলিশ মিলিটারীকে শক্তিশালী কর। গ্রেনেড যদি এম, এলএর বাড়ীতে থাকে তাহলে আমি বলতে চাই যে কৈলাশহরের ভদ্র পল্লীতে ওংসক্কুলের বাড়ীতে স্টেনগান একটা পাওয়া গেছে, এমন কি সেখানে রাইফেল শুদ্ধ পাওয়া গেছে এবং বহু গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। কেন তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হল না বরং তাকে ফুলের মালা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, কারণ তিনি নাকি একজন কংগ্রেস কর্মী। আজকে দেখছি ত্রিপুরাতে সি, আর, পি, বসেছে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এবং সি আর, পি,রা সেখানে ভিলেজ ক্যাম্প খুলেছে। সেখানে যদি রাস্তা ঘাটে বের হতে জল আনতে হয়, এর মধ্যেই খবর এসেছে যে তাদেরকে যদি মেয়ে মানুষ না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের উপর অত্যাচার করা হবে। কাজেই এই ধরনের বহু রেপ কেস সি আর, পি,রা সেখানে করে চলছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ করা হয়, তাহলে কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। কাজেই এই যে নবীকরণ, যেখানে নাকি একটা অবক্ষয়ের শেষ সীমায় এসে তাদের নবীকরণের প্রয়োজন হয়েছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের হাতে এই ধরনের নবীকরণে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাগমা শহরেতে একটা সি, আর, পি, ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং সেই সি, আর, পি,রা সেখানকার সাধারণ মানুষের উপর নানা ভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় আমরা শুনেছি যে এই হাউসের একজন এম এল, এ পাখী ত্রিপুরাকে পর্যন্ত খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আজকে শুনতে পাচ্ছি রাইমার যুব কংগ্রেসের সম্পাদক যিনি, তিনি আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন যে তাকে সেখানকার সি, আর, পি ক্যাম্পে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলি তিনি তো সেখানে সি, পি, এম করেন নি, অথচ তাকে কেন ধরে নেওয়া হল? কাজেই যে কারণে পুলিশ বাজেট বাড়ানো হয়েছে এবং যে কারণে পুলিশ ব্যাটেলিয়নের নবীকরণ করা হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধী দলে যারা আছে, যারা মানুষকে সংগ্রামের কথা শিক্ষায় যারা মানুষকে আগামী দিনের অপ্রতিরুদ্ধ সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাবে, তাদেরকে ঠেকাতে হলে এবং আমাদের এই রাজত্বকে রক্ষা করতে হলে ভারতবর্ষের মধ্যে ফেসিজমকে রাখতে হবে এবং সেজন্য এই পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার দরকার। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই যে ফেসিজমকে বজায় রাখার জন্য পুলিশ বাজেটকে বড় করা হয়েছে এবং এখানে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ এর বাজেটের মধ্যেও আগামী দিনে যে ফেসিজম আসবে, তার পদধ্বনি আমরা এখনই শুনতে পাচ্ছি। তবে আমরা এইখানে বলতে চাইছি যেটা স্টেলিন বলেছিলেন যে বুর্জুয়া গণতন্ত্রের পতাকা

যদি বুর্জুয়াদের হাতে ধূলায় লুন্ঠিত হয়, তথাপি বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে সেই পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরে রাখতে হবে এবং সেজন্য পুলিশ, মিলিটারী এবং গুণ্ডাদের সামনে আমাদের অনেক রক্ত দিতে হবে। যদিও আমরা জানি যে ভারতবর্ষের কংগ্রেসকে বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছিল, অনেক রক্ত তাদের দিতে হয়েছিল, কিন্তু আজকে ওরা ক্ষমতায় আসার পর শাসক শ্রেণী হিসাবে তাদের রাজত্বকে কায়েম রাখার জন্য সেই পুরানো সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতবর্ষের বৃহত পুজিপতিদের সংযোগীতায়, সেই সব ব্যাটেলিয়ান, সেই সব ট্রাপ এবং পার্টি ... নিয়েছেন। এখনও বুর্জুয়া গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাদের হাতে, সেই বুর্জুয়া গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধে তুলে ধরে রাখতে হবে এবং তা করতে হলে আগামী দিনে অনেক সংগ্রাম আসবে, অনেক আঘাত আসবে এবং সেগুলি করবার জন্য আমরাও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী দিনে এই পুলিশ বাজেটের মধ্য দিয়ে জনগনের বিরুদ্ধে যে বিরাট পুলিশ বাহিনী তৈরী হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, তার বিরুদ্ধে রক্ত দানের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ এটা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি এখানে ঘোষণা করছি।

শ্রীতাপস দে: মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় পুলিশ ডিমাণ্ডের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশের বাবতে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, ... যে টাকা অংক বেড়েছে, কিন্তু পুলিশে এর যে মৌলিক সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যার দিকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি ... পুলিশে ... রয়েছেন এবং সেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেকে আবার পুলিশের দায়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু এই পুলিশ যে কত কষ্টে আছে, তার সামান্য কিছু আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের উপর মহলে অনেক পোষ্ট বেড়েছে এবং এই পুলিশ প্রশাসনকে একটা মাথা ভারী প্রশাসন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এখানে আই,জি,পি, ডি,আই,জি, এ্যাডিশনাল এসপি ইত্যাদি আছেন, তাছাড়া এই রকম বড় বড় আরও অনেকে আছেন। কিন্তু তার নীচের তলাতে ১৯৫০ সালে যা ছিল, এখন পর্যন্ত তাই রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে থানাগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে কেসগুলির পেণ্ডিং রয়ে গেছে, কারণ সেখানে ইনকোয়ারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর, এস আই এবং এ এস,আই এবং প্রয়োজনীয় কনেস্টবল নেই। তবে মাননীয় অর্থ-মন্ত্রীকে একটু সাধুবাদ জানানো উচিত, কারণ তিনি তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে আমাদের এখানে সি,আর,পি,বি,এস,পি, এবং বি,এস এফ প্রভৃতি যে সমস্ত ভাড়াটে পুলিশ রয়েছে, সেগুলির পরিবর্ত্তে এখানকার লোকদের দিয়ে নূতন নূতন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করবার চেষ্টা করা হবে। এর জন্য আমাদের অবশ্যই তাকে একটা সাধুবাদ জানাতে হয়। তবু আমাদের মধ্যে একটা সংকোচ দেখা যায়, যতক্ষণ না সেটা বাস্তবে বাস্তবে পরিণত হয় যেমন সেটা রূপ দিতে গিয়ে কতটুকু হল বা কতটুকু হচ্ছে ... দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীসভা একটু বেশী করে নজর দিবেন। কারণ এতে আমাদের বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে এবং সেই সংগে আমাদের পুলিশ প্রশাসনেরও কিছুটা উন্নতি হবে। তারপরে এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে পুলিশ ঘুষ খায়। কিন্তু কেন খায়, পুলিশ ঘুষ খায়,

এটা অস্বীকার করার জো নাই, তবে এক দুই টাকা ঘুষ খায়। কিন্তু কেন খায়, সেটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে একটা পুলিশের বেতন হচ্ছে ৮০—১১০ টাকা মাত্র আর তার ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে মাত্র আট আনা। আজকে যেখানে আমরা পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা খাটাবো এবং যেখানে পুলিশ তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করছে, তাদেরকে আমরা বেতন দিচ্ছি মাত্র ৮০ থেকে ১১০ টাকা, আর ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছি আট আনা। এরপরে যদি পুলিশ ঘুষ খায়, তাহলে কি আমি বলব যে পুলিশ অন্যায় করে? আজকে আমাদের এখানে যে সি, আর, পি রয়েছে, যে বি, এম, পি রয়েছে এবং যে বি, এস, এফ রয়েছে, তারা সাবসিডাইজড রেটে রেশন পাচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার পুলিশ এর থেকেও ডিপ্রাইভ হচ্ছে। এরপরে আমরা পুলিশ এর কাছ থেকে কি ভাল কাজ আশা করতে পারি? তারপরে আজকে যদি পুলিশের প্রমোশনের কথা ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে উপর মহলে পোষ্টের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কিন্তু নীচের দিকে আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। আর প্রমোশনের ক্ষেত্রে যারা মন্ত্রী পরিষদের অথবা আমলাদের আশ্রয় দিয়ে বসে থাকতে পারে, তাদের প্রমোশন হয়ে যায় রাতারাতি। আর যারা এসব না করতে পারে তাদের প্রমোশন তো একটা দূরাশা মাত্র। আজকে আরও দেখা যায় যে যারা ১৯৬০ সালে এস, আই, এর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে, তারা বসে আছে অথচ যারা ১৯৭০ কিম্বা ১৯৭১ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে, তাদের প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু তাদের পিছনের খুঁটির জোর শক্ত। কাজেই পুলিশ প্রশাসন থেকে যদি এই সব দূর না করা যায়, তাহলে দেশের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তো দূরের কথা, পুলিশ প্রশাসন নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। সি, আই, ডি, যেটা নাকি আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কি পয়েন্ট, সেখানে দেখা যায় যিনি এস, পি, আছেন, সেই এস, পিরা যারা নাকি বাইর থেকে আমদানী হয়েছেন আমি বলছি না যে তারা অযোগ্য, আমি বলছি তাদের ভাষা সম্পর্কে, সেখানে যদি তার কোন অধস্তন কর্মচারীকে বর্ডার অঞ্চলে পাঠানো হয়, চোর ডাকাত ইত্যাদির খবর নিয়ে আসার জন্য, তখন সে সরাসরি তার কাছে কোন রিপোর্ট দিতে পারে না। কারণ এস, পি, সাহেব তার ভাষা বুঝে না, আর যাকে পাঠানো হয় সেও এস, পি, সাহেবের ভাষা বুঝে না। কাজেই তাকে আসতে হয় মাধ্যমে মাধ্যমে। কাজেই এস, পি সাহেব সেটা ভাল বুঝেন, সেই ভাবেই একশান নিবেন। আজকে যদি দেখা যায় যে ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে অথবা ত্রিপুরার প্রায় সব অঞ্চলে কিছু কিছু উৎপাত হয়েছে এবং সেখানে মিজোদের অথবা মিশনারীদের সংগে আমাদের স্বদেশী কিছুবন্ধু বান্ধব যোগ দিয়েছে। কাজেই এ রাজ্যের কোন স্থানে কি হচ্ছে বা হবে এবং কোন স্থানে কোন রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা, সেই ধরণের নিউজ পত্রিকাগুলিতে পেতে পারে, কিন্তু আমাদের যে সরকারী সোর্স আছে, তারা কোন নিউজ পায় না। আমি এখানে বলতে পারি, আমি গতবারও বলেছিলাম যে সি, আই, ডি. ডিপার্টমেন্টকে যতদিন পর্যন্ত রি-অরগেনাইজ না করা যায় যতদিন পর্যন্ত সায়েন্টিফিক ওয়েতে রি-অরগেনাইজ না করা যায় ততদিন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তথা সমগ্র প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু এ্যাকশান নেওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। আজকে যে সমস্ত অফিসাররা মফস্বলে থাকেন, যেমন তাদের ভানমুন থাকার কথা, ধর্মনগর

থাকার কথা, যাদের ডিষ্টার্বিং এরিয়াতে পোষ্টিং তারা আজকে আগরতলাতে বসে বসে রিপোর্ট তৈরী করছেন হুইসপারিং এর মাধ্যমে, কানাঘুষার মাধ্যমে। একদিন যান, নাইট লেট করেন, তার পরদিন রিপোর্ট তৈরী করলেন। কি করলেন না করলেন সেটা উনারাই জানেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। আজকে পুলিশ প্রশাসনের কোন নীতি নাই, কোন নিয়ম নাই। আজকে দেখা যায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশ অ্যাক্টে ত্রিপুরার পুলিশ চলে। কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে সমস্ত পে স্কেল রিভাইজড হয়েছে ত্রিপুরার পুলিশ এখনও সেটা পাচ্ছে না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যদি এই সমস্ত বৈষম্য দূর করা না যায় তাহলে পুলিশ মহলে কিছু সংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ঢুকে পড়বে যার জন্য সরকারের আরও অধিক মূল্য দিতে হবে যদি এই সম্পর্কে এক্ষুনি সতর্ক না হওয়া যায়। আজকে পুলিশকে যদি আমরা দুর্নীতি দমনে লাগাই, দেখা যায় যে সামান্য একটা কনষ্টেবল যদি দুটি টাকা ঘোষ খায় তা হলে তার জন্য পানিশমেন্ট হয়। কিন্তু আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে সেটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা খুবই মারাত্মক। সেটা হল কোন একজন এস, পি, পি, ডব্লিউ, ডি, গোদাম থেকে সিমেন্ট, রড, ইত্যাদি এনে সোজা পথে নয় বাঁকা পথে উনি উনার বাড়ী করেছেন। যখন সিমেন্টের খুব অভাব তখন উনি বাড়ী করেছেন। এখানে কোন একজন পুলিশ অফিসার তদন্তে গিয়েছিলেন। যে দারোগা বাবুর মাধ্যমে উনি কাজ করছিলেন সেই দারোগা বাবু সারেণ্ডার করেছেন। তিনি বলেছেন আমার করার কিছু নাই- আমার বসের হুকুম। এ যদি হয়ে থাকে তাহলে পুলিশের অফিসাররা রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং সেই সম্পর্কে সরকারের আর একটু কঠোর মনোভাব নেওয়া উচিত। আজকে আমি উদয়পুরের কথা বলতে পারি। উদয়পুর সাব-ডিভিশানে একটি মাত্র থানায় দেখা যায় আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে বাগমা এলাকায় আজকে এক মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি ডাকাতি কেস ঘটেছে। পুলিশে রিপোর্ট করা হয়েছে আমি ডি, এস, পি, এবং আই, জি, পি কে বলেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন অ্যাকশান নেওয়া হয় নাই। এখানে কিছু মর্শিনারী রয়েছে এবং আমার কিছু বন্ধু আমার দলের নয়, অন্য দলের কিছু সংখ্যক লোক সেই মেশিনারীর সংগে যোগাযোগ করে আজকে এলাকায় এলাকায় ডিস্টারবেন্স করছে, মারামারি করছে। সব চেয়ে মজার ব্যাপার কোন ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি হয় না, আজকে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করে, যদিও কিছুই পায় না। এই ব্যাপারে আমি পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু এখনও কোন অ্যাকশান নেওয়া হয় নি। একটা আউট পোষ্ট করার কথা ছিল, কিছুদিন পর্য্যন্ত একটা আউট পোষ্ট ছিল এখানে। জানি না কি কারণে হঠাৎ আউট পোষ্টটা তুলে নেওয়া হয়েছে। আজকে দেখা যায় পুলিশের থানাগুলিতে যে সকল কনেষ্টবল রয়েছে তাদের কোন ব্যারাক নাই। এরা আজকে থানার বারান্দায়, কালকে কোন ফুটপাথে দিন যাপন করছে। আজকে ত্রিপুরার যদি ঘটনার কথা বলা যায়, আমি উদয়পুরে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলে বুঝেছি যেখানে ডাকাতি হয়েছে গর্জিতে, শ্যাম বৈদ্যের বাড়ীতে, পুলিশের যদি গাড়ী থাকত তাহলে আরও আগে অ্যাকশান নিতে পারত। থানাগুলিতে গাড়ী না দিয়ে আজকে অফিসারেরা বাজার করার জন্য, নিজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য গাড়ী ব্যবহার করছেন, কিন্তু থানাগুলিতে কোন গাড়ীর ব্যবস্থা নাই। যে হারে কেস,

বাড়ছে সেই হারে এখনো কোন অফিসার নাই যে কারণে কোন ইন্‌ভেষ্টিগেশান হচ্ছে না। আজকে যদি নীচ তলাকে আর একটু গণমুখী না করা যায়, আর একটু বিস্তৃত করা না যায় তাহলে উপর মহলে যতই পদ বাড়ানো হোক না কেন, যতই নাম করা অফিসার হোক না কেন তাতে খুব বেশী কাজ আদায় করা যায় না। আজকে দেখা যায় পুলিশের উপর মহলের অফিসার দিল্লী থেকে বা বাইরে থেকে আনা যায় এবং আমার দেশের ডাক্তারের অভাব, সেটা বাইরে থেকে আনা যায় না। পুলিশ বিভাগে যদি ডেপুটেশানিষ্ট না সরানো যায় ত হলে আমার দেশের যে সমস্ত ছেলেরা রয়েছে তারা কাজ করার কোন উৎসাহ পায় না। কারণ এরা জানে এদের কোন প্রমোশন নাই, এদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। কারণ এরা চাকরীর জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পুলিশকে যদি বৈজ্ঞানিকভাবে না সাজানো যায় তাহলে ঠিক কাজ অবশ্য করা যায় না আজকে এখানে ইন্‌ভেষ্টিগেশান দেরী হচ্ছে, কারণ ব্যাক ডেটেড ইনভেষ্টিগেশান পদ্ধতি দিয়ে আজকে চলে না। আজকে সায়েন্টিফিক ইন্‌ভেষ্টিগেশান দরকার। সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি আমরা মনে করে থাকি, আমরা, কুকুর এনেছি, এটা গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে না। আমাদের এখানে একটা ফরেনসিক লেবরেটরী থাকা উচিত এবং তা অত্যন্ত দরকারী, কারণ এখানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে এইগুলিকে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গে পাঠানো হয়। তাতে দেরী হয়, যার ফলে আসামী যারা দোষী তারা ধরা পড়ে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবার আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদকে জানিয়ে দিচ্ছি যে পুলিশের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে এই বৈষম্য যদি দূর করা না যায় তাহলে যারা বামপন্থা হঠকারী দল তারা পুলিশে ঢুকে দলবাজী করবে, যার জন্য মন্ত্রীসভাকে কিংবা সরকারকে অনেক মূল্য দিতে হবে ভবিষ্যতে যদি এখনও এটা চেক করা না যায় এই বলে আমি আমার অর্থমন্ত্রীর ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩তে ফরেষ্টের অ্যাগেনস্টে আমার কাট মোশান রাখছি। কাট মোশান হল—"বন রিজার্ভের এলাকা না কমানোর প্রতিবাদে"। এই কাটমোশানটা রেখেছি কেন? তার কারণ হল যে প্রতি বৎসরে ঠিক এমনি সময়েতে বা বিভিন্ন সেসনেই আলাপ আলোচনা করা হয় বন রিজার্ভ যাতে কম করা হয় এবং সেখানে যাতে আমাদের ত্রিপুরার জুমিয়া ভূমিহানেরা পুনর্বাসন পেতে পারে তার জন্য এইখানে বন রিজার্ভ এলাকা কমাতে হবে ইত্যাদি বহু বুলি আমরা শুনতে পাই, সমাজতন্ত্রের বুলি থেকে আরম্ভ করে, এমন কি সংবিধানে লিখেছে যে অনগ্রসর জাতিকে, অগ্রনসর রাজ্যকে যদি অগ্রসর রাজ্যের সমান করতে না পারে তাহলে আমাদের সমাজতন্ত্র হবে ভূয়া। অগ্রসর রাজ্যের সমান অগ্রসর যদি তাদের করতে না পারি তবে ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র হবে ভূয়া। সেই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি। কাজেই সেই দিক থেকে এলাকা কমানো তো দূরের কথা আমরা দিনের পর দিন বৃদ্ধি করে চলেছেন এটাই আমরা লক্ষ্য করছি সম্প্রসারণ করে চলেছে তার কতগুলি। অথচ এই বন এলাকাকে কমানের জন্য সরকার পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের মধ্য

থেকে একজনও যদি থাকত—আজকে গণতন্ত্রের যে বুলি আওড়ান হচ্ছে সেইটি শুধু মুখে শুধু বলা হচ্ছে। সত্যি গণতান্ত্রিক কার্যাকলাপের জন্য সমস্ত কিছু অগণতান্ত্রিকভাবে করা হচ্ছে। যার ফলে প্রতিটি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সেইজন্যই এই সমস্ত কতগুলি চলছে। শুধু এখানেই নয় ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টের যে ১০ ধারাটি আছে সেই ১০ ধারা মতে যে সমস্ত জুমিয়া আছে তাদের জুম করার অধিকার আছে। এবং তাদের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থাও আছে কিন্তু এখানে দেখতে পাই একটা জিনিষ সংগ্রহ করাতো দূরের কথা—উদাহরণ স্বরূপ যদি দেখতে চাই তাহলে অনেকগুলি উদাহরণ দিতে পারবো। আমি সেগুলি এখানে উপস্থিত করব। আমাদের এখানকার চীফ কমিশনার নানক্কাপ্পা সাহেবের আমলে ফরেষ্ট এ্যাক্ট হয়—১১-৪-১৯৫১ ইং তারিখে। সেখানেও বিশেষ সুযোগ সুবিধার উল্লেখ আছে বনজ সম্পদের সংগ্রহের কথাটিও উল্লেখ আছে। তারপর ৯নং ধারায় দাবি করণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ফরেষ্ট ভিলেজ আছে সেই সমস্ত ভিলেজের এলাকা নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাদের এলাকার ভিতর যতগুলি জমি পড়ে সেই জমিগুলি তাদের দিতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া আমরা আরও দেখছি তাদের জুম চাষ করার অধিকার আছে—তাদের জুম চাষ করার অধিকার দেওয়া দূরের কথা এমন কি সাধারণ ভাবে ১/২টা বাঁশ কাটলে তাদের বিভিন্ন ভাবে জরিমানা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। বিশেষ করে আমি বলছি লক্ষছড়া—সেখানে বন ফরেষ্ট বিট অফিস আছে সেখানে ৭ জন লোক ৩ টি বাঁশ কেটেছিল—৮টি করে বাঁশ তারা কেটেছিল। সেজন্য তাদের দাও ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হল তাদের ১২ টাকা ফাইন করে তাদের কাছ থেকে ১২৫ পয়সা করে মাশুল আদায় করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং আমরা আরও দেখছি বিভিন্ন প্রতিবাদ এসেছে এখানে এবং মন্ত্রীদের কাছেও এসেছে—খোয়াই তহশীলের খেংরাবাড় মৌজার জুমিয়ারা সেখানে আবহমান কাল যাবত সেখানে বাস করছে কিন্তু তাদের জবর দখলকারী বলে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে সেই তহশীলের লোকেরা দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্তকারী লক্ষ্মীচরণ দেববর্ম্মা, সাং খেংরাবাড়ী, পোঃ আঃ লালছড়া, খোয়াই এবং আরও ৫৯ জন—আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী খোয়াই তহশীলের খেংরাবাড়ী মৌজায় বহু দিন জমি আবাদ করে প্রায় ৫০ বছরের উপর থেকে চাষাবাদ করে বসবাস করিতেছি। আমাদের এই ভূমি ছাড়া আর অন্য কোন ভূমি নাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে প্লট করে আবহমান কাল যাবত বসবাস করতেছি। এই ভূমি যদি আমাদের দেওয়া না হয় তাহলে আমরা ৬০ পরিবারের ৩০০ লোক অনাহারে মারা যাব। তারা গণসই করে দরখাস্ত দিয়েছিল এমন কি বনমন্ত্রীর কাছেও দেওয়া হয়েছিল। সেই দরখাস্তের কপি আমার কাছে আছে। অবশ্য তিনি উপস্থিত নাই জানি না তিনি কোন বলে গিয়েছেন। দ্যানে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। সেজন্য আমার বলে লাভ নাই। এমন কি কৈলাসহরের নন্দকুমার পাড়ার যে ফরেষ্টার তিনি চিচিংছড়ার কলোনীর তরণী দাসের নিকট সরিষা ছড়ানোর জন্য তার কাছ থেকে ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করে। তারপর এখানে আরও বহু চিঠি আমার কাছে আছে·· ···(গণ্ডগোল)·· ···ফরেষ্টার বাবু ডাটিয়ালো

জন্য একজন ক্ষুধিত মানুষের ১৯·৩১ পয়সা জরিমানা করেছে। কেন, সোনামুড়ার ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এহেন অবস্থা। আর এ ছাড়া একজন লোক ২ টাকার ছন বিক্রী করেছিল এই হল তার অপরাধ এবং এই জন্য তার কাছ থেকে মাশুল আদায় করা হল ০·৯০ পয়সা। তারপর তার হাতে রইল মাত্র ১·১০ পয়সা। এই ১·১০ পয়সা (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—হাঁ। আপনাদের আধ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া সম্ভব নয়······

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি উনাকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য ·····

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে······

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দয়া করে বাতিটা নিভিয়ে দেবেন······

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে······

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে······

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—কত মিনিট······

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—১৫ মিনিট

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—১৫ মিনিট সময় দেওয়া যাবে না, ২ মিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করুন.

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—আমি চেষ্টা করব। দুই টাকা থেকে ০.৯০ পয়সা তার কাছ থেকে আদায় করল এই খরার সময়ে এই ০.৯০ পয়সা আদায় করা হয় তাহলে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার মত অবস্থা হয় এবং এই যদি অবস্থা দাঁড়ায় দিনের পর দিন যদি ক্ষুধিত মানুষ এই অবস্থার পর যদি তাদের মাথা কেটে নেয় তাহলে কে দায়ী হবে। তারপর আরও দেখি যে একজন লোক শুধু পায়খানা করেছিল বাগানে—পায়খানা করার জন্য অম্পিনগরের ফরেষ্টার বাবু শঙ্কর ভৌমিক গত ডিসেম্বর মাসে শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী পিতা শ্রীগোলক চক্রবর্তী তাকে তালা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল একদিন একটি ঘরের মধ্যে—এই অবস্থা। আর এ ছাড়া দেখছি যে লোকগুলি যাদের বাড়ী ফরেষ্টের সীমানার ভিতরে পড়েছে তারা জুম একবার করেছিল, এবং জুম কাটছিল, কিন্তু তাদের জুম কাটতে দেবেনা এই বলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ঘটনা ঘটেছে আপনার কাওয়াই বাড়ীতে, লক্ষ্মীরাইবাড়ী, রাঙামুড়া, জম্পুই কাইপঙ বাড়ীতে ১১ জনের বাড়ীতে জুমগুলি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পুড়িয়ে দেয়। এই রকম ভাবে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেখলাম যে কৈলাশহর থেকে আরম্ভ করে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি গত ২৫ বছরের রাজত্বে এই শাসক গোষ্টি এই চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এই হল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অবস্থা। আমরা শুনে আসছি যে খরার সময়েতে বিভিন্ন রকম ভাবে ছন, বাঁশ, লাকড়ি ইত্যাদি কাটবার জন্য মাশুল লাগবে না। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমাদের ছেলেরা আনতে যায়, তাদের কাছ থেকে মাশুল দাবী করা হয়, এবং এই সব দাবা দাওয়া নিয়ে যখন তারা যায়, তখন তাদের লাঠিপেটা

করা হয় এবং তাদের দমন করা হয়। আমরা ত্রিপুরার সর্বত্র দেখি যে চাউল দুই টাকা, সোয়া দুই টাকার নীচে কে, জি চাউল পাবেন না। অন্যদিকে সরকারী গুদামে চাউল নাই বললেই চলে। পুলিশ একদিকে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে গেলে তাদের পেটাচ্ছেন, অন্যদিকে মন্ত্রীরা গাড়ী দৌড়াচ্ছেন' আর মুখে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বলছেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা দলবাজী করছেন। আমাদের যে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য, তা সমর্থন করছেন না দেশের যুবকদের নীতিভ্রষ্ট করছেন এবং তাদের দিয়ে গুণ্ডামী চালাচ্ছেন। আর নিজেদের দলকে বাঁচানোর জন্য বাজেট করেছেন, সংখ্যা গরিষ্ঠের টীপ দিয়ে তারা সেটা পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু যখন এই যুবক যাদের নীতিভ্রষ্ট করেছেন এবং যাদের দিয়ে গুণ্ডামী চালাচ্ছেন তারা যখন বাস্তব জিনিষটা বুঝতে পারবে, তখন তারাই তাদের সায়েস্তা করবেন। (রেড লাইট)। কাজেই সেইদিক থেকে তাদের আমি হুশিয়ারা দিতে চাই যে এইসব যুবকই তাঁদের একদিন সায়েস্তা করবেন। আমি একটা জিনিষ বন দপ্তর সম্পর্কে বলতে চাই, একটা ছড়া সেটা হচ্ছে—

বন সম্পর্কে ছড়া

কম্নির শ্রীরাবণ ও ঘটোৎকচ সখে পোষেন বন।
বনের ভিতর বাংলো, বাংলোর ভিতর পরী।
পরার হাতে ছড়ি, ছড়ি হাতে গানা।
দড়ির উপর যানা। রাবণ রাজার খানা।
বণ্য কচুর ডিনার॥
রাবণ রাজার হঠাৎ হল সখ, পুষবে হরিণ বক।
আমলকী ও ফল, শহরের এক কিনার।
দেখল মৃগের বন॥
তখন দারুণ খরা, মৃগের মত ছাওযাল।
শুকিয়ে পাতা ঝড়া।
রাবণ হেসে কন। আমরা চাই বন।
বন বাড়লে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে হয় মিষ্টি।
মাংস পেলেও ডিনার, বনে বনে মিনার।
তাইতো বাড়ে বন। বাড়ে বৃন্দাবন।
বন গোপীগণ, শোনেন বাজেট ভাষণ।
কল্কি রাজা কন। ছাড়ি ইনজেকশান।
ফাইল হাতে, দুই সভাতে।
দিলাম দরশন।
বনের রাজা বুনো শাসন, না মানলে দিবাম পেষণ।
এই কথা শুনিয়া প্রজাবৃন্দ আনন্দে গাহিল—
বনের রাজা কলির রাজা বাড়ান কেবল বন।
বনে বনে কেষ্ট গোঁসাই দেখান বৃন্দাবন॥

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শাসক গোষ্ঠির অবস্থা হল তাই। তার জন্যই শুধু মুখে বলছেন গণতন্ত্র কিন্তু দলতন্ত্র করে চলেছেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীমঙচাবাই মগ।

শ্রীমঙচাবাই মগ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি মুল ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে সেখানে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার বলতে কি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বুঝায় না অন্য কিছু তা আমি বুঝি না। স্টেলমেন্টের পূর্বে এবং স্টেলমেন্ট এর সময় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত উপজাতিদের যে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল, জানিনা তাদের যে জমির রেকর্ড সেগুলি কোথায় আছে? স্টেলমেন্ট যখন করলেন তখন হয়তো সেখানে কেউ কেউ উপস্থিত ছিল না. তার বাড়ীর কাছে টীলা যে আছে, সেগুলি নাকি আর. এফ আর এফ 'এর অর্থ কি? রেড ফায়ার—অর্থাৎ লাল আগুন, সি. পি এম'এর আমলে লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িযে দেয়, এখানেও আমাদের নিজরা সরকার আর. এফ. কে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিনা জানিনা। বিভিন্ন ফরেষ্টে দেখেছি একটা রিজার্ভ ফরেষ্ট এরীয়া, তার এখানে একটা খুঁটি, আর কিছু দূরে গিয়ে আরেকটা খুঁটি, কাজেই কোনটা যে রিজার্ভ ফরেষ্ট আর কোনটা প্রক্টেটেড ফরেষ্ট সেটা আমরা বুঝতে পারিনা। অন্যান্য দেশে আমরা দেখেছি যে ফরেষ্টের বাগান যদি করতে হয় তাহলে কালেক্টার সরকার থেকে জায়গা নিতে হয় যে আমি অমুক এরীয়াতে বাগান করব, আমাকে ফরেষ্ট থেকে জায়গা দাও। কিন্তু দুঃখের কথা লালছড়া, বলরাম কলোনী, নদীর এপার টীলা এ'পাড়ে কলোনী, সেখানে ১৫০/২০০ লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, আর এর মাঝখানে টীলাগুলিতে আম গাছ কাঠাল গাছ ইত্যাদিই বাগান করা হয়েছে, সেখানে কাঠাল আম ধরেছে। কিন্তু এবার উনাদের সেটেলমেন্টের জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য রেকর্ড করতে গিয়ে সেগুলি হয়ে গেল আর. এফ। জানিনা আর এফ মানে কি? আর. এফ. যদি হয়, সেখানে লোক ঢুকতে দেওয়া হল কেন, সেখানে বাগান করতে দেওয়া হল কেন, বাড়ী করতে দেওয়া হল কেন, তখন ঢুকতে নিষেধ করা উচিত ছিল। আমরা জানিনা কেন তা করা হয়নি। কাজেই ফরেষ্টের আইন সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি। কেউ কেউ হয়তো মন্ত্রীদের মধ্যে এবং মেম্বারদের মধ্যে আছেন, যাঁরা মনে করেন যে ফরেষ্ট সম্পর্কে আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন আছে। ফরেষ্ট রাখার প্রয়োজন আছে, কারণ জংগল না থাকলে দেশের বিভিন্ন সুন্দর জিনিষ বাড়বে না কাজেই ফরেষ্ট আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রেত ভাবে জড়িত সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে ফরেষ্ট রিজার্ভ করতে গেলে বিভিন্ন মহকুমায় একটা কম্পেক্ট এরীয়াতে ফরেষ্ট করা উচিত। তবে ফরেষ্ট রিজার্ভ করতে গেলে বিভিন্ন মহকুমাতে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় ফরেষ্ট করা উচিত। যেখানে ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে কেউ থাকবে না। ওখানে বনের পশু পাখী থাকবে, বিভিন্ন গাছ গাছরা থাকবে আর শুধু প্লেনটেশান নয়, বাঁশ. ছন, বেত, মধু, মাছ, জন্মে এই রকম একটা কমপ্যাক্ট এরিয়াতে ফরেষ্টের রিজার্ভ করা উচিত। ওখানে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। আজকে দেখেছি যেখানে মানুষ থাকে সেখানেই ফরেষ্ট নিয়ে আসে। দুঃখের কথা কাঠালবাড়ীতে এতদিন রবিধন চৌধুরী, ধন্যরাম চৌধুরী

তারা বিরাট বিরাট বটগাছ. কাঁঠাল গাছ, ওখানে ফরেষ্টের রিজার্ভ কেমনে গেল বুঝি না। আজকে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং এই জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক বসতিও বাড়তেছে। আজকে সেখানে সমতল টিলা বিভিন্ন রকমের ফলের বাগান, আমাদের বাঁচার মত উপযুক্ত মাটী আছে। কাজেই এই সমস্ত কারণে ওখানে মানুষের বসতি আজ না হোক ১০ বছর পরেও হতে পারে। যেখানে মানুষ থাকে সেখানে ফরেষ্ট আসে জঙ্গল আমি জানি ফরেষ্ট আইনে আছে না কি যে অন্ততঃ জমি থেকে ৩ ফুট পরে না কি গাছ রোপন করতে হয়। কি না আজকে কমলাছড়াতে, ডলুবাড়ী গেটে যাওয়া যাক দেখা যাবে বাম দিকে যে জমি আছে জমির দিকে ফিরেন দেখবেন ৩০ ফুট দূরে গাছ কি না এই রকম আমি গর্জিতে দেখেছি। তাই ফরেষ্টের ঐ আইনকে সংশোধন করতে হবে। মানুষের দরকারে, সমাজের দরকারে, গাছের দরকারে এই আইনকে সংশোধন করা দরকার। কাজেই আমি বলি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করি, ফরেস্টের এই আইনকে সংশোধন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যতটুকু সম্ভব মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই আইনকে সংশোধন করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আই কল নাউ অনারেবল ডিপুটি মিনিস্টার শ্রীমনছুর আলী।

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যারা এখানে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অনিল বাবু যে কাট মোশান এনেছেন ফরেষ্টের উপরে যে ফরেষ্ট রিজার্ভ এরিয়া আরও কমানোর জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরা একটা পার্বত্য অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের হিসাবে ভারতবর্ষের বন আইন অনুযায়ী শতকরা ৬০ ভাগ রিজার্ভ করার কথা ছিল। সেখানে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু এবং আমাদের স্থানীয় আদিবাসী ভাইদেরকে জুমিয়া পুনর্বাসন দিতে অনেক জমির প্রয়োজন হয়েছে। সেই হিসাবে আমরা দেখেছি শতকরা ৬০ ভাগ রিজার্ভ যেখানে রিজার্ভ করার কথা ছিল সেখানে আমরা শতকরা ৩৮ ভাগ রিজার্ভ করার জন্য আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সিদ্ধান্ত মাফিক আমাদের রিজার্ভ ফরেষ্ট বর্তমানে আমরা করেছি ও সেদিক থেকে তারা যে কথা বলেছে যে রিজার্ভ কমানোর প্রয়োজন সেইটা আমরা অনেক আগেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা আমাদের ১৫৭৪ বর্গমাইল জায়গা ফরেষ্ট করার হিসাব ছিল তার মধ্যে আমাদের ১৯০ বর্গমাইল রিজার্ভ ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আরও ৮৮৪ বর্গমাইল রিজার্ভ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফরেষ্ট আজকে বসিয়ে দিলেই চলবে না। সেইটা আজকে ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে সংযুক্তি রেখে চিন্তা করতে হবে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো যে আজকে যে ফরেষ্ট কমানোর কথা বলেছে সেইটা মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে কমানো উচিত। সেই হিসাবে যতটুকু কমান তা আমরা কমিয়েছি। এই ফরেষ্টকে মানুষের জন্যই রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। ফরেষ্ট কোন মন্ত্রী বা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ফরেষ্ট নয়। এই ফরেষ্টের মধ্যে ত্রিপুরার যে ভবিষ্যত মানুষ যারা তারা নানাদিক দিয়ে এই ফরেষ্ট কাজে লাগাইতে পারবে। এই সমস্ত ফরেস্ট যদি হয় তাহলে তারা এইটার মাধ্যমে শিল্প করে উপকৃত হবে এবং যেখানে বন আছে সেখানকার যে মানুষ তারা বনে কাজ করতে পারবে এবং আমরা যে

পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা আশা করি যে এই পেপার মিল যদি আমরা করতে পারি সেই পেপার মিলের মাধ্যমে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ লোকের কাজের ব্যবস্থা আমরা এই পেপার করতে পারবো সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমরা যে ফরেষ্ট শতকরা ৩৬ ভাগ করেছি সেইটা অবশ্য প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা কি বুঝেছি, আমরা জানি যারা আজকে ফরেষ্টকে ধ্বংস করে, জুমিয়াকে জুম দেওয়ার কথা চিন্তা করে কেন তারা জানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে জুম করলে বৎসরে ৩ মাস ভাত খেতে পারবে, আর ঐ লোকগুলিকে নিয়ে আন্দোলনে যেতে পারবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতের যে বন আইন আছে [illegible] আইন যারা দেখেন তাদের মাথা খারাপ কিনা আমি জানি না। এই ৬০ ভাগ রিজার্ভের [illegible] আমার মাথা থেকে বার নাই। এইটা ভারতের যারা বৈজ্ঞানিক যারা ফরেষ্ট সম্বন্ধে এখানে যারা আছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী বুঝে। তাদের কথাতেই আজকে ফরেষ্ট যদি রক্ষা না করতে পারি তাহলে আমাদের বংশধর ভবিষ্যত বংশধর যারা আছে তাদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি বলছি আজকে যারা জুমিয়া ভাইয়েরা আছেন তাদেরকে দিয়ে জুম করাতে পারি তাহলে তাদের তিন মাস জমির ভাত হবে। এবং তারা একটা অরাজকতা এবং আন্দোলন করতে পারবে। তাই তারা আজকে চায় ফরেষ্টকে কমানো হোক। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আজকে ফরেষ্টকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে—সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও দেখেছি এই ফরেষ্টের মাধ্যমে এই খরায় বৎসরে আমরা প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা আদিবাসী ভাইদেরকে কাজ করার জন্য দিয়েছি। তারা এই সমস্ত জায়গায় কাজ করে অন্ততঃ বাঁচবার একটা উপায় হয়েছিল। শুধু তাই নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সমস্ত পাহাড়ে আমাদের ৩৩৮টি কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রের মধ্যে সমস্ত আদি-বাসীরা কাজকর্ম করে এই সমস্ত জায়গায় কোন রকম অন্ততঃ বসবাস করার একটা ব্যবস্থা সেখানে আছে। আমরা শুধু তাই দিয়ে ক্ষান্ত হই নাই, আজকে আমরা আগামী পরিকল্পনায় আদিবাসীকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সাড়ে নয় কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি সেই পরিকল্পনার প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। আশা করি এই সাড়ে নয় কোটি টাকা দিয়ে আমরা এই আদিবাসী ভাইদেরকে আমরা ফরেষ্টের মাধ্যমে যে পরিকল্পনা নিয়েছি তাতে তাদের অনেক উপকার হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় যে টাকা খরচ করেছি সেই টাকা যদি আমরা হিসাব করে দেখি আগামী মাস থেকে ১০ বৎসরের মধ্যে এই ফরেষ্ট হতে প্রায় দুইশো কোটি টাকা আয় হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এই দুইশো কোটি টাকা আয় হলে ত্রিপুরার ভবিষ্যত সুন্দর হবে এবং ত্রিপুরাতে একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব আসবে, এই কথা বিশ্বাস করে আমরা এই ফরেষ্টের দিকে এগিয়ে চলছি আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন সদস্য বলেছে যে ফরেষ্ট শুধু আমরা খরচই দেখেছি আয় আমরা দেখি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো শুনতে যে প্রথম পরিকল্পনায় আমরা ৭,৪৩,০০০ টাকা খরচ করেছি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা ১৩,৪৪০০০টাকা খরচ করেছি। তৃতীয় পরিকল্পনায় আমরা ৬১,৭৪,০০০টাকা খরচ করেছি।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মোট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত টাকা আমাদের খরচ হয়েছে। আর আমাদের রেভিন্যু এসেছে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। তাতে দেখা যায় আমরা ১ কোটি টাকার কিছু বেশী পেয়েছি এবং আগামী ৫০/৬০ বছর পরে আমরা এর থেকে ২০০ কোটি টাকা পাব বলে আশা করছি। এ ছাড়া আমরা আমরা গত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত মালপত্র ভারত সরকারকে দিয়েছি, তাতে আমরা ভারত সরকারের কাছে আরও ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পাওনা আছি এবং এই টাকাটা যদি আসে, তাহলে আমরা ফরেষ্টের জন্য যে টাকা খরচ করেছি, সেটা বাদ দিয়েও আমাদের প্রায় দেড় কোটি টাকার মত আয় থাকবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে তারা যে বলছে আমরা ফরেষ্টের মধ্যে কেবল খরচই করেছি, কিছু আয় করে নি, তা সত্য নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন সদস্য বলেছেন যে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে ফরেষ্টের জিনিষপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে ফলে মানুষ সেগুলি কিনতে পারছে না এবং তাদের বাড়ীঘর তৈরী করতে পারছে না। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্য-দিগকে বলতে চাই যে মাশুল বেড়েছে, সেটা সাধারণ কৃষক বা সাধারণ মানুষদের দেয় মাশুল নয়, যেটা বেড়েছে সেটা হচ্ছে যারা ব্যবসা করে বিশেষ করে যারা কাঠের ব্যবসা করে তাদের দেয় মাশুলের হার বেড়েছে। যেমন ২ ফুটের উপর যে সব গাছ আছে সেগুলির মাশুল বৃদ্ধি পেয়েছে আর ২ ফুরেট নীচে যে সব গাছ আছে সেগুলির মাশুল বাড়ে নি। তারপরে ছন, বাঁশ এবং বেত ইত্যাদি যেগুলি সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারে, সেগুলির মাশুল এক পয়সাও বাড়ে নি। তারপরে ভারতবর্ষের কোথাও যেটা নাই, সেটা আমাদের এখানে আছে—যেমন প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ মাস পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ী তৈরী করার প্রয়োজনে ছন, বাঁশ, বেত এবং অন্যান্য জিনিষ যাতে মানুষ বন থেকে সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য ফ্রি পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে, এখানে যেটা বলা হয়েছে যে মাশুল বাড়ার ফলে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে, এই কথাটা ঠিক নয়। সাধারণ কৃষক বা মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন ধরণের কোন মাশুল বড়ানো হয় নি, মাশুল বাড়ানো হয়েছে তাদের, যারা নাকি বনজ সম্পদের ব্যবসা করে। কাজেই এই সব দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমাদের ফরেষ্টকে রক্ষা করার জন্য আমি আবেদন জানাব। কেন না, এই ফরেষ্ট মানুষের অনেক উপকারে আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাঘবাসা যে জায়গা আছে, সেখানে অনেক বছর ধরে সাধারণ মানুষ বসবাস করছে, কিন্তু এখন সেই সমস্ত জায়গাতেও নাকি রিজার্ভ করা হয়েছে এবং এই রিজার্ভ করার আগে তাদেরকে কিছুই জানানো হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আমরা যে সমস্ত জায়গাতে রিজার্ভ করেছি, সেই সমস্ত জায়গার মানুষ যদি কোন রকমের আপত্তি করে, তাহলে আমরা সেটা রিজার্ভ থেকে ছেড়ে দেই। কাজেই যে সমস্ত মানুষ তাদের অসুবিধা আছে বলে আপত্তি করেছে, আমরা সেই সমস্ত জায়গাতে কোন রিজার্ভ করি নি এবং এর হিসাবে দেখা যায় যে আমরা প্রায় ৪৫ হাজার একর জমি রিজার্ভ করা থেকে ছেড়ে দিয়েছি। এছাড়া কোথাও রিজার্ভ করতে গেলে যদি কোন মানুষের আপত্তি থাকে তাহলে সেটা দেখাশুনার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকার একটা কমিটি করেছে এবং সেই কমিটি সমস্ত কিছু দেখাশুনা

করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দেয় এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে কোন্ কোন্ জায়গা রিজার্ভ থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে না হবে, তা সরকার ঠিক করে থাকেন। কাজেই রিজার্ভ করতে গিয়ে যাতে মানুষের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেজন্য সরকার ঐ কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবুও মানুষ যেভাবে বনজ সম্পদের ক্ষতি করছে এবং যেভাবে মূল্যবান গাছপালা কেটে বনজ সম্পদকে নষ্ট করছে, সেটা যদি আমরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখি, তাহলে দেখব যে এই ধরণের কাজ করাটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ আজকে বনের মধ্যে যে সব মূল্যবান গাছ—যেমন সেগুন,, রাবার এর মতো গাছ লাগানো হচ্ছে সেগুলি ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হবে। আজকে আমরা যে বনের সৃষ্টি করছি, সেই বন ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মানুষের প্রয়োজনে লাগবে, এটা আমাদের কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কাজেই এই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমি এই হাউসের সবার কাছে আবেদন রাখব আজকে যে বন আমাদের সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা যেন কোন মতে নস্ট করা না হয়, সেজন্য তারা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাছাড়া, আজকে আমরা জুমিয়া ভাইদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমে চেস্টা করে আসছি যাতে করে আজীবন তাদের পাখীর মতো দুই বছর এই টিলাতে তারপর অন্য টিলাতে বাস না করতে হয়। কাজেই তারাও যাতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতো বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য সরকার তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সেগুলি দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ একটা জাতি বেশী দিন পিছিয়ে থাকতে পারে না। তারা যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে আমরা যারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমাদেরকে তাদের কাছে জবাব দেহি করতে হবে। তার সেজন্য জুমিয়া ভাইরা যাতে পুনর্বাসনের সুযোগ গ্রহণ করে এক জায়গায় এক একটা গ্রামের সৃষ্টি করে বসবাস করতে পারে, তাদের চলাফেরার জন্য রাস্তাঘাট, তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য স্কুল, তাদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি করা যায়, তার জন্য একটা সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এই দিক দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমি এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব। আর তা না করে যদি আমরা কেবল কতগুলি প্রশ্ন তুলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি, তাহলে সরল মানুষ হিসাবে তাদের সেটা বুঝতে কষ্ট হবে। আগে সেখানে একজন মানুষ হাজার হাজার একর জমি তার আয়ত্বে রাখতে পারত, এখন সেখানে সরকার ৮, ১ অথবা ১৫ কানি জমির একটা নির্দিষ্ট সীমা করে দিয়েছে। কাজেই কাজেই এই অবস্থায় তাদেরকে যদি জুম করার জন্য বিভ্রান্ত করা হয়, তাহলে এটা একটা ঠিক কাজ করা হবে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি বলব, আজকে যারা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পড়বে সরকারী আইন অনুযায়ী তাদের যতটুকু জমি পাওয়া দরকার, সেটুকু বাদ দিয়ে বাকী রিজার্ভ হওয়া উচিত এবং এই দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার যে কমিটি করেছে, সেই কমিটি তাদের কাজ করবে, এটা আমি আশা করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছিলাম যে আজকে যারা রিজার্ভের মধ্যে পড়বে, তাদের কতটুকু জমি আইনগত পাবে পাওয়ার দরকার, সেটা এই কমিটির মাধ্যমে ঠিক করা হবে এবং তাদেরকে সেই পরিমাণ জমি দিয়ে বাদ বাকীতে রিজার্ভ করা হবে। আমাদের এই যে প্রস্তাব, ফরেষ্টের মাধ্যমে

জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার, তা যদি ভারত সরকার মেনে নেয়, তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে আর জুম প্রথা বলে কিছু থাকবে না। ফলে আজকে যারা নাকি জুমিয়াদের ৩ মাসের খোরাকী দিয়ে ৯ মাস আন্দোলন করতে চায়, তাদের এই আন্দোলনও বন্ধ হয়ে যাবে। এই বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই ডিমাণ্ডের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে যে ১২ নং ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে, আশাকরি মাননীয় সদস্যগণ আমার ডিমাণ্ডকে অনুমোদন করবেন। কিন্তু তার আগে আমি এখানে কিছু বলতে চাই, আমাদের বিরোধীদলের নেতা পুলিশের বিরুদ্ধে কতগুলি এ্যালিগেশান করেছেন। তিনি বলতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন, হোম গার্ড যারা আছে, তাদেরকে নানা কাজে লাগানো হচ্ছে, অথচ তারা সুযোগ সুবিধা কিছুই পাচ্ছে না। তারা যে সুযোগ সুবিধা কিছু পাচ্ছে না, আমিও তাঁর সংগে এক মত। কারণ তারা যা পায়, তা দিয়ে আজকের দিনে মানুষের জীবন ধারণের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। তবুও আমি এই হাউসের সামনে বলতে চাই, যে চীন যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল, তখন আমাদের গ্রামগুলিকে সাহায্য করবার জন্য, বিদেশী আক্রমণ থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবার জন্য প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে আমরা একটা সংগঠন করেছিলাম, আর সেই সংগঠনের নাম হচ্ছে হোম গার্ড। এই হোম গার্ডেরা গ্রামেরই লোক, তাদেরকে কিছু ট্রেনিং দিয়ে আমরা আবার তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে করে তারা নিজেদের গ্রামগুলি নিজেরা রক্ষা করতে পারে। এই হোম গার্ডকে সরকার কোন সরকারী কর্মী হিসাবে গ্রহণ করেনি অথবা কোন কন্টিনজেন্ট কর্মী হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। তবে তাদেরকে যখন সরকারী কাজে আনা হয়, তখন তাদেরকে একটা ডিউটি এ্যালাউন্স দেওয়া হয়। এই এ্যালাউন্সের হার হচ্ছে, তারা যখন গ্রামের মধ্যে সরকারী কাজে সহায়তা করবে, তখন তাদেরকে দৈনিক আড়াই টাকা করে দেওয়া হবে, যদি গ্রামের বাইরে অন্য কোথাও সরকারী কাজে লাগানো হয়, তখন তাদেরকে দৈনিক ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা করে দেওয়া হবে। কজেই এই যে ৩/৪ টাকার ডিউটি এ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে, এটা দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তখন তার এ্যালাউন্স, ডিউটি এ্যালাউন্স বলি বা অন্য যে কোন ভাবে সেটা আমরা করতে চাই সেটা আমরা করতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কিছু করবার নাই। তবে আমাদের গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া চেষ্টা করছেন যাতে নাকি এ্যালাউন্সটা বাড়ানো যায় এবং সেটা যখন নাকি অনুমোদিত হবে তখন আমাদের এখানে যারা হোমগার্ড আছে যাদের কোন সরকারী কাজে রাখতে হবে তখন সেই নতুন হারে তারা পাবে। এর আগে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর এই কথা বলতে গিয়ে যে অনেকে অনুযোগ দিয়েছে যে অহেতুক নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, লাঠি ভাঙলে নাকি পাঁচ টাকা করে দিতে হয়, এইগুলি যে কোথা থেকে পেয়েছেন অজয়বাবু ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না। এইরকম

ঘটনা আমাদের জানা নেই। তারপর হোমগার্ড যারা আছে তারা যতখানি পোষাক পাওয়া অনুমোদিত ঠিক ততটুকু তারা পান। পোষাক পান না বলেছেন সেটা ঠিক নয়। একটা কথা আজকে সেটা সদস্যগণকে বলতে হয় যে আজকে হোমগার্ড যারা নাকি আছে তাদের যে উদ্দেশ্যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল তাদের নানা দিক চিন্তা করে তাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। যদি নিয়োজিত না করা হত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে চার হাজার হোমগার্ডকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে এমন ঘরেরও ছেলে আছে যাদের নাকি নিজেদের ঘরে খাবার নেই, সংসার চালাতে পারে না। হোমগার্ড ট্রেনিং আপনিও দিতে পারেন, আমিও দিতে পারি দেশকে রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু গরীব ঘরের ছেলেরাই বেশী এসেছে। সেইরকম ভাল অবস্থাপন্ন ঘরের লোক কম এসেছে এবং তারা এর মাধ্যমে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবেন এই আশা নিয়েই এসেছে। কিন্তু আমাদের হোমগার্ড সেই আশা নিয়ে সৃষ্টি হয়নি। তাই আজকে আমরা চাইনা তারাও বিপন্ন হোক। সেজন্য যাতে নাকি তাদের এ্যালাউন্স আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায় বা অন্য কাজে নিয়োজিত করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করছি। কিছু কিছু লোক সৈন্যবাহিনীতে অ্যাবজর্বড হয়েছে, কিছু কিছু লোক পুলিশ বাহিনীতে অ্যাবজর্বড হয়েছে। আর আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে বলে দিয়েছি যে হোমগার্ড ট্রেনিংটাকে যেন স্পেশাল কোয়ালিফিকেশান হিসাবে ধরে অন্যান্য অফিসে যেখানে যারা নাকি যোগ্য হয় সেখানে 'নয়ে তাদের যেন সাহায্য করেন।

তারপর আমাদের আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের ২/৩ জনের নামে একটা এলিগেশান এসেছিল। তারা হলেন—প্রতাপ সিং, অবনীচক্রবর্তী ও উষা ভৌমিক। তারা নাকি প্রমোশনের ব্যাপারে টাকা নেন পুলিশের কাছ থেকে। কিন্তু এটা কি করে হয় আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে যাদের প্রমোশন দেওয়া হবে সেটা স্থির হয়। সেখানে তাদের যাওয়ায় কোন উপায় নাই, তাদের মতামত দেওয়ারও কোন উপায় নাই। সুতরাং কি করে উনারা পয়সা নিয়ে প্রমোশনের ব্যাপারে হাত দিবেন বা সেই ব্যবস্থা আমাদের পুলিশ বাহিনীতে নাই।

তারপর বি, এস, এফ-এর কাজ সম্বন্ধে অনেক সদস্য বলেছেন। কিন্তু প্রথমেই আমি আপনাদের বলি যে আজকে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে আমার ১২ নং ডিমাণ্ড পাশ করবার জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, সেই ডিমাণ্ডে বি, এস, এফ-এর জন্য একটি পয়সাও বরাদ্দ নাই। সুতরাং ১২ নং ডিমাণ্ডে বি, এস, এফ এর কার্য্যাবলী ঠিক আলোচনা করাটা উচিত হবে কিনা আমি জানি না। তবু ওরা যারা এখানে আছে তারা যদি আজকে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায় এবং আমাদের জনসাধারণকে বিপন্ন করে নিশ্চয় তাদের শাস্তি পেতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি, এস, এফকে আমাদের ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ কাজে হাত দিতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আমাদের বর্ডারকে সুরক্ষিত করে রেখেছে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি গত বছরের আগের বছর। তবুও ওরা যদি কোন দোষ করে আজকে বি, এস, এফ হিসাবে আমরা যদি বলি তাহলে ভুল হবে, কারণ ত্রিপুরার জন্য তারা যে কাজ করছে, তারা যে সীমান্ত রক্ষা করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং তার মধ্যেও যদি কেউ দোষ করে তার জন্য

সমস্ত বি, এস, এফকে বা সমস্ত বি, এম, পিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আমরা সমাজে বাস করি, যাদের জন্য বি, এস, এফ, যাদের জন্য বি, এম, পি, তাদের মধ্যেও নানারকম অপরাধী আছে। তারজন্য ত্রিপুরার সমস্ত ১৫ লক্ষ লোককে আমি চোর ডাকাত বদমায়েস বলতে পারি না। আজকে আমাদের মধ্যে যে পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠেছে সেটা দেশের জন্য গড়ে উঠেছে। আজকে তাদের মধ্যে যে অপরাধী থাকবে না সেটা আমি মনে করি না। তাদের নামে যদি কিছু প্রমাণ করা যায় তাহলে আমাদের সেই ব্যবস্থা করা আছে যাতে নাকি তাদের শাস্তি দিতে পারা যায় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। আজকে একটা ঘটনা হতে নির্ভর করে আমরা শুনেছি আমাদের মাননীয় সদস্য কয়েকজন বলেছেন—কিন্তু আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে সেখানে কোন এক ব্যাক্তির এক যায়গায় কুয়ো খননের জন্য একটা কনট্রাক্ট পেয়েছিল। উনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে কিছু লেবার নিয়ে কাজ করাতে—যা করলে লেবার কষ্ট কম পরবে এবং মুনাফাও বেশী হবে। হয়ত তাদের কারও সংগে তার যোগাযোগ থাকতে পারে আমরা সেটি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তারা ব্যবস্থা করে আনতে পারে নাই। তাদের গ্রামে মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়। তারপর সেইদল সৃষ্টি হওয়ার পরে এক দল আব এক দলের এগেনষ্টে এলিগেশান আনতে থাকে এবং এক দল থানায় এজাহার দেয় যে উরা একটি মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্ত এবং তাদের নিয়ে মাথা মুণ্ডন করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের কাছে জনসাধারণের সই করা কাগজ আছে আমরা জনসাধারণের সই করা কাগজে আমরা দেখতে পেয়েছি—সেখানকার উপপ্রধান এবং যুবকেরা এবং সেখানকার বিশিষ্ট কয়েকজন লোক আছে আমিও তাদের চিনি। উনারা লিখিয়ে নিয়েছেন আজকে তারা যে মিথ্যা অপবাদ বি, এস, এর নামে দিয়েছে যে মিথ্যা মোকদ্দমা থানায় রুজু করেছে তার জন্য আমরা একটি কমিটি করে সেই কমিটির মাধ্যমে বিচার করে আমরা তাদের মাথা মুণ্ডন করেছি এবং অমাদের গ্রামের জনসাধারণের সই থেকে আজকে মাননীয় সদস্য (গণ্ডগোল) ...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাথা মুণ্ডন করে বিচার (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আজকে আপনাদের কথা যেমন আমাকে শুনতে হবে তেমনই আজকে গ্রামের জনসাধারণের সবাই যদি সই করে একটি কাগজ পাঠায় তাকে যদি আমার অস্বীকার করতে হয়—তাহলে বলুন আমি কোনটা স্বীকার করব। জনসাধারণের সই করা যে কাগজ আছে তাতে আছে যে উরা নিজেরা কমিটি করে বিচার করে মাথা মুণ্ডন করেছে এবং উদের দিয়ে এবং যারা নাকি থানায় কম্প্লেন করেছিল তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে আমরা ভুল করেছি আমরা বি, এস, এফ,র নামে একটা কুৎসা রটাবার জন্য আমরা চেষ্টা করে-ছিলাম সেজন্য আমরা অপরাধী আমাদের ক্ষমা করা হউক।......

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার প্লীজ সাম আপ ইউর স্পীচ......

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা সেই কেইস উইথড্র করেছে। সুতরাং আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্ট সম্পর্কে আমি বললাম আপনাদের

কাছে। আমি এই কথা বলছি না যে তারা কোন দোষ করে না তারা সবাই দোষ মুক্ত আমি সেই কথা কখনও বলি নাই...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার প্লীজ সাম আপ ইউর স্পীচ.....

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কিন্তু আমি বলছি এই কথা আমাদের যে সিকিউরিটি বাহিনী আছে সি, আর, পি, বলুন বি, এম, পি বলুন বি, এস, এফ, বলুন বা যে কোন পুলিশ বাহিনীই বলুন তাদের এগেনষ্টে যদি কোন এলিগেশান দিয়ে প্রমান করতে পারেন তাহলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবং সেজন্য সমস্ত পুলিশ বাহিনীর উপর দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আজকে সি, আর, পি, কেন রাখা হয়েছে—আপনারা হয়ত জানেন আপনাদের কাছে নূতন করে বলতে হবে না। কারণ আমাদের এখানে যে এন্টি ন্যাশনাল এলিমেন্ট বেড়েছে আজকে মিজোদের দিকে লক্ষ্য রেখে চিটাগাং হিল ট্র্যাকের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের রাখতে হচ্ছে। কাজেই আজকে যে যত ভয়ই পান না কেন মনের মধ্যে যত দুর্ব্বলতাই আসুক না কেন যতদিন পর্য্যন্ত এটা মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করতে না পারব ততদিন পর্য্যন্ত এই সি, আর, পি, এই বি, এস, এফ, এই বি, এম, পি, ত্রিপুরাতে থাকবে। আজ আপনাদের কাছে এই বক্তব্য রাখছি আমরা পুলিশ বাহিনীকে নূতন করে গঠন করব নূতন ডিভিশান গঠন করব পুলিশের। যখনই দেখব আমাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে ঠিক তখনই একমাত্র তাদের বলব চলে যেতে এবং সেজন্য আমরা স্কীম নিয়েছি আমরা নূতন ডিভিশান সৃষ্টি করে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বেকার আছে যে সব সুস্থ্য সবল মানুষ আছে যারা দেশকে রক্ষা করার জন্য শক্তি রাখে তাদের নিয়ে এই নূতন পুলিশ বাহিনা গঠন করে পুলিশ বাহিনাকে আধুনিকরণ করে সায়েন্টিফিক ফোস যাকে বলে সেই ভাবে গঠন করার চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :-- সেজন্য যে টাকা লাগবে সেই টাকা পাব আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে—৭৫ পারসেন্ট লোন এবং ২৫ পারসেন্ট গ্র্যান্ট। সুতরাং আজকে যদি কেউ ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে আমি বলব অহেতুক উনারা যেন ভয় না করেন। আজকে আমি এই কথা বলতে চাই পুলিশ বাহিনী যদি ত্রিপুরাতে না থাকে বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল তারা নিজেদের জনসাধারণের সামনে নিয়ে যেতে ভয় পাবে। আজকে পুলিশ আছে শৃঙ্খলা আছে আইন আছে কানুন আছে তাই আজকে ডেমোক্রেসী দেখাবার জন্য অনেক দল ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ সবাইকে স্বীকার করবে কিনা আমি জানি না। তাই আজকে আইন শৃঙ্খলাকে রক্ষার জন্য ডেমোক্রেসীকে, রক্ষার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনা দরকার। আজকে আমোদের পুলিশ বাহিনীকে ভয় করা চলবে না। তাদের কিভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কিভাবে তাদের আধুনিকরণ করা যায় সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং তার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। ত্রিপুরাতে কোন এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট থাকবে না ত্রিপুরার মানুষ

শান্তিতে বাস করতে চায়। এই বলে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি আমার ১২ নম্বর ডিমাণ্ড আপনারা অনুমোদন দেবেন।

Mr. Speaker :—Now discussion on Demand for Grant No. 11, 12, 33, 43 is over. I am putting the Demand for Grant No 11 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 11,76,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 11—Jails.

(It was put to voice vote and passed.)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানের ফলটা কি (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 11 (interruption) Order Pleadse—There are some Cut Motions on Demand for Grant No. 12. I am putting the Cut Motions to vote. There is a Cut Motion of Shri Ajoy Biswas that the Demand be reduced to Rc 1/- to discuss on হোমগার্ডদের চাকরীর অনিশ্চয়তা ও ভাতা প্রভৃতি দানে পুলিশের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা।

(It was put to voice vote and lost.)

There is another Cut Motion of Shri Ajoy Biswas on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote. That the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on সাধারণ পুলিশের বেতন ও ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানে উদাসিনা।

(It was put to voice vote and lost)

There is a Cut Motion of Shri Nripendra Chakraborty that the Demand be reduced by Rs. 1 lakh to discuss on সি, আর, পি, প্রত্যাহার করে ও নূতন পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা সম্পর্কে।

(It was put to voice vote and lost.)

There is a Cut Motion of Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced by Rs. 1 lakh to discuss on নূতন আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠন ও পুলিশ নবীকরণের বরাদ্দ হ্রাস করা সম্পর্কে।

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Demand for Grant No. 12 to vote, Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,06,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 12—Police

(It was put to voice vote and passed.)

There is only one Cut Motion on Demand for Grant No 33 of Shri Bidya Charan Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on [illegible] রিজার্ভের এলাকা না কমানোর প্রতিবাদে।

(It was put to voice vote and lost)

I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 99,21,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 33--Forest.

(It was put to voice vote and passed.)

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 32. I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 26,70,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974 in respect of Demand No. 32—Stationery & Printing

(It was put to voice vote and passed.)

Now, I would request Hon'ble Finance Minister to move Demand for Grant No 14—Education & Demand for Grant No 2—Land Revnue together.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার ডিমাণ্ডগুলি দুই রকমের ব্যাপার নিয়ে কাজেই দুটা আলাদা করে দিলে ভাল হয়…

মিঃ স্পীকার :—সেপারেট করে দেব ?…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হ্যাঁ, দুটো আলাদা করে দিলে ভাল হয়…

মিঃ স্পীকার :— হোয়াট ইজ দি সেন্স অব দি হাউস

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : —এটা হচ্ছে সময়ের ব্যাপার ··

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—সময় হয়তো থাকবে না—কিন্তু দুটো আলাদা ব্যাপার, সাবজেক্ট আলাদা…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাবজেক্ট ম্যাটার আলাদা কিন্তু সময়…

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য ডিমাণ্ডগুলি এক সংগে মুভ হউক পরে সেপারেট আলোচনা হবে…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশান একটা আলাদা সাবজেক্ট সেজন্যই আলোচনাটা আলাদা হওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি মনে করেন,

তাহলে পরের ডিমাণ্ডটা ওটার সংগে যোগ করে দিতে পারেন। এডুকেশান ইটসেলফ, সেটার আলাদা আলোচনা হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, সেটা এক সংগে আলোচনা সম্ভব নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : -মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডুকেশানের উপর কাট-মোশান এসেছে ১৬টি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যেসব সদস্যরা উপস্থিত নাই, এবং যাদের কাটমোশান আছে, তাদের কাটমোশানগুলি ফলস থ্রু হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :—অন্য কাউকে যদি অথারাইজ করে তাহলে কি চলেনা ?

মিঃ স্পীকার :—কাটমোশান অন্য কাউকে অথারাইজ করে দেওয়া চলে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশান।

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,69,66,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1937] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of Demand No. 14, Major Head—28 Education.

Demand No. 2—Land Revenue

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 46,10 000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1974, in respect of demand No. 2 Major Head 9—Land Revenue.

Mr Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Gunapada Jamatia to start discussion on his cut Motion.

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ এডুকেশান'এর উপর আমার একটি কাট মোশান হচ্ছে—

'প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে একাধিক শিক্ষক নিয়োগের নীতি না থাকা সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আজকে কাটমোশানগুলি মুভ হউক, এর ডিসকাশন কালকে হবে।

Mr. Speaker :—Cut Motions are taken as moved.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য যাদের কাট মোশান আছে, অথচ যারা হাউসে উপস্থিত নাই, তাঁদের কাটমোশান ফলস থ্রু হয়ে যাবে। একমাত্র দুই তিনজন অনুপস্থিত। শ্রীপাখী ত্রিপুরা. শ্রীবাজুবন রিয়ান, শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা, শ্রীনিরঞ্জন দেব, শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned at 5-55 P. M. till 12-30 on Tuesday the 10th April, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—A

STARRED QUESTION NO. 1110
By Smt. Lakshmi Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১) রাজনগর বিধানসভার কেন্দ্রে বর্তমানে কোন হাই স্কুল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) যদি থাকে তবে কোথায় এবং কবে নাগাদ তাহা স্থাপন করা হবে?

৩) ইহা কি সত্য যে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র একটি H. S. School আছে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO 1133
By Sri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare Department be pleased to state .—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা কত?

২) কৈলাশহর বিভাগে কতজন?

৩) বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য সরকারী ভাবে কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

৪) কৈলাশহর মহকুমায় কতজন সরকারী সাহায্য পুষ্ট?

উত্তর

১) ১৯৬৭ ইংরাজীতে পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা ৭১৯ জন।

২) তাদের মধ্যে কৈলাশহর মহকুমায় ১৪৩ জন।

৩) শারীরিক অসমর্থ (বিকলাঙ্গ, অন্ধ ও মূক বধির) ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক, টেকনিক্যাল ও ভোকেশন্যাল কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪) কৈলাশহর মহকুমায় ১৯৬৯-৭০ ইংরাজী সন হইতে ১৯৭২-৭৩ ইংরাজী সন পর্যন্ত ১৩ জন বিকলাঙ্গ ছাত্র ছাত্রী সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 1129
By Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) শিক্ষা বিভাগে (সরকারী ও বেসরকারী) কতজন Craft Instructor আছেন,

২) উহাদের মধ্যে কতজন Gradute,

৩) Graduate Craft Instructor দের B. Ed. training দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে কি ?

৪) Training দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া হলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে—৩৫২ জন।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে—১০ জন।

২) সরকারী ক্র্যাফট ইন্‌ষ্ট্রাক্টরদের মধ্যে ৫২ জন স্নাতক আছেন কিন্তু বেসরকারী ক্র্যাফট ইন্‌ষ্ট্রাক্টরদের মধ্যে কোন স্নাতক নাই।

৩) না।

৪) ঐ সকল ইন্‌ষ্ট্রাক্টারগণ একবার Under Graduate ট্রেনিং নিয়েছেন কাজেই তাদের পুনরায় Post Graduate ট্রেনিং দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1255

By Sri Mongchabai Mog

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৭৩ সনে ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালনায় প্রত্যেক মহকুমায় দুইটা করে মডেল স্কুল হইবে,

২) যদি সত্য হয় কমলপুর মহকুমায় কোথায় কোথায় হইতেছে ?

৩) আমবাসায় কেন্দ্রাই পাড়া S B স্কুলকে মডেল স্কুল করা সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1139.

By Sri Mongchabai Mog.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কমলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী এবং কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন ?

২) কুলাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা কতজন ?

উত্তর

১) ছাত্র সংখ্যা—৩৫০ এবং শিক্ষক সংখ্যা—২৮।

২) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—৪০২ এবং শিক্ষক সংখ্যা—২০।

STARRED QUESTION NO. 1103.

By Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমা শাসক মাসের অধিকাংশ সময় (মাসে ১৫ হইতে ২০-২২ দিন) মহকুমা হেড কোয়ার্টারে থাকেন না, Administrative কার্য্যে তাহাকে মফঃস্বলে কাটাইতে হয় এবং ইহার ফলে প্রশাসনিক কার্য্যে অনেক সময় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় ;

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় সরকার খোয়াইতে একজন Additional S. D.O. নিযুক্তির ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

১) হাঁ, মহকুমা শাসককে সরকারী কার্য্যে হেড কোয়ার্টারের বাহিরের মফঃস্বলে যাইতে হয়, তখন সাব ট্রেজারী অফিসার মহকুমা শাসকের কাজ দেখাশুনা করেন। কাজেই প্রশাসনিক কার্য্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না।

২) বিভিন্ন কাজের বহুল বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া খোয়াই ও অন্যান্য মহকুমায় (সদর ব্যতিরেকে) অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নিযুক্তির বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1221

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৩ইং সনের ১৫ই মার্চ মোট কতজন রেগুলার অথবা পারমেনেন্ট কর্মচারীকে ছাঁটাই বা সাময়িক ছাঁটাই করা হইয়াছে ?

২) উক্ত কর্ম্মচারীদের পদবী ও ছাটাই/সাময়িক ছাটাই এর কারণ ?

উত্তর

১) মোট ৫৪১ জন (ছাটাই ৪১৭ ও সাময়িক ছাটাই ১২৪ জন) কর্ম্মচারীকে উক্ত সময়ের মধ্যে ছাঁটাই বা সাময়িক ছাঁটাই করা হইয়াছে।

২) কর্ম্মচারীদের পদবী ও ছাঁটাই বা সাময়িক ছাঁটাই এর কারণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

Sl. No.	Name of Department/ Office.	Designation of retrenched/ suspended employees.		Reasons for retrenchment/ suspension.
1	2	3		4
1.	Directorate of Food & Civil Supplies.	Inspector— Storekeeper— Storeguard—	6 13 2	17 are retrenched due to reduction of establishment. 2 Storekeepers and 2 Storeguards are placed under suspension for criminal offences.
2.	D. M & Collector, West.	Accountant— L. D. Clerk— Supervisor— Addl. Teshilder— Peon –	1 1 1 1 1	4 employees have been placed under suspension due to negligence in duty. Services of 1 LDC has been terminated under Rule 5 of CCS (Temporary Service) Rules, 1965.
3.	Directorate of Fire Services.	Peon—	1	He has been suspended as he has forged the signature of a Doctor in the medical re-imbursement bill.
4.	Directorate of Settlement & Land Records.	Kannngo— Sardar Amin—	1 1	1 Kanungo has been placed under suspension due to involvement in a police case and Sardar Amin for disciplinary proceedings against him.
5.	Public Works Deptt.	L. D. Clerk— U. D. Clerk— Head Clerk – Overseer— Tracer— Chowkidar—	1 1 1 1 1 2	4 employees have been suspended due to invlovement in murder case, rape case and theft case and 3 employees for negligence in duty and acting against the policy of the Government.
6.	Governor's Secretariat.	Sweeper— Bearer—	1 1	Their services have been terminated under Rule 5 of CCS (Temporary Services) Rules, 1965.
7.	Deptt. of Cooperation.	Statistical Investigator— Office Supdt.—	1 1	The statistical Investigator has been retrenched under Rule 5 of C C S (Temporary Service) Rules, 1965 and the Office Superintendent has been suspended due to departmental proceedings.
8.	Forest Department.	Forester— Forest Ranger— Head Forestguard— Forestguard— Nursery Mali— L. D. Clerk—	6 3 1 5 3 1	One Forest Guard has been removed from service due to un-authorised absence from duties. Service of 1 Forester has been terminated under Rule 5. And other due to various reasons viz. defalcation of Govt. money, negligence in duty, preparation of falsevoucher, involvement in police cases and un-authorised absence from duties.

Sl. No	Name of Department/ Office.	Designation of retrenched/ suspended employees.		Reasons for retrenchment/ suspension
1	2	3		4
9.	Agriculture Department	Village Level Worker—	1	He has been suspended due to misconduct
10	Printing & Stationary Department	Ink-man— Daftry—	1 1	One has been suspended for theft case & another for involvement in naxalite activities
11	Directorate of Welfare for Sch Castes & Tribes	Supervisor — Peon—	1 1	One has been suspended due to involvement in rape case and the other in a decoity case
12	Rehabilitation Department	Superintendent— Camp Supervisor— L D Clerk—	1 1 1	2 employees were suspended due to departmental proceedings against them and one has been retrenched due to winding up of relief camp after repatriation of refugees
13	Directorate of Refugee Relief	U D Clerk— Stenographer Asstt Camp Supervisor — Inspector Overseer — Store-keeper— Investigator— Work Assistant — Junior Computor — L D C including typist— Asstt Accountant Driver— Peon & Chowkidar —	48 2 31 19 18 40 1 51 2 80 2 70 14	Due to winding up of the camp after repatriation of evacuees to Bangladesh and reduction in strength of the Deptt
14	Directorate of Health Services.	U D C — Compounder— Nurse— Driver— Dhai including Class IV staff—	1 2 3 2 10	Due to misbehaviour & misconduct, they have been suspended
15.	Education Department	Social Education Worker— Laboratory Attendant— Asstt. teacher— Junior Computor— Hindi Pracharak— Senior Sub-Editor— Teacher— Driver— Peon— Head Clerk—	1 1 9 1 1 1 3 1 4 1	6 for criminal cases & others for departmental proceedings have been suspended.

1	2	3		4
16.	District Magistrate & Collector, South Tripura District.	L. D. Clerk— Teshildar— Driver—	2 1 2	One for criminal proceedings and others for departmental proceedings have been suspended.
17.	District Magistrate & Collector, North Tripura District.	Peon— Chainman—	1 1	Services of Peon terminated under rule 5 of C. C. S. (Temporary Service) Rules, 1965 and the Chairman has been placed under suspension due to involvement in a criminal case.
18.	Police Deptt.	C— S. I.— A. S. I.— H. C.— Storkeeper—	41 2 2 1 3	Unauthorised absence & disciplinary action.

541

STARRED QUESTION No. 1064
By Shri Nishi Kanta Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উদয়পুর সাব-ডিভিশনে কৃষ্ণভক্ত পাড়া ও গারেন্দ্র চৌধুরী পাড়ার (রাইমা মৌজা) সরকারী স্কুলগুলির কোন গৃহ নাই ;

২) যদি সত্য হয়, কবে থেকে এ বিদ্যালয়গুলির ঘর নাই ?

উত্তর

১) উদয়পুর মহকুমার কৃষ্ণভক্ত বাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুল ও গারেন্দ্র চৌধুরী পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে দুইটি স্কুল আছে এবং বর্ত্তমানে স্কুল দুইটির নিজস্ব কোন ঘর নাই।

২) ১৯৭১ সনের মার্চ্চ মাস থেকে।

STARRED QUESTION NO. 991
By Sri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের যে সমস্ত জুনিয়র এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, তার জন্য সরকার হতে কোন রিংওয়েল কিংবা টিউবওয়েল দেবার ব্যবস্থা আছে কি ?

২। যদি থাকে, তাহা হলে বর্ত্তমানে কতটি স্কুলে রিংওয়েল / টিউবওয়েল আছে এবং কতটি স্কুলে নেই তার হিসাব—

উত্তর

১। হাঁ

২। ১৯টি স্কুলে আছে এবং ৯৬টি স্কুলে নাই।

STARRED QUESTION NO. 1151

By Shri A. Wazid.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২—৭৩ সনে যে সকল সহ-শিক্ষকদের Sr. Basic স্কুলের Headmaster এ promotion দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিত্তি কি?

২। ইহা কি সত্য যে Headmaster নেওয়ার সময় Seniority কে মূল্য দেওয়া হয় নাই?

উত্তর

১। ১৯৭২—৭৩ ইং সনে সহকারী শিক্ষকদের সিনিয়র বেসিক স্কুলে হেড্‌মাষ্টার পদে কোন প্রমোশন দেওয়া হয় নাই।

২। না

STARRED QUESTION NO. 1130

By Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state .—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে কতটি স্কুলে Librarian এর পদ আছে। এবং

২। উহাদের মধ্যে কতটি পদ খালি পড়ে আছে?

উত্তর

১। ৩২টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে।

২। কোন পদ খালি নাই।

STARRED QUESTION NO. 1334.

By Shri Ashok Kumar Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether it is a fact that the Director of Education has deputed four (4) assistant teachers of Katlamara H. S. School to B. Ed. training in Hindi Training College, Agartala;
2. Whether it is a fact that Managing Committee has sent a proposal for appointment of substitute teachers on 12. 3. 73 to the Director of Education for approval observing all the formalities ;

QUESTIONS

3. If so, whether the Director of Education has accorded approval to the appointment of substitute teachers for prosecution of studies undisturbed; and
4. If not, the reason therefor.

ANSWERS

1. Yes.
2. Yes.
3. No.
4. The matter is being examined.

STARRED QUESTION NO. 1193.

By Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, K. B. I. School-এ কেম্পাস হল করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিযাছেন ;

২। যদি নিয়ে থাকেন, তবে আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৭৩—৭৪) ইহা কার্য্যে পরিণত হবে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এখনই বলা সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 1321

By Shri Hangsha Dhwaj Dewan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be be pleased to state :—

QUESTIONS

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগে ১৯৭২ ইং মার্চ্চ হইতে ১৯৭৩ ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রচুর কণ্টিনজেণ্ট হিসাবে লোক নিয়োগ করা হইয়াছে ?

২) সত্য হইলে কোন নীতিকে নির্ভর করে কণ্টিনজেণ্ট হিসাবে শিক্ষা বিভাগে লোক নিয়োগ করা হইয়াছে ?

ANSWERS

১) না।

২) বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু লোককে স্কুলে/কলেজে/অফিসে নিয়োগ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 1061.

By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১) উদয়পুর সাবডিভিসনে জুনিয়ার বেসিক এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বর্ত্তমানে কতজন আছে;

২) ঐসব স্কুলে বর্ত্তমানে আর শিক্ষকের প্রযোজন আছে কি না?

ANSWER

১) ৪২৫

২) না।

STARRED QUESTION NO. 975

By Shri Jatindra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:—

QUESTION

১) ১৯৭২-৭৩ সনে আগরতলা সহরে কতগুলি বাড়ী চুরির এজাহার থানায় রেকর্ড করা আছে,

২) তার মধ্যে কতগুলি চুরির তদন্ত কাজ শেষ হইয়াছে ও কতগুলি তদন্তাধীন আছে?

৩) মোট কয়টি চুরির ক্ষেত্রে চোর ধরতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে?

ANSWER

১) ১৯৭২-৭৩ (ফেবরুয়ারী পর্যান্ত) সালে আগরতলা কোতোয়ালী থানায় মোট ২৩৫টি বাড়ীতে চুরির এজাহার রেকর্ড করা হইয়াছে

২) মোট ১৯৪টি মোকদ্দমায় তদন্ত শেষ হইয়াছে এবং ৪১টি মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে।

৩) ঐ সময়ের মধ্যে ৯৯ জনকে ৫০টি মোকদ্দমায় পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 1160

By Shri A. Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleeserd to state—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য B. R .I Institutionটির স্কুল গৃহ দীর্ঘদিন হয় পড়িয়া গিয়াছে।

২) সত্য হইলে মেরামত না করার কারণ কি?

ANSWER

১) স্কুলগৃহটি পড়িয়া যায় নাই, আগুনে আংশিক পুড়িয়া গিয়াছে।

২) নির্ম্মানকার্য চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1145

By Shri A. Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

QUESTION

১) ধর্মনগরে ময়দা কলের জন্য কোন লাইসেন্স মঞ্জুর হইয়াছে কিনা;

২) হইয়া থাকিলে কোন স্থানে ময়দা কল স্থাপন করা হইবে?

ANSWER

১) না।

২) প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1051

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমায় অবস্থিত Inspectorate এর অধীনে নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল ও উচ্চত বুনিয়াদী স্কুলের মোট সংখ্যা কত ?

খ) শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

গ) এই সংখ্যা পর্যাপ্ত কি ন ?

উত্তর

ক) ১৮টি

খ) ২৩৫ জন।

গ) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 1063

By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর সাবডিভিশনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সরকারী পোষাক দেওয়া হয় কি না।

২। দেওয়া হলে ইহা কোন শ্রেণী পর্যান্ত দেওয়া হয়, এবং সব ছাত্রছাত্রী তাহা পায় কি না।

উত্তর

১। ছাত্রীদের দেওয়া হয় ছাত্রদের নয়।

২। ৩য় হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত।

না।

STARRED QUESTION NO. 1194

By Shri Usha Ranjan Sen

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর K. B. I. School Ground এ গেলারী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে :

২। যদি থেকে থাকে, তবে কবে নাগাদ তাহা করা হবে ?

উত্তর

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1181

By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পাবিয়াছড়া S. B. স্কুলটি H. S. স্কুলে পরিণত করার কোন প্লেন বর্তমান আর্থিক বৎসরে আছে কি না ?

২। থাকিলে কখন আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1178

By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর মহকুমার কাঠালছড়া ট্রাইবেল কলোনীর স্কুল গৃহটি ঝড়ে ভূপাতিত হইয়াছে কি না ; এবং

২। হইয়া থাকিলে উক্ত গৃহটি নির্ম্মাণের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। স্কুল গৃহটি পুনঃ নির্ম্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে এবং বর্তমান মাসেই পুনঃ নির্ম্মাণের কাজ সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়।

STARRED QUESTION No. 1217

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে ছৈলেংটা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও মাছলি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে হাইস্কুলে পরিণত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) না

STARRED QUESTION No. 1216

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে কৈলাশহর বিভাগের অন্তর্গত মনুঘাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION No. 1283

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের বিশ্রামবাড়ী জে: বি স্কুলে বর্তমান শিক্ষা বর্ষে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২) ঐ স্কুলে বর্তমানে কতজন শিক্ষক আছেন ?

৩) ঐ স্কুলে আরও শিক্ষক দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) প্রথম শ্রেণী —৮৫ জন
২য় শ্রেণী —৪০ ,,
৩য় শ্রেণী —২৬ ,,
৪র্থ শ্রেণী —১৬ ,,
৫ম শ্রেণী — ৬ ,,

২) ৩ জন

৩) ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতির উন্নতি হইলে এই বিষয়টি বিবেচনা করা যাইবে।

STARRED QUESTION No. 1060

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কাকড়াবনের সন্নিকটে মির্জাবাজারে একটি হাই স্কুল দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION No. 1038

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত মার্চ মাসের মধ্যে যে সকল স্কুল শিক্ষককে সরকার থেকে চাকুরীতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্কুলে পোষ্টিং করা হয়েছে সেই সকল সরকারী নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিয়মিত কাজে নিযুক্ত থাকা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত অনেকের বেতন ও অন্যান্য যাবতীয় ভাতা ইত্যাদি আটক করে রাখা হয়েছে ?

২) বেতন আটক করে রাখার কারণ।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) চাকুরী প্রার্থীদের দাখিল করা পিতা মাতা/অভিভাবকের আয়ের বিবরণে ভুল তথ্য থাকায়।

STARRED QUESTION NO. 741

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Educa Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কোন সরকারী কর্মচারী নিজ নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতে পারে কি ?

২) যদি না পারে, তাহলে শ্রীকামনা কুমার ভট্টাচার্য্য হেড লাইব্রেরীয়ান, এম, বি, বি, কলেজ কি করে নিজ নামে Library Review পত্রিকাটী বের করেন।

৩) এ ব্যাপারে সরকার অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিবেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, সর্ত্ত সাপেক্ষে পারেন,

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 899

By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ সালে প্রগতি বিদ্যাভবন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর স্কুলের আসবাবপত্র ঘর, প্রভৃতি পুনঃ নির্মাণের জন্য কোন বিশেষ সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

২) যদি হইয়া থাকে টাকার পরিমাণ ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 609

By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ত্রিপুরা বেসরকারী স্কুলগুলিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীদের, শিক্ষকদের মত গ্র্যান্ট-ইন-এইড রুলসের আওতায় আনার কি সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছেন ? যদি নিয়ে থাকেন তা কি ? যদি না নিয়ে থাকেন, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) না, প্রশ্ন উঠে না। বিষয়টী পরিচালক সমিতির এক্তিয়ারে আছে।

STARRED QUESTION NO. 1269.

By—Shri Gurupada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে Sadar South সুতারমুড়া হাইস্কুলে ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO 754

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Tripura Aramed Police গণ সকলেই House Rent পান কিনা,

২) পেলে কত টাকা হারে পান।

৩) না পেলে কারণ কি ?

উত্তর

১) না স্যার সকলে বাড়ী ভাড়া পান না। ইনসপেক্টার সাব-ইনসপেক্টার ও এসিঃ সাব-ইনসপেক্টার ভাড়ামুক্ত সরকারী বাড়ী তদন্যথায় বাড়ী ভাতা পান। কনেষ্টবল, নায়েক ও হেড কনেষ্টবলের মধ্যে যাহারা বিবাহিত তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ভাড়ামুক্ত বাড়ী বা অন্যথায় বাড়ী ভাড়া ভাতা পান।

২) প্রথম প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত পুলিশ কর্মচারী ভাড়া মুক্ত সরকারী বাড়ী অভাবে বেতনের শতকরা ১০ টাকা হারে বাড়া ভাড়া পান। ইনসপেক্টার ভাড়া মুক্ত সরকারী বাড়ী অভাবে নির্দ্দিষ্ট ৪৪ চুয়াল্লিশ টাকা মাসিক বাড়ী ভাড়া ভাতা পান।

৩) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিবাহিত কনষ্টেবল, নায়েক ও হেড কনষ্টেবল এর মধ্যে শত-করা ২৫ জন ভাড়ামুক্ত সরকারী বাড়ী পাওয়ার বিধি। যদি তাহাদিগকে ভাড়ামুক্ত সরকারী বাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থা করা না যায় তবে তাহারা বেতনের ১০ শতাংশ বাড়ী ভাড়া ভাতা পাওয়ার অধিকারী। পশ্চিম বঙ্গের এই নিয়ম ত্রিপুরায়ও প্রচলিত, ঐ কর্ম্মচারীদের বাকী ৭৫ শতাংশ ভাগ প্রচলিত বিধি অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা পাননা— তাহাদিগকে ব্যারেকে স্থান দেওয়ার বিধান আছে।

বর্ত্তমান সরকারের হাতে এই শ্রেণী কর্ম্মচারীদের বসবাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ব্যারেক নাই, সেইহেতু অনেকেই বাহিরে বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও প্রচলিত বিধান অনুযার্যী তাহারা বাড়ী ভাড়া ভাতা পান না।

জানা গেছে ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঐ শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহা-দিগের জন্য ব্যারেকে বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় নাই বিধায় প্রয়োজন বোধে তাহা-দিগকে বাড়ী ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ প্রধান এই রকম একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং উহা সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1318

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার ডিগ্রি কলেজে একই বেতন ক্রমের লেকচারদের প্রারম্ভিক মুল বেতন ১৮।২।৬৯ তারিখের আগে ও পরে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য আছে কি ?

২) থাকিলে তাহার উল্লেখ ; এবং

৩) ঐ বৈষম্য দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এফ, আর, ২৭ অনুযায়ী ত্রিপুরার সরকারী স্নাতক মহাবিদ্যালয় সমূহের ১৮.২.৬৯ এর আগে নিযুক্ত অধ্যাপকদের পরিবর্তিত বেতনক্রম টাঃ ২৭৫-১৫-৩৫০-২০-৩৯০-যোগ্যতা বাধা-২০-৫৫০-যোগ্যতা বাধা-২০-৬৫০-এ মাসিক উচ্চতর বর্দ্ধিত হার প্রারম্ভিক বেতন টাঃ ৩৯০/- মঞ্জুর করা হইয়াছে। বে-সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় সমূহে ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮.২.৬৯ইং বা এর আগে নিযুক্ত অধ্যাপকদের পরিবর্তিত বেতনক্রম টাঃ ২৭৫-৬৫০এ মাসিক উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন টাঃ ৩৭০/- মঞ্জুর করা হইযাছে। ত্রিপুরার সরকারী এবং সাহায্য-প্রাপ্ত বেসরকারী মহাবিদ্যালয়সমূহে ১৮.২.৭৯ তারিখের পরে নিযুক্ত অধ্যাপকদের নিম্নতম বেতন টাঃ ২৭৫/- দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সরকারী মহাবিদ্যালয়সমূহে কেন্দ্রীয় লোক সেবা আযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতব প্রারম্ভিক বেতন মঞ্জুর করেছেন, তাহা ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রাহ্য

৩) বিষযটি পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1022.

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর দক্ষিন গোলাঘাটি J. B. স্কুলের বর্তমান ছাত্র সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনমত শিক্ষক আছেন কিনা ?

২) না থাকিলে প্রয়োজনমত শিক্ষক নিযুক্ত কবার কথা সরকাব বিবেচনা করিবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রযোজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1026.

By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সদর দক্ষিণ চড়িলাম তহশীল এলাকার লাটিয়াছড়া J. B. স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার বিবেচনায় আরো নূতন শিক্ষক নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার চিন্তা করিতেছেন কি না ?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION NO. 1020
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে সিপাইজলা হাইস্কুলে (যাহা ১৯৭২ ইং সনে আপগ্রেড করা হইয়াছে) মাত্র ৫ জন শিক্ষক আছেন,

২) সত্য হইয়া থাকিলে আরো নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করেন কি?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO 1230
By Shri Bajuban Riyang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমায় কয়টি প্রাইমারী স্কুল ও কয়টি জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে,

২) ঐ স্কুলগুলির মধ্যে কয়টিতে গত শিক্ষা বছরে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল?

উত্তর

১) প্রাইমারী স্কুল—২১টি

জুনিয়র বেসিক স্কুল—১৯টি।

২) ২১টি প্রাইমারী এবং ১৬টি জুনিয়র বেসিক স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 1231
By Shri Baju Ban Riyang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের বালিমণি উচইপড়া প্রাইমারী স্কুলের ক্লাশ ১৯৭২-৭৩ ইং শিক্ষা বছরে কতদিন চলিয়াছিল?

২) ঐ স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) অমরপুর মহকুমায় বালিমণি উচাইপাড়া প্রাইমারী স্কুল নামে কোন স্কুল নাই। কাজেই প্রশ্নের বাকী অংশ উঠে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1099.

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২—৭৩ সালের আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি Senior Basic School up-grade হইয়াছে ;

২) খরার ফলে যে সকল up graded School গুলির সরকারের সর্ত্তানুসারে ঘর তৈরী হয়নি সেই স্কুলগুলির ঘর তৈরী সম্পন্ন করিবার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১) ১৯৭২—৭৩ সালে ৩ (তিনটি) সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২) সর্ত্তাবলী পূরণের মেয়াদ ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বহাল আছে। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1111

By Shri Chandra Sakhar Datta. MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কতজন বর্তমানে কর্মচারী ডেপুটেশানে আছেন ?

২) কোন দপ্তরে কতজন কর্মচারী ডেপুটেশানে আছেন ?

৩) ডেপুটেশান ভাতা বাবত ও তাদের বাড়ী ভাড়া বাবত বছরে কত টাকা খরচ হয়।

উত্তর

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১৯১ জন ডেপুটেশানিষ্ট অফিসার আছেন।

২) ডেপুটেশানিষ্ট অফিসারদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩) মোট মং ১,৪৩,০৬৩ টাকা (ডেপুটেশান এলাউন্স মং ১,০৫,৭৫৪ টাকা ও বাড়ী ভাড়া মং ৩৭,৩০৯ টাকা) ত্রিপুরা সরকারের খরচ হয়।

STARRED QUESTION NO. 1171

By Shri Chandra Sekhar Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ঋষ্যমুখ বিলোনীয়া বি, কে, আই, বড়পাথরী, বিলোনীয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি, এবং

৩। অবগত থাকিলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না।

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF DEPUTATIONISTS IN VARIOUS DEPARTMENTS IN TRIPURA AND EXPENDITURE INCURRED ON DEPUTATION ALLOWANCE & HOUSE RENT ALLOWANCE FOR THEM

Sl. No.	Name of Department/Office.	No. of deputationists Class I	Class II	Total	Annual Expenditure incurred on Deputation Allow	House Rent Allow	Remarks
1.	Covernor's Secretariat	1	—	1	Nil	Nil	He is not drawing deputation allowance and entitled rent free accommodation.
2.	Civil Secretariat	3	6	9	Rs. 23,988	Nill	Entitled to rent accommodation.
3.	D. M. & Collector, West	1	—	1	Nill	Nili	Recently joined. LPC and drawing authoritp has not been received.
4.	D. M. & Collector, South	1	—	1	Rs. 3,240	Nill	Entitled to rent free accommodation.
5.	Directorate or Health Service	55	80	135	Nill	Nill	CHS Medical Officers are not entitled to Deputation Allowance as per the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 vide Section 63 of the said Act.
6.	Educatinn Department	—	1	1	Rs. 2,124	Nill	Entitled to rent free accommodation.
7.	Home (Police) Deptt.	2	1	3	Rs. 5,580	Nill	—do—
8.	Agrieultnre Deptt.	—	1	1	Rs. 2,232	Rs. 888	Not provided with Govt. accommodation.
9.	Public Works Deptt.	24	9	30	Rs. 56,977	Rs. 31,190	—do—
10.	Directorate of Refugee Relief.	—	7	7	Rs. 8,853	Rs. 2.940	—do—
11.	Directorate of A. H. & Vety. Services.	—	1	1	Rs. 2,880	Rs. 1,108	—do—
11.	Cooperative Deptt.	—	1	1	Rs 2,880	Rs. 1,164	—do—
	Total :	84	107	191	Rs. 1,05,754	Rs. 37,309	

STARRED QUESTION NO. 560

By Shri Ajoy Biswas & Jitendra Lal Das

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের শিক্ষকদের জন্য যে সংশোধিত বেতন হার চালু করেছেন তা ত্রিপুরার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চালু করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৭ তারিখের স্মারকলিপিটি সরকার পেয়েছেন কি না ?

২। পেয়ে থাকলে কেন্দ্রের সংশোধিত বেতন হার ত্রিপুরার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

৩। কতদিনের মধ্যে ত্রিপুরার শিক্ষকরা এই বেতন হার পাবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

STARRED QUESTION NO 849

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার কি ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার হইতে তপশিলী জাতি ও তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকের চাকুরী ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন অস্থায়ীদের স্থায়ী করা এবং প্রমোশন বিষয়ে কোন স্মারকলিপি পাইয়াছেন।

২। যদি পাইয়া থাকেন তবে উক্ত স্মারকলিপির নির্দেশ পালন করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের নিকট হইতে ১১ই জুলাই ১৯৬৮ ইং তারিখের একটি স্মারকলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং উহা ত্রিপুরা সরকারের সব বিভাগে অনুসরণ করার জন্য পাঠানো হইয়াছে।

২। নিয়োগ বিধির নিয়মাবলী মানিয়া স্মারকলিপিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির নিয়োগ ও পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে পালন করা হইয়া থাকে।

STARRED QUESTION NO. 1246

By Shri Tapash Dey, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার রাজ্যের পুলিশদের Free Ration দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ;

২। যদি না হয়ে থাকে তবে হইতেছেনা কেন ?

উত্তর

১। না।

২। সরকার এরূপ কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন না।

STARRED QUESTION NO. 879

By **Shri Kali Pada Banerjee,** M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাবরুম মহকুমার জন্য একটি Fire Service Station খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সাবরুম টাউনে ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1226

By **Shri Tapash Dey** M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ এর জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য আগরতলায় কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তন্মধ্যে সিনেমা হলে কতজন ?

উত্তর

১। গ্রেপ্তার হওয়ার কোন সংবাদ নাই।

STARRED QUESTION NO. 1148

By **Shri Binoy Bhusan Banerjee**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জন্মান্ধর সংখ্যা কত ?

২। উহাদের মধ্যে কতজন শিশু এবং কতজন প্রাপ্ত বয়স্ক ?

উত্তর

১। জানা নাই।

২। জানা নাই।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1973-74

UNSTARRED QUESTION No. 1249

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা হইতে গত ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২ সালে মোট কতজন ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করিয়াছে (মহকুমা এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

২। উল্লিখিত বৎসরগুলিতে পাশ করা কোন মহকুমায় কতজন ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে P. U. ও 3-year Degree Courseএ ভর্তি হইয়াছে তার মহকুমা, বৎসর এবং কলেজ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1252.

By Sri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কতজন শিক্ষকের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (increment) বন্ধ আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি বন্ধের কারণসমূহ।

উত্তর

১। ২৭০ জন।

২। কারণসমূহ নীচে দেওয়া হইল :—

বেতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে—	১০০ জন।
বেতনক্রমের প্রারম্ভিক বেতন স্তরে (fixed pay তে) নিযুক্তির জন্য—	৭৯ জন।
বেতন হারের এ্যাফিসিয়েন্সি বার (Efficiency Bar)এ পৌঁছা হেতু—	৮৪ জন।
বেতন নির্দ্ধারনের প্রশ্ন জড়িত থাকার দরুন—	৬ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ থাকার দরুন—	১ জন।
	মোট—২৭০ জন।

UNSTARRED QUESTION NO. 1312-

By Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় কাঠালিয়া অঞ্চলের জনগণের উন্নয়ণ কমিটির প্রতিনিধিগণ কাঠালিয়া জুনিয়ার হাইকে Upgrade করার কোন দাবী জানিয়েছে কি ?

২। কি কি condition fulfil করতে না পারার জন্য কাঠালিয়া জুনিয়ার হাইকে পূর্ণ হাই স্কুলে উন্নতি করণের কাজ কার্য্যকরী হচ্ছে না।

৩। এই সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের উন্নযন কমিটির প্রতিনিধিদের সমস্ত বিষয় অবগত করানো হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। প্রশ্নোক্ত জুনিয়ার হাই স্কুলটির অষ্টম শ্রেণীর মোট পড়ুয়া সংখ্যা, নিকটবর্ত্তী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে দূরত্ব এবং নিকটবর্ত্তী উচ্চ বিদ্যালয়টির নবম ও দশম শ্রেণীর বর্ত্তমানের মোট পড়ুয়া সংখ্যা প্রশ্নোক্ত জুনিয়র হাই স্কুলটিকে উন্নীত করণের সর্ত্ত পূরণ করে না।

৩। না

UNSTARRED QUESTION No. 1127

By Sri Subal Ch. Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর বিভাগে মোট কতটি স্কুল (প্রাইমারী হইতে উচ্চ মাধ্যমিক) আছে এবং উহাদের মধ্যে কতটি স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে,

২। যে সব স্কুলে জলের ব্যবস্থা নাই সেই সব স্কুলে চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৭২—৭৩) শিক্ষা দপ্তর পানীয় জলের অভাব মেটানোর জন্য কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১। মোট স্কুলের সংখ্যা (প্রাইমারী হইতে উচ্চ মাধ্যমিক) ১৭৯ এবং উহাদের মধ্যে ৮২টী স্কুলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে।

২। ১৯৭২—৭৩ ইং আর্থিক বৎসরে আরও ৯৭টী বিদ্যালয়ে জলের ড্রাম এবং ফিল্টার সরবরাহ করে পানীয় জলের অভাব মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1169

By Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কাঞ্চনবাড়ী হাই স্কুল, দলুগাঁও হাই স্কুলের ছাত্রাবাসগুলিতে যথাক্রমে কতটি তপশিলী জাতি এবং উপজাতির সংরক্ষিত সিট আছে।

২। উক্ত সিটগুলির মধ্যে বর্তমানে কোন সম্প্রদায়ের কতজন অবস্থান করে পড়াশুনা করছে তার সংখ্যা।

উত্তর

১। (ক) কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে তপশীলভুক্ত জাতি এবং উপজাতির কোন সংরক্ষিত আসন নাই, তবে ভর্তির ক্ষেত্রে তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতি ছাত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(খ) কাঞ্চণবাড়ী স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ১০টী আসন তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আছে।

(গ) দলুগাঁও হাইযার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন কোন ছাত্রাবাস নাই।

২। (ক) কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে মোট আসন সংখ্যা ৩২ তন্মধ্যে ২৫ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ১ জন তপশীলভুক্ত উপজাতি।

(খ) কাঞ্চণবাড়ী স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে মোট আসন সংখ্যা ১০ তন্মধ্যে সমস্ত আসনগুলিই তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনগুলিতে ১০ জন তপশীলভুক্ত উপজাতির ছাত্র অবস্থান করিয়া পড়াশুনা করেতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1128.

By Shri Subal Chandra Biswas.

Will be the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। যে সব শিক্ষক Craft Training নেওয়ার পর শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য পদে কাজ করিতেছেন, তাহাদেরকে উক্ত পদ অনুযায়ী বেতন হার দেওয়া হইতেছে কি ?

২। Craft Training প্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে কতজন শিক্ষক অন্যান্য পদে কাজ করিতেছেন ? তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ক্র্যাফ্ট ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাহারা অন্যান্য পদে (ক্র্যাফ্ট ইনস্ট্রাক্টর ব্যতীত) কাজ করিতেছেন তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সদর—৭৫	সোনামুড়া—৮
ধর্মনগর—১৭	উদয়পুর—৯
কৈলাসহর—১৪	বিলোনীয়া—২০
কমলপুর—৪	অমরপুর—৪
খোয়াই—৯	সাব্রুম—২

STARRED QUESTION NO. 1137

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২—৭৩ আর্থিক বৎসরে কতটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে Projector দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ কোন্ স্কুলে ?

উত্তর

১। কোন স্কুলে দেওয়া হয় না।

UN-STARRED QUESTION NO. 1132

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য ১৯৭২—৭৩ সালে কত টাকার Capital grant দেওয়া দেওয়া হইয়াছে ;

২। কোন স্কুলে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। মোট দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত চব্বিশ টাকা আশি পয়সা

২। রাম ঠাকুর পাঠশালা (বালক) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৭৩,৭৮০.০০
রাম ঠাকুর পাঠশালা (বালিকা) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ; ৪,৫।৩.০০
হরচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৫,২১৯.০০
ঈশানচন্দ্র নগর পরগনা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৫১,৬৫২.০০
কাতলামারা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদালয় : ৫,০০০.০০
বিবেকানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৪০,০০০.০০
এস, ডি, বিদ্যানিকেতন : ৩৫,০০০.০০

টাকা ২,১৪,২২৪.৮০

UNSTARRED QUESTION NO. 1158

By Shri A. Wazid

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে রাইস মিল বসানোর জন্য কতটি আবেদন পত্র বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে—তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) ১৯৭২-৭৩ সনে কতটি আবেদনপত্র মঞ্জুর হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ধর্মনগর বিভাগে কতজন পাইয়াছে।

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে রাইস মিল বসানোর জন্য বর্তমানে ২০৭ খানা আবেদনপত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সদর—৩৮
সোনামুড়া—১০
খোয়াই—১৭
ধর্ম্মনগর—২০
কৈলাশহর—৩৩
কমলপুর—৩৬
উদয়পুর—৩৫
অমরপুর— ৬
বিলোনীয়া—২
সাবরুম—১০
———
২০৭

২) ১৯৭২-৭৩ইং পর্য্যন্ত ৬৬ খানা পারমিট রাইস মিল স্থাপনের জন্য মঞ্জুর করা হইযাছে তন্মধ্যে মাত্র ২ খানা পারমিট ধর্ম্মনগর বিভাগে মঞ্জুর কবা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1239
By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Police Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ১৯৫২ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ বাহিনীতে কনেষ্টবল, এসিসষ্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টার, সাব-ইন্সপেক্টার, ডি, এস, পি, ও চৌকিদার পদে কর্ম্মচারীর দফাওয়ারী সংখ্যা ;

খ) চলতি আর্থিক বৎসরে উপরোক্ত পদগুলিতে কর্ম্মরত পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ?

উত্তর

	সন	কনেষ্টেবল	এ, এস, আই	এস, আই	ডি, এস, পি,
ক)	১৯৫২	১৩৫২	৯০	৭৭	২

কন্টিজেন্সী ষ্টাফ হিসাবে চৌকিদার—১৯৭

	সন	কনেষ্টেবল	এ, এস, আই	এস, আই,	ডি, এস, পি,
খ)	১৯৭২-৭৩	২৬৪৭	২৪০	২১৮	১৩

কন্টিনজেন্ট ষ্টাফ হিসাবে চৌকিদার—২২২।

UNSTARRED QUESTION No. 950

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে ৫ বৎসরের উর্দ্ধে কর্ম্মরত থাকা সত্বেও এখন অবধি পার্মনেন্ট বা কোয়াসি পার্মানেন্ট ঘোষণা করা হয় নি এমন কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

২) এই সমস্ত কর্ম্মচারীগণকে পার্মানেন্ট বা কোয়াসি পার্মানেন্ট ঘোষণা না করার কারণ কি ?

৩) কতদিনের মধ্যে এই সমস্ত কর্মচারীগণকে পার্মানেন্ট ঘোষণা করা হবে।

উত্তর

১) মোট ৬,০৬৮ জন এরকম সরকারী কর্মচারীকে এখনও পার্মানেন্ট বা কোয়াসি পার্মানেন্ট ঘোষণা করা হয় নাই। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংগীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) পার্মানেন্ট বা কোয়াসি পার্মানেন্ট না করার কারণ সংগীয় তালিকার ৮ নং কলমে দেওয়া হইল।

৩) কনফার্মেশন অর্থাৎ স্থায়ী কত দিনের মধ্যে করা যাইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু কয়েকটি নিয়ম বিধি যথা মেডিকেল ফিটনেশ সার্টিফিকেট, সন্তোষজনক পুলিশ যাচাই রিপোর্ট, সন্তোষজনক চাকুরীর রেকর্ড, চারিত্রিক গুণাবলী, খালী স্থায়ী পদের যোগান ইত্যাদি মেনে পার্মানেন্ট ঘোষণা করতে হয়। সরকার যাহাতে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি পার্মানেন্ট করা যায় তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF GOVT. EMPLOYEES SERVING FOR MORE THAN 5 YEARS BUT NOT DECLARED PERMANENT OR QUASI-PERMANENT DEPTT. WISE) IN TRIPURA.

Sl. No.	Name of Department/ Offices years.	No. of Govt. employee serving for more than 5 years but not declared permanent or quasi-permanent.					Reasons for non-declaration of permanent or quasi-permanent.
		Class-I	Class-II	Class·III	Class-IV	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Publicity Department.	—	—	—	5	5	The class IV employees have been absorbed to this Deptt· in 1971-72 on transfer and not completed 3 years in this Deptt.
2.	D. M. & Collector North.	—	—	46	40	86	All the staff of other Deptts. have been absorbed in 1970 from temporary Deptt. Relevant record's are not available for declaring them quasi-permanent or permanent.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Industries Department.	—	—	2	2	4	Due to pending departmental proceeding against 2, Police case against one and unsatisfactory performance of other one.
4.	Directorate of Welfare for Sch. Castes/Tribes.	—	—	2	6	8	Disciplinary proceeding against 2, Police Reports and Medical certificate have not received from 4 cases, remaining 2 are under process.
5.	Local Self Govt. Deptt.	—	1	2	1	4	Service of Project Officer is under regularisation, ACR's wanting for 2 cases and one pending for police verification report.
6.	Directorate of Panchayat.	—	—	234	—	234	In case of permanancy due to non-availability of permanent post and in case of quasi-permanancy due to procedural delay.
7.	Rehabilitation	—	—	15	17	32	Proposal was sent to the Govt. of India but refused as the Department may not continue in near future.
8.	Printing and Stationery Deptt.	—	—	37	9	46	Due to age bar, Departmental proceeding and non-availability of permanent posts etc.
9.	D. M. & Collector, West.	—	—	17	22	39	Due to pending departmental case in some cases, vigilance clearance and non-availability of permanent posts etc.
10.	Office of Asstt. Registrar, Gauhati High Court, Agartala.	—	—	1	—	1	Under consideration.
11.	Directorate of Settlement & Land Record.	—	1	29	18	48	6 persons could not be declared quasi-permanent due to age bar. 1 for disciplinary proceedings, 1 for non-regularisation of service, remaining are under process.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Department of Agriculrure.	—	—	23	11	34	Due to non-finalisation of pre-requisites non-receipt of verification reports etc.
13.	Edpcation Department.	1	30	2,409	360	2,800	Do not satisfy the conditions of fitness and suitability etc. regarding confirmation etc. The matter is under consideration.
14.	D. M. & Collector, South.	—	—	22	20	42	Due to trifarcation of Districts relevant records such as ACRs, Medical fitness, Age, Certificates are yet to be colleted and nor availability of permanent post etc.
15.	Department of Labour.	—	—	14	3	17	For want of permanent posts, verification reports, records, Medical fitness certificate etc.
16.	Directorate of Tribal Research	—	—	1	—	1	One staff has heen absorbed from other temporary Department and not yet completed 3 years continuous service in this Department.
17.	Forest Department.	---	—	18	22	40	Due to unsatisfactory performance and unsatisfactory ACRs. , Pending Departmenttal proceedings etc.
18.	Office of Asstt. Transport Commissioner.	—		3	1	5	Due to unsatisfactory performance and unsatisfactory ACRs. , Pending Departmental proceedings etc.
19.	Office of the Registrar, Co-operative Societies.	—	—	10	—	10	4 for Departmental proceeding against them, 4 for unsatisfactory ACRS., 2 for pending Police reports.
20.	District & Session Judge.	—	—	2	—	2	D. P. C. did not consider for Quasi permanent as they have not qualified themselves for the same,
21.	Directorate of Health Services.	—	—	795	406	1,201	Due to non-receipt of papers which are prerequisites for the purpose.

22.	Office of the Chief Electoral Officer.	—	—	2	1	3	Due to non-receipt of Police Report, certificate of age and adverse entries in ACRs.
23.	Directorate of Man power, Planning & Employment.	—	—	1	—	1	Matter is under consideration.
24.	Secretariat Administration Department.	—	—	2	—	2	Due to non-fulfilment of terms and conditions required under rule.
25.	Appointment & Services Deptt.	—	34	—	—	34	Due to non-regularisation of their service through U. P. S. C. The matter under consideration of the local Public Service Commission.
26.	District Registrar, West.	—	1	—	2	3	2 for pending Departmental Proceedings and 1 (Class II) is under consideration.
27.	Directorate of A. H. & Vety.	—	—	61	18	79	Due to non-fulfilments of terms and condition as required under rules.
28.	D. S. S. & A. Board	—	—	2	—	2	—do—
29.	Department of Employment.	—	—	5	1	6	Due to non-fulfilment of terms and conditions of being declared quasi-permanent or permanent.
30.	Statistical Department.	—	—	107	1	108	Due to non-finalisation of their seniority list and there is a departmental proceedings against the Class VI staff.
31.	D. M. & Collector North.	—	—	46	40	86	After trifarcation of the District, relevant records of the staff are readily available and non-availability of permanent posts etc.
32.	Pudlic Works Department.	2	12	458	178	d50	Due to non-finalisation of pre-requisites etc. Medical examination, Police verification and finalisation of seniority etc.
33.	Police Department.	—	—	449	—	449	83 persons confirmed in lower posts. 363 persons could not be confirmed as the posts held by them are not permanent. 3 due to poor performance.
	TOTAL :	3	80	4,815	1.184	6,082	

UN-STARRED QUESTION NO. 1000

By Shri Naresh Chandra Roy &

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Service Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের কোন বিভাগে (Department) কত জন লোককে Contingent worker হিসাবে Appointment দেওয়া হইয়াছে।

২) তন্মধ্যে Higher Secondary পাশ হইতে তদূর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত এবং Higher Secondary ফেল হইতে তদনিম্ন লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা কত?

উত্তর

১) ১৯৭` ইং এপ্রিল মাস হইতে ১:,৭৩ ইং সনের ১০ই মার্চ্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সর্ব্বমোট ৩৬৩ জন লোককে Contingent worker হিসাবে Appointment দেওয়া হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় ৫ম কলমে দেওয়া হইল।

২) তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

ASSEMBLY UN-STARRED QUESTION NO. 1000

Sl. No.	Name of Department/ Office	Number of Contingent Workers who have educational qualification of Higher Secondary standard and above.	Number of Workers below Higher Secondary standard.	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Directorate of Pilot Project.	—	1	1
2.	Statistical Department.	—	2	2
3.	Tripura Public Service Commission.	—	5	5
4.	Directorate of Health Services.	15	60	75
5.	Department of Manpower Planning & Employment.	1	2	3
6.	Directorate of Animal Husbendry & Vety. Services.	—	15	15
7.	Directorate of Food & Civil Supplies.	—	4	4

8.	Directorate of Fire Services.	1	2	3
9.	Directorate of Panchayat Raj.	18	17	35
10.	Directorate of Agriculture.	17	—	17
11.	Printing & Stationery Department.	3	18	21
12.	Public Works Department.	—	1	1
13.	Office of Chief Electoral Officer	—	1	1
14.	Registrar, Co-operative Societies.	—	1	1
15.	Directorate of Tribal Research.	1	2	3
16.	Directorate of Industries.	8	25	33
17.	Directorate of Labour.	1	2	3
18.	District Magistrate & Collector. West.	3	19	22
19.	Directorate of Settlement and Land Record.	—	2	2
20.	Directorate of Welfare for Scheduled Castes & Scheduled Tribes.	1	—	1
21.	Refugee Relief Department.	—	6	6
22.	District Magistrate & Collector, North Tripura District.	—	16	16
23.	Directorate of Village Industries etc.	10	8	18
24.	Secretariat Administration Deptt.	2	29	31
25.	Directorate of Public Relations & Tourism.	4	11	15
26.	District Magistrate & Collector, South Tripura District.	3	26	29
		88	275	363

UNSTARRED QUESTION NO.1225
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া গার্লস হাই স্কুল থেকে ১৯৭০ এবং ১৯৭১এ কতজন ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে এবং কতজন ছাত্রী কোন্ কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর

১) সোনামুড়া গার্লস হাই স্কুল থেকে ১৯৭১ সনেই প্রথমবার ছাত্রীরা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসে। ঐ বৎসর ১৬ জন ছাত্রী পরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে একজন তৃতীয় বিভাগে এবং একজন কম্পার্টমেন্টাল পাইয়া পাশ করে।

UNSTARRED QUFSTION NO. 1121
By Shri Maulana Abdul Latif

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন শ্রেণীতে (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী) মোট কতজন চাকুরীয়া (সরকারী) আছে। এবং

২) উহাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতজন কোন বিভাগে কাজ করেছেন (মুসলমান) তাহার সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৭৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীর শ্রেণী ভিত্তিক মোট সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম শ্রেণী	১৭১ জন
২য় ,,	৯৫৬ ,,
৩য় ,,	২২৯৬৯ ,,
৪র্থ ,,	৫৪৮৫ ,,

২) তপশিলী উপজাতি ও মুসলমান সরকারী কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক তথ্যাদি সম্বলিত তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 1121

Sl. No.	Name of Department	Total No. of employees in each department. Scheduled Tribes. Class I	Class II	Class III	Class VI	Class V	Muslims. Class VI	Class VII	Class VIII
1.	Evaluation Organisation.	—	—	1	—	—	—	—	—
2.	Statistical Department.	—	1	6	1	—	—	—	—
3.	Food & Civil Supplies Department.	—	—	16	54	—	—	2	6
4.	District & Sessions' Judge Court.	1	1	13	30	4	—	1	5
5.	Assistant Transport Commissioner.	—	—	2	2	—	—	—	—
6.	Directorate of Pilot Research Project & Growth Centres.	—	—	1	—	—	—	—	—
7.	Agri. Income-Tax Office.	—	—	1	—	—	—	—	—
8.	Directorate of Fire Services.	—	—	20	—	—	—	—	—
9.	Election Department.	—	1	5	7	—	—	—	—
10.	Directorate of Manpower Planning & Employment.	—	1	—	—	—	—	—	—
11.	Directorate of Settlement & Land Records.	—	—	15	8	—	—	5	—
12.	Printing & Stationery Department.	-	—	14	8	—	—	1	—
13.	Tripura Public Service Commission.	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Governor's Secretariat.	—	—	—	1	—	—	—	1
15.	Directorate of Civil Defence	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	Co-operative Deptt.	—	—	19	3	—	1	—	2
17.	Enforcement & Anti-Corruption Orgn.	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Directorate of Tribal Research.	1	—	—	—	—	—	—	—
19.	Directorate of Animal Husbandry.	—	—	74	21	—	—	3	4
20.	Employment Exchange Department.	—	—	6	4	—	—	1	1
21.	Forest Department.	—	—	46	125	—	1	8	26
22.	Labour Department.	—	1	10	7	—	—	—	—
23.	Panchayati Raj Deptt.	—	—	62	1	—	—	3	—
24.	Agriculture Deptt.	—	—	83	77	—	—	5	3
25.	District Registrar.	—	—	3	—	—	—	—	—
26.	Medical & Public Health Department.	2	3	143	69	1	—	6	3
27.	Urban Community Development Project.	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	Statistical Cell under L. S. G. Deptt.	—	—	2	—	—	—	—	—
29.	Gauhati High Court, Agartala Bench.	—	—	—	3	—	—	—	1
30.	Rehabilitation Deptt.	—	—	—	2	—	—	—	—
31.	Directorate of Industries.	—	1	10	12	—	—	—	1

Sl. No.	Name of Department.	Scheduled Tribes. Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Muslims, Class VI	Class VII	Class VIII
32.	Refugee Relief Deptt.	—	—	1	—	—	—	—	—
33.	Public Works Deptt.	1	1	121	67	—	—	4	—
34.	Civil Secretariat.	—	1	18	17	—	—	—	5
35.	Inspector General of Police.	1	6	729	-	—	1	59	—
36.	Directorate of Village Industries & Handicrafts.	—	—	14	10	—	—	—	7
37.	Education Department.	—	6	978	198	—	2	118	2
38.	Directorate of Welfare for Sch Castes & Tribes.	—	—	31	40	—	—	—	—
39.	Inspector General of Prisons.	—	—	5	26	—	—	—	2
40.	Directorate of Public Relations & Tourism.	—	—	23	10	—	—	1	1
41.	D. M. & Collector, West Tripura Dist., Agartala.	—	7	26	30	—	2	6	3
41.	D. M. & Collector, North Tripura Dist., Kailasahar.			11	9	—		4	—
43.	D. M. & Collector, South Tripura Dist., Udaipur.	—		35	27	—		2	3
	TOTAL.	6	35	2544	875	2	7	229	69

UNSTARRED QUESTION NO. 1311

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৭২, ১৫ই মার্চ হইতে ১৯৭৩—১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত কতগুলি অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২) কয়টি অগ্নিকাণ্ড অগ্নিনির্ব্বাপনে দমকলের সাহায্য পাইয়াছে।

উত্তর

১) সর্বমোট ২৯৩টি (থানার প্রাপ্ত সংবাদ মতে)

১। ধর্ম্মনগর— ৪১টি
২। কৈলাসহর— ২ ,,
৩। কমলপুর— ৩ ,,
৪। খোয়াই— ১২ ,,
৫। সদর— ১৩৫ ,,
৬। সোনামুড়া— ৬ ,,
৭। উদয়পুর— ৫৬ ,,
৮। বিলোনীয়া— ২৫ ,,
৯। সাবরুম— ৭ ,,
১০। অমরপুর— ৬ ,,

২) ২৪৭টী অগ্নিকাণ্ড দমকল বাহিনী নির্বাপিত করিয়াছে, বাকীগুলির খবর ফায়ার সার্ভিসকে দেওয়া হয় নাই।

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly
assembled under the Provisions of the
Constitution of India.

The 10th April, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Friday, the 6th April, 1973 at 12-30.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, 4 Ministers, 3 Dy. Ministers Dy. Speaker, and 43 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Chaudra Dutta—Starred Question No. 1010

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 1010 Sir.

প্রশ্ন

a) Whether Civil Surgeons and specialists in medicines have been posted in South & North District Headquarters with appropriate qualifications such as F. R. C. S or M. S. for Civil Surgeons and M. R. C. P. or M D or equivalent post graduate Degree ?

b) if not, why ?

c) how many F. R. C. S., M. S., and R. R. C. P., and M. S are at Agartala ?

উত্তর

a) জেলা হেড কোয়ার্টার এখনও করা হয়নি। তবে উদয়পুরে একজন এম, এস, এবং এক জন এম, ডি, দেওয়া হয়েছে।

) প্রশ্ন উঠে না।

c) ১০ জন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উদয়পুরে একজন এম. এস, এবং একজন এম, ডি, দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে এই পদের কাউকে দেওয়া হয় নি। কাজেই এই নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে না দেওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ডিষ্ট্রীক্ট হাসপাতাল হয়নি. সে জন্য দেওয়া হয়নি। তবে আমাদের একটা প্লেন আছে যে ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর এবং বিলোনিয়াতে ৫০ বেডের একটা করে হাসপাতাল হবে। ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়ার্টারে ডিষ্ট্রীক্ট হাসপাতাল না হলে এই সব ডাক্তার দিতে কিছুটা অসুবিধা আছে তবে ধর্মনগরে যাতে এক জন স্পেশালিষ্ট দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ধর্মনগর ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়াটার হলে ধর্মনগরে দেওয়া হ কিন্তু কৈলাশহর এবং কমলপুরে দেওয়া হবে না কেন, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, ফিফটি বেড হলেই স্পেশালিষ্ট দেওয়া হবে। আমাদের এখনও ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল হয় নি, যদি হয়, তাহলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গেনোলজিষ্ট এবং আর স্পেশালিষ্ট জাতীয় কোন ডাক্তার আমাদের নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে আছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—অমরপুরে দুইজন আছে, অন্য কোন হাসপাতালে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অমরপুরে দুইজন আছে বলে বলছেন, অন্য কোন হাসপাতালে নেই কেন, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তারা হাজব্যাণ্ড এ্যাণ্ড ওয়াইফ দুইজনেই গ্যানলোজিষ্ট সেজন্যই তাদেরকে সেখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়াটার হাসপাতাল না করা পর্য্যন্ত আমাদের নর্থ এবং সাউথ ডিষ্ট্রিকটে এই সব স্পেশালিষ্ট ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই কথা আমরা চিন্তা করছি। কিন্তু স্পেশালিষ্ট বা সার্জেন দিতে গেলে যে সব ইকুইপমেণ্টসের দরকার আছে, সেগুলির যদি ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল প্রভৃতি করার কাজ কবে আরম্ভ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো আপনার অরিজিন্যাল কোয়েশ্চানের সংগে রিলেটেড নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার মন্ত্রী মহোদয় যেখানে বলেছেন ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়টার করার পরিকল্পনা আছে......

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—স্যার, নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের হেড কোয়াটার হচ্ছে কুমারঘাট সেখানে একটা হেলথ সেণ্টার আছে, এটা ছাড়াও সেখানে কি কোন ডিষ্ট্রীকট হাসপাতাল করা হবে কিনা

আমি বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট হয়েছে, অথচ ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়ার্টার হয় নি এটা কেমন কথা তিনি বললেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সেটাতে মাত্র ৪টা বেড আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, মিনিষ্টার এখানে বলেছেন যে ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে দুইটা ডিষ্ট্রিক্ট হস্পিট্যাল হবে, আর উদয়পুরে একটি হবে। অর্থাৎ নর্থে দুইটি হসপিট্যাল হবে আর সাউথে হবে মাত্র একটি। কাজেই এই ধরণের বৈষম্য সরকার কেন করছেন আমি সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, আমি যে বলেছি যে বিলোনিয়াতে ৫০ বেডের মত একটা হাসপাতাল হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমার কথা হচ্ছে নর্থে ৩টা সাব-ডিভিশন আছে অথচ সেখানে দুইটা বড় হাসপাতাল হবে, কিন্তু আমাদের সাউথ ডিষ্ট্রীক্টে ৩টা সাব-ডিভিশন আছে, সেখানে মাত্র একটা বড় হাসপাতাল আছে। কাজেই এখানে কি বৈষম্য করা হচ্ছে না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ স্যার, আমি বিলোনিয়া সম্পর্কে ক্লারিফিকেশান করে বলতে চাই যে সেখানে আগে ২০টা বেড ছিল, এখন সেখানে আরও ১০টা বেড হবে, অর্থাৎ সর্ব মোট থার্টি বেড হস্পিট্যাল হবে বিলোনিয়াতে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছিলাম বিলোনিয়ায় আই এ্যাম সাবজেক্ট টু কারেকশান—বিলোনিয়াতে ২০ বেড আছে এবং ১০ বেড এক্সটেনশান হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—তাহলে আরও বৈষম্যের কথা। আগে বলেছিলেন ফিফটি ফিফটি। এখন দেখছি তাও না, ৩০। এই বৈষম্যের কারণ কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন আমার ধর্মনগরে বাড়ী আমি মিনিষ্টার হবার আগেই ধর্মনগরে ছিল

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—বৈষম্য উনি নিজে মনে করেন কিনা আমি সেটাই বলছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি আমাদের স্কীম আছে ৩০

বেড যেখানে আছে সেখানে ৫০ বেড হবে এবং যেখানে ২০ বেড আছে সেখানে ৩০ বেড হবে।

শ্রীমৃনাল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নের জবাব পেলাম না যে কুমারঘাটে কবে ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার স্টার্ট হবে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা এর সংগে জড়িত বলে মনে করি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রশ্নটা জড়িতই আছে, অরিজিন্যাল প্রশ্নটা দেখুন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলেছি ডিষ্ট্রীক্ট হাসপাতাল এখনও স্টার্ট করা হয় নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বললেন তো ফিফথ প্ল্যানে করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি ফিফথ প্ল্যানে এ্যাপ্রোচে একটা প্ল্যান আছে ফিফটি বেডেড করবার সাউথে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— উনি বলছেন ফিফথ প্ল্যানের অ্যাপ্রোচে তারা করবে কিন্তু "অ্যাপ্রোচে" কোন প্ল্যান থাকতে পারে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথম থেকেই বলছি ফিফথ প্ল্যানের মধ্যে আমাদের দুটো ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল করবার পরিকল্পনা আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— ১০১৬।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) চড়িলাম তহশীলে (সদর দক্ষিণ) লাঠিয়াছড়া জুমিয়া কলোনীর অধিবাসীদের শিক্ষা ও পানী জলের সুবন্দোবস্তের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?	১) চড়িলাম তহশীলে (সদর দক্ষিণ) লাঠিয়াছড়া নামে কোন জুমিয়া কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। এই এলাকার সাধারণ বিভাগ দ্বারাই উন্নতি সাধন করা হইয়া থাকে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ লাঠিয়াছড়াতে একটা জুমিয়া কলোনী উদ্বোধন করা হইয়াছে, হয়ত সেই নামে নয়, হয়ত গোলাঘাটী হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা লাঠিছড়াতেই জায়গা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—লাঠিছড়া নামে কোন জুমিয়া কলোনী দেওয়া হয় নাই তবে জুমিয়া পরিবারকে ৭১০ টাকা করে প্রত্যেককে ১৯৭২ সনে দেওয়া হয়েছে এবং দুই কিস্তিতে ৩২টি পরিবারের প্রত্যেকই ৬১০ টাকা হিসাবে ১৯৭২-৭৩ সালে অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—কোন কলোনীর নামে দেওয়া হয়েছে সেটা জানতে চাই।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— কলোনীর কোন নাম নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোন্ জায়গায় অবস্থিত ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— লাঠিছড়ায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, উনি আগে বললেন লাঠিছড়ায় কোন নাম নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা কোন এলাকাতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি লাঠিছড়া এলাকাতে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন কলোনী সেখানে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, কি নামে স্কীমটা স্যাংশান হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—লাঠিছড়া ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে কোন কলোনী ছিল না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে মিস্লিড করতে পারবেন না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছি যে স্কীমটা যখন স্যাংশান করা হল জুমিয়া স্কীম তো হতে পারে না, কোন জায়গার নামে স্যাংশান হবে, কি নামে স্যাংশান করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী ঃ—লাঠিছড়া ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—কোন্ স্কীমে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন তার মানে হচ্ছে লাঠিছড়া নামে কোন জুমিয়া কলোনী করা হয়নি। লাঠিছড়ায় ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা ঃ—সেই ৩২টা পরিবার কি এক জায়গায় থাকে না যার যার বাড়ীতে থেকে চাষ করে এবং তাদিগকে ঘর তৈরী করবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— যখন স্যাংশান দেওয়া হয় সেটা হল সেপারেট স্কীমে, আর জুমিয়া কলোনী হল সেপারেট স্কীমে।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— তারা কি এক জায়গাতে থাকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেটা থাকতে পারে। অথবা তারা যদি মনে এই ভেবে থাকে যে আমরা এক জায়গায় থাকব, সেইভাবে তারা দরখাস্ত করে হয়ত বা তারা এক পাড়ায় হতে পারে কিন্তু জুমিয়া কলোনী নয়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এই সমস্ত লোকের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় আছে কিনা এবং তাদের পানীয় জলের কোন বন্দোবস্ত আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—সেখানে বড়জলা নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে শিক্ষার সুযোগ আছে, সেপাহীজলা এবং চড়িলাম প্রভৃতি নিকটবর্তী স্কুলে পড়াশুনার সুবিধা আছে।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সেই স্থান থেকে কত দূর ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—দুই মাইল বা আড়াই মাইল হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে নিজের বাড়ীতে থেকেও তারা পেতে পারে এবং জুমিয়া এলাকায় না থেকেও তারা পুনর্ব্বাসন পেতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, হয়ত জবাব বুঝতে ভুল করেছেন মাননীয় সদস্য। কথাটা হল, একটা হল কলোনী বেসিসে স্কীম করা হয়, আর একটা হল, ইনডিভিড্যুয়াল স্কীম করা হয়। সেটা সেপারেট অঞ্চলে হতে পারে। একই গ্রামের মধ্যে আবার একটা জায়গার মধ্যে হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি তো অ্যাডমিট করছি এটা হওয়া ভাল। কিন্তু ইজ ইট দি এক্সেপটেড পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট যে তারা জুমিয়া কলোনী না করে এবং কো-অপারেটিভ না করেও তারা পেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই স্কীমটা ৭২ সালের। সেটা হল এখন আমরা দেখছি যেএকটা জায়গার মধ্যে সবরকম বেনিফিট দেওয়া যায় কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৪।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালে কৈলাসহর বিভাগে কতজন জুমিয়াকে ১৯১০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল ;

২) ইহা কি সত্য যে যাহারা পুনর্বাসন'এর টাকা পাইয়াছেন তাহাদের নিকট হইতে খরচ বাবদ জনপ্রতি ৪০ টাকা আদায় করা হয়েছে,

৩) ইহা কি সত্য এই সম্পর্কে ট্রাইবেল সুপারভাইজারের নামে অভিযোগ করে কৈলাসহরের এস, ডি, ও,র নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে ; এবং

৪) সত্য হইলে এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনে ২২০ জন ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ১৯১০ টাকা প্রকল্পে কৈলাসহর উপ-বিভাগে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২) ইহা সত্য নহে।

হাঁ।

৪) এই বিষয়ে তদন্ত হয়েছিল এবং দেখা যায় যে এই অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, যে পূর্ব কদমছড়ার গাঁওপ্রধান গত ২৬-৭-৭২ ইং তারিখে—টু দি ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট, গভর্ণমেন্ট অবত্রিপুরা, একখানা দরখাস্ত করেছেন এবং যারা দরখাস্তেসইকরেছেন, তাদের নাম হচ্ছে— রাচমণি রিয়াং, পুষ্পজয় রিয়াং, ধনীমোহন ত্রিপুরা, রাইমণি ত্রিপুরা, কীর্তিমণি ত্রিপুরা, জলধর রিয়াং ইত্যাদি ৩০ জন সেই দরখাস্ত করেছে তাদের নিজেদের গাঁওপ্রধানের মাধ্যমে, যার একটা কপি এখানে আছে স্যার, আমি উপস্থিত করতে পারি আপনার কাছে, হাউস যদি চায়, ডিষ্ট্রিক্ট

মেজিষ্ট্রেটের কাছে এই কপি দিয়েছে যে ৪০ টাকা করে তারা ঘুষ দিয়েছেন। এই দরখাস্তমূলে কোন তদন্ত হয়েছে কি, যদি তদন্ত হয়ে থাকে তাহলে গাওপ্রধানকে ডাকা হয়েছে কি, ঐ লোকগুলিকে ডাকা হয়েছে কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—এই যে অভিযোগ করা হয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের কাছে, সেই অভিযোগ এখন জেলা শাসকের কাছে বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই যে দেবীছড়া, কাঞ্চনছড়াতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানে একজন দারোয়ানের নামও আছে, সেই দারোয়ানের কোন অস্তিত্ব নাই, এই অভিযোগও রয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এটা তদন্তাধীন আছে বলেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটাও যেন তদন্ত হয়। মাননীয় মন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে তদন্ত যখন হবে, তখন এই গাঁও প্রধানকে এবং যারা অভিযোগ করেছেন, তাদেরকে ডেকে নেওয়া হবে এবং মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরের মধ্যেই তদন্ত শেষ হবে না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— এস, ডি, ও,র কাছে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে ভিত্তিহীন, আর ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের কাছে যেটা আছে, সেটা তদন্তাধীন আছে

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৭।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে উদয়পুর বিভাগের পিত্রা বাজারে একটি সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

উত্তর

বর্ত্তমানে এমন কোন প্রস্তাব নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০০।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০০ স্যার।

প্রশ্ন

১) অরুন্ধতীনগরে (আগরতলা) কোন সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর ছিল কি ?

২) যদি থাকিয়া থাকে, বর্ত্তমানে উক্ত ষ্টোরের চার্জ্জে কে আছেন এবং কত টাকা মূল্যের ঔষধপত্র আছে ?

উত্তর

১) তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে গণ্ডগোলের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মেডিকাল ষ্টোর সাব ডিপো সাময়িকভাবে খোলা হইয়াছিল।

২) গত জানুয়ারী মাস থেকে এ সংস্থাটি বন্ধ হয়েগেছে

শ্রীমধুসূদন দাস :— সেখানে এটা চালু হওয়ার পর বন্ধ হওয়ার কারণ জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশের রিফিউজিরা যখন এসেছিল, তখন এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তারপর এটা বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চেয়েছিলাম সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যেটা করা হয়েছিল ত্রিপুরাতে সেটা কেন বন্ধ হল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পূর্ব পাকিস্তানে যখন গোলমাল হয়, তখন এটা খোলা হয়েছিল, সেই পার্পাস শেষ হয়ে গেছে, সেইজন্য বন্ধ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ধরণের একটা সেন্ট্রাল ষ্টোরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা চালু রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানানো হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—যদি জানিয়ে থাকেন, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানিয়েছেন এবং কি জবাব পেয়েছেন সেগুলি হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ইং তারিখে ডাইরেক্টার জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেসের নিকট চিঠি দেওয়া হয় এটা চালু রাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তার জবাব কি পাওয়া গেছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর ডিরেকটার জেনারেল অব হেলথ-সার্ভিসেস এর নিকট চিঠি দেওয়া হয় এস, ডি, ওর পোষ্ট টা রাখার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের কাছ থেকে যে চিঠি পাওয়া গেছে তাতে এই পোষ্ট রাখার ইনঅ্যাবিলিটি জানান।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—এইটা কি ঠিক যে এখান থেকে কোন চিঠি লেখা হয় নাই এবং এখানকার মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রি অব হেলথকে এই কথা জানিয়েছেন যে আমরা এই মেডিকেল স্টোর রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না ? এই কথাটা কি ঠিক ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য আছে সেইটা আমি আগেই পেশ করেছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—তথ্য পরিবেশন করেছেন সেইটা আমরা শুনেছি স্যার, কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব হলো না যে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, এখানে এই যে অরুন্ধতিনগরের মেডিকেল স্টোর, আমি একটু টাইম নিতেছি স্যার, সেই মেডিকেল স্টোর সম্পর্কে এখান থেকে লেখা চিঠি সেই হেলথ মিনিষ্ট্রিতে গেছে, আবার ইনফরমেশন হচ্ছে যে ওরা ডেফিনিটলি বলে দিয়েছে যে আমাদের এখানে সেই স্টোর রাখার দরকার বা প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ হচ্ছে এখানে যে স্টোর সেইটা থেকে যে ঔষধ পত্র পাওয়া যায়, সেইগুলি টেষ্টীং এর ঔষধপত্র এবং

যার জন্য যদি সেণ্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থাকে, যদি রাজ্য সরকার ঔষধপত্র নেন তবে এইটা ভাল ঔষধ আমরা পেতে পারি। কারণ এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে করেসপণ্ডেনট করেছি তথাপি যদি চান স্যার, আমি নিজে সেই চিঠিপত্র এখানে পেশ করবো, এখানকার গভর্ণমেন্ট লিখেছে যে আমাদের এখন কোন দরকার নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অশোক বাবু বলেছেন যে এখান থেকে ভাল ঔষধ পাওয়া যায়। এখান থেকে আমাদের এই খবর আছে যে এই স্টোর থেকে ১০ পার্সেণ্ট ডিপার্টমেণ্টেল চার্জ এবং ৫ পার্সেণ্ট কেরিং কষ্ট দিতে হবে, তথাপি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা, হেলথ ডিপার্টমেণ্ট থেকে, আমি ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২, এইটা কণ্টিনিউ করার জন্য লিখেছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য্য, আমি একটা পয়েণ্ট অব অর্ডার রেইজ করছি, এই রকম যদি হয়ে থাকে, মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য্য যা বলেছেন যে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার রোলিং চাইছি এই ব্যাপারে, রোলিং চাইছি এই জন্য যেহেতু একটা করেসপণ্ডেন্স হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এবং যেহেতু সেই করেসপণ্ডেনস হয়নি বলে মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, কাজেই আমি আপনার কাছে রোলিং চাইছি যে সেই সমস্ত কাগজপত্র, কি চিঠিপত্র লিখা হয়েছে সটা আমাদের হাউসে প্লেস করা হউক। আর যদি চিঠিপত্র না হয়ে থাকে, অ্যাডভান্স হিসাবেও যদি হয় তাহলে অন্য সেকশনে যে প্রভিশন আছে সেই প্রভিশন অনুসারে সেইটা এখানে উপস্থিত করা হোক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশায়, যে করেসপণ্ডেনস হয়েছে তার লিষ্ট তার একটা লিষ্ট এই হাউসে বলেছেন যে চিঠি লেখা হয়েছিল তার তারিখ এবং পরবর্তী সময়ে সেই চিঠির উত্তর—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করবো মাননীয় মন্ত্রী মশায়কে যে অ্যাকজেকট লিষ্ট অব দি লেটার তিনি এখানে উপস্থিত করবেন। সেই চিঠির সত্যি সত্যিই কি লিষ্ট আছে সেটা তিনি এই হাউসের কাছে উপস্থিত করুন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চানের উপর যদি কারও কোন অবজারভেশন থাকে তাহলে আমাদের পার্লিয়ামেণ্টের প্রসিডিউরের নিয়ম হচ্ছে যদি তারা উত্তর দ্বারা সেইটিসফাই না হয় তাহলে তার শর্ট নোটিশের উপর ডিসকাশন করতে পারেন। কিন্তু কোয়েশ্চান আওয়ারে যদি কোন ডিবেট হয় তাহলে স্যার, এইটা এখন ডিসকাশন হতে পারে না। তারা প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরে যদি সেটিসফাই না হন তাহলে শর্ট নোটিশের উপর ডিসকাশন করতে পারেন এবং মাননীয় স্পীকার যদি মনে করেন যে আলোচনা করার দরকার আছে সেইটা আলোচনার জন্য দিতে পারেন কিন্তু কোয়েশ্চান আওয়ারে এইরকম ডিসকাশন স্যার, এইটা ঠিক পার্লিয়ামেণ্টারী প্রসিডিউর মত হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ডিসকাশন করেন নি, এইটা পয়েণ্ট অব অর্ডার রেইজ করেছিলেন। তার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অশোকবাবু যে কথা বলেছেন যে উনার কাছে কাগজ পত্র আছে এবং মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন, তিনি যেভাবে বললেন তাতে আমাদের কাছে একটা কন্ট্রাডাকটারি অ্যারাইজ করেছে স্যার, আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি যোগাযোগ করেছেন এবং মাননীয় সদস্য অশোকবাবু কি যোগাযোগ করেছেন সেইটা এই হাউসে লে করলে ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লিষ্ট অব দি লেটার জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চানের মধ্যে যে কথাটা ছিল মাননীয় মন্ত্রীমশায় সেইটার জবাবে বলেছেন যে করেসপণ্ডেনস করে এইটা সাজেশনে রাখা হয়েছে, এইটা রাখা যায় কিনা। তাছাড়া কারদার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চানের উত্তরে বলেছেন যে ১৫ পার্সেণ্ট এক্সট্রা রেট দিতে হবে এই স্টোর থেকে যদি নিতে হয়। সেইজন্য ওটাকে আগে এ্যানকারেজ করা হয় নি। কারণ ১৫ পার্সেন্ট বেশী দিয়ে মালটা আমরা কিনতে রাজী নই। কাজেই ষ্টেটের পক্ষ থেকে ষ্টেটের ইন্টারেষ্টর কোয়েশ্চান থেকে এইটা হয়েছে [illegible] এইটাকে রক্ষা করা যায় কিনা এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সংগে এই সম্পর্কে লেখা হয়েছিল এবং জবাবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এইটাকে এগ্রি করেছে কিন্তু এখানকার যে স্টোর হল সেই স্টোর বলেছে যে ১৫ পার্সেণ্ট এক্সট্রা লাগবে যেটা আমরা যেখান থেকে আনছি, তার উপর আমাদের আরও ১০ পার্সেণ্ট এ্যাক্সট্রা দিতে হয় যদি এই স্টোর থেকে মাল কিনতাম। সেই জন্য ষ্টেটের ইনটারেষ্টের দিকে লক্ষ্য করে এই কাজটা করা হয়েছে যে এটাকে আর এ্যানকারেজ করা যায় না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—একটা কথা স্যার, আমি যে কথাটা বললাম, আমি বলেছি যে অন দি কনট্রেরী সেন্ট্রাল স্টোর যাতে না থাকে সেইভাবেই বলা হয়েছে। এখন সেইটা, ইট ইজ ভেরী ক্লিয়ার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই কথাটা যদি আগে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলতেন তবে এই কথাগুলি বলার দরকার ছিল না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় সব কথাই বলেছেন হয়তো ব্যাখ্যাটা ঠিকমত হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যিনি এই চার্জে আছেন মিঃ নাথ, তিনি আমাদেরকে মিস লিড করছেন। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন ইন আওয়ার ইনটারেষ্ট এইটা আমি পারসিউ করি নি। কাজেই এই দুইটা কথার মধ্যে কনট্রাডাকটরি হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মিনিষ্টার মিসলিড করেছেন এইটা মিসলিডের করার প্রশ্ন নয়। উনি কথাটা বলেছিলেন যে ৫ পার্সেণ্ট কিন্তু সঠিক এ্যাক্সপ্লেইন করা হয়নি, ঠিকমত। সেইটা মিসলিডের প্রশ্ন নয়। এইটা ব্যাখ্যা করার প্রশ্ন। সেখানে কথা হলো যে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে লেখা হয়েছিল. তাকে প্রেস করা হয়েছিল যে এইটা রক্ষা করা যায় কিনা। কিন্তু সেনট্রাল স্টোর বলেছে যে আমাদের ১৫ পার্সেণ্ট বেশী দিতে হবে। এই কারণে আমরা এইটাতে ইন্টারেষ্টেট হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে তারা যদি সেনট্রাল স্টোরের প্রয়োজন অনুভব করে থাকেন তাহলে সেনট্রাল স্টোর রিজার্ভ করার জন্য তারা কি কি স্টেপ নিয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অলরেডি আমরা স্টেপ নিয়েছি, একটা সেনট্রাল স্টোর গড়ে উঠেছে এবং আশা করছি অল্প দিনের মধ্যেই সেইটা গড়ে উঠবে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—স্যার, আমাদের এখানে যখন সেই সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরটি চালু ছিল তখন ঐ ষ্টোরের চার্জে কে ছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—শ্রী পি, বি, বিশ্বাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—ইহা কি সত্য নয় যে ঐ সেন্ট্রাল ষ্টোরের চার্জে যিনি ছিলেন তার কারচুপির জন্যই ষ্টোরটি ধ্বংশ হয়ে গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ধ্বংশ করতে চান নি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটাতো ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কনসার্ন নয়, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ষ্টোর।

শ্রীমধুসূদন দাস :--স্যার, যিনি এই ষ্টোরের চার্জে ছিলেন, তিনি কি রাজ্য সরকারের থেকে কোন সহযোগিতা পান নাই, এটা ঠিক নয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, এই প্রশ্ন অনেকবার আলোচিত হয়েছে এবং আমরা আমাদের দিক থেকে বলেছি যে আমাদের ষ্টেটের ইন্টারেষ্টে আমরা এটাকে এখানে রাখি নি এবং ফিফটিন পারসেন্ট বেশী দিয়ে আমাদের এটাকে এখানে রাখা উচিত নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি জানতে চাই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তাহলে কি আমাদের সংগে ব্যবসা করতে চেয়েছিল?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তারা আমাদের কাছে ডিপার্টমেন্টাল চার্জ টেন পারসেন্ট আর ফরওয়ার্ডিং চার্জ ফাইভ পারসেন্ট চেয়েছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যেখানে ফিফটিন পারসেন্ট আমাদের বেশী দিতে হচ্ছে, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের সংগে ব্যবসা করছেন, এটা আমাদের ধরে নিতে হবে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কনসার্ন, ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এর মধ্যে কিছু করার নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—স্যার, যেখানে চীফ মিনিষ্টার নিজেই বলছেন যে ফিফটিন পারসেন্ট আমাদের বেশী দিতে হচ্ছে, সেজন্য আমরা এটাকে এখানে রাখতে চাইনি। তাহলে তারা কি আমাদের সংগে ব্যবসা করছে না?

মিঃ স্পীকার :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপারে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের উত্তর দেওয়ার কি আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা যে রিলেটেড কোয়েশ্চান, স্যার।

শ্রীতাপস দে :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে কি কারণে ফাইভ পারসেন্ট আর টেন পারসেন্ট বেশী দিতে হল, আমরা জানতে পারি কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এটা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অন্যান্য রাজ্যে যেখানে নাকি এই সেন্ট্রাল স্টোর আছে, তাদেরকেও এভাবে চার্জ করা হয়ে থাকে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা এখানকার মন্ত্রীরা কি ভাবে জানবেন, আমি তো বুঝতে পারছি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, আমি মনে করি অন্য ষ্টেট কি দেয় না দেয়, সেই কোয়েশ্চান এখানে উঠতে পারে না।

শ্রীমংছাবাই মগ :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫৬।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—থার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১২৫৬, স্যার।

	প্রশ্ন	উত্তর
১)	ত্রিপুরায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা আনুমানিক কত?	১,২৪৫ জন।
২)	ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে?	এমন কোন তথ্য নেই।
৩)	যদি তাহা সত্য হয়, তবে সরকার ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?	২নং প্রশ্নের উত্তরের পার-প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমংছাবাই মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ত্রিপুরাতে দিনের পর দিন বেড়ে চলছে. কাজেই এই সম্পর্কে নূতন করে তথ্যানুসন্ধান করতে রাজি আছেন কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ভবিষ্যতে এই তথ্য নেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ১,২৪৫ জন বলে আপনি এখানে বলেছেন, কিন্তু এর আগে অর্থাৎ ২।৩ বছর আগে এই রোগীর সংখ্যা কত ছিল, সেই রকম কোন তথ্য আপনার কাছে আছে কিনা এবং থাকলে সেটা আমাদেরকে জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এখন যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, এটা ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যে স্যাম্পল সার্ভে করা হয়েছিল, সেই সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এরপরে আর কোন সার্ভে এই সম্পর্কে করা হয়নি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কত, সেটা তিনি দেন নি, তিনি যেটা দিয়েছেন সেটা ঐ ১৯৬১ সালের যে সার্ভে হয়েছে, তার রিপোর্টের ভিত্তিতে দিয়েছেন। কাজেই ২নং প্রশ্নে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এবং তিনি যে উত্তর দিলেন, সেটা কেমন করে দিলেন আমি বুঝতে পারছি না, তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটা যেন আমাদের বুঝিয়ে বলেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি তো বলেছি যে এর পরে আর কোন স্যাম্পল সার্ভে এই সম্পর্কে করা হয় নি।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :—স্যার, এই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কিনা [illegible] হলে তিনি বলেছেন বাড়েনি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সার্ভেই যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বাড়ছে কি কমেছে তিনি কেমন করে জানলেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, আমি ১নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি—১,২৪৫। আর ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি—এমন কোন তথ্য নে ।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রি মহোদয় জানাবেন কি যে এই কুষ্ঠ রোগটা কন্টাজিয়াস কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এর মধ্যে সবগুলি কন্টাজিয়াস নয়, মোট ১,২৪৫টি কেসের মধ্যে ৯১৬টি নন-কন্টাজিয়াস।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বহু কুষ্ঠ রোগী বাজারে বসে তরিতরকারী বিক্রি করে. কাজেই সেই রোগের জীবাণু অন্যান্য মানুষের শরীরে সংক্রামিত হতে পারে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের ভি, এম এবং জি, বি, হাসপাতাল ছাড়াও ত্রিপুরার মধ্যে অন্যান্য যে সব হাসপাতাল আছে, তাতে কতজন কুষ্ঠ রোগী তাদের নাম হাসপাতালে রেজিস্ট্রিং করেছে, তার মোট সংখ্যাটা কত আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :– আজ পর্য্যন্ত যেটা আছে, সেটার কথা তো আমি বললাম যে মোট ১,২৪৫ জন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে কতজন কুষ্ঠ রোগী চিকিৎসাধীন আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার সংখ্যাটা জানাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে এটা কিছুটা সংখ্যা আছে। এটা কন্টেজিয়াস ডিজিস, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি কিছু সংখ্যক লেপ্রোসী আছে কন্টেজিয়াস।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কোন সেগ্রিগেটেড কলোনী এখানে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন কলোনী নাই। তবে যদি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ফিফথ প্ল্যানে এই রকম কোন স্কীম এনকারেজ করে তাহলে আমরা চিন্তা করব।

শ্রীবি, দাস :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে বাঁকুড়াতে একটা লেপ্রোসী কলোনী আছে ? সেই খবরটা জানেন কি ? যদি জানা থাকে তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তার জন্য একটা সেগ্রিগেটেড কলোনী করার কোন পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্ন যা ছিল তার জবাব দেওয়া হয়েছে। যে ফিগারটা দেওয়া হয়েছে সেটা সম্ভবত ১৯৫৯-৬১ সনে যে সার্ভে হয়েছিল। এর পর সার্ভে করা হয়নি বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হল পরে যতগুলি প্রশ্ন আসছে সবগুলি আসছে নতুন সার্ভে যদি হয় তাহলে এই সবগুলি কোয়েশ্চানকে আনসার করা যায়। তবে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে এই সম্পর্কে নতুন-ভাবে সার্ভে করে প্রকৃত রিপোর্ট কি আছে কিনা সেটা হাউসকে জানাতে পারব। আর কলোনী কর সম্পর্কে সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া আজকাল কলোনী করার ব্যাপারে এনকারেজ করছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন যে যতদিন না সার্ভে হচ্ছে যারা লেপ্রোসী পেসেন্ট তারা টি, বি, পেসেন্টের মতই একটা ভাতা পাবেন? তারা তো কর্মক্ষম নয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের যেসব কেস আমাদের কাছে আসছে, তার জন্য লেপ্রোসী ইউনিট আছে। তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন কিন্তু প্রকৃত সার্ভে যেটাকে নমুনা সার্ভে বলে, সটা আর করা হয় নি। এটা করা হবে। আমরা বুঝতে পারছি যে হাউসের এই সম্পর্কে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন। সেই প্রশ্ন উঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সার্ভে না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাকে কাকে ভাতা দেওয়া হবে, কতজনকে দেওয়া হবে সেই প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— যদি কোন গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার লেপ্রোসী পেসেণ্ট বলে ডিক্লেয়ার করে, যেমন টি, বি, ভাতা তো যাকে দেওয়া হয় না, তেমনি লেপ্রোসী পেসেন্ট হিসাবে যদি কেউ ডিক্লেয়ার হয় তাহলে তাকে একটা ভাতা দেওয়া হবে কি না? তারা তো কাজ কর্ম করে খেতে পারে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে যে আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছি, মোবাইল ইউনিট আছে, ডিসপেনসারীতে কিছু কিছু অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে কাজেই ভাতা দেওয়ার প্রশ্নটা উঠে না। যদি উঠে তাহলে সেটা ভেবে দেখা হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে লেপ্রোসী ডিপার্ট-মেন্ট আছে কিনা এবং থাকলে তার কর্মী সংখ্যা কত?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের একটা মোবাইল ইউনিট আছে এবং ডিসপেনসারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের মধ্যেও এই মেডিসিন দেওয়া হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমি বলছিলাম যে যদি লেপ্রোসী ডিপার্টমেন্ট থাকে তাহলে কতজন কর্মী সেখানে কাজ করছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন ডাক্তারের নাম বলতে পারি। অন্যান্য কর্মীদের নাম বলতে পারব না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে লেপ্রোসী ইউনিটে ৭২—৭৩ ইং আর্থিক বৎসরে ৮টা পদ খালি থাকা সত্বেও এইগুলি পূরণ করা হয় নি কেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মুহূর্তে আমি এই কথার উত্তর দিতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জেনে নিয়ে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সেপারেট কোয়েশ্চান করলে বলতে পারি।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি লেপ্রোসীর জন্য যেটা বাজেটে ধরা হয়েছে তাতে লেপ্রোসী পেসেন্টদের সাহায্য দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা সেখানে আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যদি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কলোনী এনকারেজ করে তাহলে আমরা করব।

শ্রীবি. দাস :— সেগ্রিগেটেড করে যদি না রাখা যায় তাহলে রোগটা ছড়িয়ে পড়বে এটা স্বীকার করবেন কি না এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথা বলছি। সেজন্য সেগ্রিগেটেড করে রাখার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৮ই জানুয়ারী ১৯৭৩ সুভাষ পাল নামে একজন কিশোর যথা সময়ে কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ইনজেক্শান নেওয়া সত্বেও জলাতঙ্ক রোগে জি, বি, হাসপাতালে মারা যায় ;

২। ইহা কি সত্য যে সরকারী গুদামে অযত্নে নষ্ট হয়ে যাওয়া ইনজেকশান দেওয়ার ফলেই সুভাষ পালের জলাতঙ্ক রোগ হয় এবং মৃত্যু ঘটে ;

৩। যদি ইহা সত্য হয় তবে এইরূপ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইনজেক্শান ব্যবহারের নির্দ্দেশ দাতা ও প্রয়োগকারীর কি শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে ?

উত্তর

১। না, জলাতঙ্ক রোগে মারা যায় নাই।

২। না।

৩। ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই আগরতলা শহরেই ৭ জন এই রকম কুকুরের প্রতিষেধক ইনজেক্শান নেওয়া সত্বেও মারা গিয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭ জনের কথা বলতে পারছি না, তবে সুভাষ পাল সম্পর্কে বলতে পারি।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ইনজেকশানের প্রপার স্টোরেজের ব্যবস্থা আছে কি না এখানে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রপার স্টোরেজের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীবি, দাস :— সেটা কি ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোধ হয় রিফ্রেজেটরে রাখার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীবি, দাস :— এখানে রিফ্রেজেটর চালু আছে কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— এই যে ১৮ই জানুয়ারী তারিখে সুভাষ পাল নামে কোন লোক জি বি, হাসপাতালে মারা গেছেন কিনা এবং মারা গেলে তিনি কি রোগে মারা গেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মারা গেছে। সুভাষ পাল নামে একজন ১৩ বৎসর বয়স্ক রোগী ৮/১/৭৩ ইং তারিখে জি, বি, হাসপাতালে মারা যায়। রোগীকে ডঃ পি, সি, দাশগুপ্ত, এম, ডি, এর তত্বাবধানে ৩ | ১ | ৭৩ তারিখে ভর্ত্তি করা হয়। রোগীকে এন্টিরেবিক ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়েছিল। ইনজেকশান দেওয়ার পর এন্টি পলিমাইটিস দেখা দেয় এবং ইহাতেই রোগী মারা যায়। ইহা জলাতঙ্ক নয়। ইনজেক্শানে এই রকম কমপ্লিকেশন কম হলেও এই রকম ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছে যে প্রতিষেধক ইনজেকশান দেওয়ার পরই মারা যায়। এখন যে উত্তরটা উনি বললেন তাতে বলেছেন ডা: পি, সি, দাশগুপ্তের তত্বাবধানে রাখা হয় এবং এন্টিরেবিক ইনজেকশান দেওয়া হয়। প্রতিষেধক এবং এন্টিরেবিকে তফাৎটা কি ? এই দুটো কথা কি এক স্যার ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই এন্টি-রেবিক ইনজেকশান দেওয়ার পরে তার এন্টি পলিও মাইটিস রোগ দেখা দেয়। সেই রোগে মারা যায় বলে আমি বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে রি-একশানের কথা বলেছেন সেটা ঐ ইনজেকশানের রি-একশান কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যদিও তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথাপি তিনি ডাক্তার নন। আমার মনে হয় তিনি উত্তর দিতে পারবেন না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অথরিটি থেকে বলছি যে এন্টিরেবিক ইনজেকশান দিলেও হতে পারে।

Mr Speaker—Question hour is over. The Ministers may lay on the he Table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Starred Question which were not answered orally.

Now the next business of the House is Voting of Demands.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার একটা বক্তব্য উপস্থিত করছি। অনেকগুলি টেলিগ্রাম আমরা পেয়েছি, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, কৈলাশহর, রাঙামাটি এবং চিঠি পেয়েছি সোনামুড়া এবং উদয়পুর থেকে যে চাউল তারা পাচ্ছে না রেশন শপ থেকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গিয়েছিলেন এবং আমরা যতটুকু জানি চাউল সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা চাই কি ব্যবস্থা হয়েছে—কারণ আগরতলা সহরেও যে তথ্য সংগ্রহ আমরা করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যতটুকু চাউল রেশানশপে পাওয়া দরকার, সেইটুকু তারা পাচ্ছে না। খোয়াই থেকে আমি জেনে এসেছি যে সপ্তাহে সেখানে রেশন শপে একদিনের চাউল সরবরাহ করার কি ব্যবস্থা হয়েছে সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা ষ্টেটমেন্ট করতে বলছি। তিনি বলুন কোন্ সময়ে সেটা করবেন। আমরা সেইজন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এই অবস্থা চলতে থাকলে—আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতেও লিখেছি যে আমাদের সব পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বৈঠক ডাকতে সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে এটার সুরাহা করা যায়। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে তিনি কি কাজ করে এসেছেন দিল্লীতে, অথবা আসামেও নাকি তিনি গিয়েছিলেন, সেখানে কি করে এসেছেন, আমাদের চাউলের ব্যাপারে সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি কোন্ সময়ে তিনি দিতে পারবেন, সেটা জানালে আমরা খুশী হব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা : —এখানে যে মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে চাউল এবং গম দেওয়া হচ্ছে, আমরা খোয়াই দেখছি যে গম দেওয়া হচ্ছে না। মোহনপুর কোন খানে চাউল নাই, রেশনের কার্ড আছে, অথচ তারা চাউল পাচ্ছে না, সেইদিক থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করে এলেন দিল্লী থেকে, এখানে একটা বিবৃতি দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ের কোন ষ্টেটমেন্ট দিতে চান তাহলে তাকে নোটিশ দিতে হবে তারপর আমরা আলোচনার দিন ঠিক করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি বলুন না যে, আজকের মধ্যে যদি কিছু উপস্থিত হয় অথবা তিনি যদি মনে করেন তাহলে তিনি ভোট অব ডিমাণ্ডের আলোচনা ডিষ্টার্ব করেও ষ্টেটমেন্ট দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর নির্ভর করছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সেইজন্যই মুখ্যমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দিচ্ছি, তিনিই বলুন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনগতভাবে কি আছে আমি জানি না।

মিঃ স্পীকার :—আমি আইনের কথা বলেছি। আপনি যদি ষ্টেটমেন্ট দিতে চান, নোটিশ দিতে হবে সেই নোটিশের উপর আমরা তারিখ এবং টাইম স্থির করব।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কি বেসীসের উপর ষ্টেটমেন্ট করব সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। আইনে যদি না থাকে তাহলে ষ্টেটমেন্ট করা যায় কি না জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আইনে আছে মুখ্যমন্ত্রী যে কোন সময়ে ষ্টেটমেণ্ট করতে পারেন তবে স্পীকারের পার্মিশান নিতে হবে যে এই ব্যাপারে আমি ষ্টেটমেণ্ট করতে চাই। কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমগ্র রাজ্য এই সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। আপনি দিল্লী ঘুরে এলেন এবং সেখানে তিনি কি করে এলেন সেটা আমরা জানতে চাই। হাউস ইন সেশান, কাজেই আমি মনে করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরএই বিষয়ে এখানে বিবৃতি দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি হাউসে ষ্টেটমেণ্ট চাইছেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ দিতে হবে। তাছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন, তাহলে মেম্বারদের সংগে তাঁর কক্ষেও এই বিষযে আলোচনা হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই হাউসে আমরা চাইছি।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ষ্টেটমেণ্ট দিতে আমার কোন অসুবিধা নেই, যতটুকু হয়েছে আমি সেটা বলতে পারি। এটা যদি আইনের দিক থেকে মোশান এনে ষ্টেটমেণ্ট করতে হয়, তার জন্যও আমি অপেক্ষা করতে পারি। অথবা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মনে করেন এখনই আলোচনা হওয়া দরকার, তাহলে তাঁদের সংগে আমি এখুনই আলোচনা করতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বললেন যে তিনি ষ্টেটমেণ্ট দিতে পারেন আমরা যদি চাই এবং তিনি নিজেও যদি চান তাহলে স্পীকারকে লিখতে পারেন। এখন কোনটা করা হবে তিনি নিজে চান কিনা যে সেই সম্পর্কে আলোচনা হউক বা উনি নোটিশ দেবেন কিনা, সেই সম্পর্কে উনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে চাউলের এ্যালটমেণ্ট ছিল, ৩ প্লাস ১ আটা এটা মান্থলি এ্যালটমেণ্ট করা হয়েছিল, তার উপর আবার একস্ট্রা দেওয়া হচ্ছে এপ্রিল মাসের জন্য ২ প্লাস ১ তারপর জানুয়ারী মাসে ১ হাজার টন এসেছে আর আসাম গভর্ণমেণ্ট আমাদের অবস্থা শুনে ওরা আমাদের দিচ্ছেন ১ হাজার টন। এইটুকু আমি বলতে পারি এই পর্যন্ত ত্রিপুরার সিচুয়েশানটা মিট আপ করার জন্য ৯ হাজার টন সার্বসাকুল্যে এসেছে এপ্রিল মাসের মধ্যে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—শুধু একটা ইনফরমেশান চাইছি—যেহেতু তিনি ষ্টেটমেণ্ট করেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কত চাউল এবং আটা আশা করতে পারি তার একটা ধারণা দিতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের যে অ্যালটমেণ্ট, চাউলের যে অ্যালটমেণ্ট ছিল ৩+১ আটা এইটা মান্থলি আলটমেণ্ট ছিল। তার উপর এ্যাকস্ট্রা দেওয়া হয়েছে এপ্রিল মাসের জন্য ২+১, তারপর জানুয়ারী মাসের যেটা আমাদের

এলটু করা ছিল আরও এক হাজার টন আসছে। আসাম গভর্ণমেন্ট আমাদের অবস্থা, আমাদের সিচুয়েশন বিচার করে ওরা আমাদেরকে দিচ্ছেন ১ হাজার টন। এইটুকু পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি যে ত্রিপুরার সিচুয়েশনটা ইনক্রিজ করার জন্য ৯ হাজার টন সর্ব্বসাকুল্যে আসছে এপ্রিল মাসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা ইনফরমেশন চাচ্ছি যেহেতু তিনি এখানে একটা ষ্টেইটমেন্ট করেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কতটা চাউল এবং আটা পেতে পারি তার একটা ধারণা দিতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আটা বোধ হয় আমরা এখনই দিতে পারি কিছু কিছু করে এবং সেই আটা আছে আমাদের ষ্টকে, সেইটা এখনই দিয়ে দিতে পারি প্রতিটি রেশন দোকানে এবং সেইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে এবং চাউল আমরা বাই দি ১৫ অব দিস মান্থ আশা করছি যে এর মধ্যে একটা মেজর পোরশন এসে যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—আর একটা ইনফরমেশন চাচ্ছি যে যেহেতু আমাদের ট্রান্সপোর্ট কম সেই জন্য অর্থাৎ গোডাউন থেকে সেন্টারগুলিতে পাঠানোর জন্যে কোন একস্ট্রা ট্রেন্সপোর্ট এ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে কি না যাতে প্রতিটা জায়গাতে সেই রেশনটা ঠিক ঠিকভাবে পৌছায়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যতটা অ্যাভেইলেবল সবটাই করা হচ্ছে। যদিও কোয়েশ্চান আকারে এসে যাচ্ছে ক্লারিফিকেশনের জন্য তবু আমি উত্তরটা দিচ্ছি এই জন্য যে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমি হয়তো একটু বাহিরে গিয়েও জবাব দিচ্ছি।

Mr. Speaker—Next item of the business of the lav voting of demands for grants 1973—74. To-day in the list of business 7 demands for grants, Demand No. 27—Public Works, Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works, Demand No. 41—Capital Outlay on public Works, Demand No. 25—Irrigation. Nevigation Embankment & Drainage Works. Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Nevigation, Embankment & Drainage works. (Non-Commercial), Demand No. 26 -Electricity Schemes, Demand No. 40—Capital Outlay on Electricity Schemes. Moreover, there are two demands, Demand No. 14—Education, Demand No. 2—Land Revenue were in the list of business of 9th April '73 will be taken up first to-day the 10th April '73. Now I would request Hon'ble leader of the opposition to start his discussion on demand for education.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ব্যয় বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী দাবী করা হয়েছে। এটা ঠিকই যে একটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির উপর তার অন্যান্য সামাজিক অর্থনীতির কাঠামোটা অনেক খানি নির্ভর করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকার তার বাৎসরিক রিপোর্ট স্বীকার করেছেন যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে লেস সাপোর্ট ওয়াজ গিভেন টু প্রাইমারী এ্যাডুকেশন। তাদের কথায়, তাদের ভাষায় যে প্রথমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা যা বলেছেন ৩টা জিনিসের উপর তারা শিক্ষার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দিতে বলেছেন। একটা হচ্ছে প্রমোট গার্লস এ্যাডুকেশন দ্বিতীয় হলো রিডিউস ওয়েষ্টেজ অ্যাণ্ড ষ্টেগনেশন। তৃতীয় হলো এ্যাডুকেট

সিডিউল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল ট্রাইব ল্যাণ্ডলেস লেবার। কথাগুলি খুবই ভাল। প্রথম কথা হলো নারী শিক্ষা যা আমরা দেখছি শতকরা ৭, ৮, ১০ আমাদের এক এক সাব ডভিশনে। এই নারী শিক্ষাকে বাড়াতে হবে। সেইটা বাড়াতে হলে কি করতে হবে, না নারীদের এ্যাড়-কেশন সর্বস্তরে ফ্রি, তাদের দিক থেকে, যদি মেয়েরা না আসে তাহলে অ্যাটেনডেন্স বোনাস দিতে হবে, বই পত্র দিতে হবে, কাপড় জামা দিতে হবে। নানাভাবে নারী শিক্ষা যাতে বাড়ে সেই দিক থেকে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। দ্বিতীয়টা হলো কি, রিডিউস ওয়েষ্টেজ অ্যাণ্ড ষ্টেগনেশন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিষয়টার উপর বিভিন্ন কমিটি রায় দিয়েছে, আমাদের একটা ছেলে ওয়ান থেকে ক্লাশ টেনে যেতে পারে না, কেন যেতে পারে না? কেন এই ওয়েষ্টেজ? এইটা সম্পর্কে কোন তদন্ত, কোন ইভেলিউয়েশন, এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এ্যানরলমেন্ট দেখানো, এক বছরের পর আর এক বছর কোথায় কার নাম লেখানো হয়েছে তাই দিয়ে বগল বাজানো হচ্ছে দেখ, আমরা শিক্ষায় কি রকম অগ্রগতি করেছি। কিন্তু আসল কথা হলো ওয়েষ্টেজ কেন হচ্ছে, ষ্টেগনেশন কেন হচ্ছে সেই কারণগুলি দেখা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব এবং ল্যাণ্ডলেস এখানে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবকে কিছু কিছু সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য যারা তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। যেমন একটা বোর্ডিংএ গেলে তারা বোর্ডিং পান না। সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব বা অন্যান্য ল্যাণ্ডলেস তারা যদি কোন বোর্ডিংএ যান তারা সেখানে জায়গা পান না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে শিক্ষা শুধু কতকগুলি সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে না। অর্থনৈতিক কাঠামো যদি ভেংগে পড়ে তাহলে সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক থাকতে পারে না। সেই সম্পর্কে আমি পরে বলছি। আরও কয়েকটা বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দিতে বলেছেন। একটি হচ্ছে রিজনেল ল্যানগুয়েজ সেন্টার। অর্থাৎ মাতৃ ভাষায় শিখাবার জন্য এমন একটা সেন্-টার তৈরী করে তারা অনবরত চেষ্টা করে যাবে যাতে শিক্ষা মাতৃভাষায় হয়। না বাংলা, না ত্রিপুরী, না অন্যান্য সংখ্যালঘুর ভাষা কোন দিক থেকেই সেইটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিষয়ে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে আমি আর একটা বক্তব্য রাখছি যে আমাদের এখানে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু আগরতলা তাদের একজন যদি কলেজে ভর্তি হয় তাহলে সেখানে তাদের থাকবার একটা জায়গা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে আগরতলায় মুসলিম বাড়ীঘর প্রায় সবই উঠে গেছে। কাজেই আজকে যদি সোনামুড়া থেকে, ধর্মনগর থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে পাশ করে যদি আগরতলায় পড়তে আসে, তাদের কোন সুযোগ নেই। আমরা দেখছি মাইনরিটি সম্পর্কে যে একটা অবহেলা, সেই অবহেলাটা আমরা দেখছি। আমাদের এই যে বরাদ্দ তার মধ্যেও কোন প্রতিশ্রুতি নেই যে এখানে মুসলিম হোষ্টেল বা কিছু করা হবে যাতে এখানে মুসলিম ছাত্ররা থেকে পড়াশুনা করতে পারবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বোক প্রোগ্রাম এইটা ইন্টারনেশনেল। এইটা বলা হয়েছে যে বই নেশনেলাইজ কর। আমরা দেখছি যে ক্লাস ওয়ান/টুয়ের বই সেইটাও তারা এখন পর্যন্ত ঠিক ঠিকভাবে দিতে পারছেন না। বই ছাপানোর কথা বলা হয়েছে, একটা প্রেস ভুবনেশ্বরে করা হয়েছে এই রিজিয়নের জন্য যাতে এই পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হতে পারে অল্প

খরচে এবং তার জন্য জার্মান থেকে বিনা পয়সায় প্রেস দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই যে ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে কেন সেই সমস্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাদের সঙ্গে কি করেসপনডেন্স হয়েছে যে আমাদের বই ছাপানো হবে কিনা? এবং তারা যদি না পারেন, তবে সেই-গুলি করা হয়েছে কেন আমি জানি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফ্রি এ্যাডুকেশন আপটু ক্লাস এইট। কোথায় কোথায় আছে আমি বলছি, অন্ধ্র, গুজরাট, হরিয়ানা, জন্মু কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাইশর, নাগাল্যাণ্ড, পূর্ব্ব পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ুতে আছে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত এ্যাডুকেশন ফ্রি। ফ্রি মানে কি, সব কিছুই এ্যাডুকেশনের ফ্রি। কাজেই এই ধরণের আমাদের এখানে কেন করা হচ্ছে না আমরা সেইটা বুঝতে পারছি না। মিড-ডে মিল্ক, কিছুদিন দেওয়া হতো কিন্তু এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কি কারণে বন্ধ করে দেওয়া হলো এই খরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে ছেলেরা খেতে পায় না, দুপুরবেলা সেই খাওয়ার বিষয়টা উঠে গেল কেন, যে খাওয়ার বিষয়টা আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য নিয়ে করা হতো। মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডাল্ট এ্যাডুকেশন, অ্যাডাল্ট এ্যাডুকেশন যেটাকে আমরা সোসিয়েল এ্যাডুকেশন বলি। এই একটা দপ্তর রাখা হয়েছে একজন ডেপুটি ডিরেক্টারের হাতে, তিনি সেখানে সর্বেসর্ব্বা। সেখানে তাদের কি করতে হবে, তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন বলা হলো তোমাদের নিউ মেথড অব টিচিং, গাছপালা লাগাও, বাগান তৈরী কর, তারকাটার বেড়া দাও তাহলে সব নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান হয়ে যাবে। কি মাথার মধ্যে আছে, না শিক্ষকদের বুঝাতে পারছেন না সোসিয়েল এ্যাডুকেশান ওয়ার্কারদের বুঝাতে পারছেন। তার নিজের মাথার মধ্যে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। অথচ এই সমস্ত লোক দিয়ে একটা দপ্তর চালানো হচ্ছে যে অ্যাডাল্টদের আমরা এ্যাডুকেশন দেবো। আমি জানিনা এর ফল কি হয়েছে। এর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। গান্ধীজী এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক জাতীয় শিক্ষা হিসাবে, তিনি বলেছিলেন, এ্যাকটিভিটিজ অব বেসিক এডুকেশন। আমি দেখছি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক শুধু মাথার সমাজের এটা একটা মূল ভিত্তি। কারীগরী শিক্ষা হচ্ছে মূল ভিত্তি। একটা লোককে হাতে শিখানো হবে বলে কোন কথা নেই। মাথার কাজে আর হাতের কাজের মধ্যে আলাদা কিছু নাই। এই যে শিক্ষা এটা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা, এই শিক্ষায় চরিত্র গঠন করা হয়। স্যার, এটা আজ পর্যান্তও আমাদের এখানে হতে পারে নি। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে যেখানে টাকা নয়, সবকিছু বাঁচার জন্যই করা হয়, সেখানে এই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা তৈরী করা, কিন্তু এখানে এটা হতে পারে না। যেখানে এই শিক্ষায় কলকারখানাগুলি ভেঙ্গে পড়ছে, যেখানে কুটির শিল্পগুলি ভেঙ্গে পড়ছে, যেখানে কামার, কুমার এবং ছুতার যারা কারীগরী বিদ্যায় জন্মের থেকে অভ্যস্ত, তারা যেখানে তাদের জাতীয় শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে সেখানে এই বেসিক এডুকেশন করে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের নিয়ে নাঙ্গল ধরানো শিখানো হচ্ছে। আমি আরও দেখেছি যে যিনি ইঞ্জিনিয়ার তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং করেন না, তিনি ব্যবসা করেন, যিনি ডাক্তার তিনি ডাক্তারী করেন না তিনি অন্য ব্যবসায় মানি লেণ্ডিং করবেন, যিনি শিক্ষক, তিনি শিক্ষকতা করবেন না তিনিও মানি লেণ্ডিং করবেন যদি সেখানে বেশী টাকা পাওয়া যায়, তিনি তার কাজ করবেন না।

শিক্ষকতা, ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এটা সেই বিদ্যাকে উন্নত করার জন্য নয়, টাকা রোজগারের জন্য। স্যার, তাই বলছিলাম যে যেখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে টাকা রোজগার করা, সেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আশা করা বৃথা। সেজন্য আমরা দেখি কি? সেজন্য আমরা দেখি স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে শিক্ষা পদ্ধতিতে একটা অরাজকতা চলছে। আজকে পরীক্ষার হলে পুলিশ পাহারা ছাড়া পরীক্ষা হয় না। এটা কাদের কথা, এই অবস্থা আজকে আর চলতে পারে না। আর ওয়েস্টেজ যদি বলেন, তাহলে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ওয়েস্টেজ। এখন শতকরা ২৫/৩০ জন পাশ করানো হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে কি? না রেষ্ট্রিকশান অব এডুকেশন যেটা আমি জেনারেল ডিসকাশানের সময় বলেছি, সেজন্য আমি আর এটাকে বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। যেমন একজন বড়পাথারী স্কুলে ছাত্ররা ধর্মঘট করছে। কারণ হাই স্কুল আছে, তাই স্কুল দেবেন টিচার দেবেন না, সেখানে ১৪ জন টিচার্স আছেন, ইংরেজীর টিচার নাই, বাংলার টিচার নাই। আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম, তারা বলেছে হেড মাষ্টার বাবু উদয়পুরে থাকেন, তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, তাকেই রাখতে হবে কারণ তিনি এখানকার শাসকগোষ্ঠীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তিনিই এ্যালাউ করেন, সেখানকার শিক্ষকদের মহাজনী করতে। আমি নাম বলতে পারি যারা সেখানে মহাজনী করছে, শিক্ষকতা করছেন না, কাজেই তাদেরকে রেখে দিতে হবে এবং সেই স্কুলে ১০/১১ মাষ্টার নিয়ে একটা স্কুল চালাবেন যেখানে নাকি শত শত ছাত্র রয়েছে, কারণ হচ্ছে তাদেরকে লেখাপড়া শেখবার কোন দিকে নাই। স্কুল নামে মাত্র থাকা হবে, কেন না সেখানে রেস্ট্রিকশান অব এডুকেশন চলছে, ১৫/২০ জন ছাত্রের বেশী যাতে পাশ না করতে পারে সেজন্য এই রকম ব্যবস্থা করা করে রেখেছেন আর তারই জন্য দেখছি ইউনিভার্সিটি নাই, মেডিকেল কলেজ নাই, হাই স্কুল যেখানে আমাদের দরকার এখন পর্যন্ত আরও ৮০টি, আমি নামের লিষ্ট দিয়েছি এবং এখন আবার দিতে পারি কিন্তু সেখানে ৫টি করে হাই স্কুল প্রতি বছর লটারী করে দেওয়া হবে এবং লটারী করে দিলে নিশ্চয় সব সব লটারী সেই সব ভাগ্যবানদের কাছে গিয়ে পড়বে, স্কুল খোয়াই পশ্চিম পাহাড়ে পড়বে না যেখানে ৯০ হাজার লোক এবং যাদের অধিকাংশ পাহাড়ী এলাকার লোক যাদের লেখাপড়ার কথা এখানে এত বড় করে বলা হচ্ছে—এডুকেশন অব সিডিউল্ড কাষ্ট এ্যাণ্ড ট্রাইবস এ্যাণ্ড ল্যাণ্ডলেস। আমি জানতে চাই এই সব সিডিউল্ড কাষ্ট ট্রাইবস এবং ল্যাণ্ডলেসদের এলাকায় হাই স্কুল দেওয়া হবে কিনা এবং এটা একটা মেইন ক্রাইটেরিয়া হয় কিনা গ্রামে স্কুল দেওয়ার সময়েতো এবং তাদেরকে আজকে স্কুল দিতে হবে। লেখার সময় খুব ভাল ভাল কথা লেখা হবে কিন্তু কাজের সময়ে সব কিছু উল্টো করা হবে, তখন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং ল্যাণ্ডলেসদের কথা মনে থাকে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই পরশুদিন আমি নিজে গিয়েছিলাম খোয়াইতে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে, ঐ স্কুলের ২৫ বছর পূর্ণ হল, খুব আনন্দ করা হবে সন্দেহ নাই। সেখানে একজন ছাত্র বললো আমাদের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসের যে বোর্ডিংটি ছিল সেটি ঝড়ে পড়ে গিয়েছে এবং সেটাকে আর মেরামত করা হচ্ছে না, সেখানে ছাত্রদের খাওয়ার জন্য পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে একটা টিউবওয়েল বসে না,

সেই বোর্ডিং হাউসের মধ্যে একটা ফার্ণিচার নাই, তাদের খাওয়ার জন্য থালা বাসন কিছু নাই যার জন্য তারা খেতে পারে না। আর এখানে দেখছি সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসদের মন্ত্র জপ করা হচ্ছে। কারণ তারা গরিব হচ্ছেন, তাই এই সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবসদের নাম দিনের মধ্যে ৫০ বার নিচ্ছেন। আমি জানতে চাই সেই বোর্ডিং হাউসের ঘরটি কেন মেরামত করা হয় না? আর, আমি উদয়পুরে গিয়ে দেখলাম যে সেখানকার স্কুলের বোর্ডিং হাউসটি পড়ে গেছে, অথচ তারপর সেটাকে আর মেরামত করা হচ্ছে না। আমি সেখান থেকে এসে ডাইরেক্টারকে বললাম, তিনি বললেন যে আমাদের ফান্ডের টাকা আছে, আমরা ১০ হাজার টাকা দেব আর তাদেরও ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। যা হউক আনফরচুনেটলি ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারকে ধরে টরে সেটার জন্য কোন রকমে একটা স্যাংশান করা হয়েছে। কিন্তু খোয়াই এবং বিদ্যানিকেতনে গিয়ে দেখি, সেই বোর্ডিং হাউসটি ঐ ভাবে পড়ে আছে। সেখানে অবশ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেখানে তাঁর বক্তৃতা কি রেখেছেন, না স্কুলগুলি রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে গেছে, বাজেট সদরে আমাদের জবাব দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে রাজনীতি শুধু ছাত্রই নয়, শিক্ষক ছাত্র উভয়ে, আমি এই কথা বলব যে তাদের উভয়ের রাজনীতি করা উচিত। তারপরে আমি একটা প্রশ্ন পত্র এখানে উল্লেখ করছি, সেটা হচ্ছে সপ্তম মানের এ্যানুয়েল এ্যাকজামিনেশন, ১৯৭২ইং সনের ক্লাশ সিক্স, হাফ ইয়ার্লীতে যেটা হয়েছে ইয়ার্লীতেও তাই, তেমনি ক্লাশ নাইনের হাফ ইয়ার্লীতে যা হয়েছিল, এ্যানুয়েলেও তাই হয়েছে, একেবারে কপি। এই সব প্রশ্ন পত্র যারা করেছিল তারা হল নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সেখানকার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের টিচার। এর এই ধরণের লোকেরা হচ্ছে এই শাসকগোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে যারা রাজনীতি করেন, তারা কি রকম ভাবে ট্রেনসফার হন, অবশ্য রাজনীতি করেন কিনা, আমি জানি না। যা হউক আমি এখানে একটা ট্রেনসফার অর্ডার পড়ে শুনাচ্ছি—

Government of Tripura
Inspectorate of Schools, Sadar B

No. F. 1 (Est-II)IS-B 73 Dated, the 4th April 1973.

MEMO

In public interest, Shri Chinta Haran Bhowmic, Craft Instructor, Swarnamayee Girls' Jr. High School is here by temporarily transferred to Chandpur Sr. Basic School under Education Inspectorate, Sadar B as Craft Instructor with his existing pay scale plus admissible allowances until further orders. He will report for duties to his new place of transfer at Chandpur S. B. School immediately.

No application with may cause delay in execution of this order will be entertained

Shri Bhowmick will be treated as released from Swarnamayee Girls' Jr. High School w e f the afternoon of 7th April. 1973 after handing over charges, if any, lying with him to the Headmaster of the School.

Sd/- S. N. Joardar

স্যার, তারা তো অন্যায়ভাবে কাজ করেন না, যা কিছু করেন সবই পাবলিক ইন্টারেষ্টে করেন। স্যার, ৪ তারিখে তাকে অর্ডার দেওয়া হল, ৭ তারিখে তাকে তার জায়গাতে চলে যেতে হবে এবং হেড মাষ্টার যখন চার্জ নেন নি, তখন জায়াদার নিজে গিয়ে তার থেকে চার্জ নিয়ে এলেন। আবার এই ভদ্রলোক এর স্ত্রীকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে কিছুদিন আগে বিশালগড় থেকে মেলা-গড়ে, কোন কৈফিয়ত নেই। সেখানে অর্ডারে পরিষ্কার লেখা আছে যে কোন এ্যাপ্লিকেশন এন্টারটেইন করা হবে না। আমি জানতে চাইছি যে যদি কোন টিচার কোন অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে সাসপেণ্ড করুন, অথবা সে কি অপরাধ করেছে, সেটা প্রমাণ করুন। কিন্তু তার কিছু করা হবে না। যেহেতু তার বড় ভাই পঞ্চায়েত ইলেকশানের প্রধান হিসাবে দাঁড়িয়েছে, এবং যেহেতু সে পঞ্চায়েত ইলেকশানে জিতে যাবে, সেহেতু তার সংগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেরোরাইজ করতে হবে, আর সেজন্য তাকে ঐ পঞ্চায়েত ইলেকশানের আগেই ট্রেন্স-ফার করা হয়েছে। এটা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, স্যার যে আমাদের শিক্ষকেরা আজকে টেরো-রাইজ হচ্ছে, কার স্বার্থে, না পাবলিক ইন্টারেষ্টে; আমি জানি যে ওরা ইলেক্‌শানের সময়ে এই রকমের কতগুলি ট্রেন্সফার করেছে। আমি জানতে চাই যে ওরা এই সব করা সত্বেও যারা নাকি অপরাধ করছে, তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারছে কিনা? স্যার, আমি আরও জানি যে ইন-দি-মিড অব ইলেকশান তারা অমরপুরে কয়েকজনকে সাসপেণ্ড করেছেন. কি অপরাধ তাদের? না তোমরা ইলেকশান করতে গিয়েছ। কিন্তু সেগুলি কি সাবষ্টেনসিয়েট করতে পেরেছেন কি? আমি বলি যদি কেউ অপরাধ করে থাকে, তাহলে তার সেই অপরাধটা প্রমাণ করে দিয়ে তাকে টার্মিনেট করুন ডিসমিস করুন, কিন্তু তারা এই সব করবে না ওরা ডিপার্ট-মেন্টকে ইউজ করবেন, অফিসারগুলিকে, কর্মচারীগুলিকে ইউজ করবেন তাদের নিজেদের কাজে, এবং তাদের এই জিনিষটা রাজনীতি নয়, তবে রাজনীতি কি, সেটা আমি পরে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পরে বলছি এই জন্য যে আমি আবার সেই গান্ধীজীর কাছে যাব, কেন না কেউ কেউ বলেছেন যে আমি গান্ধীজীকে··

কোট করাতে তারা নাকি খুসী হয়েছেন। আমি গান্ধীজি কোট করি আমি গান্ধীবাদী নয়, আমি গান্ধীজি কোট করি এজন্য যে যারা গান্ধীবাদী তারা গান্ধীজির থেকে কতদূরে সরে গিয়ে-ছেন, এবং গান্ধীজির বিরুদ্ধে তারা কত কাজ করেছেন, সেজন্যই আমি গান্ধীজিকে কোট করছি।

আমাদের দেশের যারা ডাউন ট্রডেন, পায়ের নীচে যারা পড়ে আছে তাদের সংগে। 'সো দেয়ার আর টু টাইপস অপ টিচার্স অ্যাণ্ড টু টাইপস অব ষ্টুডেন্টস'। একদল শিক্ষক আছে যাদের আমরা সেদিন দেখলাম, যারা বেকার ছেলে আছে বলে মিছিল করে আসে। হ্যাঁ, তারা রাজনীতি করে, কারণ তারা গান্ধীজীকে মানে। তারা মনে করে ছেলেদের এই জিনিষ শেখানো উচিত। মানুষ যখন খেতে পায় না তখন দাবী করা উচিত, মানুষ যখন চাকরী পায় না তখন দাবী করা উচিত, দুর্ভিক্ষ এলাকা দাবীরউপর মিটিং করা উচিত। হ্যাঁ, একদল শিক্ষকও তা বিশ্বাস করে। আর একদল শিক্ষক আছে। তারা কি করে? তারা গরু পাচার করে শ্রীনকুল দত্তের মত। তারা মহাজনী করে ঋষ্যমুখে পিযূষ আইচের মত, দশ দ্রোণ জমি করছে মহাজনী করে। কাজেই শিক্ষকও আছে। তারা শাসক গোষ্টির সংগে দুর্নীতি করে। আর একদল শিক্ষক আছে যারা জনসাধারণের সংগে, ছাত্রদের সংগে থেকে জনতার দরদে, যারা মানুষের কথা চিন্তা করে। তেমনি ছাত্রদের মধ্যে দুইরকম ছাত্র আছে। একরকম ছাত্র আছে, যারা ১৫ তারিখে সারা ত্রিপুরা বন্ধ, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কাজেই না খাওয়া মানুষের উপর যখন লাঠি চালায়, যখন অত্যাচার করে, আমরা ছাত্ররা আমরা তোমাদের ডাক দিলাম প্রতিবাদ করতে হবে, এই একরকম ছাত্র আছে। আর একরকম ছাত্র আছে যারা সেই বন্ধকে ভাঙে, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ভাড়াটে হয়। দেখুন গিয়ে বিলোনীয়াতে যিনি চিনির ব্ল্যাকমার্কেট করছেন, কেরোসিনের ব্লাক মার্কেট করছেন, তার ভাড়াটে বাহিনী আছে, প্রাইভেট আর্মি আছে, তাদের গুণ্ডা বাহিনার জীপ আছে। জীপ নিয়ে তারা টাকারজলাতে যায়, তারা মটর শ্রমিকদের পেটায়। কাজেই দুই রকমের ছাত্র আছে দুই রকমের শিক্ষক আছে। আমি বলছি আমাদের যারা ছাত্র তারা গান্ধী-জীর কথা শোনে। গান্ধীজি কি বলেছেন শুনুন। ৪৫ এতে সেম ভলিউমে—'You are to know this is that you say not covered even a fraction of the money spent from your end". এই যে বাজেট আলোচনা করছি, কার টাকার বাজেট? গান্ধীজি বলেছেন-- "My country man should know where the rest of the money comes from. It comes from the pockets of the poor. What have you done for the breathren of yuurs? ছাত্রদের বলেছেন ওরা তোমাকে পড়াচ্ছে যারা গ্রামের লোক, যারা দুর্ভিক্ষের মধ্যে আছে ওরা তোমাকে ট্যাক্স দিয়ে পড়াচ্ছে। তুমি চিন্তা করেছ কোন সময়ে যে কার পয়সায় তুমি লেখাপড়া শিখছ? কলেজে যাচ্ছ? তোমার দায়িত্ব তাদের প্রতি কি? কাজেই গান্ধীজির কথা হচ্ছে যে ছাত্ররা রাজনীতি করবে, ঐ গরীব মানুষের রাজনীতি করবে। রাজনীতি করবে না শাসক গোষ্টির, যারা চোরাকারবারীতে রাজনীতি, ঘুষের রাজনীতি চালাচ্ছে, রাজ-বাড়াতে বসে, আরাম কেদারায় বসে, গাড়ীতে বসে, এয়ারকণ্ডিশানে বসে যারা রাজনীতি করছে ছাত্ররা শিক্ষকরা তাদের থেকে অনেক দূরে থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে দল তৈরী করবে এবং সেই শিক্ষা শুধু গান্ধীজির নয়, আমাদের দেশের যত নেতা তৈরী হয়েছে তারা ছাত্রদের জীবন থেকে শিখেছেন, তারা বিদ্রোহ করেছেন, যেমন বৃটিশের বিরুদ্ধে করেছেন তেমনি আজকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছেন একই দুঃশাসনকে শেষ করার জন্য। কাজেই ছাত্ররা রাজনীতি করবেন, শিক্ষকরা রাজনীতি করবেন এটা জাতীয় শিক্ষার পরিপন্থী নয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ——মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার দুটো কাটমোশান আমি এক সংগে মুভ করছি। একটা ছিল—"একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাদানে সরকারী ব্যর্থতা। আর একটা হল "বেসরকারী স্কুলগুলিতে সরকারীকরণে ব্যর্থতা"। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ভারতবর্ষে শিক্ষার যে অবস্থা, গোটা পৃথিবীর সংগে তুলনা করলে দাড়ায়, গোটা পৃথিবীতে নিরক্ষরতার সংখ্যা ৭০ কোটি এবং তার মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রায় ৩৯ কোটি নিরক্ষর এবং তার হার হল শতকরা ৫৪।

আর চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা দেখি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষা বাজেটে শতকরা ২৮·৫ পারসেন্ট ব্যয় করা হয়েছে আর বিশ্ববিদ্যালযের জন্য ব্যব করা হয়েছে ২২·৩ পারসেন্ট। অথচ আমরা যদি একটা তুলনামূলক চিত্র নেই তাহলে প্রাথমিক শ্রেণীতে যদি একশ' ছাত্র ভর্তি হয়, ক্লাস ফাইভে গিয়ে ৪০ জন টিকে আর ইউনিভার্সিটিতে গিযে এটা ওয়ান পারসেন্ট হয়ে যায় এবং প্রাইমারী স্কুল যারা পড়ে তাদের পারসেন্টেজ হল ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করে তাদের পারসেন্টেজ হল এ৫ ভাগ। আর আমরা দেখেছি যে প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষা দুটো বাজেটের যে ব্যয় সেটা প্রায় সমান। এ দেখে এটাই পরিস্কার যে ভারতবর্ষের গ্রামের যে মানুষ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয নাই, যেখানে প্রাইমারী স্কুল কিছু কিছু আছে তাদের যে শিক্ষা তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পঞ্চম পরিকল্পনার যে এপ্রোচ তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে বিভিন্ন স্কুলে যে মডেল স্কুলের কথা বলা হয়েছে, পাবলিক স্কুল, মিশনারী স্কুল, এইগুলির মধ্য দিয়েই আমরা লক্ষ্য করেছি সমাজের মধ্যে যারা বিত্তশালী বিশেষত সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং হবে। এ থেকে এটাই আসে যে আমরা যেটা চেয়েছিলাম যে শিক্ষাটা গণশিক্ষা হোক, ইংরেজ চলে যাবার পরে যে উদ্দেশ্যে, সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা ইংরেজ বাবহারকরেছিল, কেরাণী তৈরী করার জন্য. ইংরেজ চলে যাবার পর কংগ্রেস বা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে তার কোন পরিবর্তন আমরা পেলাম না। ১৮৯৫ সালে লেনিন রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী জার তন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং তার শিক্ষা নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে মন্ত্রীরা শ্রমিকদের মনে করে বারুদ এবং তার শিক্ষা এবং জ্ঞানকে মনে করে অগ্নিশলাকা। যদি শ্রমিকরা বা নীচ শ্রেণীর মানুষ শিক্ষিত হয তাহলে সেই বারুদের মধ্যে আগুন লাগবে এবং বিস্ফোরণ ঘটে যাবে এবং সেই বিস্ফোরণে যাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে তারা হল একটি দেশের সরকার। এই জন্য আমাদের দেশেও আজকে যখন ধনতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছে তখন তাদের সামনেও ১৮৯৫ সালে রাশিয়ার যে পরিস্থিতি এবং জার শাসকদের যে শিক্ষানীতি ছিল আজকে ১৯৭২ সনে আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যখন আমরা দেখি তখন মনে হয় এই শিক্ষাটা একটা অপচয় এবং বয়সেরও একটা অপচয় এবং সেটা যে নানান দিক থেকে অপচয় হচ্ছে সেটা আমার কথা নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন যে বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা হল মুখস্থ্যায়া স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এর ফল দাঁড়াচ্ছে কি? এর ফল দাঁড়াচ্ছে গত ১০ বছরে আমাদের ৫ কোটি নিরক্ষর বেড়েছে। আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী নিরক্ষরের

সংখ্যা ভারতবর্ষে এবং যদি একটা অলিম্পিক, অন্য কোন ব্যাপারেও যদি আমরা পুরস্কার না পাই যদি একটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয় অন্ততপক্ষে গোলড মেডেল আমরা নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে পাব এবং পৃথিবীতে বেষ্ট সাপ্লায়ার আমাদের শিক্ষা বাজেট এবং ইন্দিরা গান্ধী যখন এশিয়ায় মুক্তি সূর্য্য হয়ে দিকে দিকে আলো বিকিরণ করছেন তখন তাঁর ভারত-বর্ষের ঘরে বারান্দায় সর্বত্র অন্ধকার এবং শিক্ষা জগতেও সেই অন্ধকার দিনের পর দিন ঘনীভূত হচ্ছে। সেই অন্ধকার আমাদের শিক্ষা জগতে যে কত ঘনীভূত আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করি শিক্ষা মন্ত্রী সেই দিকে নজর দিবেন। দুইজন শিক্ষক—রমেন্দ্র আচার্য্য, মোহনপুর স্কুলের হেড মাষ্টার এবং অগ্নি আচার্য্য সাবুর স্কুলের অ্যাসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার। একজন হলেন রমেন্দ্র আচার্য্য মোহনপুর স্কুলের হেড মাষ্টার যিনি রাধারমণ দেবনাথ, তার বাড়ীতে গ্রেনেড ছিল বলে সাক্ষী দিয়ে-ছিলেন। তারা দুইজনে মিলে একটি জেনারেল নলেজের একটা বই লিখেছেন, ফোর এবং ফাইভের জন্য। সেই বইয়ের মধ্যে একটা জায়গায় আছে—আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকের মধ্যে একজন সমরেশ বসু এবং তার শ্রেষ্ঠ বই প্রজাপতি। সেই প্রজাপতির মধ্যে কি আছে আমি এখানে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করছি। সেটা বিকৃত যৌণ কিভাবে বিকশিত হয় সেটা সেই নিয়ে মামলা হয় এবং সমরেশ বসুর ৫০০ টাকা জরিমানা হয় এবং তাকে যদি শ্রেষ্ঠ বই বলা হয় ক্লাশ থ্রি, ফোর এবং ফাইভের জেনারেল নলেজ তাহলে কি করে যে আমার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে অন্ধকার চুলাই করছি—আমি বলব একজন হেড মাষ্টার এ্যাসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার হলেন, এই দুইজন ভয়াণ্ডারফুল ক্রিমিন্যাল শিক্ষা জগতের এবং আমি আবেদন করব শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে ইমিডিয়েটলী খোঁজ করে দেখুন এই বইয়ে কি লেখা হয়েছে। প্রসংগত আমি বলতে চাই শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে ক্রমশঃ যেখানে নাকি আমাদের ছাত্রদের, শিক্ষকদের আমাদের বিশেষ সুযোগ করে দেওয়া দিনের পর দিন যাতে আমাদের শিক্ষিতের হার বাড়ে সেইটা ছিল আমাদের লক্ষ্য। ডক্টর রাধাকৃষ্ণান কমিশন 'এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এডুকেশনাল ইউনিভার্সেল বেট ইজ নট এ ক্লাশ প্রিভিলেজ। আমরা লক্ষ্য করছি যে ২৫ বছর পরেও ইউনিভারসিটিতে ওয়ান পারসেন্ট ছাত্র পড়াশুনা করে, আর সেন্ট পারসেন্ট সুরু করে প্রাইমারী ষ্টেজে, তারপর শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় একটা বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাটা আবদ্ধ থেকে যায়। যে কারণে বৃটিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে একটা অনুৎপাদক শিক্ষার মাধ্যমে কিছু শ্রম বিমুখ কেরাণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, এখনও এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমনি শ্রম বিমুখ অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার ফল দাঁড়াচ্ছে এখান থেকেই সমাজের মধ্যে দুই দল মানুষের তৈরী হচ্ছে, একদল শ্রমজীবি মানুষ, শিক্ষা পাচ্ছে না, আরেক দল কায়িক শ্রমকে নিগলেক্ট করছে। এখান থেকে সমাজের মধ্যে পার্থক্য থাকছে, এটা হল শাসক গোষ্ঠীর বিশেষ সার্থে এই পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজকে ২৫ বছর পরেও আমাদের শিক্ষার হার যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—আমরা বাম্মাতে দেখেছি মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিক্ষিত যেখানে সেখানে আমাদের দেশে পুরুষের শিক্ষার হার শতকরা ৩৮ জন। ইন্দোনেশিয়ায় মেয়েদের শিক্ষার হার যেখানে শতকরা ৩০, আমাদের

ভারতবর্ষে সেখানে সমস্ত জনসাধারণের শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ২৯.৩। ইন্দোনেশিয়ার মেয়েরা যতটুকু এগিয়ে গেছে, সেইটুকুও আমরা করতে পারি নি। আমাদের লজ্জা হয় না। আমরা বলার সময় বলি আমরা দুইটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করছি, অনেক অভাব অভিযোগ আছে তবুও আমাদের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ কথাটা আমরা বলি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে আজকে এশিয়ার যেসব অনুন্নত দেশগুলি আছে. তাদের থেকেও আমরা পিছিয়ে আছি। ১৯১৭ সনের বিপ্লবের পর এপ্রিল-মে মাসে, লেনিন প্রথম বললেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ১৬ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক করতে হবে এবং বিনা পয়সায় বই, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য ইত্যাদি দিতে হবে এবং এটা হল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। কারণ সেই তাঁরা জানলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে গরীব, সেখানে যদি শিক্ষা না থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্র দেশে আসতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণী অসহায়, অতএব সেই শ্রমিক শ্রেণীকে এনলাইটেন করার জন্য শিক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে তাই ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে এপ্রিল-মে মাসে গিয়ে এই সার্কুলার দেওয়া হল। আমরা লক্ষ্য করেছি চীন দেশ ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে আমাদের দুবছর পরে। সেই চীন দেশে ১০ থেকে ১২ জন লোক চিয়াং কাইসেকের চীনে লেখাপড়া জানত। আর আজকে আমাদের দুবছর পরে চীন স্বাধীন হয়েছে সেখানে ১০ পারসেন্ট লোক শিক্ষিত উত্তর ভিয়েতনামে ১৯৪০ সনে শতকরা ৫ জন স্কুলে যেত, আর আজকে ১৯৭২ সালে আমেরিকার দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদের সংগে যে লড়াই করছে তারাও শতকরা ৯০ জনকে শিক্ষিত করেছে। আমি প্রসংগত এখানে দুইটি গ্রামের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ একটি আমাদের দেশে বীরসিংহ গ্রাম—বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি, আরেকটি হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামের একটি গ্রাম কাম্বডিম গ্রাম, সেখানে তিন হাজার লোকের বাস। সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংগে গত যুদ্ধের সময় ১৯৫৪ সালের পর থেকে ২৩০ বার বোমা ফেলেছে, সেই কাম্বডিন গ্রামের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন লোকের মত। ১৯৪৫ সালে যেখানে তিন হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ১৭ জন লোক লেখাপড়া জানত, আজকে সেখানে শতকরা ৮৫ জন স্কুলে যায়। আমাদের বীরসিংহ গ্রামে যে বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের শিক্ষার দুরাবস্থা দেখে প্রথমে শিশুদের জন্য শিশু পাঠ বই লিখলেন, আজকে সেই বিদ্যাসাগরের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে এবং সেখানে যখন এনালিসিস করা হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে অন্ততঃ পক্ষে আমরা একটা সিদ্ধান্ত এই ব্যাপারে নেই যে বীরসিংহ গ্রাম থেকে আমরা নিরক্ষরতা দূর করব কিন্তু সেখানে এনালিসিস করে দেখা যায় সেই বছরে সেখানে শতকরা ৮৫ জন লোকই নিরক্ষর। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা আর কাম্বডিন গ্রামে যারা এতদিন লড়াই করল, যাদের উপর ২৩০ বার বোমা বর্ষণ হল, সেই কম্বোডিন গ্রামে সবাই আজকে শিক্ষিত এবং উত্তর ভিয়েতনামে আজকে ১০ লক্ষ লোক গ্রেজুয়েট এবং প্রতি ১৫ জনের মধ্যে একজন বি, এ, ক্লাশে পড়ে। এমনি করে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমার দেশে সমাজতন্ত্র হচ্ছে না হবে না। কারণ এই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য গণশিক্ষা নয়, গণশিক্ষার নামে সেখানে একদল সুবিধাবাদী লোককে তৈরী করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আর ১০ মিনিট সময় দেন। আমার একটা কাট

(ঘোষণা হয়ে গেল। আমরা যে সময়টা—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনাকে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমাকে আর একটু সময় দেন। আমাদের মধ্যে যাদের কাট মোশন আছে তারা সবাই বলবেন না। এবং আমরা যে সময়টা নিচ্ছি এইটা আমরা পরে ম্যানেজ করে নেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি আর কতক্ষণ বলবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি আর ১০ মিনিট সময় নেবো। আমার আর একটা কাট মোশন ছিল যে বেসরকারী স্কুলকে সরকারী স্কুল করণে সরকারী ব্যর্থতা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সমাজতান্ত্রিক দেশে আমরা জানি স্কুলটা জাতীয় সৃজন। আজকে যদি আমি কাশ্মীরের কথা ধরি সেখানে এম, এ, ক্লাশ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষাটা জাতীয় কৃত। কিন্তু ভারতে যেটুকু বলা হচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগ কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ নিয়ে কিছু মতলববাজ লোক ব্যবসায়ী স্কুলগুলিতে আস্তানা গেরেছে। ত্রিপুরায় বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা খুব বেশী নয় উর্দ্ধে ২৫টা। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য অনেক বেশী এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায়। ত্রিপুরায় এই ২৫টার যে অভিজ্ঞতা বৃটিশ আমলে রবীন্দ্রনাথ তা তুতাঁ কাহিনীতে যে কথা বলেছিলেন রাশিকৃত পাঠ্য পুস্তকের জঞ্জাল সেই ক্ষুদ্র তুতাঁ তার যে সাইজ তার চাইতে নোটের সাইজ অনেক বেশী। যে বিদ্যায় রস নেই, যে বিদ্যা প্রাণহীন, যে বিদ্যা জীবন বিহান এবং যে বিদ্যা গ্রহণ করার পর একটা মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে না এই ধরণের যে জীবন বিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যাবস্থা ভারতের বা বাংলাদেশের কোন জনজীবনের কাজে আসছে না। অথচ সেই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কিছু স্কুলঘর তৈরী হচ্ছে, কিছু সাজসজ্জা হচ্ছে এবং সেখানে হিন্দীতে বলেছেন যে মামা ভাগনেদের কারবারটা জমে উঠেছে। আজকে ইংরেজ চলে যাবার পর স্বাধীন দেশে বেসরকারী স্কুলগুলিতে বলা চলে যে একটা মামা ভাগনেদের কামার শালা। মামারা হলেন শক্তিশালী রাজপুরুষ আর ভাগনেরা হলেন সেখানকার সেই অত্যন্ত মতলববাজ ধুরন্ধর বিদ্যাজাত ব্যবসায়ী, বাস্তববাদী লোক। আমি বলতে পারি যে ২৫ বছর এমন অনেক স্কুল আছে যে সেখানে প্রচুর টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করা হয়েছে। প্রগতি বিদ্যাভবনের চুরির দলিল দস্তাবেদ এখনও পুলিশের হেপাজতে আছে। এমন অনেক স্কুল আছে রাণীর বাজার স্কুলের কথা বলতে পারেন সেখানে শিক্ষকদের যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ডের সেই টাকা জমা দেওয়া হয় না। সে টাকা কোথায় যায়? অনেক স্কুল আছে সেখানে দেখা যায় সেই শিক্ষক-দের যে রীতিমত অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয় না। আমরা জানি কাতলামারা একটি স্কুল আছে সেই স্কুলের সম্পাদক আগে কংগ্রেসের ট্রেজারী বেঞ্চের এম, এল, এ, ছিলেন তিনি স্কুলের টাকা চুরি করেছেন সেইটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাতারাতি কংগ্রেসে গেছেন। কাজেই তার প্রমাণ আছে স্কুলে। টেবিল নেই, চেয়ার নেই, অথচ পাশাপাশি যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা বলছি না বেসরকারী স্কুলগুলিতে গাফিলতি নেই দুর্নীতি নেই, সবই আছে কিন্তু আমি যদি তুলনা করি কাতলামারা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল যেখানে টেবিল চেয়ার নেই, যেখানে ছেলেরা

কাগজে বসে পড়াশুনা করে, যেখানে শিক্ষকদের কমন রোমে চেয়ার নেই দাঁড়িয়ে থাকে এই তুলনায় পাশাপাশি সরকারী স্কুল আমি জানি সেখানে অনেক মতলববাজ লোক আছে সেখানে কন্টিনজেন্সীর টাকা চুরি করা হয়। কিন্তু বেসরকারী স্কুলগুলিতে বিশেষ শ্রেণীর লোক যাদের সরকারের সংগে ধহরম মহরম, সরকারের সংগে যাদের আঁতাত আছে, তারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিনের পর দিন চুরি করে এবং এই ধরণের বিদ্যা ব্যবসা ত্রিপুরার অনেক দিন যাবত চলছে। আমরা লক্ষ্য করছি সেই কৈলাশহর কলেজে, রামঠাকুর কলেজে, এই স্কুলগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত সরকার টেইক অভার করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণটা কি? কারণটা দিনের পর দিন সেখানে চুরি এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে ডক্টরেট হলেও চুরি বিদ্যা কম জানে না। কৈলাশহরে যে কলেজ আছে সেইটার অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। যেভাবে তিনি লক্ষ টাকা চুরি করেছেন এবং এখনও তিনি অধ্যক্ষ না হলেও অন্য কলেজে থাকলেও তিনি কলেজের টাকা বেনামীভাবে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে টাকা ড্র করেন। এইটা আমার শুনা কথা হয়তো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলতে পারবেন। এই ধরণের দুর্নীতি শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন চলে আসছে। এবং সেখানে লক্ষ্য করি ছাত্ররা সেখানে ইউনিয়ন করতে চায় কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয় না। কেন দেয় না। কারণ ছাত্ররা যদি ইউনিয়ন পায় তাহলে তাদের যে কমন রোমের টেবিল চেয়ার তাদের যে স্কুল কলেজের ডাস্টার তাদের যে ব্ল্যাক বোর্ড এইটার জন্য দাবী করবে। তারা দাবী করবে পাশাপাশি সরকারী স্কুলে পায় আমরা পাব না কেন? এবং যদি ধরে কন্টিনজেন্সীর টাকা কৈ যায় তাহলে চোরগুলির যে গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে ওরা এত বেশী সচেতন যে তাদেরকে ইউনিয়ন করতে ওরা দেয় না। কাজেই আমি বলছি না যে সরকারী স্কুলগুলি দুর্নীতি মুক্ত। সেখানে ধর্মপুত্ররা সবাই আছেন কিন্তু যদি পাশাপাশি তুলনা করা যায় উমাকান্ত একাডেমীর সংগে কি প্রাচ্যভারতীর তুলনা করা যায়? সেখানে আগুন লাগালো আজকে তিন বছর চলে যায় সেই জানালাগুলি এখনও তৈরী হলো না। সেখানে টেবিল চেয়ার নেই। সেইটা কি স্কুল না আর কিছু? কাজেই এই দিক দিয়ে ওরা বলবেন যে আমরা বেসরকারী উদ্যোগে আমরা প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টের, প্রাইভেট প্রাইভেট ডেমোক্রেসীকে এ্যানকারেজ করার জন্য প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টকে আমরা এ্যানকারেজ করছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপীয়ান কানট্রিগুলিতে অনেক জায়গায় প্রাইভেট্ ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা আমরা দেখি, ২৫ বছর যেখানে সমাজ ব্যবস্থাকে এমন একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে দুই পয়সা আরনিং সোর্স ছাড়া কারও দেশপ্রেম সেখানে দেখা যায় না সেখানে প্রাইভেট্র ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট শিক্ষার, প্রাইভেট্র ডেমোক্রেসীর যে ফিলিং সেইটা থাকতে পারে না। কাজেই আজকে বেসরকারী স্কুলের. তাদের স্কুলের সম্মেলনে আমি গিয়েছিলাম সেখানে লক্ষ্য করেছি এই প্রশ্ন আজকে আসছে যে, বেসরকারী স্কুলগুলিতে সরকারী করণ করা হোক এবং সেইজন্য আমরা আশা করেছিলাম যে এই বাজেটে যে বাজেট ত্রিপুরার বৃহত্তম বাজেট সেখানে বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য অধিক টাকা ধরা হবে কিন্তু এখন সেইটা দেখছি না। প্রসংগত বলছি এমন একটা ভাউচার পাওয়া গেছে যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে কি ধরণের দুর্নীতি চলছে। একখানা সুচ কেনার জন্য সেখানে দেখা যায় ৫১ টাকা

খরচ হয়েছে। কি ব্যাপার, স্টচ কেনার জন্য সেই স্কুলের সেক্রেটারী টাউনে এসেছেন টেক্সিতে এসেছেন, হোটেলে ছিলেন, একদিন রাত্র থাকতে হয়েছে, এই ধরণের খরচ শুধু একটা স্টচ কেনার জন্য ৫১ টাকা খরচ। এই ধরণের দুর্নীতি গড়ে উঠছে বেসরকারী স্কুলগুলিতে। কাজেই সত্যি সত্যিই যদি আমরা চাই ভারতের শিক্ষা সম্প্রসারিত হোক, ভারতের জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে আমরা সম্প্রসারিত করবো সেই জন্য গণশিক্ষা যে শিক্ষার জন্য যেটা নাকি একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক জন্মের মধ্যে দিয়ে চারটা অধিকার পায় তার মধ্যে একট্রা হলো বসবাসের অধিকার, একটা খাদ্যের অধিকার, একট্রা বিনা মূল্যে চিকিৎসার অধিকার, আর একটা বিনা মূল্যে শিক্ষার অধিকার। আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতের কোন কোন জায়গায় এম, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা আর আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেখানে দুর্ভিক্ষ পাড়িত গরীব মানুষ, আর্থিক দিক দিয়ে যারা পঙ্গু সেখানে তাদের অবৈতনিক শিক্ষার জন্য দাবী করে তারা পায় না। আমি জানতে চাই যে স্কুলের নাইন, টেন, এলিভেনে কয় পয়সা আদায় করা হয়? যেটুকু আদায় করা সেইটা নগণ্য। কাজেই আমরা বলবো অবৈতনিক এলিভেন ক্লাশ পর্য্যন্ত অবৈতনিক করা হোক। ভারতে শিক্ষার, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি .৫ ৮১ যেখানে নাগরিক বাজেটে এক শতাংশ বাজেটে ব্যয় হচ্ছে সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে ২.৯ ব্যয় করা হচ্ছে। কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী হাসান বলেছেন যে যদি আমি ৩২০০ কোটি টাকা পাই তাহলে আমি আলাউদ্দীনের মেজিকের মত আমি একটা কিছু দেখাবো। আমরা এই ধরণের মেজিক অনেক দেখেছি, অনেক মন্ত্রী এলো আর গেল এবং শুনেছি এক শিক্ষামন্ত্রী তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমি আগামী ছয় মাসের মধ্যে কিছু না করতে পারলে আমি দপ্তর ত্যাগ করবো। কিন্তু দেখা যায় ছয় মাস কেন ৯ মাসেও তিনি কিছু করতে পারেন নি। তখন তিনি লোহ দপ্তরের মন্ত্রী হন। এইভাবে দেখা যায় যে আমাদের—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলীতে সেন্ট্রাল কেবিনেটের কোন মন্ত্রী সম্পর্কে এখানে ডিসকাসন করতে পারেন না।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা হতে পারে না, আমি সমস্ত বিশ্বের কথা আলোচনা করতে পারি, লোকসভার কথা আলোচনা করতে পারি, এইটা আমার অধিকার আছে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি শেষ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি সেই প্রসঙ্গ তোলা হয় তাহলে মন্ত্রীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা লাগে। গত ২৫ বছরে যে শিক্ষার, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যে চুলাই কসাই আমদানী করেছেন এইক্ষেত্রে নিজেদের দলবাজী করার জন্য ট্রেন্সফার এবং নিজেদের লোকদের সেই বইয়ের ব্যবসা, শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে অবস্থা তারা করেছেন, গত ২৫ বছরে একটার পর একটা শিক্ষামন্ত্রী বদল হয়েছেন কিন্তু শিক্ষার যে মূল কাঠামো সেইটার কোন বদল হয় নি। বরং প্রতিবার আমরা শুনি দশম না একাদশ, একাদশ না দ্বাদশ, তিন বছর না ৫ বছর এইভাবে পরিবর্তন হয় কিন্তু মূলগত কোন পরিবর্তন হয়নি কাজেই এদের কাছে আমরা

যেটুকু আশা করেছিলাম ১৯৪৭ সালে, কিন্তু আজ ১৯৭৩ সালে দেখছি সেইটা বিপরীত হয়েছে এবং সেইজন্য তারা ক্ষমা পাবারও অযোগ্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— The House is stand adjourned till 3 P.M. of to-day. The member speaking will have this floor

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদ। আমি এই কাট মোশানটা এনেছি কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি আছে, সেগুলিতে যেখানে দুইজন করে শিক্ষকের দরকার, সেখানে মাত্র ১ জন শিক্ষক দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ঐ ১জন শিক্ষকের ছুটিতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সেখানে কোন শিক্ষক দেওয়া হয় না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে একটা অব্যবস্থা চলছে, এটা আমরা ধরে নিতে পারি। তাছাড়া আরও ১৬টি বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানকার জনসাধারণ তিন বছর আগে সরকারের কাছে দাবী করেছিল ঐ সব এলাকায় প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন সেই স্কুলের অভাবে তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে না। সেই জায়গাগুলি হল—চিচিংছড়া কলোনী, উজান মাছলী গগন কুমার রোয়াজা, ধুমছড়া রেজামনি রোয়াজা, জোৎসই বৈষ্ণব চরণ রোয়াজা, দামছড়া দেব প্রসাদ যোগী, মনাবমা অবোধ সরকার, লালছড়া লাতুয়া কাববারী, চৈলেংটা, কাছারী চৌধুরী, সোনারাই ভাগ্যবান রোয়াজা, ছামনু সত্যবান কাববারী, দক্ষিণ মনাবমা কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা এবং মনুঘাট গাঁও বস্তি খেদাছড়া প্রভৃতি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে প্রাইমারী স্কুল দেওয়া তো দূরের কথা, এমন কি তারা যে প্রাইমারী স্কুলের জন্য দরখাস্ত করেছিল, সেগুলির উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত সরকার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কাজেই আদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার তাদের যে বক্তব্য যেটা নাকি সংবিধানে বলা আছে, সেটাও তারা এড়িয়ে চলেছেন। তারপরেও আমরা দেখতে পাই বর্ত্তমানে যদি কোন স্কুল করতে হয়, তাহলে জনসাধারণকে সেই স্কুলের জন্য ঘর তৈরী করে দিতে হয় এবং আমি এখানে যে সমস্ত জায়গাগুলির নাম বললাম তারা সেই স্কুলের জন্য ঘর তৈরী করে দিয়েছে এবং সেখানে ছাত্র আছে কিন্তু সরকার আজ পর্য্যন্ত সেগুলিতে শিক্ষক দিতে পারেন নাই। তাছাড়া আমরা আরও দেখছি যে স্যোসাল ওয়ার্কাস'দের সাহায্যে গ্রামগুলির মধ্যে যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে, সেগুলি বাড়ানো তো দূরের কথা, সেগুলির সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আমি বলতে পারি যে খোয়াইর বেলারাম বাড়ীতে যে স্কুলটি ছিল, সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ নাকি সেখানকার শিক্ষকদের বাড়ী দেওয়া হয়নি বলে স্কুলটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি পার্ব্বত্য ত্রিপুরার

প্রত্যেকটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য অন্ততঃ প্রাইমারী স্কুলগুলি করা উচিত এবং যে সমস্ত জায়গাতে স্কুল হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলে শিক্ষক দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখছি সিনিয়র বেসিক থেকে যেগুলি হাই স্কুলে পরিণত করা হয়েছে, সেইসব স্কুলের জন্য সেখানকার জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে ঘর বাড়ী তৈরী করে দিয়েছে এমন কি কোথাও কোথাও তারা স্কুলের ফার্ণিচার পর্য্যন্ত দিয়েছে, অথচ সরকার সেই স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দিচ্ছেন না। আর এটাই হল আমাদের শিক্ষাবিভাগের স্কুলগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা অব্যবস্থা। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেলাগড়ে যে একটা হাইস্কুল দেওয়া হয়েছে, তাতে সিনিয়র বেসিক থেকে মাষ্টারদের ট্রেন্সফার করা হয়েছে, কিন্তু সেই স্কুলের মাষ্টারদের রীতিমত বেতন দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারছেন না। আর এ ছাড়া আমরা দেখছি যে কিছু কিছু মাষ্টার মশাইরা কংগ্রেস ঘেঁষা এবং তারা কি ভাবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখান, তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি। বিশেষ করে তেলিযামুড়া হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের কথা যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে আমরা সেখানে দেখব যে মাত্র ৩ জন ছেলে পাশ করেছে। এমনিভাবে পরীক্ষার খাতা পর সেই স্কুলের কমিটির দেখার সুযোগ না থাকায় মোহরছড়া স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাপত্রগুলি বাজারে বিক্রী করে দিয়েছেন এবং সেইসব বিক্রী করে দেওয়ার পর দেখা গেল যে ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল করেছিল, সে রীতিমত পরীক্ষায় পাশ করেছে এবং সেই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের সবার চেয়ে বেশী নম্বর পাওয়ার উপযুক্ত। তাছাড়া হেড মাষ্টার মশাইর যারা মনমত লোক তাদেরকে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ সরকার সব সময়ে একটা বলে থাকেন, সেটা হচ্ছে সমাজের মধ্যে যারা অনগ্রসর জাতি, সেই জাতির ছেলেমেয়েরা যাতে অগ্রসর জাতির ছেলেমেয়েদের মত উন্নতি করতে পারে, সেজন্য সরকার নানা ভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে। কিন্তু এর পরেও আমরা দেখছি যে গ্রামে যেসব হাই স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, সেগুলি যদি ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে যায়, তাহলে সরকার সেগুলির মেরামত পর্য্যন্ত করেন না। তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে খোয়াইর হাটকাটা স্কুল যেটা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে স্কুল ইন্সপেক্টার পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং সেই স্কুলটা পরিদর্শন করার পর ইন্সপেক্টার নিজেই তার রিপোর্ট দিয়েছিলেন সরকারের কাছে এবং সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিও ভাঙ্গা স্কুল ঘরের একটা ছবি তুলে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্কুল ঘরটি এখন পর্যন্ত মেরামত করা হয় নি। তাছাড়া ঐ স্কুলের ছেলেরা যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেজন্য সেখানকার জনসাধারণ স্কুলটিকে যাতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করা হয়, সেজন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সরকার তাদের এই অসুবিধার দিকেও কোন রকম নজর দিতে চাইছেন না, যার ফলে ঐ স্কুলের ছাত্ররা অন্য কোন স্কুলে সীট না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট হিসাবে লেখাপড়া করার জন্য চেষ্টা করে চলছে সেই দরখাস্তের মধ্যেই তারা উল্লেখ করেছেন যে আমাদের এখানে ছাত্রছাত্রী যারা আছে

তাদের লেখাপড়ার জন্য কোন রকম সুযোগ সুবিধা নাই। সেজন্য আমরা এখানে বাধ্য হয়ে হাই স্কুল করতে বলেছি। সুতরাং আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে একটা হাই স্কুলের ব্যবস্থা করবেন। আর বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকায় যেমন খোয়াই ফাল্গুনী চৌধুরী পাড়ায় একটা সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে, সেখানে গত পাঁচ বছরের মধ্যে মাষ্টার তেলিয়ামূড়া থেকে যায় নি। এখন কিছুটা ইমপ্রুভ করেছে, হেড মাষ্টার মহাশয় সেখানে বাস করছেন। হাই স্কুলের সেখানে একটা প্রয়োজন। তার কাছাকাছি এরিয়ার মধ্যে আর কোন হাই স্কুল সেখানে নাই, বিশেষ করে ফাল্গুনি চৌধুরী পাড়ার এলাকার মধ্যে কোন হাই স্কুল নাই। কাজেই শিক্ষার প্রতি কি রকম অবহেলা করছেন, সেটা আমরা বুঝি। সেজন্য ত্রিপুরার অনগ্রসর জাতির শিক্ষার দিকে নজর দিতে অনুরোধ করছি। অন্তত যেভাবেই হোক ছাত্রদের পড়াতে হবে না হলে তাদের কাজ দিতে হবে। ঠিক এই রকম চিন্তা করে উনাদের পকেটের কিছু লোককে হেডমাষ্টার বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন খোয়াই হেডমিষ্ট্রেস থেকে আরম্ভ করে তেলিয়ামুড়ার হেড মাষ্টার, কল্যাণপুরের হেড মাষ্টার, এই হেড মাষ্টারা করেন কি? বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের ফেল করিয়ে রেখেছেন। কাজেই সেই দিক থেকে মনে করি যে যাতে তারা লেখাপড়া করে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য তাদের সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় বলেই আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি ছড়া বলছি এবং সেই ছড়াটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সকলকে শোনাচ্ছি।

ছিলেন তিনি মাষ্টার
হৈলা মিনিষ্টার
তখন ছিলা পুরো
এখন তিনি হাফ
বেতের বদল বেয়নেট
ওরে বাপরে বাপ॥
হাফ মানে আধা
আধা মানেই পুরো
মন্ত্রী স্যারের কলির সন্ধ্যা
সবে মাত্র সুরু॥
তিনি চালান এডুকেশান
সে এক ভারী ফ্যাসান
পুঁথি ছাড়া বাচ্চাগুলোর
চলছে পুরো সেসন॥
মন্ত্রী বলেন না না
বেশী পড়বে না
বেশী পড়লে ডিগ্রী
বইতে পারবে না
খুলি ভরা মগজ
সইতে পারবে না॥

এই হল উনার উক্তি। কাজেই সেই দিক থেকে ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগটা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সমস্ত পকেটের লোককে হেড মাষ্টার করে তিনি একজন প্রফেসর হয়ে বসে আছেন এই মন্ত্রীসভার মধ্যে। কাজেই এই সমস্ত মন্ত্রীরা কারাগারে যাতে প্রশিক্ষণ পায় সেই ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই আগামী দিনে যাতে তাদের প্রশিক্ষণ পেতে না হয় সেজন্য যেন তারা তৈরী থাকেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার শিক্ষা ডিমাণ্ডের উপর একটা কাটমোশন আছে। "ধর্ম্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইয়ে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য বরাদ্দের অভাব। এই কাটমোশন মুভ করতে গিয়ে শিক্ষার উপর সাধারণভাবে আমি একটা আলোচনা করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। যেটা আমরা এতদিন ধরে উল্লেখ করতে পারছি যে এমন কোন সুষ্ঠু নীতি শিক্ষা বিভাগে নেওয়া হয় নি যার ফলে শিক্ষা জগতের রি-অরিয়েণ্ট করা যায়, এমন কোন নীতি আজ ২৫ বছরেও নেওয়া হয় নি। বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেও এমন কোন শিক্ষার ধারা আমরা সারা ভারতে দেখতে পেলাম না যেটা সমগ্র ভারতের ছেলেদের যারা শিক্ষা জগতে আছে তাদের সত্যিকারের কাজে লাগে। আমরা দেখছি এবং শিক্ষা সঙ্কোচ দিনে দিনে হচ্ছে। আজকের শিক্ষাটা সকলের জন্য নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই শিক্ষা জগতে আসতে পারে। বেশীর ভাগ ছেলেরা গরীব ছেলেরা, বিশেষ করে তারা শিক্ষা জগতের বাইরে থেকে যাচ্ছে। গ্রাম জীবনের অবস্থা দেখুন, আমরা দেখেছি যে মানুষের আর্থিক বুনিয়াদ যখন ভেঙে পড়েছে, মানুষ যখন বর্তমান খাদ্যাবস্থায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত, গ্রামের কয়টা ছেলে পড়তে আসছে। বর্তমান অবস্থা ছাড়াও আমরা দেখছি যে এই আর্থিক দুর্বিপাকের মধ্যে প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে যদি আমরা সুরু করি, সেকেণ্ডারী ষ্টেজে এসে দেখি, প্রাইমারী ষ্টেজে যেসব ছেলে ছিল সেগুলি বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীকালে সেই সাধারণ পরিবারের ছেলেগুলি আরও বাদ পড়ে গেল। এই রকম অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেদিন স্বর্ণ র বাজারে দেখলাম ৮।১০ বছরের কতগুলি ছেলে মোট বইছে। গাড়ীর কাছে মোট বইবার জন্য এসেছে। যে ছেলেগুলির স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল তারা স্কুলে যেতে পারছে না। তাদের পরিবারের যে অভিভাবক আছে তারাও তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারছে না। এই ছেলেগুলিকে মোট বইতে পাঠিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেরা টিলে কাজ করছে। এই ছেলেগুলিকে স্কুলে নেওয়ার, এইগুলিকে পড়াবার দায়িত্ব আমাদের সরকারের নাই। আজকে এই অবস্থা সারা ভারতের শিক্ষা জগতে আমরা লক্ষ্য করছি। যে অপচয় আমরা প্রাথমিক স্তরে দেখছি সেটা ৬৯ পারসেণ্ট, আমরা ইকনমিক টাইমসের ১৯৭৩ এর ফেব্রুয়ারীতে ইকনমিক টাইমসের যে আর্টিকল বেরিয়েছিল সেটা ৬৯ পারসেণ্ট হয়েছে। সেটা যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিরাট অপচয় আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের কেবল প্রাথমিক ষ্টেজে নয় সেকেণ্ডারী এবং পরবর্তী ষ্টেজেও যদি দেখি তাহলে দেখব যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অপচয় এই ভারতবর্ষে ঘটছে। অথচ জাতীয় আয়ের ৩·১ পারসেন্ট শিক্ষার জন্য মাত্র ব্যয় করা হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এই যে ৩·১ পারসেন্ট শিক্ষার জন্য ব্যায় করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে রাজ্য বাজেটে যা ধরা হয়েছে, তার প্রায় ২০ পারসেন্ট শিক্ষার জন্য ব্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু এর উপর এস্টেটেণ্ড অব ডেভেলপমেন্ট কতটুকু পেলাম ইন টারমস অব এনরলমেন্ট অব বয়েজ ইন দি স্কুলস কতটুকু ডেভেলাপমেন্ট আমরা পাচ্ছি? ওয়ান টু ফাইভ—১৮.৩ পারসেন্ট সেভেন টু এইট—৩৪.১ পারসেন্ট, ওয়ান টু এইট—৬৪.৩ পারসেন্ট, ৯—১১—২০.৪ পারসেন্ট, ইউনিভারসিটি এডুকেশান (জেনারেল) ৩.৭ পারসেন্ট, এইভাবে আমরা ওয়েস্টেজের একটা নমুনা লক্ষ্য করেছি। এটার থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে ফারদার ডেভেলাপমেন্ট যেটা এডুকেশানে সেটা জরুরী প্রয়োজন এবং এই ডেভেলাপমেন্ট যদি করতে হয়, তাহলে মোর রিসোরসের প্রয়োজন আছে। আজকে যদি আমরা মোর রিসোরস এবং ফাযদার ডেভেলাপ-মেন্ট অব এডুকেশান করতে চাই, নিশ্চয়ই কস্ট অব এডুকেশান বাড়বে এবং সেটা বাড়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষা প্রসারের যে দাবী মূলতঃ সংখ্যা এবং গুণগত উৎকর্ষের দাবী। আজকে যে শিক্ষার প্রসারের দাবী সারা ভারতবর্ষে উঠেছে, এটা আমরা লক্ষ্য করলে এই জিনিষটা নিশ্চয়ই দেখব বর্তমানে টিচার পিউপিল রেসিও যেটা আছে সেই টীচার পিউপিল্স রেশিও অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার খুব একটা সুরাহা হচ্ছে না। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখি সেকেণ্ডারী স্কুলে ১ : ২০ রেশিও, প্রাইমারীস্কুলে ১ : ৪০ রেশিও, সেই রেশিও যে ঠিক আছে এটা ঠিক নয়। সেই রেশিও নিশ্চিতভাবে সেটা কম হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষক যদি বেশী নিয়োগ করা হয়, কস্ট বেশী বাড়বে, বর্ত্তমান যে হিসাব পাচ্ছি তাতে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের গড়পড়তা বার্ষিক যে খরচ হচ্ছে—প্রাইমারী স্কুলে ৩৯ টাকা, মিডল স্কুলে ৬৭.৩, হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ১৩৯.১ টাকা, আরটস এণ্ড সায়েন্স কলেজ৩৬৯.৮ টাকা আজকে বার্ষিক গড়পড়তা খরচ। আজকে এত ভয়াবহ অবস্থা বিশেষ করে ভয়াবহ বেকার সমস্যা আময়া লক্ষ করছি তার সুষ্ঠু সমাধানের কোন পথ নাই এবং শিক্ষায় এমন কোন—এমন কোন ভকেশান্যাল জীবন ধারণের উপায় বা পথ দেখানো হচ্ছে যাতে ছেলেরা পরবর্তি কালে সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপায় করতে পারবে। যার ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের ভারতসরকারই বলুন আর ত্রিপুরা সরকারেই বলুন তারা সম্পুর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ অনিশ্চয়তা এসেছে। কেন অনিশ্চয়তা দেখছি, এই কারণে যে শিক্ষিত যুবকের মনে হতাশা এসেছে জীবন এবং জীবিকার যেখানে অসামঞ্জস্য, সম্পুর্ণভাবে সেখানে হতাশা আসতে বাঁধ্য। আর সমাজের মধ্যেও আজকে বৈষম্য আসছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে পুওরার সেকশান এলিমেনেটেড হ যে যাচ্ছে ফ্রম দি ফিল্ড অব এডুকেশান, এই জিনিষটা আমরা আজকে লক্ষ্য করতে পারছি। এবং এই সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সর্ব্ব ক্ষেত্রে আমাদের উশৃংখলা বেড়ে যাচ্ছে, বাড়ছে স্কুলের পরীক্ষা গৃহে, বাড়ছে কলেজে, বাড়ছে রাস্তায়, ঘাটে এইসব আমরা লক্ষ্য করছি। এর সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী যখন ব্যর্থ আশ্বাস দেন, ছেলে মেয়েদের, তাদের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে সেই প্রতিশ্রুতি যখন বাস্তবায়িত হয় না তখন অবস্থাটা কি দাঁড়ায় সেটা ভেবে দেখার বিষয় নিশ্চয়ই। আজকে আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যে উঠতি মস্তানদের জন্ম হচ্ছে এবং কিডনেপিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্থানে বেড়ে গেছে। গত ৫/৬ দিন আগে কয়েকটি ইয়ং বয়েজ টীজড সাম গার্লস এটা কলেজ টীলা নিয়ার যোগেন্দ্র নগর ব্রাঞ্জের কাছে। একজন

অধ্যাপক, এম, বি, বি. কলেজের, কমার্স ডিপার্টমেন্টের তিনি একজন ছেলেকে ধরেছিলেন তারপর কি হল, তাঁকে ভয় দেখান হয়, শেষ পর্যন্ত সেই ছেলেকে ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। আজকে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এই ধরণের বহু ঘটনা ঘটছে, এর জন্য দায়ী কে? শিক্ষা ক্ষেত্রে যে একটা অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে তার ফলে এইসব ঘটনা ঘটছে। আমরা দেখছি আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে আমেরিকার পুরানো প্রেম ছিল সেই প্রেম মাঝখানে কিছু-দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এসেছিল, আবার নতন করে সেই প্রেম গজাচ্ছে, এই জিনিষটা আমরা দেখেছি। ফলে আমেরিকার যে শিক্ষার ধারা, শিক্ষা সম্পর্কিত যে সমস্যা আছে, তার যে সাইকলজীর সমস্যা, তার সমীক্ষা নানাবিধ স্কেল করে. সাইকলজী স্কেল আছে- স্কেল টু মেণ্টাল ডেভেলাপমেন্ট যেগুলি তারা ডেভলাফমেণ্ট করেছে সেগুলি আমরা আমাদের এই খানে ধার করে এনেছি ' ভারতবর্ষের ছেলে মেয়েদের কি ধরণের স্কেল করতে হবে কোন সমীক্ষা করে আমরা এগুব সেটা আমরা দেখি ওখানে থেকে ধার করেছি। একজন আমেরিকান সাইকলজিষ্ট ডেটিং স্কেল ডেভেলাপমেণ্ট করেছেন সেখানে আমরা দেখেছি যে টীজ এজার-3 to 8 of opposite sex make any kind of love affairs—এই অবস্থা আমরা সেখানে দেখেছি। সেই সাইক-লজিষ্টের নাম হচ্ছে বার্টিকস, তাঁর সাইকলজির বই দেখলে এটা পাওয়া যাবে। সেটাই কি আমাদের সরকার এখানে চালু করেছেন? তা না হলে কেন আমরা এই অবস্থা দেখছি। বিদেশের জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজন আছে এটা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমাদের ভারত-বর্ষের মত উন্নতশীল দেশ যার আর্থিক, সামাজিক অবস্থা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে শিক্ষার সমস্যা সমাধান করতে গেলে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে দেখছি যে শিক্ষা সংকোচ এবং অপচয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে ঘটছে এবং যেভাবে ছেলে মেয়েরা. ছাত্ররা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। কিন্তু সেই অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না। ভর্তির সমস্যা কমানোর জন্য স্কুল বাড়ানো হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যে স্কুলগুলি বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, সেইগুলি বাড়ানোর কোন প্রচেষ্টা নাই। আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত রাখতে চাইছি এই প্রসঙ্গে। ধর্মনগর চন্দ্রপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল. গত আট বছর আগে এটা আফ-গ্রেড করার জন্য তখনকার যে চিফ মিনিষ্টার তিনি রিটন অর্ডার দিয়েছিলেন আজ পর্যান্ত সেটা হয় নি। প্রয়োজন আছে অথচ আজ পর্যান্ত হয়নি। অথচ আমরা দেখলাম ২/৩ দিন আগে একটা ভাবেল অর্ডারে সাবরুমের একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল নাকি আপগ্রেড হবে, সেটা কি দল ঠিক রাখার জন্য? এই অবস্থা চলছে। আমরা কলেজ স্তরে কি দেখছি? কলেজ স্তরে দেখছি আগরতলায় বেশীর ভাগ কলেজ সেনট্রালাইজড হয়ে গেছে—এম, বি, বি, কলেজ, বি, বি, ইভিনিং, ওমেন কলেজ. রামঠাকুর কলেজ। মফঃস্বলে আছে দুইটি একটি কৈলাশহর, আরেকটি বিলোনিয়া। না'ট ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে? ধর্মনগর, খোয়াই, উদয়পুর বা ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের যেসব ছেলেরা এখানে আসছে তারা এখানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এবং অনেকে হয়তো ধর্মনগর, উদয়পুর থেকে এখানে এসে ভর্তি হতে পারছে না অথবা অনেক গার্জিয়ান তাদের কলেজে এত টাকা খরচ করে পাঠাতে পারছে না। কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে বাইরে পাঠিয়ে তাদের পড়াশুনা করানো সম্ভব হচ্ছে না।

অথচ এই মফঃস্বল সহরগুলিতে কলেজের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাইভেট উদ্যোগে কলেজ হবে এমন নয়। আজকে আমরা কি দেখছি রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এবং রামঠাকুর মহাবিদ্যালয় যেটা আছে, সেই দুইটি সরকার অধিগ্রহণ করবেন। কিন্তু বিলোনীয়া কলেজটিও গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা দেখছি সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ভেঙে পড়েছে। সুতরাং প্রাইভেট উদ্যোগে কলেজ হবে না কারণ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ'এর নাম ভাড়িয়ে দিয়ে কলেজ দেওয়া হয়, তাহলে কলেজ টিকেনা। কাঞ্চনপুরে এই ধরণের একটা প্রাইভেট স্কুল আছে, সেই সম্পর্কেও আমি একথা বলতে চাই যে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ভাড়িয়ে, বিবেকানন্দের নাম ভাড়িয়ে কলেজ স্কুল করা যায় না। এখানে সরকারী উদ্যোগে কলেজ করার দায়িত্ব নিতে হবে। মহকুমা শহরগুলির কথা যদি বলি সেখানে প্রতি বছর এতগুলি ছাত্র বেড়িয়ে আসে কয়জন এম, বি, বি, কলেজে পড়তে আসে এবং কয়জন রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে যায়। অনেকেই বসে আছে, না পাচ্ছে চাকুরী না পড়শুনা করতে পারছে। এমন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং ডিগ্রি কলেজ স্থাপন অবিলম্বে আজকে প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরও কিছুটা সময় চাইছি এ্যাডুকেশন সম্পর্কে আরও ২/১টা কথা বলার প্রয়োজন আছে। আজকে—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— আজকে সুষ্ঠ বদলি নীতির কথা শিক্ষকরা বার বার বলে আসছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেইটা করা হয় নি। ইচ্ছামত বদলি করা হচ্ছে। সেখানে দেখানো হচ্ছে যে পাবলিক ইন্টারেস্টে বদলি করছেন, পাবলিক ইন্টারেস্ট একটা অ্যাবষ্ট্রাক্ট যেটার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। এইটা পাবলিক ইন্টারেস্ট কি এইটা মন্ত্রীদের ইন্টারেস্ট। যারা অ্যাসোসিয়েশন করছেন, যারা শিক্ষকদের অথবা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছেন তাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে তারা নাকি রাজনীতি করছেন। কিন্তু আজকে শিক্ষকদের রাজনীতি করার দরকার আছে কোটারী কমিশন কি বলছে? কোটারী কমিশনের কথা আমি উল্লেখ করছি সেখানে বলা হয়েছে যে, Teachers should be free to exercise all the citizens' right enjoyed by the citizens and should be eligible for public offices at local district, state or national level no illegal restiction should be placed on their participation in election. কোটারী কমিশন এই রিকমেণ্ডেশন দিয়েছেন। কোন কমিশনের রিকমেণ্ডেশন এরা ফলো করেন না। সুতরাং কোটারী কমিশনের রিকমেণ্ডেশন যে ওরা ফলো করবেন এইটা আমরা আশা করি না। বদলির প্রয়োজন নেই এই কথা আমি বলছি না কিন্তু বদলির নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে, যে নীতিতে বদলিটা করা চলে। আজকে শিক্ষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যানোমালিজ রয়ে গেছে। সেইদিন প্রশ্নোত্তরের সময় ক্লাশ টিচার এবং গ্রেজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েটদের স্কেলের কথা উঠেছিল সেখানে অ্যানোমালিজ আছে, সেই অ্যানোমলিজ দূর করার জন্য সরকার কোন চেষ্টা করছেন না। অ্যানোমলিজ আছে কলেজের লেকচারারদের ক্ষেত্রে। ১৮-২-৬৯ইং এর আগে যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তাদেরকে

হাইয়ার স্কেল দেওয়া হয়েছে ক্রম ৩১০। কিন্তু এখন তাদেরকে ২১৫ এ ফিক্সড করে রাখা হয়েছে। এই অ্যানোমেলি কেন? আজকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তো আমরা বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি লক্ষ্য করতে পারছি। শিক্ষক নিয়োগ করা হবে—একটা প্রিন্সিপ্যাল একটা নীতি ঠিক করে তারপরে নিয়োগের ক্ষেত্রে এগোতে হবে। সরকার বলেছিলেন যে দেখা হবে কারও পরিবারে কেউ চাকুরী করছেন কি না এবং তার আর্থিক অবস্থা কিরূপ, সরকার বলে-ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এইসব দেখা হয় নি। স্যার, রেবতী সূত্রধর শ্যামা সূত্রধর, এই দুইজন চাকুরী পেলেন কারণ তার ভাই কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেস নেতা। অমল চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে এসে, তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারের আত্মীয় বলে চাকুরী পেলেন, তিনি সিডিউল ট্রাইব এই পর্যায়ে, কিন্তু আসলে সিডিউল তিনি নন। তার রিলেশন দামোদর নাহা, অবশ্য গরীব মানুষের চাকুরী যাক এমনটা আমি চাই না কিন্তু দুর্নীতির কথাটা বলতেই হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধরণের হয়েছে। যেমন কাঞ্চন বাদার অব আওয়ার মেম্বার লক্ষ্মী নাগ, তিনি চাকুরী পেয়েছেন, নেপাল নাগ. সুভাষ চৌধুরী চাকুরী পেয়েছেন, বড়পাথারীতে চাকুরী পেয়েছেন ধীরেন্দ্র সরকার, অনল নাগ,—

শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য উনি বলেছেন যে নেপাল নাগ চাকুরী পেয়েছেন, নাগ হলেই সমস্ত নাগ লক্ষ্মী নাগের আত্মীয়, দেববর্মা হলেই সব অভিরাম দেববর্মার আত্মীয়, আর চক্রবর্তী হলেই সবাই নৃপেন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মীয় এইটা ঠিক নয়। আর একটা কথা উনাকে বলছি যে নেপাল নাগের বাড়ীতে কেউ সার্ভিস হোলডার আছে কিনা, সেইটা জেনে নিয়ে বলা উচিত। একটা অসত্য তথ্য এই হাউসে পরিবেশন করে হাউসকে মিস লিড করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ— যাদের বাড়ীতে শিক্ষকতা করছেন কেউ কেউ যেমন হরেন্দ্র সাহা তাদের জায়গা জমি আছে, বাড়ীতে একজন সরকারী শিক্ষক আছেন তাকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কাজেই চাকুরী ক্ষেত্রে যে নীতিটা ঠিক করতে হবে সেইটা হলো ফার্স্ট চান্স ফার্স্ট সার্ভ। আমার কথা হচ্ছে স্যার, দুর্নীতি করা হচ্ছে চাকুরীর ক্ষেত্রে এইটা ঠিক। যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের চাকুরী যাক এমনটা আমি চাই না। কিন্তু দুর্নীতি যেন না হয়। যে নীতি সরকার নিয়েছেন সেই নীতি যেন ঠিক থাকে। আজকে যারা প্রথম পাশ করেছেন, আগে পাশ করেছেন, আগে নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন, যাদের বয়স সীমা চলে যাচ্ছে তাদের চাকুরী হচ্ছে না এমন একটা অবস্থা তো আমরা দেখছি। আমরা দেখছি কি চাকুরী অ্যারিয়া ভিত্তিক হয়। আমি জানি না শিক্ষা দপ্তর কোন অ্যারিয়াতে কতজনের চাকুরী হয় সেই হিসাব রাখেন কি না। খোঁজ করলে দেখা যাবে বনমালীপুরে কতজনের চাকুরী হয়েছে। বনমালী-পুর, রাণীরবাজার এইসব অ্যারিয়াতে কতজনের চাকুরী হয়েছে। ইলেকশনের ১৫ দিন পরে বনমালীপুরের একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে স্যার, বনমালীপুর থেকে টাউনের কাছা-কাছি যেন পোষ্ট করা হয়। এইটা বলার উদ্দেশ্যটা কি? আমরা আরও লক্ষ্য করেছি খোয়াইতে চাকুরীর ব্যাপারে আমি না বলে পারছি না স্যার, সেইটা মিঃ যদুপ্রসন্ন বাবুর এরিয়া,

একজনের চাকুরী হয়েছে মি: সুকল্যাণ বিশ্বাস, এই সুকল্যাণ বিশ্বাসের চাকুরী হয়েছে। শিক্ষক হিসাবে যোগ্যতা বিচার করতে হবে। সেই যোগ্যতা বিচারে আমরা দেখছি যে অমরপুর, শ্মশানের দিকে মন দেওয়া হয়েছিল তো, সেখানের এম, এল, এ, সেই শ্মশানের জন্য লটারী করা হয়েছিল ২৫ হাজার টাকা, লটারীর টিকিট এই লটারীর টিকিট বিক্রয় হয়েছিল মি: বিশ্বাসের মাধ্যমে, মি: বিশ্বাস টিকিট বিক্রয় করেছিলেন, খোয়াই, কিন্তু লটারীর খেলা হয় নি স্যার। জানতে পেরে যখন জনতা মারমুখী হলো তখন পুলিশ কেস হল এই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি। শিক্ষক বাচাই করার ক্ষেত্রে অন্তত শিক্ষার কোয়ালিফিকেশনটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তুলনা করুন সোনাতলার ক্ষিতীশ দাস যিনি ১৯৬৮-এ বি, এ, পাশ করেছে, যার পরিবারে কেউ চাকুরী করছে না, সে চাকুরী পাচ্ছে না। এই রকম বহু আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা চাকুরী পাচ্ছে না। সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছেন সেই নীতির ভিত্তিতে অনেককেই চাকুরী দেওয়া যায়। কিন্তু তারা আজকে চাকুরী পাচ্ছে না। এই রকম অবস্থাটা আমরা দেখছি। এই প্রসঙ্গে বেসরকারী স্কুল সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আজকে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যে গ্রান্ট নীতি, রেকারিং এবং নন-রেকারিং গ্রান্ট এবং গ্রান্টের আওতায় যে ক্লাশ ফোরদের আনার দাবী উঠেছে সেই দাবী সম্পর্কে আমি বলতে চাই। আমরা দেখছি যে বেসরকারী স্কুলকে ক্যাপিট্যাল গ্রেন্ট দেওয়া হয়, ফিফটি পার্সেন্ট গভ: কনট্রিবিউশান আর ফিফটি পার্সেন্ট স্কুল কন্ট্রিবিউশান। যার ফলে যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জন্য হোষ্টেলের কথা উঠেছিল, তা বে-সরকারী স্কুলগুলিতে করা যাচ্ছে না। কারণ বে-সরকারী স্কুল থেকে যখন ক্যাপিট্যাল গ্রেন্ট চাওয়া হয়, তখন বলা হয় যে তোমরা যদি ফিফটি পার্সেন্ট দাও, তাহলে আমরাও ফিফটি পার্সেন্ট দেব। কিন্তু বে-সরকারী স্কুলগুলির এমন কোন অবস্থা নাই যাতে তারা ফিফটি পার্সেন্ট বিয়ার করতে পারে। যার ফলে বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম পড়ে আছে, আর এর সংগে আমরা দেখছি শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে, তাদের ওয়ান থার্ড যে টাকা দিচ্ছেন, তার থেকে আদার কন্টিজেনসী যেমন ক্লাশ ফোর, লাইব্রেরীয়ান বা অন্যান্য যদি কেউ থেকে থাকে, তাহলে তাদের পেমেন্ট দেওয়ার জন্যও অনেক অসুবিধা হয়। কারণ এই যে ক্লাশ ফোর ষ্টাফ, তারা তো ট্রিপ্রাল বেনিফিট স্কীমের আওতায় নয়, তারা অন্য কোনও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, তাদেরকে ম্যানেজিং কমিটির দয়ায় উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। আবার কোন কোন স্কুলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদেরকে কিছু মাত্র একটা এ্যালাউন্স দিয়ে রাখা হয়েছে বা ফিক্সড পে'তে রাখা হয়েছে, এমনকি তাদেরকে কোন স্কেল পর্যান্ত দেওয়া হচ্ছে না, এই জিনিষটা আমরা প্রাইভেট স্কুলগুলির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। কাজেই বে-সরকারী স্কুলগুলির যে সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানের জন্য সরকার এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু নানা সময়ে সরকার বলছেন যে আমাদের নীতি আছে আমরা এই করছি, সেই করছি, বে-সরকারী স্কুলের প্রশ্নে কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কোন পথই খোলা রাখছেন না। অথচ আজকে বেসরকারী স্কুলগুলি একটা আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। আমরা তো জানি যে কয়েকটা স্কুল কয়েক বছর আগে

পোড়া গেল, সেগুলির মধ্যে কেবল বে-সরকারী স্কুলই নয় সরকারী স্কুলও আছে। ধর্মনগরের বি, বি, ইনষ্টিটিউশান, যেটা সরকারী স্কুল সেটাও পোড়া গিয়েছে, আজকে কয়েক বছর চলে গেল, কিন্তু কাজতো কিছু হয় নি এখনও তার উপরটা মাত্র ভাংগা আছে, কাজ সবে হাতে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর জন্য কত বছর লাগে? বে-সরকারী স্কুলও কয়েকটা পোড়া গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কি কোন কাজ হয়েছে, সেগুলি এখনও সেই ভাবে পড়ে আছে, তবু গ্রামবাসীকে বলা হচ্ছে যে তোমরা ফিফটি পার্সেন্ট দাও। এই রকম একটা অবস্থা যেখানে, যেখানে কোন সাহায্য এবং সহযোগীতা বে-সরকারী স্কুলগুলি পাচ্ছে না, সরকারের কাছে তারা বারবার দাবী করছে কিন্তু তাদের দাবী বারবার উপেক্ষিত হয়ে আসছে। কাজেই এই হেন অবস্থায় সরকার যে শিক্ষার প্রসারের দিকে নজর রাখছেন, তা আমরা কি করে মনে করব? আজকে যেখানে সন্মাত্মকভাবে শিক্ষা নীতির মধ্যে গলদ রয়ে গেছে এবং শিক্ষা নীতি পরিবর্তনের জন্য কোন প্রচেষ্টা আজকেও ভারত সরকার নিচ্ছেন না এবং তার সংগে সংগে রাজ্য সরকারও এই শিক্ষা নীতির সুষ্ঠ প্রনয়নের জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করছেন না। কাজেই আমরা দেখছি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছে। ফলে বলতে গেলে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন পঙ্গু হয়ে পড়বে। তারপরে এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিষ আমি না বলে পারছি না, স্যার। সেটা হচ্ছে ক্লাশিকাল টিচার্স, আজকে বহু স্কুলে সংস্কৃত বা আরাবিকের শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা নাই, মুসলমান ছেলেরা এই আরাবিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই রকম বহু স্কুল আছে আ্যারাবিক শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না তাদেরকে সংস্কৃত পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে, যেহেতু আ্যারাবিক শিক্ষক নেই। এমন যে একটা অবস্থা শিক্ষা বিভাগের মধ্যে চলছে, এটা কি বরদাস্ত করা যায়, স্যার? তারপরে আমরা আরও দেখছি যে কি ভাবে এই মুসলমান ছেলেরা যারা আগরতলা এসে যদিও বা কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু তারা থাকার কোন সুবিধা পাচ্ছে না, কারন তাদের জন্য কলেজ হোষ্টেলে সীট রিজারর্ভেশানের কোন ব্যবস্থা নেই ফলে এই একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে তাদের অনেকে পড়াশুনা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এইটুকু আমরা লক্ষ্য করছি। স্যার, আমাদের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে শুধু এই একটা অবস্থাই নয়, আরও বহু ধরণের ত্রুটি রয়ে গেছে, যার জন্য শিক্ষা দপ্তর এমন কোন প্রচেষ্টা চলাচ্ছেন না, যার ফলে শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সুন্দর একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হ.ত পারে, আর তারা নাকি সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান। আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষার খাতে যে বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান আছে। একটা স্কুলকে ভিত্তি করে আমি এই কাট মোশানটা এনেছি। সারা ত্রিপুরাতে এই এডুকেশন সম্পর্কে আমরা গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস সরকারের যে নীতি লক্ষ্য করে আসছি, সেই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আমি আমার সমালোচনা রাখতে চাইছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাঠালিয়াতে একটা স্কুলের জন্য সেখানকার জনসাধারণ সরকারের কাছে শুধু দাবী রাখে নি, তারা সেই স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫ কাণি জমি এবং নগদ ১০ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে, তার পাস বুক সহ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। এই সব কথা সত্ত্বেও সেখানে একটা স্কুল করা নিয়ে সরকার আজ পর্য্যন্ত একটা রাজনীতির ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই স্কুল এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। অপর দিকে

ইলাকশানে জিতার জন্য মন্ত্রীরা এবং তাদের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় তাদের প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য এই সব স্কুল খেলা নিয়ে একটা খেলা খেলছে, তারা আজকে বিদ্যালয় দেওয়া না দেওয়া নিয়ে খেলা করছে, তারা বেকারদের চাকুরী দেওয়া না দেওয়া নিয়ে খেলা করছে। ঠিক এই রকম একই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি ধর্মনগরের কৃষ্ণপুরে একটা স্কুল খোলা নিয়ে। সেখানে প্রাইভেট একটা স্কুল চালানো হচ্ছে, সেখানকার জনসাধারণ এই স্কুল করার জন্য নিজেরা কালেকশান করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তাদের সাধ্যের অতীত যতটুকু সম্ভব সমস্ত ব্যয় ভার বহন করে সেই স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছেন এবং সেখানকার স্কুলের ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করছেন, শুধু মাত্র একটি আশায় যে শিক্ষা মন্ত্রী অথবা শিক্ষা বিভাগ অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রী সভা বোধ হয় এই স্কুলের পরিচালনার ব্যাপারে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন। কিন্তু আজকে পর পর দুইটি বছর পার হয়ে গেল, সেই স্কুলের ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে পারছে না। সেই স্কুলের ছাত্ররা, যারা নাকি পরীক্ষা দিতে চাইছে, তারা অন্য স্কুলে গিয়ে রেগুলার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য ভিক্ষা ভিত্তি করছে। আর সেটা যদি না হয়, তাহলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে প্রাইভেট ক্যেণ্ডিডেট হিসাবে পরীক্ষা দিতে হবে। এই অবস্থা সরকার সেই স্কুলটিকে আজ পর্য্যন্ত গ্রহন করলেন না। এই ধরণের বহু স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে পড়ে আছে। এই কাঠালিয়া স্কুলের প্রশ্নে আমাদের শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীশৈলেশ সোম, কৃষি উপমন্ত্রী মুনসব আলী সাহেব এবং অর্থ মন্ত্রী শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী দল বেঁধে কাঠালিয়াতে গিয়েছিলেন এবং কাঠালিয়ার জনসাধারন প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ করে তাদেরকে খাইয়েছেন, শুধু মাত্র একটা স্কুলের জন্য। তারা সেখানে ভরসা দিয়ে এসেছেন যে তোমরা সবুর কর, দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে তারা আজকে স্কুল দেওয়া না দেওয়া নিয়েও খেলা করছেন। স্যার, আজকে শুধু কি এই বৈষম্য কংগ্রেসের রাজনীতি চালাবার জন্য, তারা নানা ভাবে চক্রান্ত করে চলছে যাতে করে বিরোধী মুখগুলিকে দামাচাপা দেওয়া যায়। আজকে শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের নিজেদের ভিতরের চেহারাটা কি? কংগ্রেসের ভিতরের চেহারা, এক সদস্য অন্য সদস্য এর বিরুদ্ধে একটা গ্রুপ তৈরী করছে এবং এই গ্রুপ তৈরী করতে গিয়ে সেখানে একটা কোম্পানী বা কোটারী তৈরী করা হচ্ছে আর সেটার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যেও একটা সেণ্ডিকেটের মত ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা শুনেছি যে এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের মুখপাত্র কয়েকজনকে নিয়ে একটা বোর্ড নাকি গঠন করা হয়েছে এবং সেই বোর্ড সম্পর্কে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে একটা বোর্ড তৈরী করে তাকে একটা পুতুলের মত সামনে রাখা হয়েছে। সেখানে আসল সিদ্ধান্তটা কারা নিচ্ছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে কালা মজুমদার, অমর গুপ্ত (যিনি রাধু গুপ্ত হিসাবে পরিচিত) এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই তিনজনে মিলে একটা সেণ্ডিকেটের মতো করা হয়েছে এবং সেই সেণ্ডিকেটের দাপটে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, এমন কি কংগ্রেস এম, এল, এরা যারা নিজেদের এলাকার বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারের কাছে আসছে, তাদেরকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং কংগ্রেস এম, এল, এদের দাবী দাওয়া পুরণের ক্ষেত্রে ও একটা বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে আমি যথেষ্ট সময় পাবনা, যদি পেতাম তাহলে আমি বিভিন্ন প্রমান দিয়ে সেগুলি প্রমাণ করতে

চেষ্টা করতাম। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধুমাত্র কি এইভাবে সাংগঠনিক একটা সিণ্ডিকেট তৈরী করে কংগ্রেসের ভিতরেও যারা নাকি একটু স্বাধীনভাবে একটু গণতন্ত্রসম্মতভাবে বক্তব্য রাখতে চায় তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, বৈষম্য দেখানো হচ্ছে, এছাড়াও রয়েছে। কর্মচারীদের ভিতরে পর্যন্ত এই সিণ্ডিকেট যে সিণ্ডিকেটের কথা উল্লেখ করলাম, অথবা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আরও ব্যাপকতর সিণ্ডিকেট সেটা নাকি কেবিনেটে পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়না, কেবিনেটের বাইরে হয়, গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত করে নিজেরা শাসন ক্ষমতায় থেকে যা খুশী তাই চালিয়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের ক্ষমতাগুলিকে হাতে নিয়ে, তাই আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের অধীনে কিছু কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কজনের নাম উল্লেখ করতে চাই, ননী ভট্টাচার্য। তিনি ক্র্যাফট টিচার গংগানগর সিনিয়ার বেসিক ধর্ম্মনগরের। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেন, প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন তিনি কংগ্রেসের নেতা। আমি জানি না ঐ এলাকা থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন কংগ্রেস সদস্য যারা আছেন তারা কি বলবেন। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ঐ ননী ভট্টাচার্য. তিনি একজন ক্র্যাফট টিচার, কিন্তু সকলের উপর তিনি ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছেন। সপ্তাহে একদিন মাত্র তিনি স্কুলে অ্যাটেণ্ড করেন এবং হেডমাষ্টারকে বলেন কই আমার রজিষ্টার দিন, আমি ৭ দিনের একবারে সই দিয়ে যাচ্ছি এবং এই ৭ দিনের সই দেওয়ার পর আমি এখন কংগ্রেসের কাজে যাচ্ছি। আমার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবেন না, আমার কোন কৈফিয়ত চাইবেন না এবং তিনি পরিস্কার বলে দিচ্ছেন শৈলেশবাবু শিক্ষা উপমন্ত্রী তিনি আমার পক্ষে। কাজেই এই সমস্ত কৈফিয়ত চাইলে আপনার চাকরী থাকবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি সেখানে ফেডারেশন গঠন করছেন এবং তিনি সেখানে সমস্ত কর্মচারী আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরে একটা পালটা সংগঠন করার চেষ্টা করছেন। তাদের এলাকাগুলিতে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কংগ্রেসের ভিতরে পর্যন্ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। এই হচ্ছে তাদের চেহারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু এইটুকু নয়, বিভিন্ন এলাকায় তাদের এজেন্ট নিযুক্ত করছেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কোথায় কি দরকার এই সিণ্ডিকেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে। সোনামুড়া মহকুমাতে তারা একজন এজেন্ট নিযুক্ত করেছেন। মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের সংগে তার মহব্বত। আমি শুনেছি বীরেন্দ্র সেনগুপ্ত. তিনি গলাবাজী করে, চীৎকার করে মাঠে মাঠে বক্তৃতা করে বলেন আমার কাছে যদি লিষ্ট না দাও, যার কাছেই লিষ্ট দাও, আমি প্রকাশ্যে শুনেছি যে অশোক বাবুর লাইনে যদি দরখাস্ত দাও তাহলে চাকরী হবে না। আমার লাইনে আসতে হবে। তাহলেই সুখময়বাবুর ঘরে গিয়ে এই দরখাস্ত পৌঁছবে। এসব কি চলছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না। আমি উল্লেখ করতে চাই বিচিত্র সাহা, এই হাউসের তিনি একজন সদস্য, তাঁর এলাকার দিকে চেয়ে দেখুন, আবার আর একজন পাশাপাশি নরেশ রায়ের এলাকার দিকে চেয়ে দেখুন। তারা নিজেরাই বলছেন যে একি বৈষম্য? আমার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা-গুলি স্বাভাবিক সুস্থ সরকারের কাছে তুলে ধরব, আর এরা সমস্ত সরকারীযন্ত্রকে অসুস্থ করে ফেলেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সিণ্ডিকেটের হাতে আজকে শিক্ষার বরাদ্দ টাকা পয়সা সমস্ত কিছু। এর অর্থটা কি? এর অর্থটা হচ্ছে সারা ত্রিপুরাতে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি করা। তার ফলে আজকে দেখা দেয় ছাত্রদের নানারকম বিক্ষোভ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা

দেখতে পাই বিভিন্ন কর্মচারী আন্দোলনে বিভিন্ন বদলী নীতির প্রশ্ন উঠেছে এখানে। আমি বিস্তৃতভাবে রাখতে যাচ্ছি না। আমি বার বার ওয়ার্ণিং হচ্ছি যে আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আমি শুধু এইটুকু বক্তব্য রাখছি যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুষ্ঠু নীতি চালাবার মত এই সরকার করতে অক্ষম। এই সরকার ক্রমে ক্রমে ডুবে যাচ্ছে, এই সরকারের ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসছে, এই অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমৌলানা আবদুল লতিফ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থিত করেছেন সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা অতি সত্য কথা, ত্রিপুরার শিক্ষার প্রসার সুরু হয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলব ত্রিপুরায় যখন স্কুল কলেজ কম ছিল, মহারাজার সময়ে ৭।৮ টা হাই স্কুলও ছিল না তখনও মুসলমান ছাত্রদের আরবী ফারসী পড়ার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে আমরা দেখি যে সারা ত্রিপুরায় দুই একটি স্কুলে ক্লাশ টীচার আছে। কিন্তু আরবী ফারসী পড়াবার কোন বন্দোবস্ত আমার সরকার করছেন না। অতএব আমি মন্ত্রীসভার নিকট অনুরোধ করছি যে আরবী ফারসী শিক্ষার জন্য প্রত্যেকটি স্কুলে যেখানে মুসলমান আছে সেখানে ব্যবস্থা রাখা হোক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি আগরতলায় মুসলমান অনেক কম, মুসলমান নাই বললেই চলে। কিন্তু মুসলমান ছেলেরা আগরতলায় আসে পড়ার জন্য। তারা থাকবার কোন জায়গা পায় না। আমি সেদিন শুনেছি দুটো ছেলে বলছে যে আমরা এক খাটে ঘুমাই দুইজন লোক। আমাদের থাকবার কোন স্থান নাই। সুতরাং আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করব যাতে অতি শীঘ্র একটা হোষ্টেল মুসলমান ছাত্রদের থাকার জন্য উনি এখানে স্থাপন করেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের কৈলাসহর কলেজটা গভর্ণমেন্ট নিয়েছেন, এটা অত্যন্ত সুখের কথা কৈলাসহর বাসীদের অত্যন্ত আনন্দ। কিন্তু আমি সরকারকে অনুরোধ করব ছাত্র এবং শিক্ষকদের যে অভাব অভিযোগ ছিল তা যাতে সত্বর দূরীভূত হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন। আমাদের কলেজে বোর্ডিং নাই, আমাদের কলেজে ছাত্রদের জল খাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত নাই, আমাদের কলেজে ছাত্রদের খেলার মাঠ নাই। সুতরাং এই সমস্ত যাতে শীঘ্র হয় সেজন্য সরকারকে আমি অনুরোধ করব। আমাদের কলেজে লেবরেটারী জলে গিয়েছিল আজকে দুই বছর হয়। কিন্তু এখনও সেটা হয় নাই। যাতে লেবরেটারীটা শীঘ্র হয় আমি সেজন্য সরকারের নিকট সাজেশন রাখব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কৈলাসহরে তিনটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। কিন্তু কৈলাসহরের দূরাঞ্চলে কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নাই। কৈলাসহর থেকে অন্তত: ৬ মাইল দূরের বর্ডারের ছেলেরা কৈলাসহর স্কুলে এসে পড়ে। আর কোন দিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। অতএব আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব যাতে আগামী বছরে কৈলাসহরের টীলা বাজারে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কৈলাসহরে স্কুল আছে এবং আরও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কৈলাসহরে যে অত্যন্ত গরীব

মুসলমান আছে আমি আশা করব সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব, হরিজন এবং ব্যাকওয়ার্ড সম্প্রদায়ের ছেলেদের প্রতি যে রকম সরকার নজর রাখেন আমাদেরও সেইরকম ব্যাকওয়ার্ড শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন সেই রকম উৎসাহী করেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অর্থের মঞ্জুর চেয়েছেন শিক্ষা খাতে সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধি দল যে কাটমোশান এনেছেন, তার আমি বিরোধিতা করছি। আজকে ত্রিপুরার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব ত্রিপুরা একটা অনগ্রসর ছোট্ট রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষের যে সব বড় বড় রাজ্যগুলি আছে, সেই তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পিছিয়ে নেই একথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি। প্রতি বছর সুদূর পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত স্কুল হচ্ছে। এবার বাজেটেও মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলে গেছেন চার শ' নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল, ১৫টি বুনিয়াদি বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাতটি স্নাতোকত্তর পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। আমি মনে করি এটা ঠিক সময়ে ঠিক পদক্ষেপ। তাছাড়া বিশ্ব বিদ্যালয় গড়ে তুলার যে চেষ্টা চলেছে সেটাও অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু আমরা স্কুল করছি ঠিকই, কিন্তু স্কুলগুলি কিভাবে চলছে, কি সুযোগ সুবিধা আছে আমরা যখন এম. এল এ-রা বিভিন্ন স্কুলগুলি ঘুরে দেখি সেখানে আমরা দেখেছি যে সেই স্কুলগুলি স্কুল ইন্সপেক্টার তদন্ত করছেন না, সেখানে মাষ্টারের কি অভাব আছে, ছাত্রের কি অভাব আছে, সেইগুলি তাঁরা দেখছেন না। এটা ঠিক যে একজন সাবডিবিশনাল ইন্সপেক্টারের কাছে হয়তো গাড়ী নেই, বিভিন্ন স্কুলে চলাফেরা করার জন্য, ফলে উনি হয়তো ঠিক সময়ের সংগে তাল রেখে সবস্কুলগুলি পরিদর্শন করতে পারেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনুরোধ করব সরকার যাতে প্রতি সাব-ডিভিশনেল ইন্সপেক্টরেট যেগুলি আছে, সেখানে ক্রমে ক্রমে গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। ইন্সপেক্টররা তখন সেখানকার সমস্ত স্কুলগুলি ঠিক সময়ে পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে ত্রিপুরাতে, এই তিনটি ডিষ্ট্রিক্টে তিন জন ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই তিনজন ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর আগরতলায়ই আছেন, আমরা তাঁদের ডিষ্ট্রিক্টে দেখিনা। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যাতে তিনটি ডিষ্ট্রিক্টের তিনটি অংশে তাঁরা চলে যান এবং সেখান থেকে যাতে উনারা স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা আজকে যা দেখছি, ডাইরেক্টার অব এডুকেশান আছেন, ডিপুটি ডিরেক্টার আছেন, শিক্ষা অধিকর্তা আছেন, উনারা গত এক বছরে হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল-গুলি ঘুরে দেখছেন না, ফলে সেখানে যে ম্যাল এডমিনিষ্ট্রেশান সৃষ্টি হয়েছে, প্রাইভেট স্কুলগুলিতে কিছু কিছু গোলমাল আছে—বগাফা স্কুল, বাইখুড়া স্কুল, তেলিয়ামুড়া স্কুল বিভিন্ন স্কুলে সমস্যা আছে, এইগুলি যদি উনারা ঘুরে দেখেন, সেখানে গিয়ে যদি এইগুলি পরিদর্শন করেন, তাহলে তার একটা সমস্যা সমাধানের পথ উনারা বের করতে

পারেন। আমরা এম. এল. এ-রা সেখানে যাই, যেয়ে শুনলাম, আমরা এসে বললাম, কিন্তু এক্ষুনি যদি সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে সেই অফিসারদের যেতে হবে সেখানে। অতএব আমি অনুরোধ রাখব উনারা যাতে সেখানে যেয়ে যাতে আশু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরাতে তিনটি বেসরকারী কলেজ আছে, এই তিনটি কলেজকে স্পনসরড করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। তাতে ছাত্র সমাজ'এর একটা উপকার হবে, এটাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ত্রিপুরায় এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ। এছাডা শিক্ষা ব্যাপারে আমরা দেখেছি অন্যান্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। কাজেই সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা ঠিক ঠিকভাবে ইম্পলীমেন্ট করা হচ্ছে কি না, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমি অনুরোধ করব যে ঠিক ঠিক ভাবে এবং ঠিক ঠিক জায়গাতে যাতে এটা ইম্পলীমেন্ট করা হয়, সেই দিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। আরেকটা কথা হচ্ছে ষ্টাইপেণ্ড। ষ্টাইপেণ্ড'এর ব্যাপারে আমি দুই একটি কথা বলব। ত্রিপুরায় ট্রাইবেল ছাত্ররা যে পরিমান টাকা পায়, তাতে তাদের হয় না। বর্তমানে বইয়ের দাম প্রভৃতি দিয়ে তাদের এই টাকায় কুলায় না। সরকার যাতে এই ষ্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেন, তার জন্য অনুরোধ রাখব। ষ্টাইপেণ্ড ছাড়াও আমরা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, গ্রামে নিম্ন শ্রেণীতে যে সব বই সরকার থেকে সাপ্লাই করা হত সেই বইগুলি এখনও সাপ্লাই হয় নি। শিক্ষামন্ত্রী বলে গেছেন যে প্রেসের গোলমালের জন্য সেই বই দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেখানে আরেকটা গলদ আছে সেটা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট যে বইগুলি সাপ্লাই দিচ্ছে, গ্রামের বাচ্চা ছেলেরা সেই বইগুলি বারবার ছিঁড়ে ফেলছে, ছিঁড়ে ফেলার পর আর সেই বইগুলি স্থানীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না, কাজেই তার পড়া সেখানে শেষ হয়ে গেল। আগে যেসব লাইব্রেরীতে বইগুলি এভেইল্যাবল ছিল, সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কাজেই অলটারনেটিভ কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেইদিকে যেন সরকার নজর দেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাপারে একটা কথা উঠেছে যে লক্ষ্মী নাগের ভাই বা আত্মীয় স্বজন চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু টাইটল মিলে গেলেই আমার ভাই হবে বা আমার আত্মীয় স্বজন হবে এটা ঠিক নয়। বহু দত্ত টাইটেল আছে, বহু নাথ টাইটেল আছে, সব কি আমাদের আত্মীয়? আর, এম, এল, এর ভাই চাকুরীর সুযোগ পাবে না, তার উপযুক্ততা থাকলে সে চাকুরী পাবে। কিন্তু যিনি আলোচনা করছেন উনাকেও চিন্তা করতে বলব, উনিও দুইটি চাকুরী করছেন। কাজেই আমি জানিনা আমার ভাই হলে বা আত্মীয় স্বজন যদি ঐ লাইনে পড়ে বা ক্যাটগরীতে পড়ে তাহলে চাকুরী পেতে কি অসুবিধা আছে। অতএব আমি বলব যে যারা গরীব, যাদের পরিবার চলছেনা, তাদের ন্যায্য ভাবেই চাকুরী হচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই কোন দৃষ্টি কোন থেকে উনারা একথা বলছেন আমি জানিনা। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় ফেডারেশান সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন, উনারা ফেডারেশান ব্যাপারে সংকিত হয়ে পড়েছেন। আমি বলছি আমাদের যে ফেডারেশান গড়ে উঠেছে সেটা শ্রমিকের একটা চিন্তা ধারায়। তারা যে শ্রমিকদের কুক্ষিগত করতে চায়, যারা একটা সংগ্রামের নাম দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের

বিভ্রান্ত করতে চায়, সেটা বুঝেই আরেকটা সমিতি গড়ে উঠেছে, তাতে উনাদের সংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ফেডারেশানকে ভয় কেন? ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাজ্য, সেখানে কংগ্রেস, জনসংঘ, সি, পি, এম, সকলেরই ইউনিয়ান করার অধিকার আছে। যারা শ্রমিক, তাদেরও ইউনিয়ান করার অধিকার আছে কিন্তু সেই ইউনিয়ন করতে বাধা দেবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয় উনি সেটার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে যে ফেডারেশান হয়েছে, সেটাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য তিনি এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি সংকিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কর্মচারী সমিতি আছে, সেটার যদি আদর্শ ঠিক থাকে, তাহলে ফেডারেশানের জন্য কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, তাকে সমর্থন করি এবং যে কাটমোশান এসেছে, জানিনা উনারা কোন দৃষ্টি কোণ থেকে এই কাটমোশান এনেছেন, আমার মনে হয় একটা বিশেষ দৃষ্টী কোণ থেকেই এই কাটমোশান এনেছেন, কাজেই এই কাটমোশানগুলি আমি সমর্থন করতে পারি না এবং এইগুলি সমর্থন করার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখছি না। আমার এক সদস্য শ্রীআবদুল লতিফ সাহেব একটা কথা এখানে বলেছেন যে মুসলমান ছেলেদের একটা হোষ্টেল করার কথা বলেছেন যদি সরকার এটা চিন্তা করেন তাহলে এটা ভাল হবে। আমি বলছিনা হিন্দু, মুসলমান, ট্রাইবেল ক্যাটাগরী করা হউক, সেটা না করে তারা যাতে লেখাপড়ার সুযোগ পান এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীতাপস দে।...

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিক্ষার উপর যে ডিমাণ্ড পেস করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। আজকে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, আমরা স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে আসছিলাম, আজ ঠিক সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই চলছে, তার কোন পরিবর্তন হয় নি। আমরা শুধু সাদা চামড়াকে তাড়িয়েছি বটে, কিন্তু আজও আমরা তাদের দেওয়া শিক্ষা নীতির কোন পরিবর্তন করতে পারিনি আজকে যতদিন পর্যন্ত না এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার কোন উন্নতি হতে পারে না। যে শিক্ষার উপর দেশের নৈতিক মান নির্ভর করে, তার কোন উন্নতি হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আজকে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন করা এবং প্রডাকটিভ শিক্ষা চালু করা। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা চালু আছে, সেটা হচ্ছে কিছু কেরাণী তৈরী করার শিক্ষা, কিছু বেকার সৃষ্টী করার শিক্ষা, এই শিক্ষার সংগে তার ব্যবহারিক জীবনের কোন মিল নাই, কোন সামঞ্জস্য নাই। আমি এই হাউসে দাবী রাখছি যাতে আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টী আকর্ষণ করেছিলাম, রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের উপর বলেছিলাম যে আমাদের যে শিক্ষা পর্ষত গঠিত হচ্ছে তাতে যে সিলেবাস হবে সেটা যেন প্রডাকটিভ সিলেবাস হয়, বাস্তব ভিত্তিক সিলেবাস থাকে, সেটা যেন গড্ডালিকা প্রবাহ সিলেবাস না হয়। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সমস্ত মৌলিক জিনিষ রয়েছে, যেগুলি করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরায় যে মধ্যশিক্ষা পর্ষত হচ্ছে.................. ....

সেইটা হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্য শিক্ষাপরিষদ এবং বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষায়তনের পরিচালনার ভার যাদের উপর আছে তাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ভাষা সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যেটা সবচেয়ে মারাত্মক সেইটা হচ্ছে মিশনারী শিক্ষা ব্যবস্থা সেইটা লুপ করতে হবে। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং খেলাধূলাকে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে সম্প্রসারিত করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি পরিবর্ত্তন না করা হয় তাহলে এই দেশের সমাজবাদ অথবা শিক্ষিতের হার বাড়ানো সম্ভব হবে না। আজকে যারা প্রশাসন চালাচ্ছেন, যারা প্রশাসনের প্রধান তারা হচ্ছেন আই, এ, এস, আই, পি, এস। যদি এদের খোঁজ নেওয়া যায় তাহলে দেখবো যে এদের অধিকাংশ বড় বড় ঘর থেকে এসেছেন এবং বড় বড় ইনষ্টিটিউশন থেকে, বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছেন আমাদের এখানে প্রসাশন চালানোর জন্য। এরা কার স্বার্থ দেখবে? এরা যে বিলাসিতার মধ্যে থেকে পড়াশুনা করেছে যারা নিজেরা কোন দিন অভাব বোধ করেনি তারা কোন দিন গরীবের মর্ম বুঝবে না। সেই জন্যই আজকে প্রশাসনের এই অবস্থা হয়েছে। আজকে প্রসাশন সেন্ট্রেলাইজড হয়ে রয়েছে। আজকে শিক্ষা বিভাগে দেখা যায় যে ডজন ডজন ডিপুটি ডিরেক্টর রয়েছেন, ডিরেক্টাররাও রয়েছেন যারা শিক্ষা দপ্তরকে নিজেদের মর্জির উপর চালাচ্ছেন। এই দপ্তরকে যদি চেলে সাজানো না যায় শিক্ষা দপ্তরে যারা কাজ করেন তাদের যদি নৈতিক মানের উন্নতি না হয় তাহলে যতই চীৎকার করি না কেন শিক্ষকদের মান এবং ছাত্রদের মানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজকে দেখা যায় শিক্ষা দপ্তর ডিসেনট্রেলাইজড হয়ে গেছে। আমার বন্ধু চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছেন যে শিক্ষা দপ্তরকে ডিসেনট্রেলাইজ করতে হবে এবং যে সেনট্রেলাইজ করা হয়েছে তিনটা ডিসটিক্টে তিনজন ইন্সপেক্টারকে দিয়ে সেটা যথেষ্ট নয়। আমি এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো যাতে তিনটা ডিসটিক্টে তিনটা সেমি ডাইরেক্টরেট করা হয়। যাতে গ্রামের লোকরা এবং গ্রামের যে শিক্ষকরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন যাতে তারা ফাঁকি না দিতে পারেন যাতে কাজটা ঠিকমত আদায় করা যায় সেইজন্য এইটা করা দরকার। আজকে ত্রিপুরাতে স্কুল দেওয়া হচ্ছে, কোথায় কোথায় আবার হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হচ্ছে, আমি বলবো আমার কনষ্টিটিউশনে বাগমাতে যে একটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে যেটা থেকে এইবার একজন স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় একজন ছাত্র পাশ করেছে এবং সৌভাগ্যের বিষয় সে ত্রিপুরাতে ফাষ্ট হয়েছে। অথচ এই স্কুলের উন্নতি সম্পর্কে সরকার এখনও কোন নজর দেন নাই। আজকে শিক্ষা বিভাগের ইউথ প্রোগ্রামের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে যে ক্লাবগুলি আছে, সেইটাতে যদি আরও অর্থ সাহায্য দিয়ে খেলাধূলার মান উন্নয়ন করা যায়, ছেলেদেরকে আর একটু তাদের মনটাকে ডাইভার্ট করা যায়, খেলাধূলার দিকে তাহলে ছেলেদের মান উন্নয়নের সহায়তা হতো। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর সেইদিকে নজর দেন না। আজকে দুঃখের সংগে বলতে হয় গ্রাম ত্রিপুরাকে বাহিরের জগত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যেখানে আজকে ত্রিপুরার বাহিরে গিয়ে কমপিট করছে সেখানে তার একটা—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীতাপস দে :—আমাকে আর দুই মিনিট সময় দেন স্যার। মাননীয় স্পীকার স্যার আর একটা জিনিষ ইদানিং হয়েছে, একটা স্পোটস কমিটি গঠিত হয়েছে যেখানে সত্যিকারের স্পোটসম্যানদেরকে অবজ্ঞা করে কতকগুলি পেটুয়া লোককে নিয়ে একটা স্পোটস কমিটি গঠিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য কি আমি জানি না কিন্তু তার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায় তা বড়ই দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়। আজকে যদি প্রতিটি স্কুলের সংগে খেলার মাঠ দেওয়া যায় এবং প্রতিটি স্কুলে যদি খেলাধূলার সরঞ্জাম দেওয়া হয় তাহলে ছেলেরা যেভাবে বাহিরে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয় সেইটা না করে যদি খেলার মাঠে আসে তাহলে তাদের মানের উন্নতি হতে পারে। স্যার, দুঃখের বিষয় প্রত্যেক স্কুলে যে খেলাধূলার জন্য যে একটা ফাণ্ড থাকে সেই ফাণ্ডের টাকায় বল কিনা হয় এবং অন্যান্য সরকারী জিনিষও কেনা হয়। কিন্তু এই সমস্ত জিনিস কিনার জন্য যে টেণ্ডার কল করা হয়। সেখানে কন্টাকটার বল সাপ্লাই করে এবং বল দেওয়া হয় ১০/১৫ টাকার বিনিময়ে। তারপরে একদিন সেই বল মাঠে নামলে পর আর সেই বল ঘরে উঠে না। নষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে সেই পদ্ধতির যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে সম্ভব হবে না ছাত্রদের মান নির্ণয় করা। সেখানে দেখা যায় দুই বছরের কোর্স তিন দিনে পড়ছে। ১০।১৫০। কোয়েশ্চান মুখস্ত করে পরীক্ষা হলে গিয়ে উপস্থিত হলে যদি ভাল ছেলে হয়ে যায় অথবা ভাল সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, এইরকমভাবে শিক্ষার মান যাচাই করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

আজকে স্যার আমরা বৃটিশ খেলাধূলার প্রতি যতটা নজর দেই, আমাদের দেশের যে খেলাধূলা বিশেষ করে আমাদের দেশে গ্রাম্য যে কতগুলি খেলাধূলা রয়েছে, সেগুলি চালু করার জন্য আমাদের কোন নজর নেই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যে বিদেশী ভাবধারা ছেড়ে দিয়ে আসুন আমাদের দেশে যে সম্পদ রয়েছে, সেগুলির উন্নতি করি, তাতে করে আমাদের দেশের শিক্ষার মান যেমন দেশোপযোগী হবে তেমনি আমাদের দেশের খেলাধূলার মানও দেশোপযোগী হয়ে উঠবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কক বরক

শ্রীগুনপদ জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বর্তমান শিক্ষা অবস্থা দিক দিয়া চুঙ লক্ষ্য থাঙ নাইখুলাই নগঅ, এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা, অ শিক্ষা ব্যবস্থা বাং দিনের পর দিন, যেখানে নাকি গরাবরেণ্য, যেখানে উপজাতি, তপশীল-জাতি সমাজরগ, যেখানে দূরে দূরে শহর-বাই তঙনাই-রগ অ আবরকান অবস্থানঅ চিন্তা থাই নাইখুলাই দিনের পর দিন বরগ শিক্ষাঅ পিছনে কুলাই তঙগঅ। কতকগুলি দুগঅ, প্রাথমিক স্কুল রিঅ, ই স্কুলঅ এমন অবস্থা অঙগা দুর্নীতি, সেখানে ১জন মাষ্টার দ্বারা কোনঅ সময়অ স্কুল চালক থানানি সম্ভব অঙ-য়া যেহেতু, ই স্কুলঅ তিনি খরকছা মাষ্টার, ই মাষ্টার তিনি চাউনান ছেলে। গ্রাম অঞ্চলঅ থঙ ুই শিক্ষা রুনানি বনি সম্ভব অঙ-ইয়া। কারণ, বনি নক পরিবার তঙগঅ, বনি বুছা তঙগঅ।

একদিকে বনি বহিক বুছানি গবর না নারিগঅ, একদিকে অফিসনি চামুঙ। প্রতি মাসে মাসে বরগ যাতায়াত খাইনানি অ রাস্তা কলাই-অ। এই কারণে তিনি আবনি চুরাই-বগনি শিক্ষা কোনঅ সময়অ বুই-বাই বাগছা অঙ তুছাই মায়া। আবনি বাগই আঙ অরনি হাউস-অ আঙ দৃষ্টি আকর্ষণ খাইঅ—প্রত্যেক গ্রামনি গ্রাম্য স্কুল বা প্রাথমি স্কুল-অ অন্ততঃ পক্ষে ২ জন মাষ্টার রিঅই যাতে বরগনি সুব্যবস্থা খাই মাননাতুঃ বনি ব্যবস্থা খাইনা অঙথুঙ। আরণি ঝিছিঙগঅ এই যে তাইবঅ নুগঅ, ২ জন মাষ্টার রিয়া-অই ১ জন মাষ্টার অঙথে বাহাইকে অসুবিধা অঙ। জাগা আঙ নুগঅ আঙ সাধারণতঃ আমি গ্রামঅ জৈয়াং বাড়ীনি যে জুনিয়র বেসিক স্কুলনঅ লক্ষ্য খাই নাইথে নুগঅ—গত সারা বছর-নঅ আরনি অ স্কুল অচল। তুমানি অচল অঙ? স্কুল নক বাইখা ছিনকাই কোন সরকার নজর নারুগগা। আবান বাগই দিনের প্রতি দিন বরগ শিক্ষানি হইতে পিছনঅ কলাই-অ হ যে ২৫ বছরঅ। তিনি নুকমায়া, উপজাতি ছেলেরগ যেহেতু উপজাতি বিাছঙঅ যাবা নাকি শহর-বাই হাচালঅ তঙনাই বরগনঅ তিনি টাউনঅ খুব কম কমনঅ নুগঅ, বরগ কোন শিক্ষানি সুযোগ ম যানি ফলে। তাইবঅ নুগঅ, যেসব জায়গা দূর অঞ্চল আবঅ দুঃখ-কষ্ট মান-নুই, বরগ যখন সিনিয়র বেসিক স্কুলনি ক্লাশ VIII (এইট) ব্যস্ত পরিপাই বরগ টাউনঅ ভর্তি অঙনা ফাই-কলাই, বরগ কোন থাতি মা অঙগ-গা। হয়রানথে হাইনহাই নগঅ থাঙ কলাই তঙলাই-অ। এই যে অর্দ্ধ-শিক্ষিত থাই-অই, উপজাতি ছড তপশীল জাতিরগ বরগনি উপরঅ এমন যে শাসকগোষ্ঠী সবসময় বরগ আক্রমণ খাই-অই তঙগাত। আঙ আবনঅ ছিনঅ, যে আবতুই যদিছে আবঅ দনে। পর দিন মনুষ্য তিনি তাইবঅ হাচাল থাঙকা, ই হাচাল থাঙমা ফলে, বরগ শিক্ষা মায়ানি ফলে বরগ সম্পূর্ণ বঞ্চিত অঙ তঙগাই সাধারণ অবস্থ খুয়েরপুর, জম্পুইজলা, খুম্পুইলই অ আর-বগঅ দেড়শজন ছাত্র অঙথা, কিন্তু আবঅ মাষ্টার একজন মাত্র ছে। ছাইচুঙ মাষ্টার বঅ বাহাইকে দেড়শজন বরগ-নঅ পরিচাই মান-নাই? আবঅ কোনদিনঅ সম্ভব অঙগ-গা গ্রামান স্কুল তাইবঅ অঙগঅ, যেখানে ৮০/৯০ জন ছাত্র অঙঅ, অ জাগা মাষ্টার মাছাছে ছিনকাই, বরগ ঠিকমত সুযোগ মাযা ছিনকাই, বছর ২/৩ মাস থাঙমানি পরেখানঅ বরগ, স্কুল ইযাকালুই থাঙই আচুক থাঙ তঙগই থা, শিক্ষানি সুযোগ কাহাম অঙগ-ইয়ানি বাগই। তিনি হয়তো বাঙ্গালীরগ বরগ হযতো বুচিযা অঙগানু, যে তিনি উপজাতি মন্ত্রী হয়তো আঙ কক ছামান বুচিযানু' বরগ যদি যে আঙ ছামানি-নঅ ঠিকদে বেঠিকদে বঅ সম্পূর্ণভাবে ছিযানু। ববঅ আঙহাক একজন উপজাতীনঅ, বনঅ পাহাড়ী টাউন-বাই অনেক দূরনি ববকনঅ। যদি ছে এই যে উপমন্ত্রী, তিনি উপজাতীন বাগই যদি তেছাকানঅ চিন্তা খাইকা ছিনকাই, আঙ আশা খাইঅ চুঙ তেছা শিক্ষানি ব্যবস্থা মানানু! কিন্তু বনি সুস্থ চিন্তা খাইনানি বান হয়তো বখরক-গঅ ক। কায়া আবলে আঙ ছাঅই মায়া। কায়ানঅ মা হিনু। যদি কাথাথে জুমিয়া পুনর্বাসন হতে তাই তেছালে তেছা সুন্দর খাই মানথামু। এই যে অবস্থা দিনের পর দিন, তিনি উপজাতী তপশীল জাতি বরগনি এই অবস্থানঅ, উপজাতিনি যে অবস্থা, তপশীল জাতিনি সেই অবস্থা। তিনি চুঙ নুগঅ, হয়তো যখন উদয়পুরঅ চুঙ, আনি জীবননি পড়ি তঙরুক, আফুরু চুঙ ৩৫/৩৬ জনা এক বোর্ডিং-অ চুঙ বাসস্থান খাইঅই পরিমাণ। তিনি নাইদি সাধারণ উদয়পুর কে, বি. আই বোর্ডিং হাউস-অ ই যত স্কুল বুল অঙ থাঙতুন, আরঅ নাইখুলাই মাত্র ১০/১২ জন ছাত্র বেশী আরঅ তাই পরিনাই

কুরুই। এও যে দিনের পর দিন উপজাতী শিক্ষানি হইতে বঞ্চিত অও থাঙনানি অঙগা। আঙ অরণি অ হাউস-অ আঙ সমস্ত সদস্যন-নঅ অনুরোধ খাইঅ যাতে আপনিহঙ আঙ যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্ক অবঅ কাট মোশন-নঅ যওনঅ সমর্থন খাই-অই যাতে উপজাতী বা তপশীল জাতি শিক্ষা খাইনানি সুযোগ মান-না অঙথুন, যাতে প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলঅ দু'জন মাষ্টার রিঅই, যাতে বরগনি শিক্ষানি সুব্যবস্থা খাইয়ানু চিমুং আশা খাই-অই আনি কাট মোশন-নঅ সমর্থণ খাইঅই আনি বক্তব্য শেষ খাইকা

বাংলা

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা গরীব জনসাধারণ, উপজাতি ও তপছিল জাতি সমাজ, যারা শহর থেকে দূরে বাস করছে তাদের কথা চিন্তা করে দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পেছনে পড়ে আছে। কতকগুলি বিষয় যেমন প্রাথমিক স্কুল দেওয়া হয়, কিন্তু সেই স্কুল একজন শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। যেহেতু এই শিক্ষক, টাউনের ছেলে। গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে শিক্ষকতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তারও ঘর সংসার, বউ ছেলে মেয়ে আছে। একদিকে তাকে বউ-ছেলেমেয়ের খবরাখবর নিতে হয়, অপরদিকে অফিসের কাজ করতে হয় প্রত্যেক মাসে তাদেরকে যাতায়াত করতে হয়। এই কারণে, তিনি সেখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় অন্যান্য সমাজের ছেলেমেয়েদের সমান করে গড়ে তুলতে পারেন না। সেইজন্যই আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে প্রত্যেকটি গ্রাম্য স্কুল কিংবা প্রাথমিক স্কুলে অন্তত: দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করে তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও দুইজন শিক্ষকের বদলে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে কি অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেটা আমরা দেখি। অনেক জায়গায় দেখি, বিশেষ করে আমি আমার গ্রাম (জেম্বাং বড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই—গত সাড়া বছর এই স্কুলটি অচল ছিল কেন অচল ছিলো? স্কুল ঘর যদি কোন কারণে ভেঙ্গে যায়, সরকার সেদিকে নজর রাখেন না। এই কারণেই দিনের পর দিন এই ভাবে বছরের পর বছর তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পেছনে পড়ে আছে। শিক্ষার সুযোগের অভাবে উপজাতীয় ছেলেদের বিশেষ করে যারা শহর থেকে দূরে বাস করে তাদেরকে খুব কমই টাউনে দেখা যায়। আরও দেখি, দূর অঞ্চলের যে সব ছেলেরা বহু দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে সিনিয়র বেসিক স্কুলের ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর তারা উচ্চ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য টাউনে আসে, কিন্তু তারা ভর্তি হতে পারে না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম করে তারা আবার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে। এইভাবে অদ্ধ শিক্ষিত তৈয়ার করে শাসকগোষ্ঠি সরকার উপজাতী এবং তপছিল জাতিদের উপর একরকম আক্রমণ চালাচ্ছে। আমি এইজন্যই বলি, এই কারণেই সেখানকার মানুষ দিনের পর দিন আরও দূরে সরে যাচ্ছে এবং শিক্ষার অভাবে তারা সবকিছু থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে আছে। সাধারণ কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ : ঐ ধ্বজেরপুর, জম্পুইজলা. খমপুইলং সেইসব স্কুল গুলিতে ছাত্রসংখ্যা দেড়শজন করে আছে কিন্তু শিক্ষক আছে একজন করে। একজন শিক্ষক তিনি কিভাবে এই দেড়শজন ছাত্রকে পড়াতে পারেন? কোন মতেই পড়ানো সম্ভব নয়। গ্রামের স্কুলগুলিতে আরো

দেখি, যেখানে ৮০/৯০ জন ছাত্র সেখানে যদি একজন শিক্ষক দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষাদানের ঠিকমত সুযোগ এবং সুব্যবস্থা না থাকার ফলে শিক্ষকগণ ২/৩ মাস পরেই স্কুল ত্যাগ করে চলে যান। আজ যারা বাঙ্গালী আছেন, তারা হয়তো একথা উপলব্ধি নাও করতে পারেন: কিন্তু উপজাতী মন্ত্রী তিনি হয়তো আমি যা বলেছি, সেটা বুঝতে পারবেন, আমার কথা ঠিক না বেঠিক তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনিও আমার মতই একজন উপজাতীয়, তিনিও পাহাড়ী, টাউন থেকে অনেক দূরের মানুষ। এই উপজাতী মন্ত্রী তিনি যদি উপজাতী-দের জন্য আরেকটু চিন্তা করেন, তবে আমি আশা রাখি, আমাদের শিক্ষার আরেকটু সুব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু আমি বলতে পারি না, এই ব্যাপারে সুস্থ চিন্তা উনার মাথায় আসে কিনা। বলতে হব, উনার মাথায় তা আসে না। তা যদি হতে, জমিয়া পুনর্বাসন এবং আরো অন্যান্য অন্ততঃ অনেক সুব্যবস্থা করতে পারতেন। এই যে দিনের পর দিন উপজাতী-দের যা অবস্থা, তপাছল জাতিদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমার জীবনে ছাত্রাবস্থায় যখন আমরা উদয়পুরে পড়াশুনা করতাম, তখন আমরা ৩৫/৩৬ জন এক বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করতাম। কিন্তু আজ লক্ষ্য করুন, উদয়পুরে কে, বি, আই, বোর্ডিং হাউসের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় সব স্কুলের ছাত্র মিলে বর্তমানে সেই বোর্ডিং হাউসে ১০/১২ জনের বেশী ছাত্র নেই। এটাই প্রমাণ করে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীরা দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি যাতে আপনারা সবাই আমি যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কাট মোশন এনেছি, এটাকে সমর্থন করে, যাতে উপজাতী কিংবা তপাছল জাতীরা শিক্ষার সুযোগ পায় এবং প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত করে যাতে তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন এই আশা করেই আমি আমার কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা এডুকেশান সম্পর্কে ডিসকাশনে অংশ গ্রহণ করছি। পৃথিবীর সভ্যতার উত্থান পতনের সংগে সংগে মানব জাতির যে উন্নতি, যে ক্রমবিকাশ তার ধারক বাহক যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করছি। এবং আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে হয় যে ভারতবর্ষের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি? এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন জাতির উন্নতির জন্য, কোন জাতির অর্থনৈতিক দিক, তার বৈজ্ঞানিক দিক এবং তার দার্শনিক দেখার জন্য যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে তার মিল অনেক কম। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে তথাকথিত ইংরেজের কেরাণী তৈরী করার একটা মেশিন। তাহলেও এটাকে বলা চলে না যে এই শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে কোন জ্ঞানী গুণী লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কোন কথা নয়। কিন্তু কেউ কেউ যদি জন্মে থাকেন, তাহলে সেটা ইংরাজের শিক্ষার প্রভাবে নয়, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের আদর্শ, ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের কৃষ্টির প্রভাবে সেটা হয়ে গেছে। তবু প্রশ্ন উঠে আজ যেটা আছে বা যেটা চলছে, সেটার মাধ্যমে আমরা কিছু করতে পারি কিনা। এবং এটার মাধ্যমে আমরা

নতুন কিছু করতে পারি কিনা। সেই প্রশ্ন আসে এবং আসে বলেই আজকে আমরা সরকার ভাবছে যে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো যায় কিনা আর তার জন্যই একের পর এক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এবং একের পর এক নীতি নেওয়া হচ্ছে, টাকা খরচ করা হচ্ছে। কাজেই এখানে ত্রিপুরা সরকার যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন, সেই অর্থ বরাদ্দের মধ্যে আমি কয়েকটা দিক তুলে ধরতে চাইছি। সেটা হল এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল আছে এবং এই বে-সরকারি স্কুলগুলির যথেষ্ট দান আছে, তাতেও কোন সন্দেহ নাই কিন্তু থাকলেও একটা জিনিষ আমরা দেখি যে কিছু কিছু জায়গা ত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষকদের বেলায়। শিক্ষকদের বেলায় সরকারের যতটুকু দৃষ্টি দেওয় দরকার, ততটুকু দৃষ্টি সরকারের দিতে চান না। অথচ এই শিক্ষা সমাজ সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনীষ এবং এক কালে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন টীচাস আর দি ব্যাক বোন অব দি সোসাইটি। অথচ সেই ব্যাকবোনকে আমরা কি করে রাখছি। আমরা কি দেখছি? তারা স্কেল বৈষম্যে ভুগছে। তারা গ্রামাঞ্চলে তাদের মেডিক্যাল বিল পেনে ঔষধপত্র কেনার যে বিল সেটাও পাচ্ছে না। নানারকম গাফিলতি আমরা দেখছি। একটা ইনস্টেন্স আমি না দিয়ে পারছি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমার কথা নয় সরকারের কথা। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সরকারি স্কুলে কোন ক্র্যাফট টিচার গ্রেজুয়েট আছে কি না। সরকার উত্তর দিয়েছেন যে বে-সরকারী স্কুল কোন ক্র্যাফট টিচার গ্রেজুয়েট নাই। অবশ্য যেহেতু মন্ত্রীমহাশয় উত্তর দিয়েছেন সেই জন্য আমি সত্য বলে ধরে নেব। কিন্তু যদি অন্য কেউ এই কথা বলত আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলতাম। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি যে তিনি যেন খোঁজ নিয়ে দেখেন যে কটিকরায় স্কুলে চন্দ্রকান্ত সিনহা, উনি ক্র্যাফট ট্রেনিং তিনি দিয়ে এসেছেন বি, এ, পাশ করার আগে। বর্তমানে তিনি বি, এ পাশ করে মাষ্টার করছেন। আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে শুধু বেসরকার নয়, সরকারী স্কুলের মধ্যেও আছে যেসমস্ত টীচাররা বি, এ, পাশ করেছে অথচ ক্র্যাফট ট্রেনিং নিয়েছেন অথচ পরে বি, এ, পাশ করেছেন এবং গ্রেজুয়েটের স্কেল ১৭৫-৩২৫ টাকা পাচ্ছেন। যারা আগে ট্রেনিং নিয়ে পরে বি, এ, পাশ করেছেন তারা পরে ট্রেনিং না দিলে স্কেল পাবেন না। অথচ তাদের সেই ট্রেনিং এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদের ইনক্রিমেন্টও বন্ধ আছে। তারা কি অপরাধ করল? তারা না হয় আগে ট্রেনিং দিয়েছেন এবং পরে বি, এ, পাশ করেছেন। এর পরেও যদি ট্রেনিং এর দরকার হয় তাহলে তাদের সেই ট্রেনিং এর সুযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলছেন যে একবার ট্রেনিং দিয়ে এলে আর একবার ট্রেনিং দেওয়া যাবে না, ফলে তাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। এখন এই ভদ্রলোক ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত পাচ্ছেন না। চন্দ্রকান্ত সিনহা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশা করি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। ট্রেনিং এর ব্যবস্থা না করলে তার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে এবং এইরকম অনেকেই আছে। আর একটা লিষ্ট আমি দেব। উনি বলেছেন যে সমস্ত ক্র্যাফট ইনষ্ট্রাক্টারকে সেই পদে কাজ না করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে অন্যান্য পদে কাজ করছে তারা সেই সমস্ত স্কেল পাচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার

মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি কৈলাসহরের সাব-ইন্সপেক্টার নৃপেন্দ্র মজুমদার, উনি ক্র্যাফট ইনষ্ট্রাক্টার হিসাবে চাকরী নিয়েছিলেন। তাংপর তিনি সাব-ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তিনি স্কেল পাচ্ছেন না, সেটা বন্ধ হয়ে আছে। উনি মিলিয়ে দেখবেন তিনি যে বলছেন সেটা সত্যি বলছেন না কি বলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, এখানে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট যে করে নাই এটা আমি বলছি না। রুলসে আছে গ্রান্ট ইন এড স্কুলে যে সমস্ত বোর্ডিং হাউস করা হয় সেখানে কমিটিকে সাবসিডি দিতে হয়। কমিটিকে সিডিউল কাষ্ট হিসাবে সাবসিডি দিতে হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাব এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে, তারা অনেক বুদ্ধিশুদ্ধি করে একটু রুল তৈরী করেছেন। এখন আর সাবসিডি দেওয়া লাগে না। আমি ধন্যবাদ জানাই, কেন ধন্যবাদ জানাই? উনাদের বুদ্ধি আছে তো। বুদ্ধি যদি একটু খাটায় তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব হয়। কিন্তু অনেক সময় তারা খাটান না। সেই জন্যই টিচার যারা আছেন তারা কেডিকেলের সুযোগ পান না। ধন স্কুলে বোর্ডিং হবে সেই সুযোগ পান না। (রেড লাইট) স্যার, আমি আপীল করছি, আমি এই ডিপার্টমেন্টের সংগে জড়িত। কাজেই আমায় সময় দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কয় মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন?

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—1/2 মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে তো অনেক সময় নিয়ে নেবেন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে য এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অনেক কিছু করতে করতে রেখেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের দুর্ভাগ্য যে জ্ঞান থাকা সত্বেও বুদ্ধি থাকা সত্বেও তারা কিছু করছেন না। কেন করছেন না, আমি উদাহরণ দিই। সংবিধানে আছে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের জন্য বোর্ডিং ফ্যাসিলিটি, এডুকেশান ফ্যাসিলিটিজ দেওয়ার একটা সুযোগ রাখা আছে এবং মাননীয় মন্ত্রীদের তরফ থেকে বলা হয় আমরা তো দিচ্ছি। আমি একটা ইনষ্টেন্স দিচ্ছি স্যার, আপনি দেখুন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে কয়টা সীট আছে। তার উত্তরে আমরা যা পেয়েছি সেটা হল কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে বোর্ডিং এ আছে মাত্র ৩০টি সীট এবং সেখানে মাত্র একটি সিডিউলড কাষ্ট ছেলে পড় শুনা করে। ডলুগাঁওতে কোন বোর্ডিং নাই। কাঞ্চনবাড়ীতে মাত্র ১০টি ছেলে উপজাতি। সিডিউল্ড কাষ্টের কোন বালাই নাই। তা হলে আমার কথা হচ্ছে আপনারা যা বলছেন সেটাও আমরা এগ্রি করি এবং এই সংবিধানের অধিকার আপনারা দিচ্ছেন, এটাও আমি এগ্রি করি। কিন্তু কথা হচ্ছে কথা এবং কাজের সংগে যদি মিল না হয় তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা সহজেই বুঝতে পারবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারী স্কুলগুলিতে আমরা দেখেছি সেখানে ক্যাপিট্যাল গ্রান্ট যেগুলি দেওয়া হয়, কেপিট্যাল গ্রান্টটা দেওয়া হয় ফিফটি পারসেন্ট সাবসিডিতে। বর্তমান যুগে ত্রিপুরা রাজ্যে যে আর্থিক অবস্থা, মানুষের যে ইকনমিক স্ট্যাটাস্ তাতে ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে যে টাকা বায়ার করতে হয় সেটা তাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়ে স্কুলগুলিতে।...

কাজেই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব কেপিটাল গ্রান্ট না দিলে সেখানে ইকুইপমেন্ট, বিল্ডিং যেগুলি দরকার এগুলি করা সম্ভব নয়। মেনেজিং কমিটি সমস্ত অর্থটা বেয়ার করা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই সাবসিডাতে যেটা দেওয়ার প্রশ্ন আছে, সেটাকে আরেকটু কমিয়ে, সমান ভাবে যাতে সেটা হয়, সবাই পাবে, সাবসিডি আরও কমিয়ে এইগুলি আরও যাতে কেপিটাল গ্রান্ট থেকে বিল্ডিং খরচটা দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা যদি করা হয়, তাহলে হয়তো আমার দেশে এই স্কুলগুলি ভালভাবে চলবে এবং সেখানে পড়াশোনার দিক দিয়েও মেনেজিং কমিটিগুলি স্কুলগুলি সম্পর্কে দায়িত্ব নিতে পারবে। আমি কেন একথা বলছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি দেখুন যে প্রাইভেট স্কুল যেগুলি আছে সেগুলির রেজাল্ট যদি আমরা খতিয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে তাদের রেজাল্ট খুব ভাল। কাজে কাজেই প্রাইভেট কনসার্ন স্কুল যেগুলি আছে, সেইগুলি তারা দরদ দিয়ে করে...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এখন আপনি শেষ করুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমার হয়ে গেল স্যার? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শেষ করছি। তবে শেষ করার আগে যে ডিম্যাণ্ড এখানে এসেছে, তাকে আমি সমর্থন করি এবং কাটমোশান যেগুলি এসেছে, সেই কাটমোশানগুলিকে আমি বিরোধীতা করছি। বিরোধিতা করার আগে আমি একটা ছোট গল্প বলছি, এক মিনিট স্যার। কথাটা হচ্ছে এক জায়গায় কতগুলি ডাকাত তারা ডাকাতি করে কিছু অর্থ তারা এনেছে। অর্থ আনার পর, এটা অনেক আগের কথা স্যার, তখন মানুষ অংক টংক জানতনা, তারা নদীর এপাড়ে বসে ভাগ বাটোয়ারা করছিল এক কুড়ি, দুই কুড়ি গড়ে গুনতি। তারা ভাগ করতে গিয়ে দেখে যে দুই কুড়ি পাঁচ টাকা দিয়ে কিছু বেশী হয়, আবার দুই কুড়ি দশ টাকা করে দিয়ে কিছু কম হয়ে গেল এই নিয়ে তারা হৈ হুল্লুর করছে। নদীর ওপাড় থেকে একব্যক্তি তিনি কিছু লেখাপড়া জানেন, সে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার তখন তারা বলল যে কিছু টাকা ভাগ করছি কিন্তু পারছি না। সে জিজ্ঞাসা করল যে কত টাকা। তখন তারা বলল যে কত টাকা জানিনা তবে পাঁচ কুড়ি ষোল টাকা, মানুষ কজন? মানুষ ষোলজন। তাহলে দুই কুড়ি ছয় টাকা করে ভাগ কর, পরে দেখা গেল ঠিক হয়ে গেছে, ষোল ভাগ যখন ঠিক হয়ে গেল তখন তারা মনে মনে চিন্তা করল যে আমরা কয়েক ঘন্টা ধরে চিন্তা করেও সেটা করতে পারলামনা, আর সেই অতি সহজে সেটা ভাগ করে দিল, নিশ্চয়ই টাকা চুরি করেছে। এখন কথাটা হচ্ছে বিরোধী দলের লোকগুলিরও ভাগ বাটোয়ারা জানা নেই স্যার, বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করে..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ বলুন, লোকগুলি বলবেন না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় সদস্যরা ভাগ বাটোয়ারা জানেনা, আমাদের মন্ত্রীরা যে এখানে ভাগ বাটোয়ারা করেন, তাই তারা মনে করেন যে মন্ত্রীরা চুরি করছেন, আসলে সেইসব কিছুই না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মেম্বার শ্রীবাজুবন রিয়াং। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আমি বেশী বলবনা স্যার। আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশান ছিল, কিন্তু আমার কাটমোশান মুভ হয় নাই, আমি সেটা এখানে পড়ে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবেল মেম্বার জেনারেল ডিসকাসান করুন। কাটমোশান আপনি মুভ করতে পারবেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আমি আমার কাটমোশানের বিষয় বস্তুর উপরঃ বলব স্যার। আমার কাটমোশান হচ্ছে—

১) উপজাতি ও তপশিলা জাতীর ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড গুলি বন্টনের নীতি সম্পর্কে।

২) আরেকটি হচ্ছে আগরতলায় ষ্টেডিয়াম ও গ্রামাঞ্চলে খেলার মাঠের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরায় তপশিলী জাতি ও তপশিলা উপজাতিদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্বন্ধে এবং ত্রিপুরা সরকার তথা ভারত সরকার ষ্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই চেষ্টার দিক তাদের খুব একটা লক্ষ্য আছে বলে আমি বুঝতে পারিনা। যেভাবে চলেছে, সেইভাবে চললে পরে তাদের লক্ষ্যে পৌছাবার কোন উপায় আমি দেখছিনা। তারপর দেখছি যে সারা ভারতবর্ষে একটি কমিটি আছে, সেই কমিটির নাম হচ্ছে 'কমিটি অব দি ওয়েলফেয়ার অব দি সিডুল কাষ্ট এণ্ড সিডুল ট্রাইবস। ফোরথ লোকসভা, থার্ড রিপোর্ট সেখানে বলেছে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ ফর দি সিডুল কাষ্ট এণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস, এই রিপোর্টের চ্যাপটার—২ —রেকমেণ্ডেশানে এই কমিটি একথা বলেছে। এই রিকমেণ্ডেশানের এক জায়গায় আছে যে সিডিউলড ট্রাইব যারা আছে তাদের ইনকাম সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয় না। আর সিডিউলড কাষ্ট যারা তারা শুধু গার্জিয়ানের ইনকাম সার্টিফিকেট দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা দেখছি এ ত্রিপুরা সরকার 'এর মাধ্যমে ষ্টাইপেণ্ড পেতে হলে, যারা দরখাস্ত করবেন, তাদেরকে ইনকাম সার্টিফিকেট থেকে আরম্ভ করে সবরকম সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বারবার দাবী করছে। আমি চাইছি শিক্ষা বিভাগ ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছেন সেটা কম হলেও যাতে ডিসবার্সমেন্ট প্রসিডিউরটা যাতে শিথিল করা হয়। কারণ ঐ কমিশন আরেকটা জায়গায় বলেছেন যে ইনষ্টিটিউশান অথরিটি, তাকে ক্ষমতা দেওয়া যাতে যারা ষ্টুডেন্ট তাদের এ্যাডভান্স দেওয়া যায়, সেই কথাও এই কমিশান বলেছেন। তারপর এক জায়গায় বলেছেন ঐ রিপোর্টের পেজ—৪—'This system of ad hoc advance and delegation of powers to the Head of the Institution for sanctioning scholarship to eligible students shall be adopted by all the Government'. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি এই যে রুলস ১৯৬৮-৬৯ সালে যে রেগুলেশান করা হয়েছে ষ্টাইপেণ্ড ডিসবার্সমেণ্ট 'এর ব্যাপারে, সেখানে বলা হয়েছে যে যারা হোষ্টেলের ভিতর থাকবে তারা ৪০ টাকা করে মাসে পাবেন আর যারা হোষ্টেলের বাহরে থাকবেন তারা ২৭ টাকা করে পাবে। এছাড়া মেইনটেনানস চার্জ হিসাবে আপ টু এম,এ

ক্লাশ পর্যন্ত মেরিট ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে উর্দ্ধে তিন'শ টাকা পর্যন্ত মেইন্টেনানস চার্জ দেওয়া যেতে পারে, সেইগুলি তাদের বই কেনার খরচ, ষ্টেশানারী ইত্যাদির খরচ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা এই ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট সম্পর্কে জানেন কিনা। যদি জেনে থাকেন, তাহলে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সুযোগ ত্রিপুরার ছাত্ররা কেন পাচ্ছে না। এই সুযোগ দিলে প্রতিটি ছাত্র ৫/-শ' টাকা করে পেত এবং বর্ত্তমানে তাদের যে দুরবস্থা তার থেকে রেহাই পেত। কারণ এখন প্রতিটি হোষ্টেলে আমরা দেখেছি যে এক তরকারীর বেশী তারা খেতে পারে না। এবং প্রতিটি হোষ্টেলে আমরা দেখি যদি কোনদিন মাছ বা মাংস দেয়, তাহলে শুধু ঝোলই পাওয়া যায়, মাংস বা মাছের টুকরা আর পাওয়া যায় না। এই হল অবস্থা। কলেজ হোষ্টেলে আমি দেখেছি যে সেখানে খাওয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, সেইরকম মোটামুটি আছে কিন্তু খরচ অনেক বেড়ে গেছে। আমরা যখন হোষ্টেলে ছিলাম তখন ৩০/৪০ টাকায় খুব ভাল খেতে পারতাম। এবং তখন চাউলের দাম ছিল ১২ টাকা থেকে ২০ টাকার মধ্যে। আর আজকে সেখানে বেড়ে গেছে, তার ফলে সেখানে ভাল করে খাওয়া হচ্ছে না এবং হোষ্টেলে থাকার যে খরচ সেটা বেড়ে গেছে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে ষ্টাইপেণ্ড আংশিক হতে দেয়া হয়। যারা নূতন হোষ্টেলে ভর্তি হয়, প্রায় পাঁচ ছয় মাস পরে তারা ষ্টাইপেণ্ড পায়। তার ফলে প্রথম ৬/৭ মাস তাদের চালিয়ে যেতে হয়, অনেক গার্জ্জিয়ানের পক্ষে সেটা অসুবিধা হয়। কাজেই বাস্তবিক পক্ষে যারা ধনী গার্জ্জিয়ান তারাই সেই হোষ্টেলের সুযোগ নিতে পারেন, এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে, আমি জানি ত্রিপুরা ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ষ্টেডিয়াম সরকারী খরচে করা হয়েছে এবং ত্রিপুরার যারা ক্রীড়ামোদি, ত্রিপুরার সেই ষ্টেডিয়াম করা হলে নিশ্চয়ই খুশি হতেন এবং ত্রিপুরায় যারা খেলার স্কলার আছেন, যার উপযুক্ত, যারা প্রতিভাশালী খেলোয়াড় তাদেরকে যদি শিক্ষা দিতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১৬ লক্ষ লোক আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো গোল্ড মেডেলিস্ট হতে পারতেন, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার যেহেতু সেই সুযোগ দিতে পারছেন না, কেউ সেটা হতে পারছেন না। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— এখানে কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে ভাষা সংখ্যালঘু যারা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ ত্রিপুরা সরকার দিতে পারছেনা। তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিতে পারেনি। আমরা লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৯, ৩০, ৩৪৪, ৩৫০ ধারাতে ভারতবর্ষের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সুবিধার কথা বলা হয়েছে।

সেই সুবিধার কথা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকার ভাল করে জানেন এবং ত্রিপুরা সরকার সেইটা জানা সত্বেও কার্য্যকরী করছেন না। আমরা দেখেছি যে একটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল ১৯৫৬ সালে কমিশনারের কনফারেন্সে সেই কনফারেন্সে একটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিশনের নাম হচ্ছে কমিশন ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইণ্ডিয়া এবং ঐ কমিশনের ১২থ রিপোর্টের তিন পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছি যে কোন স্কুলে যদি ৪০ জন

ছাত্র সংখ্যা লঘু ভাষায় কথা বলে এমন যদি থাকে অথবা একটা ক্লাশে যদি ১০ জন ছাত্র সংখ্যালঘু ভাষায় কথা বলে এই রকম যদি থাকে তবে ঐ স্কুলে ঐ ভাষায় শিক্ষা চালু করতে হবে। আর ঐ রিপোর্টের ৬৯ থেকে ৭১ পেইজে ত্রিপুরা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এইটা আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা সরকার ১৯৭০ সালে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এই রিপোর্টে দেখেছি ত্রিপুরার ১ ৭৭টি প্রাইমারী স্কুলে উপজাতি ভাষায় শিক্ষার জন্য নাম রেজিষ্ট্রী করেছে এবং এর মধ্যে ১২৩টি স্কুলে শিক্ষা চালু করা হয়েছে। কিন্তু বড় দুঃখের কথা আমি যতটুকু জানি কোন জায়গাতেই উপজাতি ভাষায় শিক্ষা চালু হয় নি। জানি না এই ত্রিপুরার সরকার কখন এই রিপোর্ট পেশ করেছেন আমি জানি না। আমি মাননীয় শিক্ষ মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই এবং এই রিপোর্টের একটা জায়গায় বলা হয়েছে তখনকার যিনি চীফ মিনিষ্টার ছিলেন আমাদের প্রাক্তন চীফ মিনিষ্টার মাননীয় শচীন্দ্র লাল সিংহ উনি কমিশনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে অনেকগুলি উপজাতীয় ভাষা আছে যার ফলে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে উপজাতী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি এই শিক্ষামন্ত্রীকে এবং প্রাক্তন মন্ত্রীকে বলছি বিশেষ করে এই বর্তমান সরকারকে আমি এইটুকু স্মরণ করে দিতে চাই যে আমি এইটুকু অনুরোধ করতে চাই যে এই রিপোর্ট ঠিক নয় এবং ত্রিপুরাতে যে কয়টা লেনগুয়েজ আছে যেমন ত্রিপুরী ল্যানগুয়েজ, রিয়াং ল্যানগুয়েজ এগুলি ভাষা বললে বুঝতে পারে। ত্রিপুরী ল্যান-গুয়েজকে বলা যায় কমন ল্যানগুয়েজ। এই ভাষা জমাতিয়া, রিয়াং বা অন্যান্য উপজাতিরা সবাই এই ভাষা বুঝতে পারে, পড়তে পারে লেখতে পারে। ত্রিপুরার এই চার লক্ষ উপজাতি সবাই এই ভাষায় কথা বলতে পারেন কাজেই আমি এই সরকারকে অনুরোধ করবো যে কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্ট যেন এই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় আমি সেই অনুরোধ করবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর একটু সময় দিন। এবং এই রিপোর্টের একটা জায়গাতে বলা হয়েছে এই যে লিংগুসটিক মাইনরিটির ব্যাপারটা সেইটা ত্রিপুরার জুডিসিয়েলের আওতায় থেকে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এইটা দেখাশুনার ভার কি জুডিসিয়েল সেক্রেটারী বা জুডিসিয়েল কমিশনারের হাতে থাকে না কেন্দ্রের কাছে থাকে আমি জানি না। আমি অনুরোধ করবো যে এই দায়িত্বটা শিক্ষা দপ্তরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাহলে আমার মনে হয় সংখ্যালঘুরা উপকৃত হবেন। আমি আর একটা ব্যাপারে অনুরোধ করতে চাই যে ত্রিপুরায় যে সব শিক্ষক উপজাতি ভাষা জানেন এবং যে সব স্কুলে ১০ জন করে উপজাতি ছাত্র আছে তাদেরকে অন্ততঃ এই বছর না পারলেও আগামী বৎসরের মধ্যে যেন সেখানে উপজাতিয় ভাষায় শিক্ষা চালু করা হয়। আমি এই হাউসের সামনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ।

শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। তবে দুই একটা বিষয়ের, বিশেষ করে একটা বিষয় আমার কাছে অবাক লাগে যে সারা ত্রিপুরাতে একটা মাত্র মহিলা কলেজ আছে। অথচ মহিলাদের সংখ্যা সমস্ত ভারতে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে মহিলারা এখন আর পিছনে নেই তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হচ্ছে। কোথায় কোথায় তারা পুরুষের চেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেখাচ্ছে। তাই আমি এই মন্ত্রীসভার কাছে আমি আমার একান্ত অনুরোধ রাখবো যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইবারকার এই বাজেটে নতুন কোন মহিলা কলেজ স্থাপনের বা মহিলাদের বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন বরাদ্দ নেই। তাই আমি আবেদন রাখবো আপনার মাধ্যমে যে ত্রিপুরাতে ৩টা ডিষ্ট্রিক্ট আছে এবং প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের হেড-কোয়াটারে যেন এক একটি মহিলা কলেজ স্থাপন করা হয়। আর একটা প্রস্তাব হলো এই যে ত্রিপুরাতে এক দিকে অসংখ্য বেকার সমস্যা, আমি মনে করি এর কিছুটা লাগব হ'ত আমাদের ত্রিপুরাতে আজকে একটা ল-কলেজ থাকতো। কারণ এই সব বেকাররা শুধু শুধু বাড়ীতে বসে আছেন অলসভাবে এবং তাদের যে একটা সুন্দর চিন্তা ধারা তাদের যে একটা ক্ষমতা তারা দিনের পর দিন অপচয় করেছেন। সেইটার নিশ্চয়ই কিছুটা লাগব হতো হতো যদি ত্রিপুরাতে একটা আইন কলেজ থাকতো আমরা এইবারকার এই বাজেটে ল কলেজ খোলার কোন বরাদ্দ দেখি নাই। তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে অনুরোধ করবো যে পরবর্তী সময়ে যেন ত্রিপুরাতে ল-কলেজ খোলার জন্য বরাদ্দ করেন। আমি আর একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেইটা হচ্ছে ফিজিকেল এডুকেশন। আমাদের ত্রিপুরাতে ফিজিকেল এডুকেশনের তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই এবং যেটুকু আছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরায় যারা শরীরচর্চা করেন আরা সমস্ত ভারতে কমপিট করেন এবং অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেই দিক থেকে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এই ফিজিকেল এডুকেশনের উপর আমি একটা আবেদন রাখতে চাই যে আমাদের এই যে ত্রিপুরার ছেলেরা যারা যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের অধিকাংশই গরীব, অতি দরিদ্র শ্রেণীর। তাদের শরীর চর্চার জন্য এই যে ইন্সট্রুমেন্ট পোষাক পরিচ্ছদের দরকার হয়, সেইগুলি তাদের নিজ খরচে কিনা সম্ভব নয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব যেন এই ফিজিক্যাল এডুকেশনের উপর নজর দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরাতে খেলাধূলার এমন কোন সুবিধা নাই, আমরা দেখতে পাই যে এখানে সুষ্ঠু এবং সুন্দর খেলার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই, তাছাড়া এখানে মাঠেরও তেমন এ ব্যবস্থা নাই। তাই আমি অনুরোধ রাখব এখানে বিশেষ করে আমাদের শিশুদের রঞ্জন এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানের দিক দিয়ে যে এমটা অবহেলা দেখা দিয়েছে, যেটা যেন আর না হয় এবং আমাদের শিশুরা যাতে পরিমাণ মত ক্রিড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারে তাদের ভবিষ্যত গঠনের জন্য যে পরিমাণ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ও শক্তির দরকার

সেই পরিমাণ ব্যবস্থা যেন আমাদের সরকার করতে পারেন, তার দিকে নজর দেওয়ার জন্য এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা আরও দেখতে পাই, মিড-ডে মিল্ক যেটা আমি নিজেও ছোট বেলায় পেয়েছিলাম, কিন্তু গত কয়েক বছর যাবত এটা আর দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে মিড-ডে মিল্কের একটা প্রচলন ছিল, কিন্তু সেই মিড-ডে মিল্কের প্রচলন এখন আর নেই, এটা সত্যি আমার কাছে অবাক লাগছে। আজকে আমাদের যে একটা ভয়াবহ দুরাবস্থা চলছে, এক দিকে খরা যার জন্য মানুষ অত্যন্ত কষ্টে দিন যাপন করছে, আর অন্য দিকে বেকার সমস্যার যে তীব্র জ্বালা, এই হেন অবস্থা। আমাদের এখানে আবার মিড-ডে মিল্কটা চালু করা প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও দেখতে পাই যে আমাদের এখানে নিউট্রিশান প্রগামের একটা স্কীম আছে এটা যে সব জায়গাতে খোলা হয়েছে, তা বেশীর ভাগই শহরের মধ্যে খোলা হয়েছে এবং এগুলি মহিলা সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই আমি এখানে অনুরোধ রাখব যে, এগুলি যেন আমাদের মফঃস্বল শহরগুলিতে যেন চালু করা হয় আমরা আরও দেখছি যে কয়টি জায়গাতে এই নিউট্রিশান সেন্টার খোলা হয়েছে, সেগুলিতে ঠিক যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত, যেমন ভাল ঘি, ভাল খাসার চাউল এবং ভাল ভাল তরিতরকারী রান্না করে ভাল ফুড দেওয়ার যে কথা, সেটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, সেখানে অর্ডিনারী চাউল দিয়ে ঘি দেওয়াতো দূরের কথা, সেটা রান্না করে বাচ্চাদের দেওয়া হয়। তাহলে এখানে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? আমরা যেখানে নিউট্রিশান স্কীমের প্রোগ্রাম নিলাম তার পরিবর্তে দেখা দেবে কলেরা, আমাশা অথবা পেটের রোগ। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে অত্যন্ত বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করে, বাচ্চারা যারা নাকি আমাদের ভবিষ্যত গড়ে তোলবে সুষ্ঠু সুন্দর করে, তাদের দিকে আমাদের সকলের নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপরে আমি আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে আমার এলাকার কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি গোচর করতে চাই, আমি আশা করি তিনি সেগুলি একটু দেখবেন যেমন বিলোনীয়া গার্লস স্কুলে অনেক দিন ধরে হেড মিস্ট্রেস নাই। কিন্তু যে বিলোনীয়াতে মাত্র একটা গার্লস স্কুল আছে, সেখানে যদি কোন হেড মিস্ট্রেস না থাকেন, তা হলে মেয়েদের পড়াশুনায় যে ক্ষতি হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন। কাজেই আমি আশা করি সেখানে তাড়াতাড়ি যাতে একজন হেড মিস্ট্রেস নিয়োগের ব্যবস্থা হয়, সেই জন্য উনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বড় পাথরী স্কুলে যাতে কমার্স এবং সাইন্স বিভাগ খোলা হয়, সেজন্য ডিমাণ্ড করেছিলাম। সেখানে শিক্ষিতের হার দিন দিন বাড়ছে, অথচ সেখানে কোন কমার্স বা সাইন্স বিভাগ খোলা হচ্ছে না, ফলে যে সব ছাত্র পশ্চিম পাহাড় থেকে বিলোনীয়া এসে পড়াশুনা করে, তাদের পক্ষে অনেক অসুবিধা হয়। তাছাড়া বিলোনীয়াতে এসে যদি পড়তে হয় তাহলে যে হোষ্টেলের প্রয়োজন, সেই হোষ্টেল সেখানে নেই। সেখানে সব চেয়ে যেটা বেশী প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মেয়েদের জন্য একটা বোর্ডিং খোলা। স্যার, আমার কাছে যেটা সব চেয়ে বেশী খারাপ লাগছে, সেটা হচ্ছে মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য প্রচুর পরিমাণে বোর্ডিং খোলা হচ্ছে না। বিলোনিয়াতে যে একটা বোর্ডিং আছে, তাতে মাত্র

এখানে বাড়ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে যদি আমরা আমাদের এডুকেশান ডিপার্ট-মেন্টের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের গোড়ার কথা চিন্তা করতে হয়। আজকে আমাদের যে ভাবধারা, শিক্ষার যে পদ্ধতি, সেটার যদি কিছু পুনর্বিন্যাস না করা হয়, তাহলে আজকের দিনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির আদৌ কোন সমাধান হবে কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি আমরা গ্রামের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করি এবং আজকে আমাদের যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলগুলি আছে সেখানে, সেগুলির সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি করি, তাতেও আমাদের শিক্ষার যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে আমরা যে সমস্ত স্কুল করেছি, সেই সমস্ত স্কুলে মাষ্টার মশাইরা ঠিকঠিক ভাবে স্কুলে যাচ্ছেন কিনা এবং সেই সব স্কুলে ছাত্রেরা ঠিকঠিক ভাবে যাচ্ছে কিনা। আমাদের গ্রামবাংলায় যে সমস্ত স্কুল আছে, সেগুলির যদি তদন্ত করে দেখি, তাহলে দেখব যে এমন বহু স্কুল আছে যেখানে হয়তো শিক্ষক আছে, ছাত্র নাই, আবার কোথাও কোথাও ছাত্র আছে শিক্ষক বর্জিত স্কুলে [illegible]। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আমাদের যে সমস্ত ইন্সপেকটারগুলি আছে সেখানে ইন্সপেক্টার ছাড়াও আরও প্রচুর সংখ্যক সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করে যদি বেশী করে তদারকীর ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে আমরা অসংখ্য প্রাইমারী স্কুল খোলে শিক্ষা দানের যে একটা সুবন্দোবস্ত হবে, তা আমার মনে হয় না। আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে যারা নাকি এপুরার মহারাজার আমল থেকে শিক্ষকতার কাজ করতেন, তাদের বেতনের মধ্যে যে একটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন যারা নন্-মেট্রিক ঐ মহারাজার আমল থেকে আজ পর্যন্ত একনিষ্ঠতার সঙ্গে শিক্ষকতার কাজ করে আসছেন তাদের ঠিক ভাবে বেতন পাওয়ার কথা, সেটা নাকি ১৯৬১ সালে কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর যে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল, সেই অনুসারে তারাও যাতে বেতন পেতে পারে, সেটা [illegible] মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের বাজেটের মধ্যে আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা দেখতে পেলাম। কিন্তু আজকে যে কয়েক জন ছাত্রকে নিয়ে এম, এ ক্লাশ ষ্টার্ট হওয়ার কথা, এটা আজকে সাধারণ পাবলিকের মধ্যে ও গুঞ্জন উঠেছে যে এমন কোন ইঙ্গিত বিশেষ করে ছাত্র সমাজের মধ্যে এমন কোন আভাষ সৃষ্টি হচ্ছে না যার জন্য আমরা সেটিসফেকটরী [illegible] পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা যদি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রতি লক্ষ্য করি, আজকে যেখানে পশ্চিম বঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ১১ শ্রেণী থেকে কমিয়ে ১০ শ্রেণী পর্য্যন্ত করার যে চিন্তাধারা নিয়েছেন এবং তার জন্য যে কাজ অগ্রসর হচ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের এখানেও যেন মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ১১ শ্রেণী থেকে কমিয়ে আগামী দিনে ১০ শ্রেণী পর্য্যন্ত করা হয়...

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এডুকেশানের যে ডিমাণ্ড তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমার এলাকার দুয়েকটা কথা না বলে পারছি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার,

স্যার, আজকে এই বিংশ শতাব্দীর যুগে যেখানে আমরা চাঁদে যাচ্ছি সেখানে আমি একটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ঘটনার কথা বলছি। আমার অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য গত বৎসর প্রায় হাজার দশেক টাকা খরচ হয়েছিল, হয়ত তার চেয়ে বেশী কিছু। এই বৎসর পর্যন্ত অর্ধ লক্ষাধিক টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আমি ত্রিপুরার কোথাও দেখিনি যে মাঠ নাকি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হতে পারে। অর্থাৎ বিকাল বেলা যখন সূর্যরশ্মি পড়ে সেটা খেলোয়ারদের চোখে পড়ে। এই ভাবে মাঠ করে লক্ষ লক্ষ খরচ করার কোন কারণ বুঝলাম না। আজকে টিলার উপরে উপর থেকে মাটি এনে সেই মাঠে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তার পাশে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন একটি বিরাট পুকুর আছে। আজকে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট, পি, ডবলিউ, ডি. এর উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই যদি চিন্তা করতেন এবং সেই পুকুরটিকে খনন করা যেত সেখানে মাছের চাষ করা যেত। আজকে মাছের উন্নতি হত এবং বিশেষ করে আজকে যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাঠ তৈরী করা হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না সেটা কোন পদ্ধতিতে অবলম্বন করা হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল, অমরপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল জুনিয়ার বেসিক স্কুল এগুলি জায়গায় বিল্ডিং দুটাই আছে, আর দুটো হয় কাঁচাঘর আছে। কিন্তু এ জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পি, ডবলিউ, ডি, এবং এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের সাথে করেসপনডেন্স করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন অমরপুরে গিয়েছিলেন আমি তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সেখানে একটা স্কুল বিশেষ করে টিলনের উপর ছাড়া একটু যে আছে যেটা নাকি অত্যন্ত লজ্জাস্কর হতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে নূতনবাজার হাইস্কুলের কথা আমরা যদি বলি, সেখানে হাইস্কুল আছে, কিন্তু খেলার উপযোগী কোন মাঠ নাই। ছোট একটা মাঠ আছে এতে খেলাধুলা বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। আজকে বিছুদিন পূর্বে সেই স্কুলে নাকি লক্ষাধিক টাকা স্যাংশন করেছিলেন। সেখানকার জনসাধারণ ভাল জায়গা সিলেক্ট করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু আজকে সেখানে কেন হাইস্কুলের বিল্ডিং হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না যেখানে আমাদের শিক্ষা খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়েছে আজকে এই শিক্ষা দপ্তর গ্রামীন যে স্কুল আছে সেগুলির দিকে তাদের সুবিবেচনা বা সুবিচার করছেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহোদয়, আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি এই শিক্ষা যত পরিমাণে টাকা খরচ হচ্ছে ঠিক ততটুকু আমরা বেনিফিটেড কিনা সেটা চিন্তার ব্যাপার। আজকে যে সমস্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আছে সেখানে যদি ককবরক ভাষার মাধ্যমে নামে মাত্র না হয়ে ঠিক ঠিক কাজে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না দেওয়া হয় সেটা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমার মনে হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত বৎসরেও আমরা বাজেট বরাদ্দে তিনটা হাইস্কুলের কথা দেখেছিলাম এবং তিনটি হাইস্কুল অলরেডি স্যাংশান হয়েছে, এই বছর আমরা দেখছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে ত্রিপুরাতে ১০টি সাবডিভিশান আছে। আমার মনে হয় প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশানে গার্লস হাইস্কুল আছে, একমাত্র অমরপুরে নাই। কেন যে অমরপুরে গার্লস হচ্ছে না, যদি সরকার গার্লস হাইস্কুল

না করেন তাহলে সিনিয়র গার্লস হাইস্কুল করাব যে উপকারিত এবং কি কারণে যে করেছেন, আজকে নাইন থেকে সেচ ছাত্রীগুলির আবার ছেলেদের সংগে একত্রিত ভাবে বাদ ক্লাশ করতে হয় তাহলে ফাইভ্ট্ এইট পর্যন্ত ভাগ করাব কি জাষ্টিফিকেশান থাকতে পরে আমি বুঝতে পারি না। তাই আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব এই আর্থিক বৎসরে যাতে অমর[illegible] সিনিয়র গার্লস স্কুলের যেন হাইস্কুলের পরিনত করা হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কয়েকটা দিক লক্ষ্য রাখি, কিছুদিন পূর্বে ত্রিপুরাকে বৃত-চারীর যে শিবির স্থাপন করা হয়েছিল তার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বাইরে থেকে লোক আনা হয়েছিল কেন। আমার ত্রিপুরাতে তো বৃতচারীর ভাল শিক্ষক ছিলেন, আমি নামও বলতে পারি, শ্রী. বি. কে. চক্রবর্তী. আর একটি নাম আমার আমার ঠিক মনে পড়ছে না। অথচ ভাল শিক্ষক [illegible] থাকতে পারে আমি সেটা বুঝতে পারছি না স্যার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা যদি ফিজিক্যাল এডুকেশনের দিক লক্ষ্য করি তাহলে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনি যেন একটু তদন্ত করে দেখেন ফিজিক্যাল এডুকেশনে কতজন গ্রাজুয়েট এডুকেশনের ব[illegible] আছে [illegible] ত্রিপুরাতে [illegible] ফিজিক্যাল শিক্ষক আছে [illegible] শিক্ষায় পারদর্শী তাদের যেন নিয়োগ না করে সেখানে [illegible] টিচারদের নিয়োগ করা হচ্ছে এর পেছনে কি রহস্য আছে সেটা যেন উনি তদন্ত করে দেখেন। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমান্ড নাম্বার [illegible] উপস্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিভিন্ন মাননীয় সদস্যরা শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক যে আলোচনা করেছেন সেগুলি নিয়ে বাড়তি কিছু আলোচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি না। তবে আমার নির্বাচন ক্ষেত্রের দুই একটা কথা আমি বলতে চাই। সেটা হচ্ছে কুঞ্জবন টাউনশিপ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের জন্য স্থানাভাব এবং উহাকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করা সম্পর্কে। এই স্কুলটি মাত্র একটা টাইপ থ্রি কোয়াটারের মধ্যে অবস্থিত। এই কোয়াটারের মধ্যে মাত্র তিনটা রুম আছে তাতে এক সংগে পাঁচটা ক্লাস করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এছাড়া বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদেরকে এই স্বল্প পরিবেশের মধ্যে পড়াশুনা করানো মোটেই সম্ভব নয়। এই রকম অবস্থায় স্কুল কমিটি শিক্ষা বিভাগকে স্থানাভাবে সংকুলানের জন্য স্কুলটা যাতে বর্ত্তমানে ঐ এলাকার পি, ডবলিউ, ডি, এর এনকোয়ারী অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়, সেজন্য গত কয়েক বছর ধরে আবেদন নিবেদন করে আসছেন। তাছাড়া স্কুলটা যাতে সিনিয়ার বেসিকে পরিণত করা হয় সেজন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন করা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগ থেকে জানা গেছে যে গত আর্থিক বছরে এই স্কুলটা পি, ডবলিউ. বিভাগ থেকে জানা গেছে যে গত আর্থিক বছরে এই স্কুলটা পি, ডবলিউ, ডি, এনকোয়ারী অফিস ও তার সংলগ্ন এলাকায় নতুন ঘরে যাতে স্থানান্তরিত হতে পারে সেজন্য ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুরী দিয়েছেন। কিন্তু নতুন স্কুলঘর তৈরী করা দূরে

থাকুক আজ অবধি উক্ত স্কুলটি পি, ডবলিউ, ডি, এনকোয়ারী অফিসে স্থানান্তরিত হয় নি। উপরন্তু যেসব ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য শহরের অন্যান্য স্কুলে আবেদন নিবেদন করে তখন তাদের নানাভাবে হয়রানি হতে হয়। কাজেই এই স্কুলটির স্থানাভাব দূর করা এবং তাকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করার জন্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই আর্থিক বৎসরে গ্রহণ করেন সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের নির্বাচন ক্ষেত্রের যে স্কুলগুলি রয়েছে, অভয়নগরে একটা স্কুল রয়েছে, পাশেই রয়েছে রবিদাস পাড়া। সেখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত রবিদাস যারা সেই স্কুলে পড়াশুনা করে। আপনি যদি সেখানে একবার যান তবে আপনি দেখতে পাবেন যে ঘরের চারিদিকে কোন বেড়া নাই এবং যে টুল টেবিল রয়েছে তাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাত্রিবেলা অবাধ গতি এবং সেখানে তারা মলত্যাগ করে আসে যারজন্য পরের দিন সকাল বেলা স্কুল করা সম্ভব হয় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বঙ্কিমনগরের স্কুলের দিকে যদি আপনি একবার তাকান আপনি দেখবেন যে সেখানে কোন ঘরের চাল নেই এবং মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে সেই স্কুলটি তৈরী হচ্ছে না এবং যারজন্য বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাশ করতে হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আরও কতগুলি স্কুলের উদাহরণ আমি দিতে পারি, যেমন আগরতলা শহর বর কথা বলছি যে রাত্রিবেলা কোন নাইটগার্ড না থাকার ফলে কতগুলি জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং কতগুলি প্রাইমারী স্কুল আছে যে স্কুলগুলি রাত্রিবেলা খোলা থাকে এবং যার ফলে সেখানে টুল টেবিল চেয়ার চুরি যায়, নইলে ভেঙ্গে ফেলে, নইলে সেখানে মল ত্যাগ করে আসে। কাজেই এটা শোচনীয় অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার আপনার কনষ্টিটিউয়েনসীর দিকে যদি তাকান আপনিও আমার চেয়ে বেশী উদাহরণ দিতে পারবেন যে জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলি এবং বিভিন্ন স্কুলগুলিতে রাত্রে নাইটগার্ড থাকার বন্দোবস্ত না থাকায় ক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

আমি এখানে বেসরকারী স্কুলগুলি সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। আমি গতকাল খোয়াই থেকে এসেছি, গোঁসাই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। সেখানে কিছু সংখ্যক তপশীল ছাত্র আমার কাছে একটা আবেদনপত্র পেশ করছে। স্কুল সংলগ্ন যে বোর্ডিং আছে সেই বোর্ডিং হাউসে থাকবার মত কোন ঘর নাই। ১৬ জন থাকার সেখানে বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু সেখানে এখন কোন রকমে ৬ জন থাকতে পারছে, আমি নিজে দেখে এসেছি যে সেই ঘরের চাল নাই এবং তাদের খাওয়ার নাই, খাওয়ার জলের কোন বন্দোবস্ত সেখানে নাই। তার জন্য বহু আবেদন নিবেদন যারা করেছে কিন্তু সেখানে একটা টিউবওয়েল স্যাংশান করা হয় নাই। শুধু তাই নয়, গত ৯ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষক মহাশয়রা কোন মাহিনা পায় নাই। এবং তার কারণস্বরূপ আমি যা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে স্কুলের মাহিনা দেওয়ার ব্যাপারে ইন্‌স্পেক্টরেট থেকে তাদের মাহিনা দেওয়া হচ্ছে। যে কমিটি আছে, সেই কমিটি ঠিকমতই আছে। একজন শিক্ষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে তাকে চাকুরী থেকে কেন বরখাস্ত করা হবে না এই ধরণের একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই শিক্ষক কোর্টে কেস করেন সেই নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে। এর ফলে দেখা গেছে স্কুলএ একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রান্ট-ইন-এইড পাচ্ছে না অথচ

এই সরকার বলছেন না যে এই মেনেজিং কমিটি মানি না, সরকার একথা বলছেন না যে এই মেনেজিং কমিটি ভেঙে দেওয়া হল, এ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত করা হল, একথা তারা বলছেন না, অথচ গ্রান্ট-ইন-এইড না দেওয়া ফলে স্কুলঘর তৈরী হতে পারছে না। কিছু টাকা পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকায় কিছু কনষ্ট্রাকশান হয়েছিল. বাকী কনস্ট্রাকশান হতে পারছেনা। ছাত্রদের খেলাধুলার জন্য যে রেকারিং এক্সপেন্স রয়ে গেছে, সেগুলি করতে পারছেনা। কাতলামারা স্কুলেরও একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এবং বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল যেগুলি রয়েছে, সেই বেসরকারী স্কুলগুলিতে যে অবস্থা চলছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কথা হচ্ছে হয় সরকার সমস্ত বেসরকারী স্কুলগুলি গ্রহণ করুন অথবা আপনারা একটা সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করে যে মেনেজিং কমিটিগুলি আছে, সেই মেনেজিং কমিটিগুলির উপর দায়িত্ব দিযে দিন যাতে সেই স্কুলগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সেটা কোন ইনডিসিশানের জন্য বা আপনাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দোষে যাতে স্কুল'এর শিক্ষক এবং ছাত্র, তাদের কেউ যেন না ভোগে সেইজন্য আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বিভিন্ন দিকে তাকালে শিক্ষা বিভাগের দিকে তাকালে আজকে আমরা দেখছি যে কোন সুস্থ এবং সুষ্ঠ নীতি নাই বললেই চলে। ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় বিভাগ হচ্ছে শিক্ষা বিভাগ, এতে আমরা প্রচুর টাকা খরচ করছি কিন্তু প্রকৃত মেনেজমেন্টের অভাবে, প্রকৃত শিক্ষা সেখানে পাচ্ছে কিনা, সেটা ইন্সপেক্শানের অভাবে আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে শিক্ষার মান পড়ে আসছে এবং বিভিন্ন বক্তা এই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তবে আমরা চাই যে ইন্সপেক্টরেট যেগুলি রয়েছে, সেইগুলি সক্রিয় হয়ে উঠুক এবং স্কুলগুলিতে প্রকৃত পড়াশোনা হচ্ছে কিনা, মাষ্টার মহাশয়রা যাচ্ছেন কিনা বা মাষ্টার মহাশয়রা ছাত্রদের উপর কতটুকু নজর দিচ্ছেন সেটা দেখা দরকার। আরেকটি কথা মাননীয় স্পীকার স্যার, চাকুরীর প্রয়োজনে ঘরের মেয়েরা আজকে অভাবের তাড়নায় চাকুরী নিচ্ছে। চাকুরীটা যে ফ্যাসান করে নেওয়া হয়, তা নয়। আজকে বাঁচার তাগিদে, পরিবারের অর্থের প্রয়োজনে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে চাকুরীর জন্য এবং শিক্ষা বিভাগের অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুল এবং হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সিনিয়র, জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োজিত আছে এবং তাদের যে হয় দূর দূরান্তরে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেইসব শিক্ষিকারা কিভাবে থাকেন সেই বিষয়ে সরকার দেখা প্রয়োজন মনে করছেন বলে আমি মনে করি না। এখানে আমি অনুরোধ করব এই সম্পর্কে মেয়েরা সোশিয়ালে বলুন, প্রাইমারী স্কুলেই বলুন কিভাবে তারা স্কুলে যাচ্ছেন, তাদের থাকার বন্দোবস্ত তাদের সেখানে নূতন পরিবেশে তাদের যে রক্ষার বন্দোবস্ত তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে অরুন্ধতিনগরে যে ক্যাম্প রয়ে গেছে, সেই ক্যাম্পের স্কুলটি যদি দেখা যায়, সেখানে অত্যন্ত দুরাবস্থায় ছেলেরা পড়ছে এবং আমার কাছে কয়েকদিন আগে—কারণ সেটা আমার নির্ব্বাচন কেন্দ্র, সেই ক্যাম্প থেকে কিছু সংখ্যক লোক এসেছিল স্যার আমরাতো বইয়ের টাকা পাচ্ছি না। বিভিন্নভাবে আগে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত, এইগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে বিরাট সংখ্যক একটা উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের যারা ক্যাম্পে বসবাস করছে, তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে

চলেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে এডুকেশান সম্পর্কে জেনারেল বলতে গিয়ে বলতে হয় আমাদের যে এডুকেশান সিস্টেম যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন দরকার এবং সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের স্কুল বাড়ছে, কলেজ বাড়ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা আজকে চিন্তা করছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ালাম, স্কুল বাড়ালাম, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বাড়ল কলেজ বাড়ল, তাতে শিক্ষা পদ্ধতি কতটুকু উন্নত হল সেটা দেখতে হবে। আজকে যদি শিক্ষা ইকনমিক—অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর নির্ভর করে শিক্ষার পদ্ধতি পাল্টানো না যায়, তবে যে অর্থকরী কোন কিছু দিচ্ছে না, যার ফলে আমাদের যুব সমাজে একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে। আজকে বহু ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে আরম্ভ করে এম, এ পাশ করে, ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে পলিটেকনিক পাশ করে বহু ছেলে বসে আছে যার ফলে তাদের মনে একটা হতাশা দেখা দিয়েছে। কারণ আজকে আমাদের যে শিক্ষা সেই শিক্ষা তাঁদের পুঁথিগত শিক্ষা দিয়েছে। যতক্ষণ না আমরা তাদের জব অরিয়েণ্টেশান শিক্ষা পদ্ধতির ভিতর নিয়ে আসতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের যুব সমাজে একটা হতাশা থেকে যাবে সেই হতাশা দূর করা সম্ভব হবে না। আমি সেইজন্য বলছি যে এই সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। শুধু মাত্র স্কুল কলেজ বাড়িয়ে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না করে, কতকগুলি মাথা গুন্তি লোক নিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেলাম, তার পরিবর্ত্তে তাদের সামনে দিয়ে দিলাম হতাশা এবং নিরাশা সেটা না করে জব ওরিয়েণ্টেড পরিকল্পনামূলকভাবে সেইগুলি যদি না করা হয় তাহলে শিক্ষার কোন মূল্য থাকবে না। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদেরকে একটা ফিস, একটু সাহায্য দিয়ে দিলাম কিন্তু তাদের ভিতরে যে হতাশা, যে নিরাশা তা থেকেই গেল। কাজেই এইটা না করে যাতে শিক্ষাকে একটা পরিকল্পনামূলকভাবে সেইগুলি যাতে একটি সুষ্ঠু পথে ইন্ট্রডিউস করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন সেইগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশন এসেছে সেইটার আমি বিরোধীতা করি। তবে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যাপারে যে বিভিন্ন বক্তারা যে বক্তব্য রেখেছেন আমিও শিক্ষা ক্ষেত্রে বা শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে ২/৪টা কথা বলতে চাই এই জন্য যে আমি নিজেও একজন শিক্ষক। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা আলাপ আলোচনা করেছি গত সপ্তাহে কিন্তু শিক্ষার যে বর্ত্তমান পেটার্ণ সেই পেটার্ণে শিক্ষা চালু রাখা আমার মতে মোটেই সম্ভব নয়। তার কারণ পূর্ব্বেকার যে টেন স্কুলগুলি ছিল, এস, এফ, পরীক্ষার যে পদ্ধতি ছিল সেই পদ্ধতিতে একজন ছাত্র প্রত্যেকটা বিষয়ে সে যতটা ভালভাবে বুঝতে পারত সেই সুযোগ বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। ছাত্রছাত্রীরা ঠিক ক্লাশ এ্যাইট পাশ করার পর থেকে আর বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কারণ এই শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠ নীতি শিক্ষা বিষয়ে যদি চালু করতে হয়, প্রথমেই আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঠিক ক্লাশ টেন স্কুল-এ পরিণত করে মেট্রিক পদ্ধতি বা এস, এফ, পদ্ধতিতে যে পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেই পদ্ধতি চালু করা উচিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে বিরোধী পক্ষের

কয়েকজন সদস্য যে ধরণের মন্তব্য করেছেন সেইটা সত্যিই ঠিক গণতন্ত্রের পরিপন্থ। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং কালা মজুমদার, রাধু গুপ্ত ওরফে অমর গুপ্ত তারা তিন জনে মিলে নাকি একটা সিণ্ডিকেট তৈরী করেছেন এবং সেই সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় বদলি নীতি এবং চাকুরীর নীতি সব কিছুই ঠিক করা হয়। এইটার জবাবে আমি বলতে চাই যে তারা এমন একটা অবাস্তব কথা বলেছেন বা এমন কতগুলি মন্তব্য আমাদের পার্টি সম্পর্কে করেছেন বিভিন্ন সদস্য বিভিন্নভাবে মন্তব্য করেছেন যে তারা বোধ হয় এইটা ভুলে গেছেন যে এই বিধানসভাটা একটা গণতন্ত্র রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকেই তার নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। তাতে আমি মনে করি না যে সেইটা পারশিলিটির কথা। কিন্তু তাদের পার্টিতে এমন জিনিসও হয় যেটা নিজে ভালভাবে জানি যে তাদের পার্টির যে সিনিয়র যারা মোষ্ট সিনিয়র যারা তাদের কাছ থেকে জানতে পারে না অন্যরা কি সিদ্ধান্ত তাদের পার্টির মধ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের পার্টি কোন পথে চলছে। তাদের পার্টির মত এবং পথ সেই সেই জুনিয়র কেডার জানতে পারে না। তাদেরকে ঘুমে রেখে তারা পার্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে যায়। শুধু তাই না তাদের পার্টির মধ্যে যারা নাকি সংখ্যা গরিষ্ঠ দল, তাদের পার্টির মধ্যে যারা নাকি সংখ্যায় বেশী সেই সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের উপর নেতৃত্ব করছে সেই সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোক। এই জন্য তাদের পার্টির মধ্যে ফাটল ধরেছে এবং সেই ফাটলকে ঢাকা দেওয়ার জন্য তারা অপর একটা পার্টির উপর দোষারোপ করছে। তারা নিজেরা নিজেদের পার্টির অন্তর্দ্বন্দে খতম হয়ে যাচ্ছে। সেই ফাটল জোরা লাগাবার মত রাস্তা তারা খোঁজে পাচ্ছে না। আর একজন সদস্য বলেছেন যে কংগ্রেস সমর্থিত যে শিক্ষক আছে সেই শিক্ষক নাকি ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে, স্লোগান দেয় সেই জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে নানারকম দুর্নীতির সৃষ্টি হয়েছে। তার জবাবে আমি বলতে চাই যে তাদের দলের যে লোক আছে যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেই সব শিক্ষক আজও স্কুলে যাইতে পারে না। কারণ যে ছাত্রদল নিয়ে তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফিরা করতো সেই ছাত্ররা আজকে তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। সেই ছাত্ররাই বলছে তোমরা স্কুলে যেতে পারবে না তোমরা স্কুলকে ধ্বংস করতে চাও। শিক্ষার নীতিকে তোমরা ধ্বংস করে দিতে চাও। তোমরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে তোমরা মা বাবার কোলের ছেলেকে নিয়ে রাজনীতি করো যাতে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে না পারে। এই হলো তোমাদের নীতি। যার ফলে তাদের দলেরই ২/৩ জন শিক্ষক স্কুলে যেতে পারছেন না এইটা লজ্জার ব্যাপারে নয়? আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে বলতে হচ্ছে যে সি, পি, এমের সমর্থিত শিক্ষক যখন তিনি নাকি সব সময় দলের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্ররা গিয়ে তাকে বললো আপনি প্রার্থনা সভায় আসুন। তিনি বললেন আমি এখন যেতে পারবো না। তখন ছাত্ররা প্রার্থনা সভা ত্যাগ করে চলে গেল এবং বলে গেল যে তিনি যদি প্রার্থনায় না আসেন তাহলে আমরা প্রার্থনা সভায় আসব না। আর একটা কথা তারা বলেছে যে ধীরেনবাবু আমাদের উপমন্ত্রী মনছুর আলীর সংগে যোগাযোগ করে চলেছেন যে তোমরা যদি আমার দলে না যাও তাহলে তোমরা টেষ্ট রিলিফের টাকা পাবে না। অশোকবাবুর দলে যদি নাম লেখাও তাহলে

তোমরা টেষ্ট রিলিফের টাকা পাবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে অপরের পার্টির দোষারোপ করে কোন লাভ নেই এবং এইটা করে নিজেদের পার্টিকে জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় হারে বেতন দেওয়ার জন্য শিক্ষকরা যে বিভিন্ন সময়ে ডেপুটেশন দেয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমার মনে হয় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তারা আবার ডেপুটেশন দিবে, কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করবো যে শিক্ষকদের এই নূন্যতম দাবীটুকু সেই সম্বন্ধে যেন মাননীয় মন্ত্রীমশায় বিচার বিবেচনা করেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডুকেশন সম্বন্ধে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন আমি তাকে সমর্থন করছি আর এর পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা এমনই একটা জিনিষ, শিক্ষা সাধনার অন্তর্ভুক্ত এবং সাধনা ছাড়া শিক্ষা হয় না। স্কুলে ফূর্ত্তি করে, বোমা ফাটিয়ে, স্কুলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এবং ছাত্রদেরকে নানাভাবে ক্ষেপিয়ে, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা চলে না। এটা হচ্ছে একটা বিভ্রান্ত সাধনার জিনিষ সাধনা যেখানে থাকবে না, যেখানে সমাজদ্রোহী লোক স্কুলে ঢুকে, কলেজে ঢুকে আমাদের ছাত্রদের বিভ্রান্ত করবে, সেখানে কোন শিক্ষাই হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার তাই আমাকে এখানে একটা ছোট গল্প বলতে হয়, সেই গল্পটি হচ্ছে দুই সতীনের ঘর, এক জনের সন্তান আছে, আর এক জনের নাই। সন্তানের প্রায়ই অসুখ বিসুখ লেগে থাকে। সতীন সেই সন্তানকে বেশ আদর যত্ন করে যেহেতু তার নিজের সন্তান নাই, পরের সন্তান, সতীনের সন্তান তাই বেশ আদর যত্ন করে। সেই সতীন সন্তানকে রোজই বাজার থেকে মিষ্টি এনে খাওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে তাকে ভাল ভাল পোষাকও এনে দেয় আর মধ্যে মধ্যে সেই সন্তানকে নানা রকমের গল্প শোনায়। কাজেই সন্তানের শিশু মন তার আপন মায়ের থেকেও ঐ সতীনের দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হল, কারণ তার মা তাকে এমন করে আদর যত্ন করে না। কিন্তু দিন যেতে না যেতে সেই সন্তানের পেটের রোগ দেখা দিল এবং তার আপন মা তাকে অসুখ থেকে বাচাবার জন্য চেষ্টা করলো যাতে তার সন্তান অসুখ থেকে সেরে উঠে বলিষ্ঠ হতে পারে শিক্ষিত হতে পারে। কাজেই এইরকম শিশু মনকে যদি তার আপন মায়ের পিছন থেকে প্রলোভন দেখিয়ে নানারকমের কুখাদ্য খাইয়ে তার পেটের অসুখ ধরানো হয়, তাহলে সেই সন্তান তার শিশু সময় থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু সে যখন বড় হল তখন সে বুঝতে পারল, তার সতীন মায়ের কারখানা যে তার সতীন মায়ের কারখানার জন্যই তার স্বাস্থ্য হানি এবং শিক্ষা হানি হয়েছে। তাই সে একদিন লাফিয়ে পড়লো, তার সতীন মায়ের উপর এবং সে সতীন মাকে ধ্বংস করল। ঠিক সেই রকম এই শিশু মনের উপর, শিক্ষার উপর যদি কোন সতীন বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে তাহলে তার ধ্বংস অপ্রতিরোদ্ধ। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই শিক্ষাকে যদি প্রকৃত সাধনার উপর গড়ে তুলতে হয়, তাহলে কতগুলি জিনিষের উপর আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে এবং ছাত্রদের জন্য কতগুলি কোর্স চালু করতে হবে যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি মাত্র স্কুলের উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য রাখব, সেটা হল আমার

এখানে ঈশানচন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক একটা বিদ্যালয় আছে, সেই স্কুলের ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন রকমের অভাব অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে একটা চিঠি লিখে, সেই চিঠিতে লেখা আছে যে সরকার ঐ স্কুলের পরিচালন ভার নিজের হাতে তাড়াতাড়ি গ্রহণ করুন, অবিলম্বে সেই স্কুলের জন্য একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হউক, স্কুলের জন্য একটা সুসজ্জিত ভবন তৈরী করা হউক, স্কুলের জন্য একটা খেলার মাঠ করা হউক, স্কুলের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ছাত্রদের জন্য একটা ছাত্রাবাস তৈরী করা হউক, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আলাদা বসন রুম করা হোক। সেই স্কুলের দক্ষিণের ভিটিতে একটা দালান আছে, কিন্তু সেই দালানের প্লাষ্টারিং করা হয় নি, কাজেই দালানটির প্লাষ্টারিং করা হউক, স্কুলের বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা করা হবে স্কুল লাইব্রেরী করে ভাল ভাল পুস্তক রাখা হউক, ছাত্রদের জন্য পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হউক এবং পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা হউক। তাদের এইসব দাবীগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কাজেই তাদের এই সমস্ত দাবীগুলি পূরণ করার জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেই সংগে আমাদের সাজেশান রাখছি তাদের এই সাধারণ দাবীগুলি পূরণ করে তাদের শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হউক। তারপরে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কতগুলি প্রাইমারি স্কুল ছিল, যেগুলি নাকি বেসরকারীভাবে গঠিত হয়েছিল। এখন অবশ্য সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু যাদের প্রচেষ্টায় ঐসব স্কুলগুলি চলছিল বা যারা এত খাটুনি করে এইসব স্কুলগুলি গড়ে তুলেছিল তাদেরকে সরকার নেয় নি। এইরকম অনেক শিক্ষক প্রায় সব জায়গাতেই আছে। আমি আপনার অনুরোধ রাখব, সরকার যাতে এই সমস্ত শিক্ষকদের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আর একটা জিনিষ আমি না বলে পারছি না। সেটা হচ্ছে আমাদের বিরোধী দলের নেতা এখানে গান্ধীজীর অনেকগুলি কোটেশন দিয়েছেন এবং অত্যন্ত প্রশংসা সহকারে শিক্ষা ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অবদানের কথা স্মরণ করেছেন কিন্তু আমি জানিনা রত্নাকর বাল্মিকী হবে কিনা। উনি বলেছেন যে আমি রাম নাম বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই নাম নাকি তার মুখ দিয়ে আসে না। তবু আমি তাকে বলব যে মরা মরা জপ করেও যেন তার মুখ দিয়ে রাম নাম আসে তিনি যেন বাল্মীকী হন, তিনি যেন গান্ধীবাদী হন। তবে আমার কথাটা হচ্ছে গান্ধীবাদের কথা শুধু কোটেশন দিয়ে গেলেই চলবে না, সেই গান্ধীবাদকে মনেপ্রাণে অনুসরণ করতে হবে। সেখানে যদি কোন মাওবাদকে সমর্থন করা হয়, তাহলে সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রসার লাভ হবে না। উনি আরও বলেছেন যে চীনে অনেক শিক্ষিত হয়ে গেছে, কিন্তু এত শিক্ষিত হওয়ার পরও আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে তারা একটা প্রলোভনের নীতি, পররাজ্য গ্রাস করার নীতির উপর নির্ভর করে আছে, যার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে তারা অবাঞ্ছিত হয়ে আছে। আর সেখানে যে শিক্ষার হারের কথা বলেছেন, সেটা কোন জাতীয় শিক্ষা। সেই শিক্ষা সম্পর্কে আমরা ভারতবর্ষের কথা যদি বিচার করি তাহলে দেখব যে আমাদের দেশেও শিক্ষিতের হার যথেষ্ট বেড়ে গেছে, সবাই এখানে নাম লিখতে পারে। কাজেই সেইরকম শিক্ষিতের অভাব আমাদের

এখানেও নই (মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে)। স্যার: আমি আর অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। স্যার, আমার এখানে আরও অনেক কথা বলার ছিল বিশেষ করে অপজিশান থেকে যে সব কথা এখানে বলা হয়েছে, সেগুলির জবাব আমি দিতে পারছি না, যেহেতু আমার সময় কম, সেজন্য আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিগত বাজেট সেশানেও দেখেছি এবং এবারও দেখছি যে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব কথা বলেন, সেগুলির উত্তর দেওয়ার সুযোগ শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীদের হয়ে উঠে না, কারণ তাদের সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য খুব অল্প সময় দেওয়া হয় কাজেই আমি অনুরোধ করব যে আমি সেগুলির কোন জবাব দেব না এবং যে ডিমাণ্ড এসেছে সেটাকে ভোটে দেওয়া হউক।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :— স্যার, আমি মনে করি প্রয়োজন হলে হাউস এ্যাক্সটেণ্ড করা হউক অন্ততঃ একঘণ্টার জন্য।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের এই ডিমাণ্ডের উপর ১৬টি কাট মোশান আছে, তারপরে আমাদের দলের থেকেও অন্ততঃ ১০ জন তাদের বক্তব্য রেখে গেছেন। এখন মিনিষ্টারকে যদি সেগুলির প্রত্যেকটির জবাব দিতে হয় তাহলে প্রত্যেকটির জবাব দিতে হয় তাহলে প্রতিটির জন্য ২ মিনিট করে সময় নিলেও তাঁকে ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া দরকার। কাজেই এই সময়টা যদি এখন আপনার হাতে না থাকে, তাহলে আমি সাজেশান রাখব, ডি.টি মিনিষ্টার আগামী কাল তাঁর রিপ্লাই দিবেন।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আজকে যদি করতে চান, তাহলে হাউস এ্যাক্সটেণ্ড করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শিক্ষা ডিমাণ্ডের উপর ১৬টি কাট মোশান এসেছে এবং উভয় পক্ষের সদস্য বন্ধু কাটমোশানে বহুভাবে বহুবিধ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং শুধু ত্রিপুরার শিক্ষা বাজেটকে অবলম্বন করে তাদের কথা বলেন নি, ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের কথা টেনে এনেছেন। সারা দুনিয়া, রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের কথা তারা টেনে এনেছেন এই প্রসঙ্গে। ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তারা টেনে এনেছেন। আর ত্রিপুরাতে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারা কোথাও এই প্রসঙ্গ কোথায়ও সেই প্রসঙ্গ বলেছেন এবং কাট মোশানগুলি যে প্রসঙ্গে ছিল প্রায় তার ধারে কাছে না গিয়ে তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন। আমি অবাক হয়েছি, আমি আশ্চর্য হয়েছি এটা শুনে শিক্ষা সম্পর্কে তারা কোন ব্যাপক ধ্যান ধারণা না রেখেও তারা কি ভাবে শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। শিক্ষা সমাজের কোন বহির্বিভাগের জিনিষ নয়, সমাজের অঙ্গীভূত একটা জিনিষ এবং তার মধ্যে সমাজের সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে মানব জাতির ইতিহাসের ধারা বহন করে অতীত থেকে বর্তমানে এসেছে, বর্তমান থেকে

ভাবীকালে উত্তীর্ণ হবে, তারি নিশানা শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। তারা সেইকথাটাকে বস্তুতান্ত্রিক ভাবে বুঝতে না চেয়ে উঞ্ছবৃত্তি করবার চেষ্টা করেছে। সুতরাং এই ধারাকে তারা অনুসরণ করতে পারেন নি। এমন কি বাজেট প্রসঙ্গে যেটুকু নয়, সেই প্রসঙ্গ পর্যন্ত তারা উত্থাপন করেছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি রিপলাই দিতে গিয়ে এই সমস্ত বিভিন্ন বাজে কথা বলেছেন। কাজেই এই সমস্ত কথা একসপাঞ্জ করা হোক। (নয়েজ)

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় সদস্যের এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে জিনিষ তারা জানবার চেষ্টা করেন না সেই বিষয়ে তারা বলেন। সেরূপ যর বলেছেন যে দেবতারা যেখানে যেতে ভয় পায় মর্কোধেরা স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারে। জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন যে জিনিষ করবে সে সম্পর্কে কোন কাযকরী কথা, কনক্রিট কোন প্রস্তাব না রেখে তারা তাদের নির্দ্ধারিত ধারায় মার্কসবাদাদের ধারায় এই সরকারকে গালাগালি করার সুযোগ নিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব কোন কথা তারা বলতে পারেন না। তারা বলেছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন, শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ অপচয় হয়েছে তারা বলেছেন শিক্ষাটা একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে বলে তারা অবতারণা করেছেন। তারা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে তারা মায়ের বুকেই লাথি মারছেন। সুতরাং এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন একটা মৌল ব্যবস্থা রয়েছে যে ব্যবস্থা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করতে শিখায়, যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষিত হয়ে সমালোচনা করতে শিখায়। সুতরাং তার মধ্যে মৌল কোন জিনিষ আছে যার মধ্যে চিন্তার বিকাশ হবে। কারণ মগজ ধোলাইয়ের একটা কথা আছে। পৃথিবীর যে যে দেশে মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে যেমনি অনবরত বলা হয় এই প্রসঙ্গে চিন্তা এবং বুদ্ধির জড়তা নিয়ে এটাকে চ্যানালাইজড করেছে। আমি অবাক হয়েছি, একজন সদস্য, যিনি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তিনি জীবিকা এবং জীবনকে এক করে দেখেছেন শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে। মার্কসের তথ্যকে বড় করে দেখেছেন আমল পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বিপবের যে কথা, বিপ্লবীদের চরিত্র আমরা দেখেছি। বিপ্লবী আছে, অতি বিপবী আছে, আর অণুপরমাণুর যুগে বোধ হয় আণবিক বিপ্লবীও কেউ কেউ আছে। আর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় মানুষটিও ঠিক এমনি হবেন। আমি জানি না নন্‌প্ল্যান প্রসঙ্গে যেখানে কথা হয়েছে সেখানে প্ল্যানের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এমনি কত তারা অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। জীবন গ্রন্থের পাতা তিনি উল্টে যাচ্ছেন। সেই ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায় থেকে আমি বলছি ১৯৫১ সালে আদম সুমারীর কথা যেটা তিনি বলেছেন যে জীবনের পাতা থেকে তিনি বলছেন ফাইল থেকে নয়, তার জীবনের পাতা আমাদের ফাইল থেকে মূল্যবান সেটাই আমি দেখাচ্ছি। ১৯৫১ সালে আদম সুমারীতে শিক্ষিতের হার ছিল এ রাজ্যে ১৫·৫ পারসেন্ট। আর ১৯৭১ সালে মাননীয় সদস্যদের ভাল লাগার কথা নয় কারণ যাদের কাছে

যে কথা হজম হয় না তাদের কাছে সে কথা ভাল লাগে না। শিক্ষা প্রসঙ্গে কথাবার্তা তাদের কানে সাসা বর্ষণ করবে তা আমি জানি। ১৯৭১ সালে সেখানে ৩১ পারসেন্ট এর মত শিক্ষিত এবং এর মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। সংগে সংগে এই কথাও বুঝতে হবে যে সমস্ত কিছুকে ঢেকে রাখতে পারবে না। যেটুকু জানবার কথা, জ্ঞানের কথা সেটাকে জানতে হবে। না জানলে পরে মূর্খতার পরিচয় দিতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময়ের মধ্যে অগণিত শরণার্থী এই রাজ্যে এসেছিল এবং ইতিহাস এইটুকু জানে যে—

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। কত লোকসংখ্যায় কত শিক্ষিত মন্ত্রী মহাশয় বললে পরে (নয়েজ) বর্তমানে লোক সংখ্যা কত হয়েছে এবং কত হার শিক্ষিতের ?

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Wednesday, the 11th April, 1973. The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure -"A"

STARRED QUESTION NO. 1267.

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য কমলাসাগরের মধুপুরে একটি আদিবাসী কলোনী ছিল ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কত সালে তা স্থাপিত হয়েছিল এবং কত পরিবারকে তথায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

উত্তর

১। সদর বিভাগের কমলাসাগরের অন্তর্গত মধুপুরে কোন আদিবাসী কলোনী নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1177

By Shri Gopinath Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রোগগ্রস্থ উপজাতিদের জন্য সরকারী ভাবে চিকিৎসা এবং পথ্যাদির জন্য কোন সাহায্যের ব্যবস্থা আছে কি ?

২। থাকিলে কি প্রকারের সাহায্য দেওয়া হয় এবং

৩। ১৯৭২-৭৩ সালে ছামনু ব্লক এলাকায় ঐ ধরণের সাহায্য কতজনকে দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উপজাতি লোকের দরখাস্ত যদি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ মহকুমা শাসক, প্রজেক্ট একজিকিউটিব অফিসার ও ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের সুপারিশ থাকে তাহা হইলে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। (ক) কঠিন রোগাক্রান্ত লোকদের (খ) ঔষধ, পথ্য এবং যাতায়াত খরচ ইত্যাদি সঙ্কুলান করিতে পারে না এমন দুঃস্থ পরিবারকে ত্রিপুরার মধ্যে হইলে ২০০ টাকা এবং ত্রিপুরার বাহিরে হইলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়।

৩। দুইজন রোগীকে ১৯৭২-৭৩ সনে ছামনু ব্লকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 814

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের হাতে বর্তমানে drug license এর কত আবেদনপত্র বিচারাধীন আছে ?

২। কি কি সর্তে drug license দেওয়া হয় ?

৩। যদি কোন আবেদনপত্র দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন থাকে তার কারণ।

উত্তর

১। ২০০টি।

২। মূলতঃ Drugs and Cosmetic Act, 1940 এর সর্তগুলি পালনীয়।

৩। বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণের জন্য দোকানগুলির বর্তমান অবস্থিতি নির্ণয় করা হইতেছে এবং তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1278.

By Shri Pakhi Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাইমা শর্মা জগবন্ধুপাড়া সরকারী ডিসপেন্সারীটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে উন্নীত করার জন্য সরকার হইতে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও তা করা হইতেছে না ?

২) যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১) গণ্ডাছড়া (জগবন্ধুপাড়া) ডিসপেন্সারি PHC-তে উন্নীত করা হইয়াছে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO 979

By Shri Prafulla Kr Das

Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার অধিকাংশ ও জেলা ভিত্তিক অফিসের করণিকদের কাজের তদারকী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮০-৮১ সনের বেতন নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে তদারক বিশেষ পদের সৃষ্টি করিয়াছেন ?

২) যে যে পদকে তদারক পদে পরিণত করা হইয়াছে, সেগুলির নাম কি ?

উত্তর

হাঁ।

২) অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং হেড ক্লার্ক পদ।

STARRED QUESTION NO 1299.

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি সরকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে ?

২) ১৯৮৭ সালের পর কয়টি নূতন সরকারী হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে ?

৩) উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে মোট কতজন ডাক্তার ও কর্মচারী আছে ?

উত্তর

১) ৭টি।

২) ২টি।

৩) ৪ জন Medical Officer এবং ১৭ জন অন্যান্য কর্মচারী আছেন।

STARRED QUESTION NO. 1315.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে বর্তমানে বেড সংখ্যা কত ?

২। ঐ হেলথ সেন্টারে বেড সংখ্যা বাড়াইবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। না থাকলে তাহার কারণ এবং

৪। থাকিলে কবে থেকে বাড়ানো হবে।

উত্তর

১। জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের অনুমোদিত বেড সংখ্যা ১০।

২। এক্ষণে নাই।

৩। সীমিত সম্পদ এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়া এই স্থানের বেড সংখ্যা আরও বাড়াইবার পরিকল্পনা এখনই নেওয়া সম্ভব নয়।

৪। ২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1175

By Shri Gopinath Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Plannig Department be pleased to state—

QUESTION

১। ছাউমনু P. H C এর গৃহের নির্মাণ কাজ কবে আরম্ভ হইয়াছিল ?

২। এখন ঐ গৃহের কার্য্য শেষ হইয়াছে কি না, এবং

৩। না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে।

২। কাজ চলিতেছে।

৩। দ্রুত মাল পরিবহনের অসুবিধা থাকায় এবং কখনও মাল মশল্লার ঘাটতি পড়ায় খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 1273

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঝড়ে টাকারজলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পর্কে

সরকার অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন তাহলে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরী সম্পর্কে সরকার ত্বরান্বিত করিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে। শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হইতেছে।

Government of Tripura
Printing and Stationery Department
Agartala · Tripura West.

STARRED QUESTION NO 1341

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state—

QUESTION

1. Whether it is a fact that a sum of Rs. 10.000 00 has been sanctioned in the third week of March, 1973 for payment to the staffs attached to the Govt. Press as an advance at the rate of Rs. 200·00 per head to purchase Cycle to facilitate the staffs staying in the long distance from the Govt. Press ?

2. If so, what principle was followed for the selection of staff for payment of such advance ?

3 Is it a fact that among others, 7 (seven) members of the staff those who are residing very near to the Govt. Press have been given such advance depriving others those who are residing long distance such as Banamalipur, Abhoynagar etc, and if so, will the deprived staff be given the cycle advance ?

ANSWER

1. Yes Sir

2. A Government servant who is in receipt of pay not exceeding Rs. 375·00 per month is granted an advance for the purchase of a by-cycle if the authority competent to sanction the advance is satisfied that the possession of a bi-cycle will add to the efficiency of the Government Servant.

Advances were granted in accordance with this principle.

3. To the best of the knowledge of the Department sanctioning the advance no such discrimination was made.

STARRED QUESTION NO 1258
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য কৈলাশহরে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়াব নামে ঘরচুক্তি আড্ডা (গাঙ্গানা) সংগ্রহ করা হইতেছে ;

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কবে নাগাদ ওদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে।

উত্তর

১। না—

২। প্রশ্নই উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNEXURE— 'B"
UNSTARRED QUESTION NO. 1049
By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

১। আগরতলা আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারীতে গত তিন বছরে ঔষধের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২। গত ১ বছরে কত পরিমাণ কি কি ঔষধ manufacture করা হয়েছে, এবং

৩। গত ১৯৭২ বর্ষে গড়ে দৈনিক রোগীর উপস্থিতি সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৬৯-৭০ সালে—১৪,২০৬ টাকা

১৯৭০ ৭১ সালে—৯,৯৯০ টাকা

১৯৭১-৭২ সালে—১৭,০৩৯ টাকা

২। ১৯৭১-৭২ সালে কি কি ঔষধ কত পরিমাণ তৈরা হইয়াছে তাহা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। নূতন রোগী ২৪ জন সহ মোট ৬৮ জন।

(০ নং প্রশ্নের উত্তর)

ক্রমিক নং	প্রস্তুতিকৃত ঔষধের নাম	মোট পরিমাণ
১।	নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস	২০,৪১৭ টি
২।	বাত গজেন্দ্র সিংহ	১৪,১৮৮ "
৩।	বাত গজাঙ্কুশ	৮,০৫০ "
৪।	বাত সিংগুল	২৭,২৮৩ "
৫।	বাতারি তৈল	৩৬ লিটার
৬।	অমৃত মঞ্জরী	৫৩৮ টি
৭।	আম রাক্ষসী	১২১২ "
৮।	পীযুষ বল্লীরম	১৬০০ "

৯।	ভুবনেশ্বর	১৮,৯০০	,,
১০।	শঙ্খ বটী	১২,৮০০	,,
১১।	ভাস্কর লবন	৩৫,৫৯০	গ্রাম
১২।	বজ্রক্ষার	[illegible]	,,
১৩।	স্বর্ণ বিরেল	[illegible]	,,
১৪।	নারিকেল লবন	১,৫০০	,,
১৫।	নৃপতি বল্লভ	১৬৫২	টি
১৬।	যমানী যোগ	৪,২০০	,,
১৭।	ক্রিমি বা[illegible]	৫১০	,,
১৮।	শৃঙ্গারাভ্র	২,২১২	,,
১৯।	সৌব চতুর্ম্মুখ	৭১০	,,
২০।	বৃহৎ চতুর্ম্মুখ	৭০০	,,
২১।	প্রদরান্তক	১৬০০	,,
২২।	চন্দ্র ইন্দুবস	[illegible]	,,
২৩	অর্জ্জুন বটী	[illegible]	,,
২৪।	মন্মথা ভরস	৩৭০	,,
২৫।	উদর ভাস্কর	৮,৮৪৮	,,
২৬।	বস রাজ	১,৬০০	,,
২৭।	লঘু বাত চিন্তামনি	২০,০০০	,,
২৮।	অর্ক ল[illegible]ন	১ ৫৫০	গ্রাম
২৯।	সিদ্ধ প্রাণেশ্বর	৩০০	টি
৩০।	চন্দ্রামৃত	৬,০০০	টি
৩১।	বৈশ্বানর	৬,০০০	গ্রাম
৩২।	পূর্ণ চন্দ্র	৭৪২	টী

UNSTARRED QUESTION NO. 1112

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকার বর্ত্তমান বছর ও গত বছর আর্থিক বছর) L. T C. বাবত কত টাকা খরচ করেছেন ?

২) কোন দপ্তরে কতজন L. T. C. দিয়েছন ?

উত্তর

১) এবং (২) অণ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

UNSTARRED QUESTION NO 1188

By Chandra Sekhar Dutta

Will tee Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

QUESTION

১) ত্রিপুরা সরকারের গত ১৯৭২-৭৩ ইং আর্থিক বছরের সরকারী অফিস করে কাজ চালানোর জন্য ঘর ভাড়া বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে ,

২) কোন মহকুমায় কোন দপ্তরের জন্য ঘর ভাড়া বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে ;

৩) বে-সরকারী বাড়ী ভাড়া করে সরকারী অফিস চালানো বাবত টাকা খরচ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন যতা সরকার মনে করেন কি ,

৪) যদি করে থাকেন প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

(১), (২), (৩) এবং (৪) -তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে ।

STARRED QUESTION NO 1107

By Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be Pleased to state—

QUESTION

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা আছে ?

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা আছে কি ?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৪) বর্তমান আর্থিক বৎসরে জনস্বার্থে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্স দওয়া হইবে কি ?

ANSWER

১) খোয়াই ব্যতীত অন্য সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে ।

২) না ।

৩) পর্যায়ক্রমে সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে দেওয়া হইতেছে ।

৪) হ্যাঁ ।

UNSTARRED QUESTION NO. 969
By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state ;—

QUESTION

১) খোয়াই মহকুমায় তকচাযা আদর্শ জুমিয়া কলোনীর আদিবাসীরা যাহারা ১৯৭১ ইং এক কিস্তী লোন পাইয়াছিল তাহাদের বাকী লোন দেওয়া হইবে কি,

২) এবং এই কলোনীর অন্যান্য জুমিয়া আদিবাসীগণ লোন পাওয়ার জন্য কোন আবেদন করিয়াছেন কিনা ;

৩) করিয়া থাকিলে উহাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে লোন দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

২) } প্রশ্ন আসে না।
৩) }

UNSTARRED QUESTION NO.—866
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৭১ সালের পর থেকে কত সংখ্যক শরনার্থী ত্রিপুরায় এসেছিল ? কোন মহকুমায় কতজন ?

উত্তর

১) ১৯৭১ সালের পর থেকে অদ্যপি কোন শরনার্থী ত্রিপুরায় প্রবেশ করার খবর এই ত্রাণ বিভাগে নাই। অতএব এতদ সম্পর্কে উপবিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1284
By Shri Purna Mohan Tripura, MLA

Will the Hon'le Minister-in-charge of the Refugee Relief Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ছাউমনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত কোন কোন গাঁওসভায় বর্তমানে কতটি ফিডিং কেন্দ্র আছে।

২) ফিডিং কেন্দ্রগুলির স্থানের নাম এবং কতদিন ধরে চালু আছে।

৩) ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় আছে।

১) ছাউমনু টি, ডি, ব্লকে ১৬টি ফিডিং কেন্দ্র আছে

২) বিভিন্ন গাঁওসভায় কেন্দ্রের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

গাঁওসভার নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা
১) মানিকপুর	১
২) ধুমাছড়া	৩
৩) ময়নামা	১
৪) পশ্চিম ছাটমনু	১
৫) মনু	১
৬) কাঁঠালছড়া	৩
৭) করমছড়া	১
৮) পশ্চিম মছলি	১
৯) লালছড়া	১
১০) কাঞ্চনছড়া	১
গাঁওসভার অন্তরভুক্ত নহে এরূপ ফিডিং কেন্দ্রের সংখ্যা।	
১) তারাবনছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট	১
২) মনু ছৈলেংটা রিজার্ভ ফরেষ্ট	১
সর্বমোট :—	১৬

৮৭

২) কেন্দ্রের অবস্থান সহ নাম	যে তারিখ হইতে চালু আছে
১) লালছড়া আদর্শ আদিবাসী কলোনী	২.১০.৭০ইং
২) করমছড়া ,, ,, ,,	ঐ
৩) কাঁঠালছড়া ডেমছড়া ,,	ঐ
৪) ভাইবোনছড়া ,,	২২.২.৭১ইং
৫) কুকিছড়া	৭.৭.৭১ইং
৬) চিচিংছড়া আদর্শ আদিবাসী কলোনী	১.৪.৭১ইং
৭) মরাছড়া	৭.৯.৭১ইং
৮) ধুমাছড়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র	৩.৪.৭১ইং
৯) ক্ষেত্রিছড়া আদর্শ আদিবাসী কলোনী (কৃষ্ণ রোয়াজা পাড়া)	৪.৬.৭১ইং
১০) ময়নামা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র (অঘোর সরকার পাড়া)	১,৪.৭১ইং
১১) পশ্চিম মছলি	২৫.১১.৭২ইং
১২) করাতিয়াছড়া	২৯.১২.৭২ইং
১৩) কাঁঠালছড়া (পুরান ডারলং বস্তি)	২৫.৩.৭৩ইং
১৪) সাকান	২৫.৩.৭৩ইং
১৫) নালকাটা	২৫.৩.৭৩ইং
১৬) জমিরছড়া	২৪.৩.৭৩ইং

৩) ইহা সত্য নহে।